কোর্-আন

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় দশ পারা

দশ হইতে উনত্রিশ সুরা

তফ্সীর হক্কানী আদি বিখ্যাত তফ্সীর
অবলম্বনে মূল আরবী হইতে বহু
ব্যাখ্যা সহ সরল সবিস্তার
বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।

অনুবাদক
খান বাহাদুর মৌলবী তসলীমুদ্দীন আহ্মদ্, বি, এল।

মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

উপহার

আমার

কে
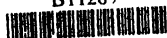
আল্লাহ্‌তালার মঙ্গলময় বাণী

পবিত্র

"কোর্‌-আন"

নিদর্শন স্বরূপ

উপহার দিলাম।

তারিখ.......

অনুবাদকের নিবেদন।

দয়াময়ের অসীম কৃপায়, বহু ব্যাখ্যা সহ কোর্-আনের সবিস্তার অনুবাদের দ্বিতীয় খণ্ডও বাহির হইল। দি ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর্ মৌলবী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, বি-এ সাহেবকে তজ্জন্য অশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব ইহার প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারও নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

উক্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাহেব সমাজের উপকারার্থে অনেক সুগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন, এবং তজ্জন্য অনেককে অর্থ সাহায্যও করিয়া থাকেন। এজন্য অনেকের ধারণা হইয়াছে যে এই অনুবাদও উক্ত কোম্পানী স্বব্যয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। মৌলবী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে কোম্পানীর ব্যয়ে ইহা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু আল্লাহর কৃপায় আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ায় এবং হঠাৎ কোনও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা না থাকায়, ইহা অমার স্বব্যয়েই আমি মুদ্রিত করিতেছি এবং বিজ্ঞাপনেরও খরচ বহন করিতেছি। দয়াময়ের কৃপায়, এই অনুবাদ হিন্দু এবং মোস্‌লেম ভ্রাতাগণের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে এবং এক বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের প্রায় সমুদয় বহি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। এজন্য মৌলবী মোজাম্মেল হক সাহেব প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করার জন্য উৎসুক হইয়াছেন এবং তৃতীয় খণ্ডও শীঘ্র প্রকাশ করিয়া ফেলিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন।

ভ্রান্ত করে; তাহারা যে নিরাপদে জীবনাতিবাহিত করে, এই জন্য মূল কার্য্যকর্ত্তাকে ভুলিয়া যায়; আল্লাও ছলনা করেন, বাহ্যিক অনুকূল কারণ বিদ্যমান স্থলেও বিপদাবতীর্ণ করিয়া ভ্রম দেখাইয়া দেন; পার্থিব জীবনরূপ ক্ষেত্রের প্রকৃত স্বামী তিনিই; তিনিই তাহা উৎপন্ন করেন, তিনিই তাহা ধ্বংস করেন; এমতস্থলেও কতকজন অন্য কাহাকেও বা কারণ সকলকে তাঁহার সমান ক্ষমতাশালী মনে করে; ইহার মন্দ পরিণাম; এবং তিনিই কার্য্যকর্ত্তা এই বিশ্বাসের, এবং সুকার্য্যের, সুপরিণাম।

৪র্থ রুকু:—একমাত্র তিনিই উপাস্য তৎসম্বন্ধে যুক্তি; মনুষ্যগণের প্রয়োজনীয় বস্তু তিনিই যোগান; অন্য কেহই আদর্শ ব্যতীত বিশ্ব রচনা করিতে অক্ষম; বহু ঈশ্বর উপাসকগণ কেবল কল্পনার উপাসনা করে; যেমন অন্যের বিশ্ব রচনা করা অসম্ভব, তদ্রূপ কোর্-আনও মনুষ্য শক্তির অতীত কার্য্য; তাহার সত্যতা তোমরা চেষ্টা করিলেই প্রমাণ করিতে পার; যাহা বুদ্ধির অতীত, তাহা অনেকে বিশ্বাস করিতে পারে না; এমতস্থলে তাঁহার কথার বিরুদ্ধে, "যে কোর্-আন তাঁহারই সত্য বাক্য" অন্য মত প্রচার করিয়া বিভ্রাট উপস্থিত করিও না।

৫ম রুকু:—অবিশ্বাসকারিগণকে স্বস্ব কর্ম্ম ভোগ করিতে হইবে; স্ব স্বভাব মত সকলেই কার্য্য করে; পরকাল ইহকালের তুলনায় অতি দীর্ঘ কাল; কোর্-আনের কথিত ভবিষ্যৎবাণী যথাসময় সত্য হইবে; প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসুল হইয়াছে; প্রত্যেক ঘটনার, প্রত্যেক দলের জন্য নির্ণীত সময় আছে; কেয়ামত, ইস্লাম প্রভাব বিস্তার ইত্যাদি ঘটনা যথা সময় ঘটিবে।

৬ষ্ঠ রুকু:—ইহজীবনই পুণ্যার্জ্জনের সময়; পরজীবন ফল ভোগের কাল; পাপ পুণ্য ফল ভোগের কাল কেয়ামত আগত হইবে, আল্লাহর

এই অঙ্গীকার সত্য; মনুষ্যজাতির জন্য মহোপদেশ, অজ্ঞতা রোগ-গ্রস্ত হৃদয়ের মহৌষধ, পথ প্রদর্শক কোর্-আন, আল্লাহর নিকট হইতে আগত; ইহার জন্য উল্লাসিত হও; মনের কুপথ্য এবং সুপথ্য কি তাহা এই গ্রন্থে আছে; এই গ্রন্থ মহাগ্রন্থ, তৎমত জীবন যাপন করিয়া অনুগ্রহ স্বীকারকারী হও।

৭ম রুকু:—ভাল মন্দ কার্য্যের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্তের তিনি দর্শক; ঐ কর্ম্ম অদৃশ্য লোক লওহ্ মহফুজ গ্রন্থে বিদ্যমান থাকে; সাধু বিশ্বাসে এবং সাধু কর্ম্মে তাঁহার প্রীতি লাভ হয়; তাহা উভয় লোকের জন্য মঙ্গলপ্রদ; তিনি স্রষ্টা, সমস্তের প্রভু, তিনিই উপাস্য; অন্য উপাস্য কল্পনা মাত্র; দিবা রাত্রির আগমন রোধ করা কাহারই সাধ্য নাই; তাঁহার জাত কেহ হইতে পারে না; তিনি হজরত ঈসার জনক মহা অসত্য; ইহার পারলৌকিক ফল মন্দ।

৮ম রুকু:—পয়গম্বরকে অগ্রাহ্য করিলে পৌত্তলিক আরবগণের দশা কিরূপ হইবে, তাহা জ্ঞাত করণ; পয়গম্বর অগ্রাহ্যকারী নূহর এবং ফের-অ-উনের দলের দৃষ্টান্ত।"

৯ম রুকু:—মুসা পয়গম্বরে ফের-অ-উনের অবিশ্বাস, জাতীয় পরিণাম।

১০ম রুকু:—তাঁহার আদেশ পালন করিয়া ইস্রাইল সন্তানগণ উদ্ধার প্রাপ্ত হইল, এবং রাজ্য প্রাপ্ত হইল; আবার তাঁহাকে অমান্য করিয়া ফের্-অ-উন জাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

১১শ রুকু:—তাঁহার ধর্ম্ম কি তাহা; যে ব্যক্তি সত্য অর্থাৎ কোর-আন মত জীবন যাপন করে, সে নিজেরই মঙ্গল করে; প্রত্যাদেশ মান্য কর; অন্য আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত নির্য্যাতন সহ্য করিয়া থাক।

ইউনস্ নামক পয়গম্বর।

মক্কাবতীর্ণ ১০ম সংখ্যক সুরা (৫১)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ।

[১।১০।১১

১। আলেফ-লাম-রা (অ, ল, র, আমি আল্লাহ, অতি দয়ালু।) এই আএত সকল জ্ঞানপূর্ণ গ্রন্থের (আএত।) ২ অহো, মনুষ্যগণ কি আশ্চর্য্যান্বিত হইযাছে যে, আমি (তাহা) তাহাদেরই (ন্যায রক্ত মাংসেব শবীর) একজন মনুষ্যের (মনে অর্পণ করিয়া) দিতেছি? যে (হে রসুল) তুমি মনুষ্যগণকে সতর্ক কর, এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী তাহাদিগকে সুসংবাদ দাও, যে তাহাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট, তাহাদের জন্য সরল বিশ্বাসীর পদমর্য্যাদা রহিয়াছে। (ইহা শুনিয়া অবিশ্বাসকারিগণ) বলিল, নিশ্চয় এ ব্যক্তি প্রকাশ্যতঃ একজন ঐন্দ্রজালিক; (আমাদেরই ন্যায় মনুষ্য কিন্তু পয়গম্বর নহে।) ৩ (কিন্তু) ইহাই সত্য যে, তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি ছয দিবসে স্বর্গ এবং মর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, তদনন্তর (বিশ্ব পরিচালনার্থে সৃষ্টি রূপ) সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট আছেন, তিনি (সৃষ্টির) কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। (তিনি বিধান করিয়াছেন) যে তাঁহার অনুমতি প্রাপ্ত হয় নাই, সে (কাহারও) উদ্ধারের প্রার্থনা করিতে পারিবে না। ইনিই তোমাদের পালন কর্ত্তা আল্লাহ, অতএব ইঁহারই উপাসনা কর, (তিনিই বলিয়া দিতেছেন, মোহাম্মদ রসুল।)

অহো এমতস্থলেও কেন তোমরা উপদেশগ্রাহী হইতেছ না? ৪ (তিনিই বলিয়া দিতেছেন,) তোমাদের সকলকেই তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে, আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য; ইহাই সত্য যে তিনি সৃষ্টি প্রথম বার প্রকাশিত করেন, (যথাসময় তাহা ধ্বংস করেন) তদনন্তর তাহা (তৎ কালোপযোগী আকারে) পুনঃ প্রকাশ করেন; উদ্দেশ্য যে যাহারা বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছে, এবং সাধু কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিনিময় প্রদান করেন; এবং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতা করিয়াছে, তাহাদের জন্য, তাহারা যাহা করিয়াছিল, তজ্জন্যই, উষ্ণ জলের পানীয়, এবং কষ্টদায়ক যন্ত্রণা। ৫ তিনিই সূর্য্যকে কিরণ প্রদানকারী, এবং চন্দ্রকে জ্যোতিঃ প্রদানকারী করিয়াছেন (ইহা অন্যের অসাধ্য, ইহা তিনি এক, অদ্বিতীয়, সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহারই প্রমাণ,) এবং তাহার (অর্থাৎ সূর্য্যের, রাশি চক্র মধ্যে) অবস্থানের স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন, উদ্দেশ্য যে, তোমরা যেন বৎসরের পরিমাণ গণনা কর, এবং আবশ্যকীয় অন্যান্য গণনা (অবধারিত কর।) আল্লাহ ইহা (এই সৃষ্টি) নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই, যাহারা বুঝিতে সক্ষম তাহাদের জন্য, (আল্লাহর তাঁহার একত্বের, তাঁহার বিদ্যমানতার, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতার, সর্ব্ব শক্তিমান হওয়ার, এই সৃষ্টি চেতনাহীন, বুদ্ধি শক্তি রহিত প্রকৃতির কার্য্য হইতে পারে না, তাহার আএত অর্থাৎ) প্রমাণ সকল বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিতেছেন। রাত্রি এবং দিনের ক্রমিক পরিবর্ত্তনে, এবং আল্লাহ যাহা স্বর্গে এবং মর্ত্তে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে, পাপ পরিহারকারী ব্যক্তিগণের জন্য (আল্লাহর সম্বন্ধে অকাট্য) প্রমাণ রহিয়াছে। (এই সকল প্রমাণকেও আএত বলে।) ৬ যাহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার আশা করে না, এবং এই পার্থিব জীবনেতেই সন্তুষ্ট থাকে এবং যাহারা ঐহিক

জীবনেই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে, এবং যাহারা আমার প্রমাণ দেখিয়াও অসতর্ক থাকে, ৭ ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য অগ্নিই তাহাদের অবস্থানের স্থান। ৮ যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং সাধু কর্ম্মও করিয়াছে, তাহাদের বিশ্বাসের জন্য আল্লাহ তাহাদিগকে (জন্নতের) পথ প্রদর্শন করিবেন, মহা দানপূর্ণ জন্নতের নিম্ন দিয়া (আল্লাহর স্নেহের, জ্ঞানের, প্রেমের) নদী প্রবাহিত হইবে। ৯ সেই (পবিত্র স্থান স্বর্গোদ্যান) মধ্যে তাহারা বলিবে, হে আল্লাহ আমরা তোমার পবিত্রতার জপ করিতেছি। ১০ তথায় (ফেরেশ্তা সদাত্মা এবং) তাহারা সালাম সালাম বলিয়া (পরস্পরের) মঙ্গল কামনা করিবে, (তথায় ইহাই পরস্পরের অভ্যর্থনা বাক্যরূপ আশীর্ব্বাদ।) এবং (যখন তাহাদের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, এবং যখন তাহারা উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায় স্বয়ং প্রেমময়, স্নেহময়, সৌন্দর্য্যময় মহান আল্লাহর দর্শন প্রাপ্ত হইবে, তখন আনন্দবিহ্বল হইয়া) গুণানুবাদ করিবে—সৃষ্টির পালনকর্ত্তা আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা। ১।১০

১১। এবং যেমন মনুষ্যগণ মঙ্গল শীঘ্রই ঘটুক ইচ্ছা করে, তদ্রূপ যদি আল্লাহ অমঙ্গল শীঘ্রই ঘটাইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহাদের শাস্তির কাল শীঘ্র পূর্ণ হইত; (কিন্তু শাস্তির এক নির্দ্দিষ্ট সময় আছে;) তদজন্য যাহারা আমার সাক্ষাৎ হওয়া আশা করে না, (অর্থাৎ মরণান্তর কর্ম্মফল ভোগ বিশ্বাস করে না,) তাহাদিগকে আমি (তাহাদের ইচ্ছা মত পাপ কার্য্যে) ছাড়িয়া দেই, তাহারা তাহাদের অতিশয়াচারেতে ভ্রাম্যমান থাকে। ১২ এবং যখন মনুষ্যকে বিপদ স্পর্শ করে, সে তাহার পার্শ্বের উপরে, এবং উপবেশনাবস্থায়, এবং দণ্ডায়মানাবস্থায়, আমাকে আহ্বান করিতে থাকে; তদনন্তর যখন আমি তাহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া দেই, তখন (সে এমত ভাবে)

চলিতে থাকে যে, যে বিপদ তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল তজ্জন্য (যেন) সে আমাকে আহ্বানই করে নাই। যাহারা সীমালঙ্ঘনকারী, তাহার *যাহা করিয়া আসিতেছে, তাহাদের জন্য তাহাই আমি সুন্দর করিয়াছি।* ১৩ তাহাদের অর্থাৎ মক্কার ধর্ম্মদ্রোহিগণের পূর্ব্ববর্ত্তী জাতিগণ, যখন অতিশয়াচারী হইয়াছিল, তখনই আমি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছি, এবং তখনও তাহাদের রসুল প্রকাশ্য প্রমাণ সহ তাহাদের নিকট আসিয়াছিল, কিন্তু (তখনও তাহারা নিজকে এমত সংশোধন) করে নাই যে (রসুলের বাক্যে) বিশ্বাসস্থাপন করে। পাপাচারিগণকে আমি এইরূপে শাস্তি প্রদান করি। ১৪ এবং (তাহাদিগকে ধ্বংস করার) পর তাহাদের পরে তোমাদিগকে পৃথিবীতে তাহাদের স্থলবর্ত্তী করিয়াছি, যেন তোমরা কেমন কার্য্য করিতেছ জানিয়া লই। ১৫ এবং (এই পৌত্তলিক আরবগণ ও তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী জাতিগণের ন্যায় আচরণ করিতেছে,) যখন তাহাদের নিকট আমার স্পষ্ট আদেশ পাঠ করা যায়, যাহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার আশা করে না, তাহারা বলে, ইহা হইতে পৃথক কোর্-আন, (যাহাতে এ সকল কথা নাই তাহা) আনয়ন কর, অথবা তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া দেও; (হে পয়গম্বর তুমি তাহাদিগকে) জ্ঞাত কর, আমি আমার পক্ষ হইতে তাহা পরিবর্ত্তন করি আমার এমত যোগ্যতা নাই, যাহা আমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট হইতেছে, আমি তাহাই মান্য করিয়া চলিতেছি; আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তাহা হইলে মহাদিবসের শাস্তির ভয় করি। ১৬ তাহাদিগকে জানাও, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে আমি তাহা তোমাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইতাম না, এবং তিনিও তাহা তোমাদিগকে অবগত করিতেন না। (আমি কি চরিত্রের ব্যক্তি তাহা তোমরা জান,)

যেহেতু ইতঃপূর্ব্বে আমি তোমাদের মধ্যে (বহু বৎসর) জীবন অতিবাহিত করিয়াছি তাহা সত্য, এমত স্থলে কেন তোমরা বুঝিয়া দেখ না? (আমার চরিত্র নির্দ্দোষ তোমরা সকলে জান, আমি নিরক্ষর তাহাও জান, কোর্-আন তোমাদের কবিগণ অনুকরণ করিতে অক্ষম, তাহার ভবিষ্যৎবাণীও সফল হইতেছে, তাহা তোমাদের মনের গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিতেছে, এখন তোমরাই বল ইহা আল্লাহর বাণী কি না?) ১৭ এমত স্থলে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে মিথ্যা বাদী হওয়ার দোষারোপ করে, অথবা আএতে অসত্যারোপ করে, তাহা হইতে আর কে অধিক অন্যায়কারী হইতে পারে? নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্যায়াচরণকারিগণকে অভীষ্ট লাভ করিতে দেন না। ১৮ এবং যাহা তাহাদের কোনও মঙ্গল করিতে পারে না, অথবা তাহা দের অমঙ্গল করিতে পারে না, তাহারা তাহাদেরই সেই ফেরেশ্‌তা-গণেরই উপাসনা করিতেছে; এবং বলিতেছে ইহারাই আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য অনুরোধ করিবে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমরা কি আল্লাহকে তাহার সংবাদ দিতেছ, যাহা তিনি স্বর্গেও পাইতেছেন না, এবং মর্ত্তেও (পাইতেছেন) না, তিনি (অজ্ঞতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার) দোষ হইতে পবিত্র, এবং যে (কার্য্য) দ্বারা তাহারা তাঁহার ক্ষমতা ভাগকারীর বিদ্যমানতা প্রকাশ করে, তাহা হইতে তিনি বহু উন্নত, (ফেরেশ্‌তাগণ তাঁহার কন্যা, তাহাদের অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিবেন না, এইরূপ বিশ্বাস অমূলক এবং মিথ্যা)। ১৯ ফলতঃ (আদমের সময় হইতে) মনুষ্যগণ এক (ধর্ম্ম) মতাবলম্বী ব্যতীত ছিল না, তদনন্তর তাহারা অনৈক্য হইল, এবং যদি পূর্ব্বেই (নিয়তির দিবসে) তোমার প্রতি পালকের আদেশ না হইত, তাহা হইলে তাহারা যৎবিষয় অনৈক্য মতাবলম্বী হইয়াছে, তাহা

নিশ্চয় নিষ্পত্তি হইয়া যাইত। ২০ এবং তাহারা বলিতেছে (আমরা যেমত বলিতেছি তদ্রূপ) প্রমাণ পয়গম্বরের উপর তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে অবতারিত হয় না কেন। এমত স্থলে তুমি জ্ঞাত কর, নিশ্চয়ই গুপ্ত বিষয় আল্লাহর (ইচ্ছাধীন,) অতএব তোমরা অপেক্ষা করিয়া থাক, আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষা করিয়া থাকিলাম। ২। ১০=২০ ।

২১। এবং যে অমঙ্গল তাহাদিগকে আক্রমণ করে, তাহার পর যখন আমি মনুষ্যগণকে (আমার) অনুগ্রহের স্বাদ প্রদান করি, তখন আমার (সম্বন্ধীয়) প্রমাণের বিরুদ্ধে তাহারা ছলনা করে (যে ইহা অমুক কারণে হইল,) তুমি তাহাদিগকে জ্ঞাত কর, আল্লাহ অনতিবিলম্বে তাঁহার ছলনা প্রকাশ করিতে পারেন, (উক্ত কারণ সত্ত্বেও বিপদগ্রস্ত করিতে পারেন)। ইহাই সত্য যে তাহারা যে দোষ বাহির করিতেছে, (যে ইহা কারণ বিশেষের জন্য ঘটিল, আল্লাহর জন্য নহে,) আমার ফেরেশ্‌তাগণও তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছে। ২২ (সমস্ত আপদ বিপদ হইতে তিনিই রক্ষা করিয়া থাকেন,) তিনিই তোমাদিগকে (গহন কানন, অকুল প্রান্তর, দুর্গম পর্ব্বত, প্রভৃতি) স্থল, এবং (নদ নদী, সমুদ্র, প্রভৃতি) জল, নিরাপদে অতিক্রম করাইয়া থাকেন; এমতও হয় যে যখন অর্ণবযানে অবস্থান কর, এবং অনুকূল বায়ু আরোহিগণ সহ তাহা লইয়া যাইতে থাকে, এবং তাহাতে তাহারা প্রফুল্লিত হয়, (তখন হঠাৎ) প্রচণ্ড বাত্যা তাহার উপরে প্রবাহিত হয়, এবং সকল স্থান হইতে তরঙ্গ সকল তাহাদিগকে আঘাত করিতে থাকে, এবং তাহারা ভাবিতে থাকে যে (মাস্তুল ভগ্ন হওয়া, পাল ছিঁড়িয়া যাওয়া, জাহাজের তলা ভগ্ন হওয়া, শিলাপাত, বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত প্রভৃতি) বিপদ সকল তাহাদিগকে ঘেরিয়া লইয়াছে (যে উদ্ধারের তাহারা

কিছুই করিতে পারিতেছে না,) তখন তাহারা তাঁহারই নির্দ্দোষ উপা-সনা অবলম্বন করিয়া, (অর্থাৎ মন হইতে দেব দেবী, ফেরেশ্‌তা, অন্য কারণ দূর করিয়া) আল্‌লাহ্‌কেই (সকাতরে,) আহ্বান করিতে থাকে, (যে হে এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান, পাপ মার্জ্জনাকারী, বিপদতারণ আল্‌লাহ,) যদি তুমি ইহা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, আমরা অনুগ্রহ স্বীকারকারীগণের অন্তর্ভুক্ত হইব। ২৩ তদনন্তর যখন আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করি, তাহারা ভূপৃষ্ঠে অন্যায়রূপে আজ্ঞা অমান্য করিতে থাকে, (আমাকে ব্যতীত অন্যকে মঙ্গলকর্ত্তা স্বরূপ অব-লম্বন করে।) হে মনুষ্য জাতি, তোমাদের অবাধ্যতা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের বিরুদ্ধে ব্যতীত নহে; (এই অবাধ্যাচরণ) পার্থিব জীবনের সুখভোগ (জন্য,) তদনন্তর আমারই দিকে তোমাদিগকে (কর্ম্ম ভোগ জন্য) ফিরিয়া আসিতে হইবে; তখন তোমরা যাহা করিতেছিলা, তাহা আমি তোমাদিগকে দেখাইব। ২৪ পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত এই প্রকার ঘটনা ব্যতীত নহে যে যেমন বৃষ্টির জল, তাহা আমি আকাশ হইতে অবতীর্ণ করি, তদনন্তর যে উদ্ভিদ মনুষ্য এবং পশুগণ আহার করে তাহা তাহার সহিত সংমিশ্রিত হয়, তখন এমত হয় যে, পৃথিবী তাহার সৌন্দর্য্য ধারণ করে এবং সুন্দর দৃষ্ট হইতে থাকে, এবং ক্ষেত্র স্বামীগণ মনে করে যে তাহারা ইহা করিতে সক্ষম, (তদনন্তর হঠাৎ) রাত্রিকালে বা দিবামানে, আমার আদেশ তাহার উপর আগত হয়, তদনন্তর আমি তাহা সমূলে উৎপাটিত করি, (তাহা এমত হয় যে,) যেন (তৎ) পূর্ব্বদিন তথায় (ক্ষেত্রপূর্ণ শস্যরূপ) প্রাচুর্য্যতার কিছুই ছিল না। আমি চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের জন্য আমার প্রমাণ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিলাম। (যেমন তাহারা তাহাদের ক্ষেত্র রক্ষা করিতে অক্ষম, তেমন তাহারা তাহা জন্মাইতেও অক্ষম।) ২৫ ফলতঃ

আল্‌লাহ্ শান্তিনিকেতন (জন্নতের) দিকে আহ্বান করিতেছেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি (ইহার) অবক্রপথের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। ২৬ যাহারা (পৃথিবীতে) ভাল কার্য্য করে, তাহাদের জন্য (পরকালেও) ভাল, এবং তাহারও অধিক (কল্পনাতীত অধ্যাত্ম সুঅবস্থা।) এবং কালিমা কিম্বা অনাদর তাহাদের বদন মণ্ডল আবৃত্ত করিবে না, ইহারাই স্বর্গোদ্যানবাসী, ইহারা তথায় সদা সর্ব্বদা থাকিবে। ২৭ এবং যাহারা মন্দ অর্জ্জন করে, তাহার বিনিময় তদনুরূপ মন্দ, এবং অমর্য্যাদা তাহাদিগকে ঢাকিয়া ফেলিবে, তাহাদের জন্য আল্‌লাহ্ হইতে রক্ষাকারী কেহ নাই। (তাহাদের মুখ মনস্তাপে এমত কাল হইবে) যেন অন্ধকার রাত্রির একছিন্ন অংশ দ্বারা তাহাদের মুখ ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহারাই অগ্নির অধিবাসী, তথায় ইহারা চিরকাল বাস করিবে।

২৮। এবং (সেই বিচারের) দিবস, তাহাদের সকলকেই আমি একত্র করিব, তৎপর আমি আমার ক্ষমতা ভাগ করিতে বিশ্বাসী-ব্যক্তিবর্গকে আদেশ করিব, তোমরা এবং যাহাদিগকে তোমরা আমার ক্ষমতাভাগকারী বলিয়া বিশ্বাস করিতে (তোমরা উভয় দল আপন আপন স্থানে) স্থানাবলম্বন কর, তৎপর আমি তাহাদের পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিব ; (উপাসকগণ উপাস্যগণকে এবং উপাস্যগণ উপাসকগণকে পরিত্যাগ করিবে,) এবং তাহাদের (উপাস্য) ঐশ্বরিক ক্ষমতা ভাগ কারিগণ (তাহাদিগকে) বলিবে, তোমরা আমাদের উপাসনা করিতে না। ২৯ ফলতঃ আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে আল্‌লার সাক্ষ্যই যথেষ্ট, আমরা তোমাদের উপাসনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলাম। ৩০ তথায়, যাহা তাহারা পূর্ব্বে প্রেরণ করিয়াছিল, (তাহা তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারে কিনা তাহা) প্রত্যেকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে,

এবং তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত অধীশ্বর আল্লার নিকট ফিরাইয়া আনা হইবে, এবং যাহা তাহারা কল্পনা করিয়া লইয়াছিল তাহা তাহাদের (মন) হইতে দূর হইয়া যাইবে। ৩।১০=৩০

৩১। (হে পয়গম্বর যাহারা অপ্রকৃত উপাস্যের উপাসনা করে) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশ হইতে (আলোক, উত্তাপ, সুবৃষ্টি, সুবায়ু প্রদান করিয়া,) এবং পৃথিবী হইতে (বৃক্ষ, লতা, ফল, শস্য উৎপন্ন করিয়া,) কে তোমাদিগকে আহার্য্য প্রদান করেন? এবং তোমাদের দর্শনের এবং শ্রবণের উপর কে ক্ষমতা পরিচালনা করেন? এবং কেই বা (জীবনহীন) মৃত (শস্য বীজ, বা অজ্ঞ জাতি) হইতে, সজীব (বৃক্ষাদি উদ্ভিদ বা জ্ঞানবান জাতি) বাহির করেন? এবং কেই বা (বিশ্ব মণ্ডলের সমস্ত) কার্য্য পরিচালনা করেন? তদনন্তর (অনুধাবনকারী এবং বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ) বলিবে, (নিশ্চয় সর্ব্বকারণের মূল কারণ) আল্লাহই (ইহা সমস্ত করেন,) এমতস্থলে, (হে পয়গম্বর কাল্পনিক বহু ঈশ্বর পূজকগণকে) তুমি বলিয়া দাও, তবে কেন তোমরা (অপ্রকৃত উপাস্যের উপাসনারূপ) পাপ পরিহার কর না? ৩২ ফলতঃ এই আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক ইহা সত্য। অতঃপর, প্রকৃত সত্যের পরও (তাহা অমান্য করা) বিপথাবলম্বন ব্যতীত আর কি হইতে পারে? এমতস্থলে তোমরা কোন দিকে ফিরিয়া যাইতেছ? ৩৩ (হে রসুল) এইরূপে যাহারা সীমাতিক্রম করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের আদেশ সত্য হইয়াছে যে তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। ৩৪ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহাদের (কল্পিত) আল্লাহর ক্ষমতা ভাগকারিগণের মধ্যে এমত কি কেহ আছে যে সমস্ত সৃষ্টি প্রথমতঃ সৃষ্টি করিয়াছে? এবং পুনঃ সৃষ্টি করিবে? তুমি তাহাদিগকে বলিয়া

দাও, আললাহই সমস্ত সৃষ্টি প্রথম প্রকাশিত করিয়াছেন এবং (তাহা ধ্বংস করার পর, যথা সময় যথা আকারে) আবার প্রকাশ করিবেন। এমতস্থলে, তোমরা কোথা হইতে ফিরিয়া যাইতেছ? ৩৫ তুমি জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের (কল্পিত আল্লারে) ক্ষমতা ভাগীগণের এমত কি কেহ আছে যে সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করে? তুমি বলিয়া দাও (কেবল) আল্লাই সত্যের দিকে পথ দেখাইয়া দেন। অহো, এমত স্থলে, যিনি সত্যের দিকে পথ দেখান, তাঁহার অনুসরণ করা অধিক কর্ত্তব্য, কিম্বা যে ব্যক্তি পথ দেখাইতে পারে না, কিন্তু যাহাকে পথ দেখাইতে হয়, তাহার মতে চলা কর্ত্তব্য? তাহা হইলে তোমাদের কি হইয়াছে, তোমরা কেমন, (অসঙ্গত) মত প্রকাশ করিতেছ? ৩৬ এবং তাহাদের অধিকাংশই কল্পনা ব্যতীত (প্রকৃতের) অনুসরণ করে না, ইহা নিশ্চয় যে প্রকৃত সত্যের স্থলে কল্পনা কিছু মাত্র লাভবান করিতে পারে না। ইহাতে সন্দেহ নাই যে তাহারা যাহা করিতেছে, আল্লাহ তাহা অবগত হইতেছেন।

৩৭ ফলতঃ কোর্-আন এমত্ গ্রন্থ নহে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ তাহা রচনা করে, পরন্তু ইহার পূর্ব্বে যে সকল (গ্রন্থ আল্লাহ অবতীর্ণ করিয়াছিলেন, ইহা) তাহা সকলকে সমর্থন করে, এবং (ইহা সেই সকল) গ্রন্থের বিস্তার, ইহা যে সৃষ্টির প্রতিপালক আল্লাহর নিকট হইতে (অবতীর্ণ হইতেছে) তাহাতে সন্দেহ নাই। ৩৮ আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহারা বলিতেছে তাহা (লোকে) রচনা করিয়াছে *, তাহাদিগকে বল যদি এমতই হয়, যদি তোমরা সত্যবাদী, তাহা হইলে তাহার সূরার মত কোনও সূরা উপস্থিত কর, এবং আল্লাহ ব্যতীত যাহাকে পার তাহাকে (তজ্জন্য) আহ্বান কর। ৩৯ বরং যাহা তাহারা তাহাদের বুদ্ধির সীমার অন্তর্গত করিতে

পারে না, এবং এখন পর্য্যন্ত যাহার অর্থ তাহাদের নিকট প্রকাশিত হয় নাই, তাহাতে তাহারা অসত্যারোপ করিতেছে। ইহাদের পূর্ব্বে যাহারা গত হইয়া গিয়াছে, তাহারাও এইরূপ অসত্যারোপ করিয়াছিল, তজ্জন্য অন্যায়াচরণকারীর পরিণাম কিরূপ হইয়াছে তাহা দর্শন কর। ৪০ ফলতঃ ইহাদের (এই আরবদের) মধ্যে কতকজন এমত আছে যে, কোর্-আনে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, এবং তাদের কতক জন ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবে না, ফলতঃ যাহারা বিভ্রাট উপস্থিত-কারী তাহাদিগকে আল্লাহ্ বিশেষ করিয়া জানেন। ৪।১০।৪০

৪১। এবং যদি তোমাকে অসত্যবাদী বলে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বল, আমার জন্য আমার কার্য্যের (ফল ভোগ,) এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য্যের (ফল ভোগ,) আমি যাহা করিতেছি তজ্জন্য তোমাদের কোনও দায়িত্ব নাই, এবং তোমরা যাহা করিতেছ তজ্জন্য আমার দায়িত্ব নাই। ৪২ এবং তাহাদের মধ্যে কতক জন এমত আছে যে, তোমার দিকে কাণ পাতিয়া থাকে, অহো (যাহাদের মন) বধির, তুমি কি তাহাদিগকে শুনাইতে পার? ইহারা বুঝিতেও অনিচ্ছুক। ৪৩ এবং তাহাদের মধ্যে কতক জন এমত যে তোমার দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকে, অহো, তুমি কি (যাহাদের মনের চক্ষু অন্ধ) তাহাদিগকে পথ দেখাইতে পার? (যদিও তাহারা দেখিয়া রহিয়াছে) অথচ দেখিতেছে না। ৪৪ নিশ্চয় আল্লাহ কাহারও উপরে অত্যাচার করেন না, কিন্তু মনুষ্যগণই তাহাদের আত্মার উপর অত্যাচার করিয়া থাকে। ৪৫ এবং যে দিবস ইহাদিগকে আল্লাহ সমবেত করিবেন, (তখন ইহাদিগকে বোধ হইবে,) যেমন মুহূর্ত্ত ইহারা জানে, (পরকালের তুলনায়) দিবসের (তেমন) কএক মুহূর্ত্ত মাত্র ইহারা (পৃথিবীতে) বাস

করিয়াছিল। যাহারা আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াকে অসত্য বলিত, এবং উপদেশগ্রাহী হয় নাই, সত্য সত্যই তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ৪৬ এবং আমি তাহাদের জন্য যাহা (ঘটিবার) অঙ্গীকার করিয়াছি, (যথা বধ, বন্ধন, পরাজয়,) তাহার কোনও ঘটনা তোমাকে দেখাই, অথবা যদি (তৎ পূর্ব্বেই) তোমাকে (মর্ত্ত হইতে) উঠাইয়া লই, (তথাপি ঐ ঘটনা সকল সম্বন্ধে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ হইবে, যথা ইস্লামের অর্থাৎ সত্যের প্রাধান্য লাভ ইত্যাদি।) তদনন্তর (পরলৌকিক ঘটনা সকল সম্বন্ধে) আমারই দিকে তাহাদের প্রত্যাগমন হইবে, তদনন্তর (তোমার পরলোক গমনের পর) তাহারা যাহা করিবে আল্লাহ্ দর্শন করিবেন। ৪৭ ফলতঃ প্রত্যেক জাতির জন্য (তাহাদের) রসুল (প্রেরিত হইযা থাকে,) তজ্জন্য যখন তাহাদের রসুল তাহাদের নিকট আসিয়াছিল, তখন তাহাদের মধ্যে সত্য আদেশ প্রচার করিয়াছিল, এবং তাহাদের সহিত অন্যায় আচরণ করে নাই (যে তাহারা বিপথগামী হয়, ভিন্ন ভিন্ন অর্থ।)

৪৮ এবং (এই ধর্ম্মদ্রোহী আরবগণ) বলিতেছে, (হে মুসলমানগণ, কোর-আনের) এই অঙ্গীকার (সকল) কখন (পূর্ণ হইবে?) যদি তোমরা সত্যবাদী (তাহা বলিয়া দাও।) ৪৯ (হে পয়গম্বর) তুমি বলিয়া দাও, আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন, তদ্ব্যতীত আমি আমার নিজের কোনও অমঙ্গল বা মঙ্গল করিতে অশক্ত। প্রত্যেক দলের জন্য তাহাদের সময় (নির্দ্ধারিত রহিয়াছে,) যখন তাহাদের (নির্ণীত) সময় আগত হয়, তখন তাহারা এক মুহূর্ত্তও পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া থাকে না, এবং (এক মুহূর্ত্ত) অগ্রেও উপনীত হয় না। ৫০ তুমি জিজ্ঞাসা কর, তোমরা আমাকে দেখাইয়া দাও, যদি তাঁহার শাস্তি তোমাদের নিকট দিবামানে বা রাত্রিকালে উপস্থিত হয়,

পাপাচারিগণ তাহার কোনটি শীঘ্র উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা করিবে? ৫১ অহো, তদনন্তর যখন তাহা ঘটিবে, তখন তোমরা তাহা বিশ্বাস করিবা, এখন, (ইহা কি সত্য হইল না?) ফলতঃ (মিথ্যা মনে করিয়া) সত্য সত্যই তাহা শীঘ্র ঘটুক তাহার ইচ্ছুক হইয়াছিলা। ৫২ তদনন্তর যাহারা পাপাচরণ করিত তাহাদিগকে (কেয়ামতে) বলা হইবে, তোমরা চিরস্থায়ী যন্ত্রণা ভোগ কর, তোমরা যাহা অর্জ্জন করিতেছিলা, (ইহা) তাহারই বিনিময় ব্যতীত নহে। ৫৩ তাহারা (পুনঃ পুনঃ) তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তাহা কি সত্য? (পরকালে কর্ম্মভোগ কি নিশ্চয়?) তুমি জ্ঞাত কর সত্যই বটে, এবং আমার প্রতিপালকের শপথ, নিশ্চয়ই তাহা সত্য, এবং (ইহা ঘটাইতে) তোমরা তাঁহাকে অশক্ত করিতে অক্ষম। ৫।১০=৫৩

৫৪। এবং (সে দিবস) যে প্রাণ পাপাচারী, যাহা কিছু স্বর্গে এবং মর্ত্তে আছে, তাহা যদি তাহার হয়, সে তাহা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রদান করিবে, (কিন্তু গৃহীত হইবে না।) এবং যখন তাহারা শাস্তি দর্শন করিবে, তাহারা লজ্জিত হইবে, এবং তাহাদের মধ্যে ন্যায্য মত আদেশ করা হইবে, এবং তাহারা অত্যাচারিত হইবে না। ৫৫ তোমরা শুনিয়া লও, যাহা কিছু স্বর্গে এবং মর্ত্তে বিদ্যমান তাহা সমস্ত আললাহির; তোমরা শুনিয়া লও কেয়ামতের সম্বন্ধে আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য; কিন্তু তাহাদের অনেকে তাহা বুঝিতে অক্ষম. ৫৬ তিনিই প্রাণ দান করেন এবং তিনিই প্রাণ হরণ করেন, এবং (কর্ম্ম ফল গ্রহণ জন্য) তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

৫৭। হে মনুষ্য জাতি, তোমাদের নিকট, আল্লাহর নিকট হইতে (কোর্-আন রূপ) মহোপদেশ, এবং হৃদয়ে যাহা আছে তাহার মহৌষধ,

এবং বিশ্বাস স্থাপনকারিগণের জন্য পথ প্রদর্শক এবং মহানুগ্রহ, সমাগত হইয়াছে। ৫৮। (হে রসুল) তুমি ঘোষণা কর, আল্লাহর এই অনুগ্রহের জন্য, অতএব এই (কোর-আনের) জন্য (হে মনুষ্যগণ,) তোমরা উল্লাসিত হও, যাহা (মনুষ্যগণ) সঞ্চয় করে, সেই (স্বর্ণ. রৌপ্য, মণি, মাণিক্য) হইতে ইহা বহু উৎকৃষ্ট।

৫৯। (হে পয়গম্বর, বিরুদ্ধবাদিগণকে) জিজ্ঞাসা কর, আমাকে দেখাইয়া দাও, যাহা আল্লাহ তোমাদের জন্য (বৈধ) খাদ্য স্বরূপ অবতীর্ণ করিয়াছেন, তারপর (কেন তোমরা) তাহার কতক বৈধ এবং কতক অবৈধ করিয়াছ? তাহাদের নিকট জানিতে চাহ, আল্লাহ কি তোমাদিগকে (বৈধকে অবৈধ এবং অবৈধকে বৈধ করার) অনুমতি দিয়াছেন? অথবা তোমরাই আল্লাহের উপরে অসত্যারোপ করিতেছ? ৬০ ফলতঃ যাহারা আল্লাহর উপরে অসত্যারোপ করে, তাহারা (পাপ কর্ম্ম এবং পাপ বিশ্বাসের দণ্ড প্রাপ্তির) দিবস (কেয়ামত) কে (কি) অনুমান মাত্র স্থির করিয়াছে? নিশ্চয় আল্লাহ মনুষ্যগণের প্রতি কৃপান্বিত, (খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে তিনি তাহা দিগকে উপদেশ দান করেন) কিন্তু তাহাদের অনেকেই (আদেশ পালন করিয়া) অনুগ্রহ স্বীকারকারী হয় না। ৬।৭=৬০

৬১। তোমরা যে অবস্থাতেই থাক না কেন, এবং কোর্আন হইতে তাহার যে কিছু পাঠ কর না কেন, এবং যে কর্ম্মই কর না কেন, এমত কর্ম্মই নাই, যখন তোমরা তাহা আরম্ভ কর, তখন আমি তোমাদের নিকট সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত থাকি না। এবং তোমার প্রতিপালকের (অর্থাৎ আমার) নিকট মর্ত্তের এবং স্বর্গের এক কণার আকার পরিমাণ ও কিছুই গুপ্ত নাই, এবং তাহা হইতে যাহা বৃহৎ বা তাহা হইতে যাহা ক্ষুদ্র, তাহা

আমার প্রকাশ্য গ্রন্থে (লওহ্ মহ্‌ফুজ নামক অদৃশ্য লোকে বিদ্যমান) ব্যতীত নহে।

৬২। তোমরা মনে রাখিও যাহারা আল্‌লাহর প্রীতিভাজন তাহাদের ভয় নাই, তাহারা মনস্তাপিত হইবে না; ৬৩ (ইহারাই) যাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং পাপ ত্যাগকারী। ৬৪ পার্থিব জীবনে এবং পরকালে তাহাদের জন্য সুসংবাদ; আল্‌লাহর বাক্যের পরিবর্ত্তন হয় না। ইহাই (তাঁহার প্রীতিভাজন হওয়াই) মহা মনস্কামনা লাভ।

৬৫। (হে পয়গম্বর,) তাহারা যাহা বলিতেছে, তাহা তোমাকে মন দুঃখিত না করুক, ইহা সত্য যে সমস্ত ক্ষমতাই আল্‌লাহর, তিনি শ্রোতা, সর্ব্বজ্ঞ। ৬৬ তোমরা জানিয়া রাখ, স্বর্গে এবং মর্ত্তে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই, সত্য সত্যই আল্‌লাহর, এবং যাহারা আল্‌লাহ ব্যতীত অন্যকে আহ্বান করে, তাহারা কাহার পশ্চাৎ গমন করে? তাহারা তাহাদের অনুমানের অনুসরণ করে, তাহারা কল্পনা ব্যতীত (সত্যের অনুসরণ করে) না (নঃ আঃ)। ৬৭ তিনিই যিনি, তোমরা যেন তাহাতে শান্তি ভোগ কর, তজ্জন্য রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং (যেন আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে পার তজ্জন্য) দিবসকে আলোকময় করিয়াছেন। যাহারা, (বিশ্বাসের সহিত কোর্-আন) শ্রবণ করে, তাহাদের জন্য ইহাতে নিশ্চয়ই (আল্‌লাহর সম্বন্ধে) প্রমাণ রহিয়াছে।

৬৮। (কতক জন স্বকল্পনা মত) বলে, আল্‌লাহ (স্ত্রী জাতিতে উপগত হইয়া) সন্তানের জন্ম দান করিয়াছেন, তিনি (এইরূপ মনুষ্য ভাব হইতে) পবিত্র। যাহা কিছু স্বর্গে এবং মর্ত্তে বিদ্যমান তাহা তাঁহার। (হে আল্‌লাহতে জনকত্ব আরোপ

কারিগণ,) তোমাদের নিকট ইহার কোন প্রমাণ নাই, অহো তোমরা যাহা জাননা, আল্লাহর সম্বন্ধে তাহাই বলিতেছ। ৬৯ (হে রসুল) তুমি জ্ঞাত কর, যাহাবা আল্লাহর উপর মিথ্যা বলার দোষারোপ করে, নিশ্চয় তাহারা উদ্ধার প্রাপ্ত হয না। ৭০ পৃথিবীতে কতক দিবস তাহারা (সম্পদ) ভোগ করিবে, তদনন্তর আমারই দিকে তাহাদিগকে পুনরায় আসিতে হইবে, তাহারা যে (আমাতে জনকত্ব আরোপরূপ) ধর্ম্মদ্রোহিতা করিতেছিল, তজ্জন্য আমি তাহাদিগকে মহা শাস্তির আস্বাদ প্রদান করিব। ৭।১০=৭০

৭১। (হে রসুল) তুমি তাহাদিগকে (অর্থাৎ তোমাব স্ববংশীয় আরবদিগকে) নূহ্ (প্রভৃতি পয়গম্বরের) বিবরণ পাঠ করিয়া শুনাও, যখন নূহ্ তাহাব স্বজাতিয়গণকে বলিয়াছিল, (হে আমার স্বজাতীয়গণ, তোমাদিগকে প্রকৃত পথ প্রদর্শন জন্য আমার) দণ্ডায়মান হওযা, এবং আমি যে আল্লার (একত্বের) প্রমাণের উপদেশ দান করিতেছি, তাহা তোমাদিগকে মহা ভার বোধ হইয়া থাকে, (তাহা হইলে আমাকে ইচ্ছা মত নির্য্যাতন কর।) এমত স্থলে আমি আল্লাহর উপরে নির্ভর করিলাম। অতএব তোমরা এবং তোমাদের (কল্পিত) ঐশিক ক্ষমতা ভাগকারিগণ যাহা করা তোমাদের অভিপ্রেত তাহাতে একমত হও, (নঃ আঃ) তদনন্তর তোমরা যাহা করিবা তাহা যেন তোমাদের (কাহারও) অজ্ঞাত না থাকে, তারপর আমার সহিত যাহা করা স্থির হয়, তাহা করিয়া ফেল, এবং আমাকে সময় দিওনা। ৭২ তৎপরও যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, (তোমাদেরই দোষ,) যেহেতু আমি তোমাদের নিকট কোনও পারিশ্রমিক চাহিতেছি না, আমার পারিশ্রমিক আল্লাহর নিকট ব্যতীত প্রাপ্য নহে; ফলতঃ

আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে আমি মুসলমান (অর্থাৎ আত্মসমর্পণ কারী) গণের দল ভুক্ত হই। ৭৩ তদনন্তর তাহারা তাহার (উপদেশে) অসত্যারোপ করিল, তদনন্তর তাহাকে এবং তাহার সহিত যাহারা ছিল তাহাদিগকে নৌযানে উদ্ধার করিলাম, এবং তাহাদিগকে (পৃথিবীর) উত্তরাধিকারী করিয়া দিলাম; এবং যাহারা আমার প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে জলমগ্ন করিয়াছিলাম, এখন (হে পয়গম্বর) যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল, (নূহের সেই দলের) পরিণাম কেমন হইয়াছিল তাহা দর্শন কর, (উপদেশ অগ্রাহ্যকারী আরবগণেরও এইরূপ হওয়া অসম্ভব নহে।) ৭৪ তদনন্তর তাহার পর আমি (অন্যান্য) রসুলগণকে তাহাদের স্বজাতিগণের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলাম; তৎপ্রযুক্ত তাহারা প্রমাণ সহ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল; তাহার পরও তাহারা যাহা পূর্ব্বাবধি অসত্য বলিয়া আসিয়াছিল, (তাহাতে) বিশ্বাস স্থাপন-কারী হয় নাই, এইরূপে, যাহারা সীমাতিক্রমকারী তাহাদের হৃদয়ের উপরে আমি মোহর বসাইয়া দেই। ৭৫। ইহার পর (যথাসময় তৎকালের) ফের-অ-উনের এবং তাহার প্রধান ব্যক্তিগণের দিকে আমি মূসা এবং হারুণকে আমার প্রমাণসহ প্রেরণ করিয়াছিলাম, তখন তাহারা (তাহাদিগকে অমান্য করণরূপ) গরীমা প্রকাশ করিয়াছিল, এবং তাহারা পাপাচারী জাতি ছিল। ৭৬ তদনন্তর যখন আমার নিকট হইতে সত্য তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহারা বলিয়াছিল (ইহা) প্রকাশ্য মায়া। ৭৭ মূসা বলিয়াছিল, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যখন তোমাদের নিকট সত্য আগত হইল, সত্যকে তোমরা কি ইন্দ্রজাল বলিতেছ? অহো, ইহা কি মায়া? ফলতঃ আল্লাহ মায়াবীগণকে কখনও কৃতকার্য্য করেন না। ৭৮ তাহারা

বলিতে লাগিল, তোমরা কি এই উদ্দেশ্যে আমাদের নিকট আসিয়াছ যে, আমরা যাহার উপরে (চলিতে) আমাদের পিতাগণকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা হইতে আমাদিগকে ফিরাইয়া দাও? এবং (মিসর) রাজ্যে তোমাদের দুই জনার প্রভুত্ব হউক? ফলতঃ আমরা তোমাদের উভয়কে বিশ্বাস করি না। ৭৯ (মিসর রাজ) ফের-অ-উন আদেশ করিল, আমার নিকট তোমরা সমস্ত বিজ্ঞ ঐন্দ্রজালিকগণকে উপস্থিত কর। ৮০ তদনন্তর, যখন ঐন্দ্রজালিকগণ আগমন করিল, তখন তাহাদিগকে মূসা বলিল, তোমরা (যে) সকল (যষ্টি এবং রজ্জুকে সর্পে পরিণত করিবার জন্য) নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক তাহা নিক্ষেপ কর। ৮১ তৎপর যখন তাহারা (তাহা দর্শকগণের সম্মুখে) নিক্ষেপ করিল, তখন মূসা বলিল, যাহা তোমরা উপস্থিত করিয়াছ তাহা ইন্দ্রজাল, নিশ্চয় আল্লাহ্ শীঘ্র তাহা পণ্ড করিয়া দিবেন, ইহা সত্য যে আল্লাহ্, অনর্থ উত্থাপনকারিগণের কার্য্য সফল করেন না। ৮২ এবং যদিও অন্যায়াচরণকারিগণের অপ্রীতিকর হয়, তথাপি আল্লাহ্ তাঁহার বাক্যের দ্বারা সত্যকে সত্য করিবেন। (মূসা তাঁহার যষ্টিনিক্ষেপ মাত্র ঐ ইন্দ্রজাল নষ্ট হইয়া গেল।) ৮।১২ = ৮২

৮৩। ইহা সত্ত্বেও ফের-অ-উনের, এবং তাহার শ্রেষ্ঠীগণের ভয়েতে মূসার স্বজাতীয় সন্তানগণ ব্যতীত কেহ বিশ্বাস করিল না (যে মূসা আল্লাহর রসূল।) এবং ফের-অ-উন প্রকৃতই দেশে অতি পরাক্রমশালী ছিল, এবং নিঃসন্দেহই অত্যাচারীগণের অন্তর্গত ছিল। ৮৪ এবং মূসা তাহার স্বজাতীয় (ইস্রাইল বংশীয়) গণকে বলিতে লাগিল, যদি তোমরা আল্লাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাক, যদি তোমরা মুসলমান (অর্থাৎ আত্মসমর্পনকারী,) তাহা হইলে তাঁহারই উপর নির্ভর কর। ৮৫ তাহারা বলিতে লাগিল, আল্লাহরই উপরে আমরা নির্ভর করিলাম,

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে অত্যাচারীদলের অত্যাচার ভোগী করিও না; ৮৬ এবং তোমার দয়াতে আমাদিগকে ধর্ম্মদ্রোহী দলের (পীড়ন) হইতে উদ্ধার কর। ৮৭ এবং (যখন প্রকাশ্য উপাসনা গৃহে তাহাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল,) আমি মূসার এবং তাহার ভ্রাতার দিকে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিলাম যে তোমাদের স্বজাতীয়গণের জন্য মিসরদেশে বহু (উপাসনা) গৃহ নির্ম্মাণ কর, (অর্থাৎ) তোমাদের (বাস) গৃহ সকলকেই তোমাদের উপাসনার স্থান কর; এবং (এই রূপে) নমাজ স্থিরতর রাখ; এবং বিশ্বাস স্থাপনকারিগণকে সুসংবাদ প্রদান কর (যে সুসময় সন্নিকট।) ৮৮ এবং মূসা (এইরূপ) প্রার্থনা করিতে লাগিল, হে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, নিঃসন্দেহই তুমিই ফের-অ-উন এবং তাহার প্রধান বর্গকে এই পার্থিব জীবনে আড়ম্বরের উপকরণ এবং ধন প্রদান করিয়াছ, হে আমার প্রতিপালক, তাহারা তজ্জন্য তোমার পথ হইতে (মনুষ্যগণকে) বিপথগামী করে; হে আমাদের প্রতিপালক, তাহাদের ধন সকলকে অপদার্থ করিয়া দাও; এবং তাহাদের হৃদয় কঠিন করিয়া দাও; যেন যাবৎ (কেয়ামতের) কষ্টপ্রদ যন্ত্রণা দর্শন না করে, তাবৎ যেন বিশ্বাস না করে। ৮৯ আল্লাহ্ বলিলেন, তোমাদের উভয়ের প্রার্থনা নিশ্চয় গৃহীত হইল, অতএব তোমরা স্থির হইয়া থাক, (আমার বাক্‌দান যথাসময় সফল হইবে,) এবং যাহারা (ইহা) জানে না (যে আল্লাহর বাক্‌দান কখনও অসত্য হয় না,) তোমরা উভয়ে তাহাদের অনুসরণ করিও না। ৯০ এবং আমি ইস্রাইল সন্তানগণকে সমুদ্র পার করাইলাম, তদনন্তর (অর্থাৎ পলায়নের পর) বিদ্বেষ এবং শত্রুতাপূর্ব্বক ফের-অ-উন এবং তাহার সৈন্যদল তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল, এতদূর পর্য্যন্ত যে, (সমুদ্রগর্ভে) নিমগ্ন হওন (রূপ আকস্মিক বিপদ) তাহাদিগকে আক্রমণ করিল।

(মরণ সন্নিকটস্থ দেখিয়া ফের-অ-উন) বলিতে লাগিল, আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই ইহাতে আমি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, যাঁহাতে ইস্রাইল বংশীয়গণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, (তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম ;) এবং আমিও মুসলমান অর্থাৎ আজ্ঞাধীনগণের দলভুক্ত হইলাম। ৯১ (আল্লাহ্ বলিলেন,) এখন (বিশ্বাস স্থাপনে কি ফল ?) ফলতঃ ইতঃপূর্ব্বে তুমি নিশ্চয়ই অবাধ্যতা করিতেছিলা, এবং অনর্থকারিগণের মধ্যে ছিলা। ৯২ এমত স্থলে অদ্য আমি (কেবল) তোমার শরীরকে উদ্ধার করিব। উদ্দেশ্য তোমার পরবর্ত্তীগণের জন্য যেন তুমি প্রমাণ হও (যে পাপাচারীর পরিণাম এইরূপ ;) এবং (তথাপি) নিশ্চয়ই মনুষ্যগণের মধ্যে বহু ব্যক্তি আমার প্রমাণ (সকল সম্বন্ধে) অসতর্ক, (এই ফের-অ-উনের শরীর এখন মিসরের মিউজীয়মে রক্ষিত, সুফী।) ৯।১০=৯২

৯৩। এবং সত্যই আমি (ইস্রাইল সন্তানগণ সম্বন্ধে আমার অঙ্গীকার) সত্য করিয়াছিলাম, (অর্থাৎ) এমত স্থানে স্থান প্রদান করিয়াছিলাম, (যাহা স্থান প্রদান সম্বন্ধে আমার অঙ্গীকার সত্য করিয়াছিল,) এবং যাহা প্রশংসনীয় তদ্দারা তাহাদিগকে লাভবান করিয়াছিলাম ; (এক দলকে অঙ্গীকৃত শামদেশ এবং মিসর রাজ্য দিয়াছিলাম ; আর এক দলকে মদিনায় স্থান প্রদান করিয়া খর্জ্জুর উদ্যানের এবং বিস্তীর্ণ বাণিজ্যের অধিকারী করিয়াছিলাম)। তদনন্তর যাবৎ (কোর-আন রূপ মহা) জ্ঞান তাহাদের নিকট উপস্থিত হয় নাই, তাবত তাঁহারা (ইহাতে) অনৈক্য হয় নাই (যে কোর-আন, এবং পয়গম্বর সম্বন্ধে তওরাতে পুনঃপুনঃ অঙ্গীকার করা হইয়াছে।) নিশ্চয়ই (হে পয়গম্বর,) কেয়ামতের দিবস, তোমার প্রতিপালক, যৎ সম্বন্ধে তাহারা অনৈক্য হইয়াছে, তৎ সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে আদেশ প্রচার

করিবেন। ৯৪ এমত স্থলে (হে রসুল, উদ্দেশ্য হে শ্রোতা) যাহা তোমার দিকে প্রত্যাদেশ হইতেছে, তাহাতে যদি তোমার সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তোমার পূর্ব্বে যাহারা (তওরাত ইঞ্জিল) গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, (তাহারা বলিয়া দিবে,) তোমার নিকট তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে নিশ্চয়ই সত্য আসিয়াছে, অতএব তুমি সংশয়ান্বিত ব্যক্তিগণের অন্তর্গত হইও না। ৯৫ এবং যাহারা আল্লাহর (নিকট) হইতে (অবতীর্ণ) কোর্-আনে অসত্যারোপ করে, তাহাদের দলভুক্ত হইও না ; তাহা করিলে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে গণ্য হইবে। ৯৬ ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যাহাদের সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের আদেশ (নিয়তি মত) সত্য হইয়াছে, তাহারা বিশ্বাসকারী হইবে না ; ৯৭ এবং যাবত তাহারা কষ্ট দায়ক যন্ত্রণা দর্শন না করে, তাবত যদিও সমস্ত প্রমাণ তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়, তথাপি (তাহারা বিশ্বাস করিবে না ;) ৯৮ এবং যদি (নিয়তি মত এইরূপ) না (হইত, তাহা হইলে পাপাচারী যে সকল নগরকে ধ্বংস করা হইয়াছিল সেই) নগর সকল (তাহাদের পয়গম্বরে) বিশ্বাস স্থাপন করিত, তখন তাহা তাহাদিগকে লাভবান করিত ; কিন্তু ইউনস উপদিষ্ট দল ব্যতীত (কেহই তদ্রূপ করে নাই। যখন তাহারা শাস্তি দর্শন করিয়া) বিশ্বাস স্থাপন করিল, এই পার্থিব জীবনে নিন্দনীয় হওয়ার শাস্তি হইতে আমি তাহাদিগকে মুক্ত করিলাম, এবং এক নির্ণীত সময় পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আমি (এই পার্থিব জীবন) ভোগ করিতে দিলাম। ৯৯ এবং (হে পয়গম্বর,) যদি তোমার প্রতিপালক তেমন ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে যাহারা পৃথিবীতে আছে তাহারা সকলে (ইস্লামে) বিশ্বাস স্থাপন করিত, এমত স্থলে (হে পয়গম্বর,) মনুষ্যগণ যাবত মুসলমান হইয়া না যায়, তুমি কি

তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ করিবা? ১০০ ফলতঃ কোনও প্রাণীর এমত সাধ্য নাই যে আল্লাহর আদেশ ব্যতীত বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং (তিনি এই নিয়ম করিয়াছেন যে) যাহারা বুঝে না তাহাদের উপরে অপবিত্রতা অবতীর্ণ করেন। ১০১ (হে পয়গম্বর তুমি তাহা-দিগকে) বল, যাহা কিছু আকাশে এবং পৃথিবীতে আছে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর; কিন্তু যে দল (প্রাপ্ত স্বভাব মত) বিশ্বাসকারী হয় না, তাহাদের জন্য (এই স্বর্গ মর্ত্ত পূর্ণ) প্রমাণ কোনও কার্য্যকর নহে। (স্বর্গ মর্ত্ত দেখিয়াও তাহারা বলে, আল্লাহ্ নাই, পরকাল নাই, পার্থিব জীবন ব্যতীত জীবন নাই।) ১০২ এতজ্জন্য ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী-গণের ন্যায় কি (এই আরবগণও, কেয়ামতের) সময়ের অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে? তুমি তাহাদিগকে বলিয়া দাও, তোমরা অপেক্ষা করিয়া থাক, আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষা করিয়া থাকিলাম। ১০৩ তদনন্তর (যদি বিপদাবতীর্ণ হয় তাহা হইলে যেমন আমি পূর্ব্বাপর করিয়া থাকি) তদ্রূপ আমার রসুল এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদিগকে উদ্ধার করিব। বিশ্বাস স্থাপনকারিগণকে উদ্ধার করা আমার উপরে কর্ত্তব্য করিয়াছি। (হে আরব পৌত্তলিকগণ, মূসা পয়গম্বরের কথা মান্য করিয়া ইস্রাইলগণ উদ্ধার প্রাপ্ত, এবং তাঁহাকে অমান্য করিয়া ফের্-অ-উন ধ্বংস হইল।) ১০।১১ = ১০৩।

১০৪ (হে রসুল) তুমি অবগত কর, হে মনুষ্যগণ, যদি আমার ধর্ম্ম (সম্বন্ধে) তোমাদের সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে (জ্ঞাত হও যে,) আল্লাহ ব্যতীত যাহাদিগকে তোমরা উপাসনা কর, আমি তাহাদের উপাসনা করি না; কিন্তু যিনি তোমাদের প্রাণ হরণ করেন, আমি (কেবল) সেই আল্লাহরই উপাসনা করি; এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে আমি বিশ্বাস স্থাপনকারী হইয়া থাকি, ১০৫ এবং (ইহাও

যে) দ্দীনের অর্থাৎ এক দিকে মাত্র অভিমুখী ধর্ম্মের দিকে তোমার মুখ স্থির রাখ; এবং আল্লাহর ক্ষমতাতে ভাগ কারীর বিদ্যমানতাতে বিশ্বাসী অর্থাৎ মুশরেকগণের দলভুক্ত হইও না; এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে, যে তোমার মঙ্গল এবং অমঙ্গল করিতে অক্ষম, তাহাকে আহ্বান করিও না; যদি তুমি তাহা কর, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অপকর্ম্মকারিগণের দলভুক্ত হইয়া যাইবা; ১০৭ এবং যদি আল্লাহ তোমাকে বিপদগ্রস্ত করেন, তাহা হইলে তিনি ব্যতীত তাহা হইতে মুক্তিদাতা নাই; এবং যদি তিনি তোমার কোনও মঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার অনুগ্রহ কেহ অন্য দিকে ফিরাইয়া দিতে পারে না; তাঁহার দাসগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি অনুগৃহীত করেন, এবং তিনি পাপ মার্জ্জনাকারী এবং দয়াময়।

১০৮ (হে রসুল,) তুমি ঘোষণা কর, হে মনুষ্যগণ, তোমাদের রক্ষাকর্ত্তার নিকট হইতে তোমাদের নিকটে সত্য উপনীত হইয়াছে; এমতস্থলে যে ব্যক্তি (সত্য) পথ অবলম্বন করে, সে তাহার নিজের (মঙ্গলের) জন্যই (সত্য) পথগামী হয়; এবং যে ব্যক্তি (সত্য) পথ ভ্রষ্ট হয়, সে ব্যক্তি তাহার (অমঙ্গলের) জন্য পথ ভ্রষ্ট হয়। এবং আমি তোমাদের সম্বন্ধে (তোমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা তোমাদের পক্ষে করিয়া দেই এবং তোমরা তাহাতে কর্ত্তব্যযুক্ত হও এমত) কার্য্য সম্পন্নকারী নিযুক্ত হই নাই।

১০৯। এবং (হে নবী,) যাহা তোমার দিকে প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে, তাহা মান্য করিয়া চল, এবং যাবত (উদ্ধার সম্বন্ধে) আল্লাহ আদেশ না করেন, তাবত (এই ধর্ম্মদ্রোহী আরবগণের নির্য্যাতন) সহ্য করিয়া থাক, যেহেতু আদেশ কর্ত্তাগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বোত্তম আদেশ কর্ত্তা। ১১। ৭=১০৯

হূদ নামক পয়গম্বর। ১১।১১

মক্কাবতীর্ণ ১১শ সংখ্যক সুরা। (৫২)

এই সুরার মর্ম্ম।

১ম রুকু :—আল্‌লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা কবিও না; পযগম্বর মোহম্মদ তাঁহার সংবাদবাহক; পাপের ক্ষমাপ্রার্থী হও, এবং তাঁহাব দিকে ফিরিযা আইস, আজীবন সুখে থাকিবে; তাঁহার আদেশ এবং নিষেধ অগ্রাহ্যেব পরিণাম যন্ত্রণাদায়ক; কোনও কর্ম্মই তাঁহার নিকট গুপ্ত নাই; তিনি মনের কথা পর্য্যন্ত জানেন; সমস্ত প্রাণীর জীবিকা যোগাইবাব ভার তাঁহার উপর; তোমাদের জন্ম হইতে মবণ পর্য্যন্ত সমস্ত তিনি অবগত। সমস্ত ঘটনা তাঁহার উজ্জ্বল গ্রন্থ অর্থাৎ অদৃশ্য লোক লওহ্ মহফুজে বিদ্যমান; মরণের পর কর্ম্ম ফল ভোগ করিতে হইবে; তাহা তাহার নির্ণীত সমযে ঘটিবে; তিনি বিশ্বের সমস্ত কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

২য রুকু :—অনেকে সুখ দুঃখ কোনও অবস্থাতেও তাঁহাকে স্বীকার কবে না; বরং প্রকাশ্য কারণ বা সমযের উপর নির্ভর করে; সুখে দুঃখে সকল সময়ে ধৈর্য্য ধারণের এবং সুকর্ম্মের পরিণাম উত্তম; হে পয়গম্বর, বিপক্ষেব নির্য্যাতনে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক; কোর্-আনের সুরার মত দশটী সুরা কৃত্রিম করা মনুষ্য জাতির সাধ্যাতীত, ইহাই প্রমাণ যে আল্‌লাহ স্বয়ং ইহা অবতীর্ণ কবিতেছেন; যে আল্‌লাহতে এবং পরকালেতে বিশ্বাস করে না, সে ইহকালের মঙ্গল জন্য যে সুকার্য্য করে, তাহার সুফল তাহাকে ইহলোকেই দেই, পরকালে কোন

স্বকর্ম্মেরই স্বফল সে পায় না ; আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিও না ; আল্লাহ কোর্-আনে যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য নহে যাহারা বলে, তাহাদের পরিণাম মন্দ ; যাহারা বিশ্বাস করে তাহাদের পরিণাম ভাল ; অবিশ্বাসকারিগণ অন্ধ এবং বধির সদৃশ ; বিশ্বাসকারিগণ যেন দর্শনক্ষম এবং শ্রবণক্ষম।

৩য় রুকু :—রসুল নূহর উপদেশ, এবং তাহাতে উপদিষ্ট দলের প্রধান ব্যক্তিগণের অবিশ্বাস ; নূহর বংশীয় ব্যক্তিগণের ন্যায় পয়গম্বরের বংশীয় ব্যক্তিগণ অর্থাৎ আববগণ ও তাহাদের পযগম্বরের কথায় অবিশ্বাস করিতেছে।

৪র্থ রুকু :—নূহর প্রতি নৌকা নির্ম্মাণের আদেশ ; তাঁহাকে উপহাস ; অবশেষে মহাপ্লাবন ; তরঙ্গমালার মধ্য দিয়া তাঁহার নৌকা যাত্রা করিল এবং জূদী পর্ব্বতে থামিল, এবং অবস্থারূপ বাক্য ঘোষণা করিল "পাপাচারী জাতিগণ ধ্বংস হইল ;" হে পয়গম্বর তুমি কিম্বা তোমাব স্বজাতীয় আরবগণ এই গুপ্ত বিবরণ জানিত না, আমি তাহা তোমার মনে অর্পণ করিলাম।

৫ম রুকু :—তদ্রূপ হূদ পয়গম্বর আদ জাতিকে উপদেশ দান করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল ; আদগণ তাহার সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিল, কিন্তু উপদেশগ্রাহী হইয়া নিজকে সংশোধন করিল না ; অবশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল ; ইহাদের সাড়ম্বর অসৎ জীবনের জন্য অবস্থারূপ বাক্য পূর্ব্ব হইতে ঘোষণা করিতেছিল, "আদগণ হইতে আল্লাহর অনুগ্রহ দূরীভূত হইল।"

৬ষ্ঠ রুকু :—তদ্রূপ পয়গম্বর সালেহ সমূদগণকে উপদেশ করিতেছিল এবং তাহার পয়গম্বরত্বের প্রমাণ স্বরূপ সমূদগণের প্রার্থনা মত পর্ব্বত গর্ভ হইতে একটী উষ্ট্রী বাহির হইয়া আসিয়াছিল, ঐ উষ্ট্রীকে বধ করিলে

সমূদ জাতির বিনাশ হইবে তাহাদিগকে জ্ঞাত করা হইয়াছিল, তাহারা ইহা সমস্ত মিথ্যা ভাবিয়া ঐ উষ্ট্রী বধ করিল; ভূমিকম্পে তখন বিনষ্ট হইল; তাহাদের পাপ জীবনের জন্য পূর্ব্ব হইতে অবস্থারূপ বাক্য ঘোষণা করিতেছিল; "সমূদগণ হইতে আল্লাহর অনুগ্রহ দূরীভূত হইল"।

৭ম রুকু :—তদ্রূপ পাপিষ্ট লূত জাতিকে ধ্বংস জন্য ফেরেশ্তাগণের হজরত ইব্রাহীমের নিকট আগমন; হজরত ইব্রাহীকে তাঁহার পুত্র জন্মিবার সুসংবাদ দান; তাহার পর লূতের নিকট তাহাদের আগমন হইল; সুন্দর ফেরেশ্তাগণকে দেখিয়া লূত জাতীয় পুরুষগণ কুঅভিপ্রায়ে তাঁহার বাস ভবনে আসিল; ঐ জাতির ধ্বংস্ সাধন জন্য তাঁহারা আদিষ্ট হইয়াছে লূতকে অবগত করিল এবং প্রাতঃকালে ঐশ্বরিক কোপ ভূমিকম্প রূপে অবতীর্ণ হইল; সবেগে ভূতল উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া তাহাদের উপর পতিত হইয়া ঐ জাতিকে বিধ্বংস করিয়াদিল; যে খণ্ড প্রস্তর দ্বারা যে ব্যক্তিকে হত করিতে আল্লাহ ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা সেই ব্যক্তিই হত হইল।

৮ম রুকু :—শোয়-অব পয়গম্বর মদ্ইয়নবাসিগণকে উপদেশ করিতে প্রেরিত হইল; তাহারা তাহা অমান্য করিতেছিল; অবশেষে ভূমিকম্প তাহাদিগকে পূর্ব্ববর্ত্তী পাপাচারী জাতিগণের ন্যায় পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া দিল।

৯ম রুকু :—মূসা পয়গম্বরকে ফের্-অ-উন এবং তাহার জাতীয়গণকে সতর্ক করণ জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা ফের-অ-উনের কথা মত অত্যাচার করিতেছিল; কেয়ামতেও ফের-অ-উন তাহাদের অগ্রণী হইয়া তাহাদিগকে নরকে লইয়া যাইবে; পাপাচারী কতক নগরের বিবরণ প্রকাশ করা হইল; এইরূপ শাস্তিগ্রস্ত আরও বহু নগর আছে; তাহাদের উপাস্য দেব, দেবী, মহাপুরুষ, পূর্ব্বপুরুষ,

এবং তাহাদের উপাস্য ধন, বিজ্ঞান, দর্শন, তাহাদিগকে পাপের দণ্ড হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই ; তাহাদিগকে পারলৌকিক শাস্তিও ভোগ করিতে হইবে ; তাহাও এক নির্ণীত সময় পর্য্যন্ত স্থগিত আছে , পয়গম্বরগণেব উপদেশ মত জীবনাতিবাহিত কারিগণের জন্য জন্নত এবং তৎ বিপরীত জীবনাতিবাহিত কারিগণের জন্য জহীম ; তৎকালেব চন্দ্র সূর্য্য যত কাল বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল তাহারা তাহাতে বাস করিবে।

১০ম রুকু :—ইস্রাইল সন্তানগণের মঙ্গল জন্য তওরাত দেওয়া হইয়াছিল ; তাহাতে তোমার এবং কোর্-আনের উল্লেখ ছিল ; এখন তাহাদের একদল তুমিই সেই প্রতিশ্রুত পয়গম্বর বিশ্বাস করিতেছে ; অন্য দল তোমাকে অগ্রাহ্য করিতেছে ; পূর্ব্বেই নিয়তির দিবসেই এইরূপ হইবে স্থির হইয়া গিয়াছে ; তৎ কারণে তোমার স্ববংশীয় আরবগণও সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়াছে ; সকলে স্ব স্ব কর্ম্ম ফল ভোগ করিবে ; তোমরা বিশ্বাসে অটল থাক ; তিনি সাহায্য করিবেন ; হে আত্ম-সমর্পণকারিগণ, পঞ্চ নমাজ কখনও ত্যাগ করিও না ; পুণ্য কার্য্য পাপ কার্য্য ধ্বংস করে ; মঙ্গলকর কার্য্যে স্থির হইয়া থাক ; আল্‌লাহ্ ইচ্ছা করিলে সকল মনুষ্যই সত্য ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া থাকিত ; কিন্তু তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইবে ইহাই তাঁহার ইচ্ছা, যেন তাঁহার কথা যে আমি জিন এবং মনুষ্যগণ দ্বারা নরক পূর্ণ করিব সত্য হয় ; হে নির্য্যাতন-ক্লিষ্ট নবী, তোমার হৃদয়েতে বলার্পণ এবং মনুষ্যগণের নিকট সত্য, উপদেশ, এবং সতর্ক করণ বাণী উপনীত হয়, তজ্জন্য পয়গম্বরগণের বিবরণ তোমার মুখে প্রকাশ করা হইল ; তাঁহারই উপাসনায় অটল থাক।

হূদ নামক পয়গম্বর।

মক্কাবতীর্ণ ১১শ সংখ্যক সুরা (৫২)

অসীম অনুগ্রহকারী সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১।১১।১১

• ১। আলেফ-লাম-রা, (অ, ল, র, আমি আল্লাহ, মনুষ্য জাতির কার্য্য কলাপের উপর দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছি। বিবিধ অর্থ, অথবা ইহার অর্থ অজ্ঞাত।) ইহা এমত এক গ্রন্থ যে ইহার আএত সকলকে জ্ঞান পূর্ণ করা হইয়াছে (নঃ আঃ); তদনন্তর মহাজ্ঞানী, সর্ব্বজ্ঞ, (আল্লাহর) নিকট হইতে বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে। ২ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিও না, ইহাতে সন্দেহ নাই যে আমি তাহার (নিকট) হইতে তোমাদের জন্য সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা। ৩ এবং (আমার উপদেশ এই যে) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তদনন্তর পাপ ত্যাগ করিয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া আস, (তাহা হইলে) এক নির্ণীত সময় (অর্থাৎ তোমাদের মরণ) পর্য্যন্ত তোমাদিগকে প্রশংসনীয় লাভে লাভবান করিবেন; এবং যাহারা (কর্ত্তব্যেরও) অধিক (সুকার্য্য) করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেক জনাকে তাহার আধিক্য প্রদান করিবেন; এবং যদি তোমরা (আএত সকলের আদেশ এবং নিষেধ হইতে) মুখ ফিরাইয়া লও, তাহা হইলে, মহাদিবসে (কেয়ামতে) তোমাদিগকে যে মহা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে তাহা আমি ভয় করি। ৪ আল্লাহরই নিকট তোমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে,

এবং তিনি সর্ব্ব বিষয়ের উপরে ক্ষমতাবান। ৫ অহো তাহার (অর্থাৎ রসুলের) নিকট হইতে গোপন রাখিবার ইচ্ছায় তাহারা তাহাদের হৃদয় দ্বিস্তর যুক্ত করিতেছে, (মনে যাহা গোপন রাখিতেছে, তাহার বিপরীত মুখে প্রকাশ করিতেছে,) অহো যখন তাহারা (গুপ্ত পরামর্শ কালে) তাহাদিগকে (আপাদ মস্তক) বস্ত্রাবৃত করে, (যেন অন্যে চিনিতে না পারে, তখনও তিনি তাহাদিগকে দেখিতে পান,) তাহারা যাহা কিছু গোপনে করে, এবং যাহা কিছু প্রকাশ্যে করে, তাহা তিনি অবগত হন; যাহা কিছু হৃদয়েতে থাকে, নিঃসন্দেহই তাহা সমস্ত তিনি জানেন।

দ্বাদশ পারা।

৬। এবং পৃথিবীতে বিচরণকারী একটিও প্রাণী নাই, কিন্তু তাহার জীবন ধারণোপায় যোগাইবার ভার আল্লাহর উপরে (রহিয়াছে;) তাহার অবস্থান করিবার স্থান, এবং (মরণান্তর) তাহার ফিরিয়া যাওয়ার স্থান তিনিই জানেন। (কোথায় জন্ম হইবে, কিরূপে প্রতি-পালিত হইবে, কি কি কার্য্য করিবে ইত্যাদি) সমস্ত উজ্জ্বল গ্রন্থে (লওহ্ মহফুজ নামক অদৃশ্য লোকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিদ্যমান আছে।) ৭ তিনিই যিনি স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য (তাঁহার) ছয় দিবসে সৃষ্টি করিয়া-ছেন, এবং তাঁহার সিংহাসন (কারণ রূপ) জলের উপবে (স্থাপিত) ছিল,* উদ্দেশ্য যে তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কর্ম্মের কর্ত্তা স্বরূপ প্রশংসনীয় তৎসম্বন্ধে তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। এবং যদি তুমি বল যে মরণের পর নিশ্চয় তোমাদিগকে উত্থিত করা হইবে,

* সূফী মতে আল্লাহ প্রেমিকের নয়ন জল। (তঃ কাঃ)

(তথাপি) যাহারা অবিশ্বাসকারী তাহারা নিশ্চয় বলিবে, ইহা প্রকাশ্যতঃ মায়া ব্যতীত নহে। ৮ এবং যদি আমি তাহাদের দণ্ড এক গণিত সময় পর্য্যন্ত স্থগিত রাখি, তাহারা নিশ্চয় নিশ্চয় বলিবে তাহা কি যাহা উহা স্থগিত করিয়া রাখিয়াছে? তোমরা জানিয়া রাখ, যে দিবস তাহা তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে, কেহই তাহা তাহাদের উপর হইতে ফিরাইয়া দিতে পারিবে না, এবং তাহারা যে তাহা লইয়া উপহাস করিত, তাহাই (দণ্ডের আকার ধারণ করিয়া) তাহাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিবে। ১।৮

৯। এবং যদি আমি কোন মনুষ্যকে আমার অনুগ্রহের আস্বাদ (ধন, সম্পদ,) প্রদান করি, তদনন্তর তাহা তাহার নিকট হইতে হরণ করি, (তখন) সত্য সত্যই সে আশাহীন, (এবং আল্লার বিদ্যমানতার) অস্বীকারকারী হইযা যায়। ১০ এবং যদি কষ্টগ্রস্ত হওয়ার পর তাহাকে অনুগ্রহের আস্বাদ প্রদান করি, সে নিশ্চয় বলে আমার উপর হইতে (আপনা আপনি বা স্বচেষ্টায়) সমস্ত অমঙ্গল দূর হইল, সে উল্লাসিত এবং গর্ব্বিত হয। ১১ কিন্তু (আল্লাহর ইচ্ছা মত সমস্ত হয এই বিশ্বাসে) যাহারা ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকে, এবং সুকর্ম্ম করে, তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং মহা পারিশ্রমিক রহিয়াছে।

১২। (হে রসুল অবিশ্বাসকারিগণ তোমাকে তাহাদের সম্বন্ধীয় সমালোচনার আএত সকল ত্যাগ করিতে বলিতেছে, এবং যে সকল কথাতে তোমার হৃদয ব্যথিত হয়, তাহা ত্যাগ করার অঙ্গীকার করিতেছে,) এমত স্থলে, প্রত্যাদেশের কোনও অংশ, যাহার জন্য (তাহাদের দ্বারা) তোমার হৃদয় ব্যথিত হয়, তাহা পরিত্যাগ করিও না। (তোমাকে মন পীড়া দেওয়ার জন্য)

তাহারা বলে যে (যদি সে পয়গম্বর) তাহা হইলে তাহার উপরে রাশিকৃত ধন অবতারিত হয় না কেন? অথবা তাহার সহিত ফেরেশ্‌তা আসে না কেন? (তাহাদের জানা উচিত যে) তুমি উপদেশদাতা ব্যতীত নহ, এবং (রাশিকৃত ধন অবতীর্ণ করা প্রভৃতি) সমস্ত কার্য্যের তিনিই সম্পাদনকর্ত্তা। ১৩ তাহারা (পরস্পর এরূপও) বলিতেছে, কোর্‌আন কি সে তৈয়ার করিয়াছে? তাহাদিগকে বল যদি তোমরা সত্যবাদী তাহা হইলে তোমরাও তাহারই মত দশটি কৃত্রিম সুরা উপস্থিত কর। এবং আল্‌লাহ ব্যতীত যাহাকে পার তাহাকে (তজ্জন্য) আহ্বান কর। ১৪ তদনন্তর যদি তাহারা তোমাদের (কথা) স্বীকার না করে, তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে আল্‌লাহরই জ্ঞান হইতে ইহা অবতারিত হইতেছে, এবং (ইহাও জানিয়া রাখ) যে, তিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, এমত স্থলে হে (অবিশ্বাসকারিগণ,) তোমরাও কি আজ্ঞাবহ অর্থাৎ মুসলমান হইবে? ১৫ এবং যাহাদের উদ্দেশ্য (কেবল) পার্থিব জীবন এবং তাহার সৌন্দর্য্য, আমি পৃথিবীতেই তাহাদের (সুকর্ম্মের) পারিশ্রমিক পূর্ণ করি, এবং পৃথিবীতে তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় না। ১৬ ইহারাই যাহাদের জন্য পরকালে অগ্নি ব্যতীত কিছুই নাই, এবং পৃথিবীতে তাহারা যে (সুকর্ম্ম) অর্জ্জন করে, (যথা দান ইত্যাদি) তাহা নিষ্ফল হইয়া যায়, এবং যে কার্য্য (পরকালের) জন্য করে (যথা উপাসনাদি) তাহা অকার্য্যকর হয় (নঃ আঃ)। ১৭ অহো, যে ব্যক্তিগণ তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে (আগত) প্রমাণের উপর রহিয়াছে, এবং তাহার নিকট হইতে একজন সাক্ষী (স্বয়ং জিবরাইল বা পয়গম্বর) তাহা পাঠ করিতেছে, এবং পথ প্রদর্শক

এবং মহানুগ্রহ (স্বরূপ) মূসার গ্রন্থে ও তাহার পূর্ব্বে, (এই গ্রন্থের, এবং রসুলের উল্লেখ রহিয়াছে,) তাহারাই তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে; এবং মনুষ্য দলের যাহারা তাহা অগ্রাহ্য করে, তৎপ্রযুক্ত অগ্নি তাহাদের অঙ্গীকৃত স্থান। অতএব (হে আত্ম-সমর্পণকারি,) তুমি তাহাতে (কোর্‌আনেতে) সন্দিগ্ধ হইও না; নিশ্চয় তাহা সত্য; তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সমাগত কিন্তু অনেক মনুষ্য (তাহাদের প্রাপ্ত স্বভাব মত) বিশ্বাস করিতেছে না। ফলতঃ যে ব্যক্তি আল্‌লাহর উপর অসত্য বলার দোষারোপ করে, তাহা হইতে অধিক অন্যায়কারী কে হইতে পারে? ইহাদিগকে আল্‌লাহর সম্মুখীন করা হইবে, এবং একজন সাক্ষী (অর্থাৎ তাহাদের পয়গম্বর) বলিবে ইহারাই (রসুল এবং প্রেরিত গ্রন্থ মিথ্যা বলিযা) তাহাদের প্রতিপালকের উপর অসত্যা-রোপ করিয়াছিল; তোমরা শ্রবণ কর, মন্দ কর্ম্মকারিগণের উপরে আল্‌লাহর (অসন্তোষরূপ) অভিসম্পাত। ১৯ ইহারাই মনুষ্যগণকে আল্‌লাহর পথ হইতে বিরত করিয়া রাখিত, এবং তাহার বক্রতার অনুসন্ধান করিত, এবং ইহারাই পরকালেও অবি-শ্বাস করিত। ২০ ইহারা পৃথিবীতে আল্‌লাহকে অশক্ত করিতে পারে নাই, (এবং এই পরকালে) আল্‌লাহ ব্যতীত অন্য কেহ তাহাদের বন্ধু নাই। (স্বযং পথভ্রষ্ট হওয়াতে এবং অন্যকে পথভ্রষ্ট করাতে) তাহাদের দণ্ড দ্বিগুণ করা হইবে, তাহারা শুনিতেও অক্ষম হইয়াছিল এবং দেখিতেও অক্ষম হইয়াছিল। ২১ ইহারা ইহাদের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, এবং ইহারা যাহা সকলকে (উপাস্য) কল্পনা করিয়াছিল তাহারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। ২২ নিঃসন্দেহই ইহারাই পরকালে ক্ষতি—

স্থাপন করিয়াছে, এবং সৎকর্ম্মও করিয়াছে, এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট দৈন্য প্রকাশ করিয়াছে, নিশ্চয় তাহারাই স্বর্গোদ্যানের অধিবাসী, তাহারা তাহাতে চির কাল বাস করিবে। ২৪ অবিশ্বাসকারী এবং অগ্রাহ্যকারী, এবং বিশ্বাসকারী এই দুই দলের দৃষ্টান্ত যেমন অন্ধ এবং বোবার (একদল,) এবং দর্শনক্ষম এবং শ্রবণক্ষমের (অন্য দল,) অহো এই উভয় দল কি দৃষ্টান্তে এক সমান ? হায় তবে কেন উপদেশ গ্রাহী হইতেছে না ? ২।১৬=২৪

২৫। এবং (রসুলের উপদেশ অগ্রাহ্য করার ফল জাতীয় বিনাশ, যথা) নিশ্চয়ই আমি নূহ্‌কে তাহার স্বজাতীয়গণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, (নূহ্ অবগত করিয়াছিল,) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্যতঃ সতর্ককারী। ২৬ (আমার সতর্ক করণ এই) যে, তোমরা আল্‌লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিওনা, (যদি কর তাহা হইলে) তোমাদের উপর কষ্টদায়ক দিবসের যন্ত্রণার ভয় করি। ২৭ তদনন্তর তাহার স্বজাতীয়গণের প্রধান ব্যক্তিগণ, যাহারা অবিশ্বাসকারী হইয়াছিল, বলিতে লাগিল, আমরা তোমাকে আমাদেরই মত মনুষ্য ব্যতীত (অন্যরূপ) দেখিতেছি না, এবং আমরা ইহা ব্যতীত দেখিতেছি না যে, যাহারা আমাদের মধ্যে ইতর, তাহারা বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই তোমার মতানুসরণ করিতেছে, এবং আমাদের উপরে তোমাদের কোনও প্রকার শ্রেষ্ঠতা আছে তাহা আমরা দেখিতেছি না ; বরং আমরা তোমাদিগকে মিথ্যাবাদী বিবেচনা করিতেছি। ২৮ নূহ্ বলিল, হে আমার স্বজাতীয়গণ, তোমরা আমাকে দেখাইয়া দাও, যদি আমি আমার প্রতিপালকের প্রমাণের উপর থাকি, এবং যদি তিনি তাঁহার নিকট হইতে (রসুলত্ব) রূপ মহাদানে আমাকে

অনুগৃহীত করিয়া থাকেন, তদনন্তর তোমরা অন্ধ হইয়া থাক, এবং তাহা অপ্রীতিকর মনে কর, তাহা হইলেও কি আমি তাহাতে তোমাদিগকে (বলপূর্ব্বক) বাধ্য করিব? ২৯ হে আমার স্বজাতীয়-গণ, তজ্জন্য (অর্থাৎ তোমাদিগকে সতর্ক করণ জন্য) আমি তোমাদের নিকট ধন যাচ্ঞা করিতেছি না; আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকট আমার পারিশ্রমিক প্রাপ্য নহে। এই বিশ্বাস স্থাপনকারী (দরিদ্র) গণকে আমি তাড়াইয়া দিতে অক্ষম; নিশ্চয ইহারা ইহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করিবে; কিন্তু আমি তোমাদিগকেই এমত এক দল দেখিতেছি, যাহারা মূঢ়তা প্রকাশ করিতেছে। ৩০ হে আমার স্বজাতীয়গণ, যদি আমি তাহাদিগকে তাড়াইযা দেই, তাহা হইলে আল্লাহর বিরুদ্ধে কে আমাকে সাহায্য করিবে? অহো, এমত স্থলেও কেন তোমরা উপদেশগ্রাহী হইতেছ না? ৩১ এবং আমি তোমা-দিগকে বলিতেছি না, আমার দিকট আল্লাহর ধন রহিয়াছে; এবং (ইহাও বলিতেছি) না, আমি গুপ্ত বিষয় অবগত; এবং আমি বলিতেছি না যে আমি ফেরেশ্‌তা; এবং (ইহাও) আমি বলিতেছি না, (যে) যাহাদিগকে তোমাদের চক্ষু ইতর দৃষ্টি করিতেছে, তাহাদিগকে আল্লাহ্ ইহা হইতে যাহা উৎকৃষ্ট তাহা প্রদান করিবেন না। তাহাদের মনে যাহা আছে, তাহা আল্লাহ্ বিশেষ করিয়া জানেন; (তোমাদের কথামত যদি আমি এই দীন দরিদ্র ধর্ম্মভীরুগণকে তাড়াইয়া দেই,) নিশ্চয় আমি তৎক্ষণাৎ দুষ্কৃতগণের অন্তর্গত হইব। ৩২ তাহারা বলিতে লাগিল, হে নূহ তুমি আমাদের সহিত সত্য সত্যই বিবাদ করিয়া আসিতেছ, অবশেষে আমাদের সহিত বিবাদ অত্যন্ত অধিক করিয়া তুলিয়াছ। যদি তুমি সত্যবাদী, তাহা হইলে এখন তোমার অঙ্গীকৃত (বিপদ) অবতীর্ণ কর। ৩৩ নূহ বলিল, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা

করেন, তাহা হইলে, নিশ্চয় তিনি তাহা তোমাদের নিকট উপস্থিত করিবেন, এবং তোমরা তাঁহাকে অশক্ত করিতে সক্ষম হইবা না। ৩৪ এবং যদি আল্‌লাহ ইচ্ছা করিয়াছেন যে তোমাদিগকে তিনি বিপথগামী করেন, তাহা হইলে যদিও আমি তোমাদিগকে উপদেশগ্রাহী হইতে ইচ্ছা করি, আমার উপদেশ তোমাদিগকে লাভবান করিবে না; তিনিই তোমাদের রক্ষাকর্ত্তা, এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

৩৫। (হে আরবের রসুল, নূহর স্ববংশীয়গণের ন্যায় অবিশ্বাসকারী হইয়া তোমার স্ববংশীয়গণ) কি বলিতেছে, তাহা (অর্থাৎ কোর্‌-আনকে) কৃত্রিম করিয়াছে? তুমি তাহাদিগকে বল যদি আমি তাহা কৃত্রিম করিয়া থাকি তাহা হইলে আমার পাপ আমার উপর, এবং তোমরা (ইহা কৃত্রিম স্থির করিয়া) যে পাপ করিতেছ, তাহার সহিত আমার কোনও সম্পর্ক নাই। ৩। ১১=৩৫

৩৬। এবং নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হইল, যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার স্বজাতীয়গণের আর কেহই বিশ্বাস স্থাপন কবিবে না, অতএব যাহা তাহারা করিতেছে তজ্জন্য মন দুঃখিত হইও না। ৩৭ এবং আমার দর্শনাগ্রে, এবং আমি যেমন তোমার মনে উদয় করিয়া দিতেছি, তদনুরূপ, একখানি নৌকা নির্ম্মাণ কর; এবং যাহারা পাপাচরণ করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে আমাকে আহ্বান করিও না, নিশ্চয় তাহারা জলমগ্ন হইবে। ৩৮ এবং নূহ নৌকা নির্ম্মাণ করিতে লাগিল, এবং যখনই তাহার স্বজাতীয় মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ তাহার নিকট দিয়া যাইত, তাহাকে উপহাস করিত (যে তুমি কি পয়গম্বরের কার্য্য ত্যাগ করিয়া এখন সূত্রধর হইয়াছ? অথবা বুঝি তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, অথবা তখনই বিকৃত হইয়াছিল,

এখন তুমি ভাল হইয়াছ, তাহাও বোধ হয় ঠিক নহে, তুমি যে প্লাবনের স্বপ্ন দেখিতেছ?) নূহ বলিত, যদিও তোমরা আমাকে উপহাস করিতেছ, তাহা হইলে তোমরা আমাকে যেমন উপহাস করিতেছ, তৎপ্রযুক্ত নিশ্চয় আমিও তোমাদিগকে উপহাস করিব। ৩৯ এমতস্থলে শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে যাহার নিকট তিনি শাস্তি উপনীত করেন, তাহাকে নিন্দিত করেন, এবং (পরকালে) চিরস্থায়ী দণ্ড তাহাদের উপরে পতিত হয়। ৪০ অবশেষে যখন আমার আদেশ আগত হইল, চুল্লিতেও জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আমি আদেশ করিলাম (হে নূহ) তন্মধ্যে প্রত্যেকের (নর নারী) এক এক যুগ্ম এবং যাহাদের সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আমার আদেশ হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে ব্যতীত তোমার পরিজনবর্গকে, এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদিগকে তাহাতে বহন কর। এবং অতি অল্প কয়েক জন ব্যতীত আর কেহই তাহার সহিত বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, (সর্ব্বসুদ্ধ ৮০ জন ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল।) ৪১ এবং নূহ তাহাদিগকে বলিল, (তোমরা ইহা বলিয়া নৌকারোহণ কর,) আল্লাহর নামের (প্রভাবে) ইহার যাত্রা এবং অবস্থান হউক; নিঃসন্দেহই আমাদের প্রতিপালক পাপমার্জ্জনাকারী, দয়াময়। ৪২ এবং তাহাদিগকে সহ উহা পর্ব্বত প্রমাণ ঢেউর মধ্য দিয়া ভাসিয়া চলিল, এবং (একজন পুত্রকে দেখিয়া) নূহ আহ্বান করিতে লাগিল; সে (অদূরে) একদিকে ছিল; হে বৎস আমাদের সহিত (এই নৌকায়) আরোহণ কর; এবং আজ্ঞা অমান্যকারী অর্থাৎ কাফেরদের সঙ্গী হইও না। ৪৩ সে বলিল আমি শীঘ্রই (ঐ উচ্চ পর্ব্বতের অভিমুখী হইব,) তথায় জলপ্লাবন হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিব। নূহ বলিল, যাহার প্রতি আল্লাহ দয়া করিয়াছেন, সে ব্যতীত অদ্যকে অদ্য কেহই

রক্ষা করিতে পারিবে না; এবং (তখন) একটি ঢেউ তাহাদের মধ্যবর্ত্তী হইল, তখন সে জলমগ্নগণের অন্তর্গত হইল। (তখন হজরত নূহর বিরাট জলযান অতল অসীম জল রাশির উপর দিয়া ভাসিয়া চলিল, উচ্ছৃঙ্খল বায়ু তাহাকে যে দিক ইচ্ছা সে দিক লইয়া চলিল, এই রূপে ছয়মাস গত হইল।) (তঃ কা) ৪৪ এবং আদেশ হইল, হে পৃথিবী তোমার জল শোষণ করিয়া ফেল; এবং হে আকাশ তুমি নিবৃত হও; এবং জল হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল; এবং (পাপিষ্ঠগণকে ধ্বংস করার) আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল, এবং (নূহর জলযান) জুদী পর্ব্বতে দণ্ডায়মান হইল; এবং (অবস্থারূপ বাক্যে) ঘোষণা হইল, পাপাচারী জাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

৪৫ এবং নূহ তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিল, (ভ্রম ক্রমে) প্রার্থনা করিতে লাগিল, হে আমার প্রতিপালক, (আমার জলমগ্ন) পুত্রও আমার পরিজনবর্গ মধ্যে, (তাহাদিগকে রক্ষা করার অঙ্গীকার করিয়াছিলা,) নিঃসন্দেহই তোমার অঙ্গীকার সত্য, এবং তুমি সমস্ত বিচারকগণেরও বিচারক। ৪৬ আল্লাহ্ উত্তর করিলেন, হে নূহ, নিশ্চয় সে তোমার পরিজনবর্গের অন্তর্গত নহে, নিশ্চয় তাহার কর্ম্ম সাধু কর্ম্ম হইতে অন্যরূপ, অতএব যাহার সম্বন্ধে তুমি অবগত নহ তাহার জন্য আমার নিকট নিবেদন করিও না। আমি তোমাকে উপদেশ দান করিতেছি, তুমি যেন মূঢ় ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত না হও। ৪৭ নূহ বলিল, হে আমার প্রতিপালক, যৎ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নাই, তৎসম্বন্ধে তোমার নিকট (যাহাতে প্রার্থনা না) করি তজ্জন্য তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ফলতঃ তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমার প্রতি দয়া না কর, তাহা হইলে আমি ক্ষতিগ্রস্তগণের অন্তর্গত হইব। ৪৮ বলা হইল, হে নূহ, আমার

নিকট হইতে মঙ্গলযুক্ত হইয়া, এবং তোমার উপরে, এবং যে দল তোমার সহিত আছে, তাহাদের কতক দলের উপরে প্রাচুর্য্যের (অঙ্গীকার) সহ অবতীর্ণ হও, এবং কতক বংশকে আমি সম্পদ-ভোগী করিব, তদনন্তর আমার নিকট হইতে কষ্টপ্রদ দণ্ড তাহা-দিগকে ধৃত করিবে। ৪৯ গুপ্ত বিবরণ মধ্যে এই বিবরণ (হে নবী) তোমার দিকে আমি প্রত্যাদেশ ক্রমে প্রেরণ করিতেছি, ইহার পূর্ব্বে তুমি কি তোমার স্বজাতীয়গণ কেহ ইহা জানিত না; অতএব তুমি (নির্য্যাতন সহ্য করিয়া) ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, নিঃসন্দেহই, পাপ বর্জ্জনকারিগণের পরিণাম ভাল হইয়া থাকে। ৪।১৪ = ৪৯

(ব্যা ৯২) হজরত হূদ, হজরত নূহর আটশত বৎসর পর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আদ এবং হূদ উভয় নূহর পুত্র শামের বংশ হইতে উৎপন্ন। আদের সন্তানগণ আদ নামে খ্যাত। দীর্ঘকায় বলবান এই Shemitie জাতি তাহাদের ঐশ্বর্য্য জন্য বিখ্যাত ছিল। ইহারা বহু ঈশ্বরবাদী পৌত্তলিক জাতি ছিল। ইহারা প্রাথমিক আদ। আদ হইতে উৎপন্ন অন্য বংশকে পরবর্ত্তী আদ বলে। এরমস্থ আদগণকে সমূদ বলে।) ৫০ এবং আমি আদ জাতির নিকট তাহাদের ভ্রাতা হূদকে (প্রেরণ করিয়াছিলাম,) হূদও উপদেশ করিতে ছিল, হে আমার স্বজাতিগণ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর, তোমাদের উপাস্যগণের মধ্যে তিনি ব্যতীত আর কেহ তোমা-দের উপাস্য নহে; তোমরা কল্পনার উপাসনাকারী ব্যতীত নহ, ৫১ হে আমার স্বজাতীয়গণ, এই (মহোপদেশের) জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক প্রার্থী নহি; যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন সেই আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট আমার পারিশ্রমিক প্রাপ্য নহে; অহো, এমত স্থলেও তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ না

কেন? ৫২ হে আমার স্বজতীয়গণ তোমরা আল্লাহর নিকট পাপ মার্জ্জনার-প্রার্থী হও, তৎ পর (পূর্ব্ব আচরণ ত্যাগ করিয়া) তাঁহারই দিকে ফিরিয়া আস। তিনি মুষল ধারে বর্ষণকারী আকাশ তোমাদের দিকে (দীর্ঘকালস্থায়ী অনাবৃষ্টি দূরকরণ জন্য) প্রেরণ করিবেন, এবং (নানা প্রকার মহামারিতে ক্ষয়প্রাপ্ত জন সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া) বলের উপরে তোমাদের বলবৃদ্ধি করিবেন; অতএব তোমরা পাপাচারী হইয়া ফিরিয়া যাইওনা। ৫৩ তাহারা বলিতে লাগিল, হে হূদ, তুমি আমাদের নিকট কোনও প্রমাণ সহ আগত হও নাই; এমত স্থলে তোমার কথায় আমবা আমাদের উপাস্য সকলকে ত্যাগ কবিতে প্রস্তুত নহি; এবং আমরা তোমাকে বিশ্বাস করিতেও ইচ্ছুক নহি। ৫৪ আমরা ইহা ব্যতীত বলিতেছি না যে আমাদের কোনও উপাস্য তোমাকে মন্দ অবস্থা গ্রস্ত (পাগল) করিয়া দিয়াছে। হূদ বলিল, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখিতেছি, এবং তোমরাও সাক্ষী, এই বিষয়ের যে তোমরা যাহাদিগকে আল্লা-হর ক্ষমতা ভাগকারী বলিতেছ, আমি তাহাদের সহিত কোনও সম্পর্ক রাখি না। ৫৫ তিনি ব্যতীত, তোমরা সকলে একত্র হইয়া আমার অমঙ্গলেব কৌশল কর তার পর আমাকে অবসর দিও না। ৫৬ আ।।ম আমার এবং তোমাদেব প্রতিপালকের উপর (নিঃশঙ্কচিত্তে) নির্ভর করিয়া থাকিলাম। এমত কোনও প্রাণী নাই, তিনি যাহার ললাট ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছেন না; সত্য সত্যই আমার প্রতিপালক অবক্র পথের উপরে আছেন। ৫৭ এমত স্থলে যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, তাহা হইলেও আমি যাহা সহ তোমাদের দিকে প্রেরিত হইয়াছি, তাহা আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত করিয়া দিলাম; এবং আমার প্রতিপালক অন্য

দলকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিবেন; এবং তোমরা তাঁহার কিঞ্চিৎ মাত্রও ক্ষতি করিতে পারিবা না; সত্য সত্যই আমার প্রতিপালক সমস্ত বিষয়ের উপরে রক্ষকস্বরূপ রহিয়াছেন। ৫৮ তৎপর যখন আমার আদেশ উপস্থিত হইল, তখন আমার অনুগ্রহে হূদকে এবং যাহারা তাহার সহিত বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল তাহা-দিগকে, গভীর যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম। ৫৯ ফলতঃ এই আদগণ তাহাদের প্রতিপালকের প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রতি-বাদ করিতেছিল; এবং তাঁহার রসুলের অবাধ্যতা করিতেছিল; এবং প্রত্যেক অবাধ্য বিদ্রোহীর আদেশ মত কার্য্য করিত। ৬০ এবং এই পৃথিবীতে এবং কেয়ামতের দিবসেতে ধিক্কার তাহাদের পর-বর্ত্তী করা হইয়াছে; তোমরা শুনিয়া রাখ, সত্য সত্যই আদ জাতি তাহাদের প্রতিপালকের সহিত বিদ্রোহিতাচরণ করিতেছিল, তোমরা জানিয়া রাখ, (অবস্থারূপ বাক্য পূর্ব্ব হইতেই ঘোষণা করিতেছিল) হূদের স্বজাতীয় আদগণ হইতে (আল্লাহর অনুগ্রহ) দূরীভূত হইল।"
৫।১১ = ৬০

৬১। এবং তাহাদের ভ্রাতা সালেহকে আমি সমূদ জাতির নিকট (পাঠাইয়াছিলাম। সালেহও উপদেশ দান করিয়াছিল, হে আমার স্বজাতীয়গণ, এক মাত্র) আল্লাহরই উপাসনা কর, উপাস্যগণের মধ্যে তিনি ব্যতীত অপর কেহ তোমাদের উপাস্য নহে। তিনিই তোমা-দিগকে ক্ষিতি হইতে (নানা পরিবর্ত্তনের পর মনুষ্যস্বরূপ) দণ্ডায়মান করিয়াছেন, এবং তিনিই তোমাদিগকে (অট্টালিকার) ভিত্তি স্থাপনের ক্ষমতা দিয়াছেন। অতএব পাপের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও। তদনন্তর (পাপ বর্জ্জন করিয়া) তাঁহারই দিকে ফিরিয়া আস, নিঃসন্দেহই তিনি নিকটেই আছেন, এবং প্রার্থনা পূর্ণ করেন। ৬২ তাহারা বলিতে

লাগিল, হে সালেহ, ইতিপূর্ব্বে আমরা তোমার দ্বারা অনেক আশা করিয়াছিলাম, অহো যাহাদিগকে আমাদের পিতাগণ পূজা করিতেন, তুমি কি আমাদিগকে নিষেধ করিতেছ যে আমরা তাহাদের পূজা করি না? এবং তুমি যৎ জন্য (অর্থাৎএক মাত্র আল্লাহর উপাসনা জন্য) আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ, তাহাতে আমাদের এমত সন্দেহ যে, আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্নতার মধ্যে রহিয়াছি। ৬৩ সালেহ বলিতে লাগিল, হে আমার স্বজাতীয়গণ, তোমরাই আমাকে বুঝাইয়া দাও যেহেতু আমি আমার প্রতিপালকের প্রকাশ্য প্রমাণের উপর রহিয়াছি, এবং তিনি আমাকে তাঁহার নিকট হইতে (পয়গম্বরত্ব প্রদান করিয়া) অনুগৃহীত করিয়াছেন, এমত স্থলে আমি যদি তাঁহার অবাধ্যতাচরণ করি, তাহা হইলে আল্লাহ হইতে (রক্ষার্থে) কে আমাকে সাহায্য করিবে? এমত স্থলে তোমরা ক্ষতি ব্যতীত আমার জন্য কিছুই বৃদ্ধি করিবে না। ৬৪ এবং হে আমার স্বজাতীয়গণ, আল্লাহর এই উষ্ট্রি তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতএব তাহা মুক্ত থাকিতে দাও, আল্লাহর পৃথিবী হইতে আহার করিতে থাকুক, এবং অনিষ্ট করিবার ইচ্ছায় তাহাকে স্পর্শ করিও না, যদি তাহা কর, তাহা হইলে শীঘ্রই শাস্তি তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে। ৬৫ তদনন্তর তাহারা তাহার পশ্চাৎ পদ কাটিয়া দিল, তখন সালেহ বলিল, তোমরা তোমাদের মধ্যে তিন দিবস পর্য্যন্ত (জীবন) সম্ভোগ কর, এই অঙ্গীকার অসত্য হইবে না। ৬৬ তদনন্তর যখন আমার আদেশ উপনীত হইল, তখন সালেহ, এবং যাহারা তাহার সহিত বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করিলাম, (ইহা) আমার অনুগ্রহেতেই করিলাম, এবং সেই দিবসের দুর্ণাম হইতেও (রক্ষা করিলাম।) নিঃসন্দেহই তোমার প্রতিপালক মহা শক্তিমান, সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী। ৬৭ এবং যাহারা পাপাচরণ করিত, তাহাদিগকে (ভূমি-

কম্পের ভয়ঙ্কর) শব্দ আক্রমণ করিল, তদনন্তর প্রাতঃকালে তাহাদের গৃহ মধ্যেই বুকের উপরে (মৃতাবস্থায় পতিত থাকিল ।) ৬৮ (এখন যদি তোমরা পর্ব্বত গর্ভে খোদিত তাহাদের সুরম্য প্রাসাদ সকল দর্শন কর, তাহা হইলে বোধ হইবে,) যেন তাহারা কখনও সে সকলের মধ্যে বাস করে নাই। তোমরা অবগত হও, সমূদগণ তাহাদের প্রতি-পালকের অবাধ্য হইয়াছিল, তোমরা অবগত হও যে, (তাহাদের পাপের জন্য পূর্ব্ব হইতেই অবস্থারূপ বাক্য দ্বারা ঘোষিত হইতেছিল,) "সমূদ জাতি হইতে (আল্লাহর অনুগ্রহ) দূরীভূত হইল।"

(৯৩ ব্যা হজরত হূদের একশত বৎসর পর হজরত সালেহ পরবর্ত্তী আদগণের মধ্যে পয়গম্বর স্বরূপে আবির্ভূত হন। এই পরবর্ত্তী আদগণ সমূদ নামে খ্যাত। ইহারা হজ্‌র প্রদেশে বাস করিত। ইহা সিরিয়া এবং মদিনার মধ্যে স্থিত। আরবগণ যখন সিরিয়া দেশে বাণিজ্যার্থে যাইত, তখন তাহাদের কাফেলাকে এই স্থান পার হইতে হইত।) ৬।৮=৬৮

৬৯ এবং আমার প্রেরিতগণ (ফেরেশ্‌তা জীব্‌রাইল প্রভৃতি) সুসংবাদসহ ইব্রাহীমের নিকট আসিয়াছিল, তাহারা ইব্রাহীমকে সালাম (মঙ্গল হউক) সম্ভাষণ করিল, ইব্রাহীমও সালাম বলিল, তদনন্তর অনতি-বিলম্বে ঘৃত পক্ক গোবৎস সহ উপস্থিত হইল ; ৭০ তৎপর যখন দেখিল যে তাহাদের হস্ত তাহা স্পর্শ করিতেছে না, তাহাদের সম্বন্ধে আশঙ্কান্বিত হইল, তাহাদের দ্বারা তজ্জন্য মনে মনে ভীত হইল, (যে ইহারা শত্রু এজন্য আতিথ্য স্বীকার করিল না।) তাহারা বলিল, ভীত হইবেন না, আমরা যে লূতের স্বজাতীয়গণের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। ৭১ এবং তাহার ভার্য্যা দণ্ডায়মানা ছিল, তখন হাসিল, তখন আমি তাহাকে ইস্‌হাকের, এবং ইস্‌হাকের পর (পৌত্র) ইয়াকুবের সুসংবাদ প্রদান করিলাম। ৭২ (সারা সবিস্ময়) বলিতে লাগিল, হায় আমার ভাগ্য,

(এই সুবৃদ্ধা বয়সে কি) আমি সন্তান জন্মাইব ; এতদ্ব্যতীত আমি চির-বন্ধ্যা, এবং এই আমার স্বামী ইনি ও সুবৃদ্ধ, নিশ্চয় ইহা অতি বিস্ময়কর বিষয়। ৭৩ তাহারা বলিল, অহো তুমি কি আল্লাহর (এই) আদেশে বিস্ময়ান্বিতা হইতেছ ? হে গৃহবাসিগণ, তোমাদের উপরে আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রাচুর্য্য (আগত হইবে ;) নিশ্চয় তিনি প্রশংসিত, সম্মানিত। ৭৪ তদনন্তর যখন ইব্রাহীমের (মন) হইতে ভয় দূর হইল, এবং সুসংবাদ তাহাদের নিকট হইতে অবগত হইল, (তখন) লুতের স্বজাতীয়গণের (ধ্বংস নিবারণ জন্য) আমার (প্রেরিত গণের) সহিত (অনুরোধ-মূলক) তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিল। ৭৫ নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ধৈর্য্যশীল, পর দুঃখ কাতর, আল্লাভিমুখে নত পুরুষ ছিল। ৭৬ (ফেরেশ্তাগণ বলিলেন) হে ইব্রাহীম, ইহা হইতে আপনি নিবৃত্ত হউন, নিশ্চয় তাহাদের নিকট আপনার প্রতিপালকের আদেশ আগত হইয়াছে, এবং তাহারা এমত যে তাহাদের নিকট অপরি-বর্ত্তনীয় দণ্ড সমাগত হইবে। ৭৭ এবং যখন আমার প্রেরিতগণ লূতের নিকট আসিল, লূত তাহাদের জন্য চিন্তিত হইল এবং তাহার হৃদয় সঙ্কুচিত হইল, এবং বলিতে লাগিল অদ্য মহা বিপদের দিবস। ৭৮ এবং (তৎপর) তাহার স্বজাতীয়গণ তাহার দিকে ধাবিত হইয়া আসিল, এবং ইতঃপূর্ব্বেও তাহারা পাপাচরণ করিত। লূত বলিতে লাগিল, হে আমার স্বজাতীয়গণ, এই (তোমাদের নারীগণ,) আমার কন্যা, তাহারাই তোমাদের জন্য বিশেষ রূপ পবিত্র, এমত স্থলে (পাপ কার্য্য করিতে) আল্লাহকে ভয় কর, এবং আমার অতিথিদের নিকট আমাকে অপদস্থ করিও না, হায় তোমাদের মধ্যে কি এক জনও সাধু নাই ? ৭৯ তাহারা বলিতে লাগিল, তুমি নিশ্চয়ই জান যে আমাদের জন্য তোমার কন্যাগণের কোনই আবশ্যকতা নাই, এবং নিশ্চয়

তুমি ইহাও জান যে আমাদের অভিপ্রায় কি? ৮০ লূত বলিল, হায়, যদি তোমাদিগকে বাধা দেওয়ার আমার ক্ষমতা থাকিত, অথবা আমি কোনও দৃঢ় আশ্রয় স্থানের আশ্রয় প্রাপ্ত হইতাম, (তাহা হইলে মান সম্ভ্রম রক্ষা হইত।) ৮১ ফেরেশ্‌তাগণ বলিল, হে লূত, (আমরা মনুষ্য নহি,) আমরা সত্য সত্যই তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত (ফেরেশ্‌তা,) ইহারা কখনই তোমার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবে না, অতএব তুমি রাত্রির এক অংশে তোমার পরিবার সহ (ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া) চলিয়া যাও, এবং তোমার স্ত্রী ব্যতীত তোমাদের মধ্যে কেহ যেন পশ্চাতের দিকে না দেখে, যেহেতু তাহা, যাহা তাহাদের (অর্থাৎ পাপীদের) নিকট উপনীত হইবে, তাহা তাহারও নিকট উপস্থিত হইবে, নিশ্চয় তাহাদের (শাস্তির সময) প্রাতঃকাল; অহো, প্রাতঃকাল কি নিকটবর্ত্তী নহে? ৮২ তদনন্তর যখন আমার আদেশ আগত হইল, তখন আমি সেই সকলের (অর্থাৎ তাহাদের নগরের সকলের) উপরিভাগকে, (বিপর্য্যস্ত করিয়া) তাহা সকলের নিম্নভাগ করিয়া দিলাম, এবং তাহাদের উপরে আমি ঘনীভূত কর্দ্দমের বহুস্তর প্রস্তর বর্ষণ করিলাম। ৮৩ তোমার প্রতিপালকের নিকট তাহা চিহ্নযুক্ত হইয়াছিল (যে কোন খণ্ড প্রস্তর কাহার বধ কার্য্য সাধন করিবে।) এবং তাহা (তাহার বধ্য) পাপ কার্য্য কারীকে (বধ না করিয়া) দূর হয় নাই। ৭। ১৫ = ৮৩

(৯৪ হজরত নূহের ২৬০০ বৎসর পর হজরত ইব্রাহিম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি সিরিয়া দেশে ফিলিসটাইনের (ফলস্তিন) নিকট বাস করিতেন। লূত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সমসাময়িক। তিনি প্রথমতঃ ইরাক প্রদেশে বাস করিতেন।) ৭।১৫ = ৮৩

(৯৫ মদইয়ন তবুকের পশ্চিমে লোহিত সাগরের বহরে

কুলজমের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। মদ্ইয়ন বংশীয়গণ এই স্থানে বাস করিত। যে শোয়্-বের উল্লেখ হইতেছে তিনি এই স্থানে বাস করিতেন কি না এবং তাঁহারই কন্যা সফুরার সহিত হজরত মূসার বিবাহ হইয়াছিল কি না, তৎসম্বন্ধে তসফীরকারগণের ভিন্ন ভিন্ন মত। এই শোয়্-ব লুতের অল্প দিন পর আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নিম্নে অনুবাদিত আএত হইতে প্রকাশিত, কিন্তু হঃ মূসা, হঃ ইব্রাহিমের ৭০০ বৎসর পর আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সুতবাং এই শোয়্-ব এবং সফুরাবিবির পিতা শোয়্-ব একই ব্যক্তি নহেন।

৮৪। এবং মদ্-ইয়ন বাসিগণের নিকট তাহাদের ভ্রাতা শোয়্-বকে (প্রেরণ করিয়াছিলাম।) শোয়্-ব ও বলিয়াছিল, হে আমার স্বজাতীয়-গণ, আল্লাহ্রই উপাসনা কর, উপাস্যগণের মধ্যে তিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই। পরিমাপক যন্ত্রের এবং তুলা যন্ত্রের হ্রাস করিও না, নিসন্দেহই আমি তোমাদিগকে ধনবান দর্শন করিতেছি। যে দিবস (সমস্ত সৃষ্টিকে) আবৃত করিয়া লইবে, সে (দিবস) তোমাদের যে শাস্তি হইবে আমি তাহার আশঙ্কা করিতেছি। ৮৫ হে আমাব স্বজাতীয়গণ, তোমবা পরিমাপক যন্ত্র, এবং তুলা যন্ত্র ন্যায়ের সহিত পূর্ণ করিও এবং মনুষ্যগণের বস্তু কম করিয়া দিও না, এবং পৃথিবীতে মন্দাবস্থা বিস্তার করিয়া বেড়াইও না। ৮৬ যদি তোমরা (কর্ম্মের বিনিময় প্রাপ্তির দিবসে) বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আল্লাহ্র (আদেশমত পূর্ণ পরিমাণ দেওয়ার পর যাহা) অবশিষ্ট থাকে, তাহাই তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট; ফলতঃ (মন্দ কর্ম্মের শাস্তি হইতে) তোমাদের রক্ষা কর্ত্তা আমি নহি। ৮৭ তাহারা (উপহাস করিয়া) বলিতে লাগিল, হে শোয়্-ব, তুমি যে নমাজ পড় তাহা কি তোমাকে এই আদেশ করিতেছে যে, যাহাদিগকে আমাদের পিতাগণ উপাসনা করিত

তাহাদিগকে আমরা পরিত্যাগ করি, এবং আমাদের সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহা না করি? নিশ্চয় তুমি সহিষ্ণু সাধু। ৮৮ শোয়্-অব বলিতে লাগিল, হে আমার স্বজাতীয়গণ, তোমরাই আমাকে বুঝাইয়া দাও, যদি আমি আমার প্রতিপালকের প্রকাশ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করি, এবং তিনি তাঁহার (অনুগ্রহ ভাণ্ডার) হইতে আমাকে অনিন্দ-নীয় জীবিকা প্রদান করেন, (তাহা হইলে কি আমাকে অন্যায্য লাভ করা উচিত ?) এবং আমি যে বিষয় তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছি, (তৎসম্বন্ধে) আমি তোমাদের বিরুদ্ধ কার্য্য করি, আমি তাহা ইচ্ছা করি না। আমি ইহা ব্যতীত অন্যরূপ ইচ্ছা করি না যে, আমি যথাশক্তি সংস্কারের কার্য্য করি এবং আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আমার কিছুই করার ক্ষমতা নাই, আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করি, এবং আমি তাঁহারই অভিমুখী হইতেছি। ৮৯ হে আমার স্বজাতীয়গণ, আমার সহিত শত্রুতা তোমাদিগকে পাপলিপ্ত না করুক, যে যাহা নূহ অথবা হূদ, অথবা সালেহের স্বজাতীয়গণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তদ্রূপ তোমাদের নিকট সমাগত হউক, এবং লূতের স্বজাতীয়গণের (ঘটনা) তোমাদের সময়ের দূরবর্ত্তী নহে। ৯০ তোমাদের প্রতি-পালকের নিকট পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, তদনন্তর তাঁহারই অভিমুখী হইয়া থাক, নিঃসন্দেহই আমার প্রতিপালক অতি সদয়, পরম বন্ধু। ৯১ তাহারা বলিতে লাগিল, হে শোয়্-অব তুমি যাহা বলিতেছ তাহার অধিকাংশই আমরা বুঝি না, এবং আমাদের মধ্যে আমরা তোমাকে (জনবলে) অতি দুর্ব্বল দেখিতেছি, এবং যদি (আমাদের সহিত) তোমার আত্মীয়তা না থাকিত, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় প্রস্তর বর্ষণ করিয়া তোমার প্রাণ বধ করিতাম, এবং তুমি আমাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিতে না। ৯২ শোয়্-অব বলিল, হে

আমার জ্ঞাতিবর্গ, আমার আত্মীয়তা কি তোমাদের নিকটে আল্লাহ হইতেও প্রিয়? যে পরিত্যজ্য (বস্তুর ন্যায়) তাঁহাকে পৃষ্ঠের দিকে নিক্ষেপ করিলা? তোমরা যাহা করিতেছ, আমার প্রতিপালক সত্য সত্যই তাহা ঘেরিয়া রহিয়াছেন। ৯৩ এবং হে আমার আত্মীয়বর্গ, তোমাদের স্বস্থানে (অটল) থাকিয়া (যাহা ইচ্ছা তাহা আমার প্রতি) করিতে থাক, (আমার কর্ত্তব্য) নিশ্চয়ই (অটলভাবে) আমিও করিতে থাকিব। শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে, কাহার নিকট শাস্তি সমাগত হইবে, (এবং) কাহাকে লজ্জিত করিবে, এবং সে কোন ব্যক্তি যে মিথ্যাবাদী, এবং তোমরাও অপেক্ষা করিয়া থাক, আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষা করিয়া থাকিলাম। ৯৪ এবং যখন আমার আদেশ সমাগত হইল, আমি শোয়-অব এবং যাহারা তাহার সহিত বিশ্বাস স্থাপনকারী হইয়াছিল, তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহক্রমে উদ্ধার করিলাম, এবং যাহারা মন্দকর্ম্ম করিতেছিল, তাহাদিগকে মহাশব্দ আক্রমণ করিল, তদনন্তর তাহাদের গৃহ মধ্যেই প্রাতঃকালে, তাহাদের বক্ষের উপরে পতিত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ৯৫ (তাহারা এমতভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে যে,) তাহারা যেন কখনই তাহাতে বাস করিত না। তোমরা জানিয়া রাখ যে, সমূদদিগকে যেমন (পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে) দূরীভূত করা হইয়াছে, মদ্‌ইয়নবাসীদিগকেও তদ্রূপ দূরীভূত করা হইয়াছিল। ৮।১২ = ৯৫

৯৬। এবং সত্য সত্যই আমি মূসাকে আমার নিদর্শন এবং প্রকাশ্য প্রমাণ সহ, ৯৭ ফের্-অ-উন এবং তাহার প্রধান বর্গের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম; তথাপি তাহারা (অর্থাৎ ফের্-অ-উন বংশীয় কিব্‌তি Copt গণ, ফের্-অ-উনের আদেশ পালন করিয়াছিল, যদিও ফের্-অ-উনের আদেশ (যে ইস্রাইল বংশীয়গণকে নির্য্যাতন কর এবং তাহাদের

নবপ্রসূত পুত্রগণকে তৎক্ষণাৎ বধ করিয়া ফেল,) ন্যায়সঙ্গত ছিল না। ৯৮ (কর্ম্মের বিনিময় প্রদানকালে কেয়ামতে ফের্-অ-উন) তাহার স্বজাতীয়গণের অগ্রে গমন করিবে, তৎপর তাহাদিগকে অগ্নিতে উপস্থিত করিবে, ফলতঃ এই উপস্থিত ব্যক্তিগণের উপস্থিত হওয়ার স্থান অতি মন্দ স্থান। ৯৯ ফলতঃ এই পৃথিবীতে দুর্নাম তাহার পশ্চাৎগামী হইয়াছে, এবং কেয়ামতের দিবসেতেও (তাহার পশ্চাৎগামী হইবে;) যে পুরস্কারে তাহাদিকে পুরস্কৃত করা হইবে তাহা অতি মন্দ পুরস্কার।

১০০। (যে সকল নগরকে তাহাদের অধিবাসিগণের পাপের জন্য ধ্বংস করা হইযাছে, সেই) নগর সকলের কতক নগরের এই বিবরণ তোমার নিকট (হে পয়গম্বর) আমি বর্ণনা করিতেছি; তাহাদের কতক (ভগ্নাবশেষ মাত্রেতে এখনও) বিদ্যমান, এবং (কতক সম্পূর্ণ রূপে) বিলুপ্ত। ১০১ ফলতঃ আমি তাহাদের উপর অত্যাচার করি নাই; কিন্তু তাহারাই তাহাদের আত্মার উপর অত্যাচার করিয়াছে; তদনন্তর যখন আল্লাহর আদেশ সমাগত হইয়াছিল, আল্লাহ ব্যতীত যাহাদিগকে তাহারা আহ্বান করিত, তাহারা তাহাদের কোন কার্য্যে আসে নাই; এবং তাহাদের সর্ব্বনাশ ব্যতীত তাহাদের কিছুই বৃদ্ধি করে নাই। ১০২ ফলতঃ যখন কোনও নগর পাপ কার্য্য করে, তখন এইরূপে তোমার প্রতিপালক উহাকে শাস্তি প্রদান করেন; নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের আক্রমণ যন্ত্রণাদায়ক এবং অতি কঠিন। ১০৩ নিশ্চয় ইহাতে, (এই জাতিগণের বিবরণে,) যাহারা পরকালের যন্ত্রণা ভয় করে, তাহাদের জন্য, (ইহলোকে আল্লাহর কার্য্য প্রণালীর) প্রমাণ রহিয়াছে, এবং (পরকালে) সেই (কেয়ামতের) দিবস এমত যে, সে দিবস (সকলকেই আল্লাহর সম্মুখে) উপস্থিত করা হইবে। ১০৪ এবং এক নির্ণীত সময় ব্যতীত আমি তাহা স্থগিত রাখি নাই।

১০৫ (তখন) এমত এক দিবস (মহাযুগ) উপস্থিত হইবে যে, কোনও ব্যক্তি তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কিছু বলিতে পারিবে না; তৎপর তাহাদের কতকজন দুর্ভাগা হইবে, এবং কতকজন সৌভাগ্যবান হইবে। ১০৬ তৎপর দুর্ভাগাগণ অগ্নিতে থাকিবে, তাহারা (কখনও) উচ্চস্বরে (কখনও) অস্ফুটস্বরে, কাতর ধ্বনি করিতে থাকিবে। ১০৭ (হে রসুল) যাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ ইচ্ছা করিবেন, তাহারা ব্যতীত, যাবৎ (তৎকাল প্রকাশিত, তৎকালোপযোগী) আকাশ এবং পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ তাহারা তাহাতে (অর্থাৎ নরকে) বাস করিবে; ইহাই সত্য যে, তোমাদের প্রতিপালক যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা করিতে পারেন। ১০৮ এবং যাহারা সৌভাগ্য লাভ করিবে, তাহারা স্বর্গোদ্যানে বাস করিবে; এবং যাহাদিগের সম্বন্ধে আল্লাহ্ (তাহা হইতেও উচ্চপদ) ইচ্ছা করিবেন, তাহারা ব্যতীত (অপর সৌভাগ্যশালীগণ) যাবৎ (তৎকালপ্রকাশিত, তৎকালোপযোগী) আকাশ এবং পৃথিবী বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ তাহারা তাহাতে (অর্থাৎ জন্নতে) থাকিবে; (ইহা এমত মহা) দান যে, তাহা অসীম। ১০৯ এমত স্থলে (হে মুসলমানগণ,) ইহারা (অর্থাৎ এই পৌত্তলিক আরবগণ) যাহাদের উপাসনা করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে (যে তাহারা অপ্রকৃত উপাস্য) তোমরা সন্দেহ করিও না; ইতঃপূর্ব্বে তাহাদের পিতাগণ যেমন উপাসনা করিত, ইহারাও তেমন ভাবে উপাসনা করিতেছে, এবং নিশ্চয়ই আমি তাহাদের প্রাপ্য হ্রাস না করিয়া সম্পূর্ণ পরিমাণ প্রদান করিব। ৯।১৪=১০৯

(৯৬) (কিব্তী ভাষায় মূ অর্থ জল, সা অর্থ বৃক্ষ। ফের-অ-উনের চরগণ হইতে শিশু মুসাকে রক্ষা করার জন্য তাঁহার মাতা তাঁহাকে একটি সিন্ধুকে পূরিয়া নীল নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন।

ঐ সিন্ধুকটি মিসর সম্রাটের প্রাসাদের অদূরে একটি বৃক্ষের তলে থামিয়াছিল। সম্রাটের আজ্ঞায় সিন্ধুকটি রাজপুরীতে আনা হইয়াছিল, এজন্য শিশুটির নাম হইল মূসা। মিসরের সম্রাটগণকে ফের্-অ-উন বলে। হজরত ইব্রাহীমের ৭০০ বৎসর পর, এবং হজরত ইউসফের ৪০০ বৎসর পর হজরত মূসার আবির্ভাব হয়।)

১১০ এবং আমি মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম, তাহার কতক কাল পর, (অর্থাৎ এখন ইস্রাইলগণ) তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইল; ফলতঃ যদি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে আদেশ পূর্ব্বেই (প্রদত্ত না হইত যে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইবে, এক দল তোমাকেই প্রতিশ্রুত রসুল বলিয়া গ্রহণ করিবে, এবং অন্য দল অস্বীকার করিবে,) তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে (এই পৃথিবীতেই) মীমাংসা হইয়া যাইত। এবং (হে নবী,) তাহারাও (অর্থাৎ তোমার স্ববংশীয় আরবগণও) তাহাতে অর্থাৎ কোর-আনে সন্ধিগ্ধ হইয়া বিচলিত চিত্ত। ১১১ ফলতঃ এমত কেহই নাই, যাহাদিগকে তোমার প্রতিপালক তাহাদের কর্ম্মের পূর্ণ পরিমাণ (বিনিময়) প্রদান করিবেন না; তাহারা যাহা করিতেছে নিঃসন্দেহই তাহা তিনি অবগত। ১১২ অতএব তুমি, এবং যাহারা তোমার সহ আল্লাহর অভিমুখী; তোমা-দিগকে যেমন আদেশ করা হইয়াছে, তেমন অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাক, এবং (তাহা) অতিক্রম করিও না; তোমরা যাহা করিতেছ, নিঃসন্দেহই তিনি তাহা দর্শন করিতেছেন। ১১৩ এবং যাহারা অন্যায়াচরণকারী, তাহাদের দিকে অবনত হইও না; যদি তাহা কর, তাহা হইলে অগ্নি তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে; এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কেহ সহায় নাই; (যদি অমান্য কর) তাহা হইলে তোমাদিগকে তাঁহার সাহায্য প্রদত্ত হইবে না।

১১৪। এবং (হে মুসলমানগণ,) দিবামানের (প্রথম ভাগের এবং শেষ ভাগের) উভয় দিকের (অর্থাৎ ফজর, জোহর, আসরের,) এবং রাত্রিমানের প্রথম ভাগের (অর্থাৎ মগরেব এবং এশার) নমাজ স্থিরতর রাখ; (যেহেতু পঞ্চ নমাজাদি) পুণ্য কার্য্য সকল নিশ্চয় পাপ বিনষ্ট করে; যাহারা উপদেশগ্রাহী তাহাদের জন্য ইহাই হিত বাক্য। এবং (এই মঙ্গলপ্রদ কার্য্যে বা সমস্ত মঙ্গলপ্রদ কার্য্যে) ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক, যেহেতু নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুকর্ম্মকারিগণের পারিশ্রমিক বিনষ্ট করেন না। ১১৫ এমতস্থলে, যে দল সকল, তোমাদের পূর্ব্বে গত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ কেন হয় নাই? কিন্তু তাহাদের অল্প ব্যক্তিগণ ব্যতীত (অধিকাংশই) পৃথিবীতে অপকর্ম্ম বিস্তার করিতে নিষেধ করে নাই; তাহাদের মধ্যে (যে অল্প ব্যক্তিগণ অপকর্ম্ম (ফসাদ) করিতে নিষেধ করিত,) তাহাদিগকে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম; এবং যাহারা অপকর্ম্ম করিত, তাহাদিগকে আমি পৃথিবীতে যে সুখসম্ভোগের বস্তু দিয়াছিলাম, তাহারই পশ্চাৎধাবিত হইত, এবং তাহারা পাপ কার্য্য করিয়া আসিতেছিল। ১১৬ (হে রসুল,) তোমার প্রতিপালক এমত নহেন যে, যদি তাহার অধিবাসিগণ সৎকর্ম্মাবলম্বন করে, তথাপি তাহাদের আল্লাহ্‌দ্রোহিতা জন্য তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলেন (তঃ কাঃ)। (কেবল শেরক অর্থাৎ আল্লাহর সহ সমক্ষমতা ভাগীর বিদ্যমানতাতে বিশ্বাস জন্য আল্লাহ্ কোনও জাতিকে বিনষ্ট করেন না; কিন্তু যদি শেরকের সহ জুলুম পাপ এবং ফসাদ প্রভৃতি দূষ্যকার্য্য সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই জাতির বিনাশ হয়)। (তঃ কাঃ) [নানা অর্থ।]

১১৭। এবং যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে সকল মনুষ্যগণকেই এক ধর্ম্মাবলম্বী করিতেন, কিন্তু তাহারা চিরকাল ভিন্ন ভিন্ন

মতাবলম্বী হইয়া থাকিবে। ১১৮ কিন্তু যাহার প্রতি তোমার প্রতিপালক কৃপা করিয়াছেন (সে বিপথগামী হইবে না।) কিন্তু তাহাদিগকে ইহাঁরই জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে (যে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন মতানুসরণ করিবে;) এবং তোমার প্রতিপালকের, (এই) কথা যে একত্রীকৃত জিন্ এবং মনুষ্যগণ দ্বারা আমি জহন্নম পূর্ণ করিব যেন পূর্ণ হয়।

১১৯। এবং (হে নির্য্যাতন-ক্লিষ্ট নবী,) রসুলগণের যে সমস্ত বিবরণ আমি তোমার নিকট বিবৃত করিতেছি, তদ্দ্বারা আমার উদ্দেশ্য যে তোমার হৃদয়কে দৃঢ় করি এবং (যেন) ইহা সকলেতে বিশ্বাস স্থাপনকারিগণের জন্য সত্য, উপদেশ, সতর্ক বাণী তোমার নিকট উপনীত হয়। ১২০ এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী হয় না, তাহাদিগকে বল, তোমরা স্বস্থানে (অবিচলিত) থাকিয়া (আমাকে এবং আমার মতাবলম্বিগণকে নির্য্যাতন) করিতে থাক; নিশ্চয় আমিও (যাহা করিতেছি, অটল ভাবে তাহা) করিতে থাকিব। ১২১ এবং (ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তজ্জন্য) তোমরাও অপেক্ষা করিয়া থাক, আমিও অপেক্ষা করিয়া থাকিলাম।

১২২। ফলতঃ স্বর্গের এবং মর্ত্তের গুপ্তবিষয় সকল আল্লাহ্ জানেন; এবং সমস্ত কার্য্য তাঁহারই দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, অতএব তাঁহারই উপাসনা কর; এবং তাঁহারই উপর নির্ভর কর; এবং তোমরা যাহা করিতেছ, তৎসম্বন্ধে তোমাদের প্রতিপালক অসতর্ক নহেন।

১০।১২ = ১২২

ইউসুফ পয়গম্বর।

মক্কাবতীর্ণ ১২ সংখ্যক সুরা (৫৩)।

এই সুরার মর্ম্ম।

১ম রুকু :—বালক ইউসুফের স্বপ্ন দর্শন, তাঁহাকে চন্দ্র, সূর্য্য, এবং একাদশ নক্ষত্র সিজ্‌দা করিতেছে; তাঁহার পিতা পযগম্বর ইয়াকুব কর্ত্তৃক তাহাব ব্যাখ্যা যে তিনি উচ্চপদ প্রাপ্ত হইবেন, গুপ্ত বিষয ব্যাখ্যা করিবার জ্ঞান লাভ করিবেন; এবং তাঁহার পিতা সূর্য্য, তাঁহাব মাতা চন্দ্র, এবং একাদশ ভ্রাতা একাদশ নক্ষত্র তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে ভূমি সংলগ্ন মস্তকে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবেন; স্বপ্ন তাঁহার ভ্রাতাগণকে বলিতে নিষেধ করিলেন, তাঁহারা ঈর্ষ্যা পববশ হইয়া তাঁহাব অনিষ্ট করিতে পাবে।

২য় রুকু :—এই আখ্যান, হে পযগম্বর, ইহার প্রমাণ যে আমি স্বযং তোমাকে শিক্ষা দিতেছি তাহা প্রশ্নকারী য়িহুদী পণ্ডিতগণ জানিতে পারুক; স্বপ্ন বিববণ জানিতে পারিয়া ভ্রাতাগণ ষড়যন্ত্র করিযা ইউসুফকে দূরবর্ত্তী এক কূপে ফেলিয়া দিল, এবং তাঁহাব কামিজ রক্তে রঞ্জিত করিযা পিতাকে দেখাইযা বলিল, ব্যাঘ্রে তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। মিসব যাত্রী একদল বণিক ঐ কূপের অদূরে শিবির স্থাপন করিল, তাহাদেব জল বাহক ঐ কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য দোল নামাইয়া দিল, বালক ইউসুফ ঐ দোলে বসিলেন; জল বাহকগণ দোল ভারী বোধ করাতে উকি মারিয়া দেখিল তাহাতে একটি সুন্দর বালক বসিয়া আছে; তাঁহাকে তুলিয়া বণিকদেব শিবিরে লইয়া গেল; ভ্রাতারা আসিযা দেখিল কূপে ইউসুফ নাই, এবং নিকটেই বণিকদের শিবির; তাহারা

তাঁহাকে তথায় পাইল ; এবং সে তাহাদের গোলাম, বরাবর পলাইয়া যায় বলিয়া অতি সামান্য মূল্যে তাঁহাকে বেচিয়া ফেলিল।

৩য় রুকু :—বণিকগণ মিসরে পৌঁছিল, এবং বালকটিকে গোলাম বিক্রয়ের বাজারে লইয়া গেল, তাঁহার সৌন্দর্য্যের এবং সুলক্ষণের জন্য ক্রেতাগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল, এবং ঐ দেশের রাজার সচিব আজীজ উপাধিধারী রাজা তাঁহাকে কিনিয়া লইল ; এবং রাণীকে তাঁহাকে সযত্নে রাখিতে বলিল ; এই কৌশলে আল্‌লাহ্ তাঁহাকে এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তির আশ্রয় প্রদান করিলেন ; কতক বৎসর চলিয়া গেল, ইউসুফ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, এবং গুপ্ত বিষয় ব্যাখ্যা করার শক্তি আল্‌লাহ তাঁহাকে প্রদান করিলেন ; সচিব-রাণী এখনও কুমারী, তিনি ইউসুফের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধা হইয়া এক দিন এক গৃহে তাঁহাকে ডাকিয়া লইলেন ; এবং স্ব অভিপ্রায় জ্ঞাত করিলেন ; ইউসুফ পলাইতেছিলেন, রাণী তাঁহাকে ধরিতে ছিলেন, তিনি আবার পলাইতে ছিলেন ; এইরূপে তাহার কামিজের পৃষ্ঠের দিক অনেক বার ছিঁড়িয়া গেল, ইউসুফ অগ্রে এবং রাণী তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত অবস্থায় দ্বারের নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন, এবং তথায় আজীজ রাজকে প্রাপ্ত হইলেন ; রাণী তৎক্ষণাৎ ইউসুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন ; ইউসুফ প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিলেন ; রাণীর একজন আত্মীয় বলিল, যদি ইউসুফের কামিজ পৃষ্ঠের দিকে ছিন্ন হইয়া থাকে, তবে সে-ই সত্যবাদী ; আর যদি সম্মুখের দিকে ছিঁড়িয়া থাকে, রাণীই সত্যবাদিনী ; পরীক্ষার পব আজীজ রাজ রাণীকেই ভর্ৎসনা করিলেন ;

৪র্থ রুকু :—এই ঘটনা সম্বন্ধে নগরের সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকগণের মধ্যে আন্দোলন হইতে লাগিল ; রাণী তাহাদের কতক জনাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং ফল কাটিবার জন্য এক একখানা ছুরিকা প্রদান করিলেন ; যখন

তাহারা আহারে এবং হাস্যালাপে রত, তখন রাণী হঠাৎ ইউসুফকে তথায় উপস্থিত করিলেন; তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য তাহাদিগকে এমত আত্মবিস্মৃত করিল যে, তাহারা ফলের স্থানে স্ব স্ব হস্ত কাটিয়া ফেলিল; রাণী বলিলেন, ইউসুফের সততা তাঁহার সৌন্দর্য্য হইতেও অধিক; ইউসুফকে বলিলেন যদি তিনি প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে কারাগারে যাইতে হইবে; ইউসুফ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন বরং কারাগারই তাঁহার প্রিয়; সচিব রাজ এবং তাঁহার হিতৈষিগণ অনেক বিবেচনার পর ইউসুফকে কারাগারে প্রেরণ করাই শ্রেয়ঃ স্থির করিলেন।

৫ম রূকু :—যে দিবস আজীজ রাজের আদেশ ক্রমে ইউসুফকে কারা প্রবেশ করিতে হইল, সে দিবস সম্রাটকে বিষ দেওয়ার চেষ্টা করার অভিযোগে আর দুই জন যুবককে বিচার সাপেক্ষে ঐ কারাগারে প্রবেশ করিতে হইল; একজন সম্রাটের সুরা বাহক, অন্যজন পাচক। সুরায় কোনও বিষ পাওয়া যায় নাই, কিছু অন্নে বিষ মিশ্রিত ছিল; ইউসুফ কারাগারে সকলেরই প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় হইলেন; যাহার স্বপ্নের যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা তদ্রূপই হইত; এক দিবস সুরাবাহক স্বপ্নে দেখিল সে আঙ্গুর নিষ্পীড়ন করিয়া সম্রাটের জন্য সুরা প্রস্তুত করিতেছে; ইউসুফের নিকট তাহার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিল; এবং পাচক স্বপ্ন না দেখিয়াও উপহাস করিয়া স্বপ্নের ফল জিজ্ঞাসা করিল যে, সে যেন মাথায় রুটির ডালি বহন করিতেছে, আর পাখী সকল তাহা খাইতেছে; ইউসুফ বলিলেন, আগত কল্য কি আহার্য্য কাহার সম্মুখে আনীত হইবে, তাহা আল্লাহর অনুগ্রহে বলিয়া দিতে পারেন; তিনি সুরা বাহককে বলিলেন, সে স্বপদ প্রাপ্ত হইবে, এবং পাচককে বলিলেন, তাহাকে হস্ত পদে শূলি দিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে, এবং মাংসাশী

পাখি সকল তাহার মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ, নাসা ভক্ষণ করিবে; তিন দিবস পর ঠিক এই রূপই হইল;

৬ষ্ঠ রুকু:—মিসর-সম্রাট্ স্বপ্নে দেখিলেন সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভীকে, সাতটি শীর্ণকায় গাভী খাইয়া ফেলিল; এবং সাতটি হরিৎবর্ণ শীষ এবং সাতটি শুষ্ক শীষ দেখিতে পাইলেন; সভাসদ পণ্ডিতগণ ইহার ব্যাখ্যা করিতে পারিলেন না, সুরাবাহক কারাগারে গিয়া ইহার ব্যাখ্যা ইউসুফকে জিজ্ঞাসা করার অনুমতি পাইল; ইউসুফ ব্যাখ্যা করিলেন, সাত বৎসর দেশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইবে, তারপর সাত বৎসর এমত দুর্ভিক্ষ হইবে যে পূর্ব্ব সঞ্চিত সমস্ত শস্য নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

৭ম রুকু:—এই ব্যাখ্যা শুনিয়া সম্রাট্ ইউসুফকে দরবারে উপস্থিত করার আদেশ করিলেন; ইউসুফ তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে তদন্তের প্রার্থনা জানাইলেন; সচিব-রাজ্ঞী এবং নিমন্ত্রিতা মহিলাগণের সাক্ষ্যে তাঁহার সততা প্রমাণ হইল, সম্রাট তাঁহাকে উচ্চপদ প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি মৃত সচিব-রাজের পদ প্রার্থী হইলেন এবং মিসরের আজীজ নিযুক্ত হইলেন; যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি স্বঅনুগ্রহ বিতরণ করেন, সুকর্ম্মকারিগণের প্রাপ্য তিনি নষ্ট করেন না।

৮ম রুকু:—দুর্ভিক্ষ যথাসময় মিসরে এবং শামে বিস্তীর্ণ হইল, তাঁহার দশ ভ্রাতা সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা বেন ইয়ামীনের উষ্ট্র সহ কেন্-আন হইতে মিসর যাত্রা করিল, তিনি ভ্রাতাগণকে তৎক্ষণাৎ চিনিলেন, কিন্তু তাহারা রাজোচিত সম্পদ বেষ্টিত ভ্রাতাকে চিনিতে পারিল না; বিনিময় দ্রব্য গ্রহণ করিয়া দশটি উষ্ট্রের বোঝা পরিমাণ শস্য দেওয়া হইল; তাহাদিগকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা যিনি তাঁহার সহোদর ছিলেন, তাঁহাকে আনার আদেশ হইল, এবং বলা হইল যদি তাঁহাকে আনিয়া তাহাদের কথা সত্য প্রমাণ করা না হয়, তাহা হইলে প্রতারণা করার উদ্যোগের

অপরাধে তাহাদিগকে ভবিষ্যতে শস্য দেওয়া হইবে না; ইউসুফ তাহাদের বিনিময় দ্রব্য গোপনে তাহাদের শস্যাধারে স্থাপন করার আদেশ করিলেন; ভ্রাতাগণ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তাহাদের সঙ্গে পাঠাইবার অনুরোধ করিল, এবং তাহাদের দ্রব্যাধারে বিনিময় দ্রব্য ফেরত প্রাপ্ত হইয়া পিতাকে বিশেষরূপ অনুরোধ করিতে লাগিল; তিনি তাহাদিগকে শপথ বদ্ধ করিয়া বেনইয়ামীনকেও লইয়া যাওয়ার অনুমতি দিলেন, কিন্তু সাবধান করিয়া দিলেন যে এক সঙ্গে একাদশ ভ্রাতা যেন এক দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহাদের সম্বন্ধে নগরবাসিগণের সন্দেহ হইবে না; আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু হয় না; ইয়াকুবকে আল্লাহ জ্ঞানী করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি তক্‌দিরে বিশ্বাস করিতেন এবং তদ্বিরও ছাড়িতেন না।

৯ম রুকুঃ—যখন তাহারা ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল, ইউসুফ যবনিকার অভ্যন্তর হইতে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন, এক এক পাত্রে দুই দুই জন সহোদরকে আহার করিতে বলিলেন; বেন ইয়ামীন একায় পড়িল, ইউসুফের কথা তাহার মনে জাগিল, সে অচেতন হইয়া পড়িল, যখন চেতনা হইল, আজীজ রাজের প্রশ্ন উত্তরে বলিল তাহার ভাই মৃত নয় নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতা ইউসুফকে স্মরণ করিয়া সে দুঃখে শোকে অচেতন হইয়াছে; ইউসুফ বলিলেন, তুমি যবনিকার এপারে এস, আমি তোমার সহোদর ভাই হইয়া এক পাত্রে বসিব; তৎকালে তাঁহার মুখে তৎদেশ প্রচলিত প্রথা মত মুখাবরণ ছিল; বেন ইয়ামীন যবনিকাভ্যন্তরে তাঁহার সহিত খাইতে বসিলেন, কিন্তু আবার অচেতন হইয়া পড়িলেন; চেতনা হইলে উত্তরে বলিলেন, রাজার হস্ত অবিকল ভ্রাতা ইউসুফের হস্তের মত দেখিয়া ইউসুফ মরিয়াছে মনে পড়ায় সে আবার চেতনা

হারাইয়াছিল; ইউসুফ মুখাবরণ খুলিয়া ফেলিলেন, এবং স্বপরিচয় দিলেন; বেন ইয়ামীন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইলেন এবং উভয় ভ্রাতা কৌশল অবলম্বন করার পরামর্শ করিলেন; রাজা সকল ভ্রাতাগণকে তাহাদের উষ্ট্রের ভার পরিমাণ শস্য দিলেন, এবং একজন কিঙ্করকে গোপনে বেন ইয়ামীনের শস্যাধারে রাজার স্বর্ণ পাত্র লুকাইয়া রাখিতে বলিলেন; তাহারা বিদায় হইয়া কতক দূর গমনের পর রাজ কর্ম্মচারিগণ তাহাদিগকে আটকাইল, তাহারা বলিল আপনারা চোর; দশ ভ্রাতাই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল মিথ্যা কথা, যদি আমাদের কাহারও নিকট চুরির মাল পাওয়া যায় তাহাকে চির গোলাম করিয়া রাখিও, ইহাই আমাদের দেশের নিয়ম; মিসর দেশে কিন্তু চোরকে কশাঘাত করার নিয়ম ছিল। স্বর্ণ পাত্র বেন ইয়ামীনের শস্যাধার হইতে বাহির হইল, সুতরাং তাহাকে আটকান হইল; ভ্রাতাগণ তাহাদের যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তাহার স্থলে গ্রহণ করার অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না;

১০ম রুকুঃ—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুবেল মিশর ত্যাগ করিলেন না; অন্য ভ্রাতাগণকে এই দুঃসংবাদ সহ দেশে ফিরাইয়া দিলেন; ইয়াকুব ধৈর্য্য ধারণই প্রশস্ত মনে করিয়া শোক-ক্লিষ্ট হৃদয়ে সময় যাপন করিতে লাগিলেন; তিনি জানিতেন, ইউসুফের স্বপ্ন সত্য হইবে, এক দিন ঈশ-প্রেরণাক্রমে জানিতে পারিলেন ইউসুফের সহিত শীঘ্র দেখা হইবে, তিনি বেন ইয়ামীনের মুক্তি, এবং ইউসুফের অনুসন্ধান জন্য সন্তানগণকে চেষ্টা করিতে বলিলেন; তাহারা মিসরের আজীজের নামের হজরত ইয়াকুবের পত্র সহ মিসর যাত্রা করিল; তাহারা দশ ভ্রাতা সিংহাসনের সম্মুখে বিষণ্ন বদনে দাঁড়াইল, এবং হজরত ইয়াকুবের পত্র তাঁহার সিংহাসনে রাখিয়া দিল, পত্র পাঠ করিয়া এবং ভ্রাতাগণের বিষণ্ন মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি এই দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না, মুখাবরণ ফেলিয়া দিলেন,

মুকুট খুলিয়া ফেলিলেন, এবং ভ্রাতাগণকে বলিলেন, আপানারা ইউসুফের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা কি স্মরণ হয়? ভ্রাতাগণ বলিয়া উঠিল সত্যই আপনি যে ইউসুফ! তাহারা সিজদা করার জন্য সিংহাসনের নিকট যাইতেছিল, কিন্তু ইউসুফ তৎপূর্ব্বেই সিংহাসন হইতে অবরোহণ করিয়া ভ্রাতাগণকে আলিঙ্গন এবং আশ্বস্ত করিলেন; ইউসুফ বলিলেন, আমার কামিজ পিতার মুখের উপরে ফেলিয়া দিলেই তাঁহার চক্ষু ভাল হইবে, আপনারা সমস্ত আত্মীয় স্বজন সহ মিশরে চলিয়া আসুন।

১১শ রুকুঃ—তারপর পুত্রগণ সুসংবাদ সহ ফিরিয়া আসিল, হজরত ইউসুফের কামিজ হজরত ইয়াকুবের মুখের উপরে ফেলিয়া দেওয়া মাত্রই তিনি দৃষ্টিশক্তি পুনঃ লাভ করিলেন।

তারপর দাস দাসী সহ সকলে মিসর যাত্রা করিলেন; স্বয়ং মিসর সম্রাট্ কেন্-আ-নের পয়গম্বরের অভ্যর্থনা করিলেন।

হজরত ইউসুফ তাঁহার দরবার-প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া পিতা মাতাকে নিজের সহিত সিংহাসনে বসাইলেন, তারপর তাঁহারা সিংহাসন হইতে অবরোহণ করিয়া দেশীয় প্রথা মত, পিতা, মাতা এবং একাদশ ভ্রাতা সিংহাসনের সম্মুখে সিজদাতে নিপতিত হইয়া হজরত ইউসুফের স্বপ্ন সত্য করিলেন।

তাঁহার মরণের পূর্ব্বের প্রার্থনা; ১০১; এই প্রসঙ্গ প্রত্যাদেশ ক্রমে আল্লাহ্ জ্ঞাত করিতেছেন; ১০২; কিন্তু অনেকে তাহা বিশ্বাস করিতেছে না।

১২শ রুকুঃ—তাঁহার সম্বন্ধীয় অগণিত প্রমাণ স্বর্গে মর্ত্তে বিদ্যমান; অনেকে স্ব স্ব স্বভাব মতই তাহা বুঝিতে অক্ষম; এজন্য অন্যের উপাসনা করে; পরিণাম অতি মন্দ। পাপাচারী জাতির পতন দেশে দেশে বিদ্যমান; কোর্-আনের কথা কল্পিত কথা নহে।

ইউসুফ পয়গম্বর।

মক্কাবতীর্ণ ১২ সংখ্যক সুরা (৫৩)।

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দান কর্ত্তা আল্‌লাহর নামে আরম্ভ।

(তফ্‌সীর কাদেরী অবলম্বনে)। [১।১২।১২

১। আলেফ, লাম, রা, (অ, ল, র আমি আল্‌লাহ্, স্নেহময়, পরম দয়ালু) এই (সুরাতে অবতারিত) বচনাবলী ও স্পষ্ট অর্থ প্রকাশক গ্রন্থের বচন;

২। (হে আরবগণ,) তোমরা যেন তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পার, তজ্জন্য আমি আরবী ভাষায় কোর্-আন অবতীর্ণ করিলাম।

৩। (জিজ্ঞাসা কারিগণের প্রশ্নের উত্তরে হে নবী) আমি তোমার উপরে প্রত্যাদেশ (ওহি) ক্রমে এই (খণ্ড) কোর্-আন অবতীর্ণ করিয়া (সাধু চরিত্রের মহা আদর্শ প্রযুক্ত) সর্ব্বোত্তম আখ্যান তোমার নিকট বিবৃত করিতেছি; এবং এতদ্বিষয় তুমি ইহার পূর্ব্বে অপর ব্যক্তিগণের ন্যায় অজ্ঞ ছিলা।

৪। (ইহা সে সময়ের কথা) যখন, (কেন্-আ-আন দেশে পিতা ইয়াকুবের পার্শ্বে নিদ্রিত বালক) ইউসুফ (সচকিত জাগরিত হইয়া পিতার আশ্বস্ত বাক্য শুনিয়া) তাহার পিতাকে বলিল, হে পিতঃ আমি অবিকল (এইরূপ স্বপ্ন) দেখিলাম, (যেন আমি এক পর্ব্বতের চূড়ায় আরোহণ করিয়াছি, নিম্নদেশে ঝরণা সকল প্রবাহিত হইতেছে; বৃক্ষ লতাদি উদ্ভিদ সকল সতেজ, সবুজ, মৃদুমৃদু সমীরণ হিল্লোলে পর্ব্বত পার্শ্বে প্রস্ফুটিত কুসুম সুগন্ধ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতেছে, যে দিক দেখি

সে দিক প্রফুল্ল, সে দিকপ্রসন্ন, সে দিকই সুন্দর। এমত সময় নির্ম্মল গগনমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইয়া) একাদশটি নক্ষত্র, সূর্য্য এবং চন্দ্র, আমার সম্মুখে সিজদাতে প্রণত রহিয়াছে। (তঃ কাঃ)

(৯৫) (হজরত ইয়াকুব নবী ছিলেন, তিনি ঈশ-লব্ধ জ্ঞানবলে জানিতে পারিলেন যে, বালক ইউসুফ অতি উচ্চপদে আরূঢ় হইবে, তাহার পদোচিত সম্মান জন্য (সূর্য্য) পিতা, চন্দ্র (মাতা) এবং (একাদশ নক্ষত্র) একাদশ ভ্রাতা তাহাকে ভূলগ্ন মস্তকে সম্মান প্রদর্শন করিবে। তাঁহার মনে ইহাও উদয় হইল যে, এই স্বপ্নের কথা তাহার ভ্রাতাগণ জানিতে পারিলে দুর্ব্বুদ্ধির বশীভূত হইয়া তাহাকে বধ করিতে পারে ; এজন্য)।

৫। (ইয়াকুব) বলিল, হে বৎস তোমার এই স্বপ্ন তোমার ভ্রাতাদের নিকট বলিও না ; তাহারা (শয়তানের প্ররোচনায়) ষড়যন্ত্র করিয়া তোমার সম্বন্ধে কোনও ষড়যন্ত্র করিতে পারে ; নিশ্চয়ই (মন্দ-বুদ্ধি দাতা) শয়তান প্রকাশ্যতঃ সকল মনুষ্যেরই শত্রু। ৬ এই স্বপ্ন মত তোমার প্রতিপালক তোমাকে (রাজ্য ভারবহন কার্য্যে) মনোনীত করিবেন ; এবং গুপ্ত কথার ব্যাখ্যা করিবার (বিদ্যাতে) তোমাকে শিক্ষিত কবিবেন ; (তুমি বহু গুহ্য বিষয় ঈশ-দত্ত জ্ঞান লাভ করিবা) এবং যেমন ইহার পূর্ব্বে তিনি (তোমার প্রপিতামহ এবং পিতামহ) ইব্‌রাহিম এবং ইস্‌হাক, তোমার পিতৃদ্বয়ের উপরে তাঁহার অনুগ্রহ সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমারও উপরে, এবং তোমার পিতা ইয়াকুবের সন্তানগণের উপরে তাঁহার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিবেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক (উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নির্ব্বাচিত করেন, যেহেতু) তিনি সর্ব্বজ্ঞ, (এবং যাহাকে তিনি যে কাজের জন্য নির্ব্বাচিত করেন, তাহাকে তদুপযুক্ত গুণে ভূষিত করিয়া থাকেন তিনি) কৌশলজ্ঞ ১।৬।

৭। (হে নবী,) যাহারা (তোমার পরীক্ষার্থে যে স্বয়ং আল্লাহর নিকট হইতে তুমি জ্ঞান লাভ কর কি না, তোমাকে ইউসুফ সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তাহাদের জন্য ইউসুফ এবং তাহার ভ্রাতাদের আখ্যানেতে (আল্লাহর এবং পয়গম্বরের সম্বন্ধে বহু) নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

ব্যা (৯৬) (বালক ইউসুফের স্বপ্ন ব্যাখ্যা তাঁহার ভ্রাতৃজায়াগণ শুনিয়াছিল, এবং সুযোগ সময় স্বামীদের সহিত ইহার আন্দোলনও হইয়াছিল। বালক ইউসুফ কালক্রমে রাজ্যপতি হইবে, এবং তাহাদিগকে তাহার সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডবৎ করিতে হইবে শুনিয়া তাহারা ঈর্ষান্বিত হইল। একাদশ ভ্রাতার মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ বেন্‌-ইয়ামীন ভিন্ন অপর দশজনই ইউসুফের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। যে বয়সেতে মনের মন্দ ভাব সকল স্বতঃই জাগরিত হইয়া উঠে, তখন ইহাদের সেই বয়স। ভার্য্যাগণের নিকট ইউসুফের স্বপ্ন বিবরণ শ্রবণান্তর (সে সময়ের কথা হে পয়গম্বর শ্রবণ কর,) ৮ যখন (ভ্রাতাগণ পরস্পর) বলিতেছিল, ইউসুফ এবং তাহার ভ্রাতা আমাদের অপেক্ষা পিতার নিকট নিশ্চয় অধিক আদৃত, যদিও আমরা সংখ্যাতে অধিক, (তথাপি আমাদের প্রতি তাঁহার ভালবাসা অনেক শিথিল ;) আমাদের পিতা প্রকাশ্যতঃ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

ব্যা (৯৭) (এইরূপ কাল্পনিক স্নেহাভাবের আন্দোলন করিতে করিতে তাহাদের মনে নানাপ্রকার মন্দ কথার উদ্রেক হইতে লাগিল, তাহাদের একজন) ৯ বলিল, ইউসুফকে মারিয়া ফেল, অথবা তাহাকে কোনও (হিংস্র প্রাণীপূর্ণ) স্থানে বিসর্জ্জন করিয়া আইস, তাহা হইলে তোমাদের পিতার মন বিমুক্ত হইয়া যাইবে ; ইহার পর (অনুতপ্ত হইয়া এবং আর কখনও কোনও মন্দ কর্ম্ম করিব না দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া) তোমরা

সুকর্ম্মকারী লোকদের দলে মিলিত হইও। ১০ তাহাদের মধ্যে একজন বক্তা (সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুবেল) বলিল, ইউসুফকে কখনই প্রাণে মারিও না, যদি তোমরা (আমার পরামর্শ মত) কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তাহাকে (কাফেলার পথের) কূপ-গর্ভে ফেলিয়া দাও, যেন কোনও ভ্রমণ-কারী (জল লইয়া যাবার জন্য আসিয়া) তাহাকে উঠাইয়া লইয়া যায়।

১১। (রুবেলের পরামর্শ মত কার্য্য করাই স্থির করিয়া তাহারা একদিন পিতার নিকট গিয়া) বলিল, হে পিতঃ ব্যা (৯৮´) (বসন্ত কাল আগত হইয়াছে; বন, প্রান্তর, বৃক্ষ, লতা, অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে; আমরা ভ্রমণ জন্য প্রান্তরে যাইব, তথায় দৌড়াদৌড়ি করিব, অশ্ব এবং উষ্ট্র দৌড়াইব, পাখী এবং প্রাণী শিকার করিব, বনের মধ্যে বেড়াইব, বনফুল সংগ্রহ করিব, এবং বনের ফল খাইব। ইউসুফকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে দিন, সেও এই আমোদের সঙ্গী হউক, সেও আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য জিদ্ ধরিয়াছে। কিন্তু আপনি অনুমতি দিতেছেন না,) আপনার মনে এমন কি হইয়াছে যে, আপনি আমা-দিগকে ইউসুফকে দিয়া (একদিনের জন্যও) বিশ্বাস করিতেছেন না? অথচ নিশ্চয় আমরা তাহার মঙ্গলাকাঙ্খী। ১২ তাহাকেও কল্য আমা-দের সহিত পাঠাইয়া দিউন, সে প্রচুর ফল খাউক, এবং ক্রীড়া করুক, নিঃসন্দেহই আমরা নিশ্চয় নিশ্চয় তাহাকে রক্ষা করিব। (ভ্রাতাগণ বন ভ্রমণে যাইবেন, বনে নানাপ্রকার ক্রীড়া হইবে, ঘোড়ার উপরে উষ্ট্রের উপরে চড়িয়া দৌড়াদৌড়ি করা হইবে, তীর ছোড়া হইবে, ঝরণার ধারে, পাহাড়ের উপর ভ্রমণ করা হইবে, পশু পক্ষী শিকার করা হইবে শুনিয়া বালক ইউসুফও বৃদ্ধ পিতার নিকট পূর্ব্ব হইতে বনে যাওয়ার জিদ্ করিতে লাগিল, তখন পিতা ইয়াকুব) ১৩ বলিল,— (বৎসগণ,) তোমরা তাহাকে লইয়া যাইবে ইহা বাস্তবিকই আমাকে-

দুঃখিত করিতেছে; তোমরা (ক্রীড়ামত্ত হইয়া, অথবা ব্যাঘ্র দেখিয়া ভয় পাইয়া যদি) তাহার সম্বন্ধে অসাবধান হইয়া পড়, তাহা হইলে ব্যাঘ্র তাহাকে খাইয়া ফেলিবে। ১৪ তাহারা বলিল (হে পিতঃ) আমরা সংখ্যাতে এত অধিক, (আমরা সকলেই কি তাহাকে ভুলিয়া যাইতে পারি ?) এমত স্থলেও যদি তাহাকে ব্যাঘ্রে খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে আমরা (অকর্ম্মণ্য) ক্ষতিকারক। (ইউসুফের আগ্রহে, ভ্রাতাদের অনুরোধে, অবশেষে পিতা সম্মত হইলেন। ভ্রাতাগণ বালক ইউসুফের গাত্র এবং মস্তক ধুইয়া দিল, মাথার চুল আঁচড়াইয়া দিল, ধৌত বস্ত্র পরাইয়া দিল। যে কামীজ পরিয়া প্রপিতামহ ইব্‌রাহিম (আঃ) অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলেন, পিতা ইয়াকুব স্বয়ং তাহা ইউসুফের বাহুতে কবচ স্বরূপ বাঁধিয়া দিলেন। ভ্রাতাগণ আবশ্যকীয় দ্রব্য, অশ্ব, উষ্ট্রসহ মহোল্লাসে তাহাদের বাসস্থান বদও নামক বনে ভ্রমণ জন্য যাত্রা করিল।)

১৫। তাহারা ইউসুফকে লইয়া যাওয়ার পর (এক গভীর কূপের নিকট পৌঁছিল। মনুষ্যাবাস হইতে তাহা কতক দূর। কখনও কখনও বণিকগণের কাফেলা ঐ কূপ হইতে কতক দূরে বস্ত্রাবাস স্থাপন করে।) তখন তাহারা সকলেই একত্র মিলিত হইয়া, ইউসুফকে কূপ-গর্ত্তে নিক্ষেপ করার জন্য একমত হইল। (তখন বালক ইউসুফ প্রত্যেক ভ্রাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহারা তাহার পিরাণ খুলিয়া লইয়া, কোমরে ডোর লাগাইয়া কূপের মধ্যে কতক দূর নামাইয়া দিয়া বন্ধন রজ্জু কাটিয়া দিল। আল্‌লাহর অসীম অনুগ্রহ ক্রমে ইউসুফ কূপ পার্শ্বস্থিত এক প্রস্তরের উপর অবতীর্ণ হইল।) এবং তখন আমি আল্‌লাহর প্রত্যাদেশ ক্রমে তাহাকে জ্ঞাত করিলাম, (তুমি ভীত হইও না, তোমার স্বপ্ন সত্য হইবে, যাহারা তোমাকে কূপে নিক্ষেপ করিল)

তাহাদিগকে (যথা সময়) এই কার্য্য স্মরণ করাইয়া দিবে, তাহারা তোমাকে চিনিতে পারিবে না।

(এই নৃশংস কার্য্যের পর ভ্রাতাগণ গৃহাভিমুখী হইল, পথে ছাগ রক্তে ইউসুফের কামিজ রক্তাক্ত করিয়া লইল।) ১৬ এবং কাঁদিতে কাঁদিতে, রাত্রিকালে তাহাদের পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল। ১৭ তাহারা বলিতে লাগিল, পিতঃ, আমরা (ধনুক দিয়া তীর নিক্ষেপ করিতে করিতে) একে অপরকে (পশ্চাৎ ফেলিবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে করিতে) সন্মুখ দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম, এইরূপে (বালক) ইউসুফকে আমাদের দ্রব্য সকলের নিকট ত্যাগ করিয়াছিলাম। ইতঃমধ্যে ব্যাঘ্র আসিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলিল। আমরা যদিও সত্য কথা বলিতেছি, কিন্তু আপনি আমাদের কথা, (যে ব্যাঘ্র তাহাকে খাইয়াছে,) বিশ্বাস করিতেছেন না। (আপনি তাহার এই রক্তাক্ত কামিজ দেখুন। আমরা যখন ইউসুফকে দেখিতে পাইলাম না, তখন ত্রাসিত হইয়া ডাকিতে লাগিলাম, এবং চতুর্দ্দিকে তল্লাস করিতে লাগিলাম। তখন যেখানে ব্যাঘ্র তাহাকে খাইয়াছিল তথায়) ১৮ আমরা তাহার কামিজের নিকট উপস্থিত হইলাম। (এই সেই কামিজ) যাহা কৃত্রিম (মনুষ্যরক্ত) রঞ্জিত ছিল।

ব্যা (৯৯) (হজরত ইয়াকুব কামিজটি পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেনকামিজের স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে কিন্তু তাহা ব্যাঘ্রের নখাঘাতে ছিঁড়িয়া যাওয়ার মত নহে। তখনই তাঁহার মনে আশঙ্কা হইল, ভ্রাতাগণ বোধ হয় তাহাকে অস্ত্রাঘাতে মারিয়া ফেলিয়াছে, তখনই আবার স্মরণ হইল, ইউসুফের স্বপ্ন কখনই মিথ্যা হইবে না। ইউসুফ নিশ্চয় জীবিত আছে, কিন্তু ভ্রাতাগণ তাহাকে কি করিল স্থির করিতে পারিলেন না। ইয়াকুব) বলিল বরং (সত্য ইহাই) যে তোমাদের মন

(এই তোমাদের বর্ণিত) ঘটনা তোমাদের জন্ত কল্পনা করিয়া লইয়াছে, এমত স্থলে ধৈর্য্য ধারণ করাই সুন্দর। আল্লাহরই নিকট সকলে সাহায্য প্রার্থী হইয়া থাকে। তিনি তোমাদের বর্ণিত ঘটনা হইতে রক্ষা করুন।

১৯। (ইউসুফ ঐ কূপে তিন দিন তিন রাত্রি যাপন করিল।) অবশেষে (তৃতীয় দিবস, মদ্‌ইয়ন হইতে মিসর) যাত্রী (বণিকের) এক দল (ঐ কূপের) নিকট আগত হইল; তাহাদের জলবাহককে (জল সংগ্রহ জন্য কূপের নিকট) পাঠাইয়া দিল। সে তাহার দউল কূপে নামাইয়া দিল। (যখন দউল কূপ-মধ্যস্থ ঐ খণ্ড প্রস্তরের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন ইউসুফ তাহাতে বসিল। হঠাৎ ভারী বোধ হওয়াতে জলবাহক উঁকি দিয়া দেখিল, একটি পরম সুন্দর বালক দউলে বসিয়া রহিয়াছে। সে তাহার সঙ্গীকে ডাকিয়া বলিল) হে, বুশরা, (হে সুসংবাদ, সেই ভার) এই (পরম সুন্দর) বালক !!

(তখন তাহারা দউল সবলে আকর্ষণ করিয়া সহস্র চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ইউসুফ চন্দ্রকে কূপ-গর্ভ হইতে বাহির করিয়া বণিকগণের বস্ত্রা-বাসে লইয়া গেল)।

(কূপে নিক্ষেপের পর ভ্রাতা য়িহুদা নিত্য ইউসুফের আহার যোগা-ইত। ইউসুফকে প্রাণে মারিয়া ফেলার কাহারও ইচ্ছা ছিল না। য়িহুদা সে দিবস আসিয়া দেখিল, ইউসুফ কূপে নাই, এবং কিছু দূরে বণিকগণের বস্ত্রাবাস দেখা যাইতেছে। তখন সকল ভ্রাতাই বণিকদের বস্ত্রাবাসে আসিল।) এবং বালকটি তাহাদের (গোলাম বিক্রয় করার) ব্যবসার সম্বল (প্রকাশ করিয়া) তাহার (প্রকৃত বিবরণ) গোপন করিল। (তাহারা বলিল, এটি আমাদের গোলাম। এটি পরম সুন্দর হইলেও ইহার মহাদোষ যে পলাইয়া যায় এবং মিথ্যা কথা বলে, এবারও পলাইয়াছিল।) আমরা ইহাকে (যে মূল্যেই হউক) বিক্রয় করিব।

(ভ্রাতাগণের ভয়ে ইউসুফ কিছু বলিতেছিল না) কিন্তু তাহারা যাহা করিতেছিল আল্লাহ তাহা জ্ঞাত ছিলেন। ২০ এবং (এত অল্পমূল্য যে অক্লেশে) গণনা করা যাইতে পারে, এমত কয়েকটী মাত্র দোষযুক্ত দর-হমের পরিবর্ত্তে তাহারা ইউসুফকে বিক্রয় করিয়া ফেলিল। (মালেক নামক একজন বণিক ইউসুফকে ক্রয় করিল। ইউসুফের ভ্রাতাগণ যে প্রকৃতই নীচপ্রকৃতির ব্যক্তি ছিল তাহা নহে,) ফলতঃ তাহারা এই কার্য্যে আগ্রহহীন ছিল। ২।১৪=২০

ব্যা (১০০) (মদ্ইয়নবাসী বণিকগণ যথা সময় মিসরে পৌঁছিল। তৎকালে রয়্যান নামক প্রজাবৎসল সম্রাট্ মিসর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। একজন প্রধান রাজা প্রধান সচিবের কার্য্য করিতেন, তাঁহার রাজোপাধি ছিল আজীজ। আজীজ-মহিষী জোলেখা শারীরিক সৌন্দর্য্যে সামান্যা ছিলেন না, কিন্তু দুভার্গ্য বশতঃ ইহারা সন্তান মুখ দর্শন করিতে সক্ষম হন নাই।)

ব্যা (১০১) (বণিক দল নগরে প্রবেশ মাত্র ইউসুফের সৌন্দর্য্য খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কথিত আছে, সমস্ত সৌন্দর্য্যের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য বিশ্বপতি বালক ইউসুফকে এবং তাহার উর্দ্ধ পিতামহী পয়গম্বরইব্রাহীমের জ্যেষ্ঠা পত্নী হজরত সারাকে দান করিয়াছিলেন, এবং অপরার্দ্ধ সৌন্দর্য্য দ্বারা সৃষ্টির যাহা যাহা সুন্দর তাহা রচনা করিয়াছেন। আজীজের আদেশ, মত, বণিক ইউসুফকে সুসজ্জিত করিয়া গোলাম বিক্রয়ের বাজারে আনয়ন করিল; তখন ক্রেতাগণের মধ্যে মহা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল। শ্রেষ্ঠীবর্গ বালক ইউসুফকে কেহ প্রিয়তমা কন্যার জন্য, কেহ স্নেহ ভাজনীয়া ভগিনীর জন্য, ক্রয় করিতে আসিল, কেহ তাহাকে পালক পুত্র করিতে উৎসুক হইল। অবশেষে মিসরের আজীজ, ইউসুফের ভার পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য, কৌষিক বসন,

এবং সুগন্ধ দ্রব্য, মূল্যস্বরূপ প্রদান করিয়া তাঁহাকে ক্রয় করিয়া লইলেন)।

২১। এবং মিসর দেশীয় (আজীজ) যে ইহাকে ক্রয় করিয়া লইল, তাহার ভার্য্যাকে বলিল, (হে রাণি,) এই বালকের (অবস্থানের) স্থান সম্মানসূচক করিও। (ইহাকে রাজপুরীতে প্রতিপালন করিতে হইবে, এই বালকেতে যে সকল সুলক্ষণ বিদ্যমান, তাহা হইতে বোধ হইতেছে) সে আমাদিগকে লাভবান করা অসম্ভব নহে, আর (হইতে পারে যে) আমরা তাহাকে পুত্রস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি। আমি এইরূপে ইউসুফকে মিসর দেশে স্থান দান করিলাম, উদ্দেশ্য (এক জন প্রধান ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে) আমি তাহাকে গূঢ় বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতে শিক্ষা প্রদান করি। ফলতঃ অভিপ্রেত বিষয়ের উপরে আল্লাহর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব, কিন্তু অনেকে ইহা জানে না। ২২ তার পর যখন ইউসুফ বয়ঃ-প্রাপ্ত হইল তখন আমি তাহাকে (কার্য্য পরিচালনার) বুদ্ধি এবং (অন্যের অজ্ঞাত বিষয়ের) জ্ঞান প্রদান করিলাম, (যথা সময় তাহাকে নবীর উচ্চ পদে অভিষিক্ত করিলাম)। আমি সাধু জীবন অতিবাহিত কারী ব্যক্তিগণকে এইরূপে পুরস্কৃত করিয়া থাকি।

ব্যা (১০২´)। (হজরত ইউসুফকে আল্লাহ এমত রূপ দিয়া-ছিলেনযে, তাহার আকর্ষণ ছিন্ন করার ক্ষমতা অতি অল্প মানবীরই ছিল। যাহাতে তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কেহ বিপথগামিনী না হয়, তজ্জন্য তিনি মুখাবরণ ধারণ করিতেন। উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণেরও মুখা-বরণ ধারণ করার প্রথা ঐ দেশে প্রচলিত ছিল। তাঁহাকে ক্রয় করার প্রায় ছয় বৎসর গত হইয়া গেল। এই দীর্ঘকাল সচিব-রাণী আত্মসম্বরণ করিয়া আসিতেছিলেন)।

২৩। এবং সেই মহিলা, যাহার প্রাসাদে ইউসুফ বাস করিত,

ইউসুফও তাহার বাসনা করুক অভিলাষিণী হইয়াছিল। (আত্মবিস্মৃতা সচিবরাণী এক দিবস সপ্ততল এক প্রাসাদে, ইউসুফকে আহ্বান করিয়া) দ্বার সকল অর্গল বন্ধ করিয়া দিল ; এবং বলিল, হে (ইউসুফ) তোমাকে (আমার) নিকট আসার অনুমতি দিতেছি। (ইহা শুনিয়া ইউসুফ বলিল, হে রাণি,) আমি (এই মহা প্রলোভন হইতে) আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ; তিনিই আমার রক্ষক, তিনি (আপন সান্নিধ্যে) আমাকে সম্মানিত স্থান দান করিয়াছেন ; যাহারা অন্যায়াচরণকারী, কখনও তাহাদের মঙ্গল হয় না। ২৪ (সচিব রাজ্ঞী) তাহাকে ধরিয়া রাখার চেষ্টা করিতেছিল, এবং ইউসুফ তাহা হইতে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল ; যদি ইউসুফ তাহার রক্ষা কর্ত্তার নিদর্শন, (প্রকোষ্ঠ মধ্যে তাঁহার পিতা পয়গম্বর ইয়াকুবের অবিভূ‍ৃ‍ত বিষণ্ণ মূর্ত্তি) দর্শন না করিত, (তাহা হইলে ইউসুফও রাণীর অভিলাষী হইত,) এইরূপে (তাহার পিতার মূর্ত্তির আবির্ভাব করিয়া আমি তাহার সহায়তা করিয়াছিলাম,) উদ্দেশ্য তাহা হইতে, অপকর্ম্ম এবং ব্যভিচার ফিরাইয়া দেই ; নিশ্চয় ইউসুফ আমার পবিত্রকৃত আজ্ঞাবহদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২৫ এবং (পলায়িত ইউসুফ, এবং তাহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎধাবিতা সচিব-রাণী) উভয়ে দ্বারাভিমুখে ধাবিত হইল, এবং এইরূপে (পুনঃ পুনঃ তাহাকে ধরিবার চেষ্টায়) তাহার কামিজ রাণী পৃষ্ঠের দিকে অনেক বার ছিঁড়িয়া ফেলিল। (ইউসুফ মুক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ সম্মুখের দিকে ধাবিত হইল,) এবং (অগ্র পশ্চাৎ ধাবিত অবস্থায়) উভয়ে (শেষ তল গৃহের বহির্ভাগে) দ্বারের নিকট রাণীর প্রভুকে প্রাপ্ত হইল। (প্রত্যুৎপন্নমতি) সচিব-রাজ্ঞী (জিজ্ঞাসিত হওয়ার পূর্ব্বেই সক্রোধে) বলিতে লাগিল, (হে রাজন,) যে ব্যক্তি আপনার গৃহবাসিনীর প্রতি অসদাচরণের ইচ্ছুক, তাহার কি প্রতিফল হওয়া উচিত ? তাহাকে কারারুদ্ধ করা কর্ত্তব্য,

অথবা (যথোপযুক্ত বেত্রাঘাত রূপ) যন্ত্রণাদায়ক দণ্ড (প্রদান সঙ্গত)।

২৬। ইউসুফ বলিল, (রাজন, সত্য এই যে) আমিও (রাণীর) ইচ্ছুক হই (সংকল্প করিয়া) এই মহিলা আমার অভিলাষিণী হইয়াছিলেন। (আমি পলায়ন করিতেছিলাম, রাণী আমাকে ধরিয়া রাখিতেছিলেন, আমি অগ্রে পলাতক এবং রাণী পশ্চাৎ ধাবিতা, এই অবস্থায় উভযে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি)। এবং তখন রাণীব স্বগণ মধ্যে এক জন সাক্ষী (যাহা ঘটিয়াছিল তাহার) সাক্ষ্য দিয়া বলিল, যদি ইউসুফের কামিজ সম্মুখ ভাগে ছিন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাণী সত্য বলিতেছে, এবং ইউসুফই মিথ্যাবাদীর অন্তর্গত। ২৭ আব যদি পৃষ্ঠের দিকে তাহার কামিজ ছিন্ন হইযা থাকে, তাহা হইলে বাণী মিথ্যাবাদিনী, এবং ইউসুফই সত্যবাদিদের অন্তর্গত।

২৮। (তারপর যখন আজীজ রাজ,) তাহার কামিজ পৃষ্ঠের দিকে ছিন্ন দেখিল, (তখন) বলিল, (রাণি) নিশ্চয় ইহা তোমার প্রবঞ্চনা, তুমি অতি চতুবা। ২৯ হে ইউসুফ, এই কার্য্য হইতে তুমি বিমুখ থাক; এবং (হে রাণি) তুমি তোমার কার্য্য জন্য পাপ মার্জ্জনার প্রার্থিনী হও, নিশ্চয় তুমি অপকর্ম্মকারিণীদের অন্তর্গত। ৩।৯=২৯

৩০। (যদিও মিসর সচিব ইহা গোপন করার চেষ্টা করিলেন, যদিও সচিব প্রাসাদের এক নিভৃত ভাগে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, কিন্তু ইহা ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িল। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের প্রাসাদে, মিসরাধিপতির পুরীতে, মহিলা এবং রাণীগণের মধ্যে ইহার আন্দোলন হইতে লাগিল)। এবং (তখন) নগর মধ্যে মহিলাগণ আন্দোলন কবিতে লাগিল যে, তাহার দাস তাহার প্রতি অনুরক্ত হউক আজীজ-রাণী এরূপ অভিলাষিনী হইয়াছে, (সে এমত পতিতা হইয়াছে যে, সেই)

দাসের অনুরাগ তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছে। আমরা রাণীকেই স্পষ্টতঃ বিপথগামিণী দর্শন করিতেছি। (কিন্তু রাণীর নিকট না শুনিয়া আমরা সত্য নির্ণয় করিতে পারিতেছি না)। ৩১ যখন রাণী তাহাদের ছলের বিষয় শুনিল, তখন তাহাদের নিকট (নিমন্ত্রণ করণ জন্য) লোক পাঠাইল, এবং উপাধান অবলম্বনে উপবিষ্ট হইবার স্থান (নিমন্ত্রণ সভা) প্রস্তুত করিল, এবং নিমন্ত্রিতাগণের প্রত্যেক জনাকে (ফলচ্ছেদন জন্য) এক এক খানা ছুরিকা দিল। (যখন মহিলাগণ হাস্যালাপে রত এবং ফল ছেদন করিতে লাগিল, তখন রাণী দাস ইউসুফকে) আদেশ করিল, ইহাদের সম্মুখে বাহির হইয়া আইস। তৎপর তাহারা যখন ইউসুফকে দেখিতে পাইল, তখন তাহাকে (ধারণাতীত) মহৎ প্রাপ্ত হইল, এবং (এমত আত্ম-বিস্মৃতা বিহ্বলা হইল যে, হস্তস্থিত ফলের স্থানে) আপন আপন হস্ত ক্ষত বিক্ষত করিল, এবং সকলে বলিয়া উঠিল, ধন্য ধন্য আল্লাহ ইনি—এই ইউসুফ মানব নহেন, ইনি এক জন মহা ফেরেস্তা। ৩২ (তাহাদের রক্তাক্ত হস্তের দিকে ইঙ্গিত করিয়া রাণী) বলিল, (হে আত্মবিস্মৃতা, বিমুগ্ধা মহিলাগণ) আপনারাই কি তাঁহারা যাঁহারা ইউসুফ সম্বন্ধে আমার নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন? বস্তুতঃ ইহা সত্য যে আমি তাহার অনুরাগের আকাঙ্ক্ষিনী হইয়াছিলাম। (কিন্তু গোলাম ইউসুফ যেমন সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়, তদ্রূপ পবিত্রতাতেও অতুলনীয়,) সে আমার (ন্যায় একজন রাণীর) অনুরাগের বিষয় জানিয়াও নিজকে অকলঙ্কিত রাখিয়াছে।

(এখন ইহাকে ভয় দেখাইয়া পরীক্ষা করা যাউক, ইউসুফকে শুনাইয়া রাণী বলিল,) আমি তাহাকে যাহা আদেশ করিয়াছি, যদি সে তাহা পালন না করে, তাহা হইলে তাহাকে কারারুদ্ধ করা হইবে, এবং সে (দোষী সাব্যস্ত হইয়া) হীন ব্যক্তিগণের অন্তর্গত হইবে।

(নিমন্ত্রিত। মহিলাগণও তাহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল, তখন) ৩৩ ইউসুফ প্রার্থণা করিতে লাগিল, হে আমার রক্ষাকর্ত্তা, এই রমণীগণ আমাকে যে দিকে আহ্বান করিতেছে, তাহা হইতে কারাগৃহ বরং আমার প্রিয়তর, এবং (হে দয়াময়,) তুমি যদি তাহাদের চক্রান্ত আমারদিক হইতে অন্যাভিমুখী না কর, তাহা হইলে আমি তাহাদের দিকে অবনত হইতে পারি ; যদি ইহা হয়, তাহা হইলে (হে রক্ষাকর্ত্তা, তুমি আমাকে যে বুদ্ধি এবং জ্ঞান দিয়াছ তাহা সত্বেও আমি) অজ্ঞ ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব। ৩৪ তখন তাহার রক্ষাকর্ত্তা তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন, এবং তাহাদের ছলনা অন্যাভিমুখী করিয়া দিলেন। নিশ্চয় তিনি মহা শ্রোতা, (নিষ্ঠার সহিত সকাতর আহ্বান তিনি নিস্ফল করেন না,) তিনি সর্ব্বজ্ঞ, (আহ্বানকারী সাগ্রহে, সবিশ্বাস দীন ভাবে আহ্বান করিয়াছে কি না তাহা তাঁহার অজ্ঞাত নহে)।

৩৫। (নিন্দা হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য সচিবরাণী ইউসুফকে কারাগারে প্রেরণ জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল, পারিষদগণও তাহা যুক্তিসঙ্গত মনে করিল।) অনন্তর, যে সকল প্রমাণ তাহারা দেখিতে পাইয়াছিল, তৎপরও তাহাকে নির্ণীত কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ করাই তাহাদের নিকট (যুক্তিসঙ্গত বলিয়া) প্রকাশিত হইয়াছিল। ৪।৬ = ৩৫

(যে সময় আজীজ-প্রাসাদে ইউসুফের কারাবাসের আদেশ হইল, সে সময় মিসরাধিপ পুরীতে সম্রাটের পাচক এবং সুরাবাহক, বিষ প্রয়োগে তাঁহার প্রাণনাশ করার অভিযোগে ধৃত হইল। যে সুরাতে বিষ দেওয়ায় অভিযোগ হইয়াছিল, সম্রাটের আদেশে সুরাবাহক তাহা সমস্ত পান করিল, কিন্তু যে খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করায় অভিযোগ

হইয়াছিল, পাচক তাহা খাইতে অস্বীকৃত হইল। তখন বিচার সাপেক্ষে উভয়কে কারাগারে প্রেরণ করা হইল)।

৩৬। এবং (যে দিবস ইউসুফ কারাগারে প্রেরিত হইল,) সেই দিবস দুইজন যুবকও ইউসুফ সহ কারাগারে প্রবেশ করিল।

(সে দিবস হইতে দীর্ঘ কালের জন্য হজরত ইউসুফের কারাজীবন আরম্ভ হইল। তিনি প্রথম দিবস হইতেই কারাবাসিগণের অতিপ্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠিলেন। কারাকর্ম্মচারিগণও তাঁহাকে ভক্তি এবং মান্য করিতে লাগিল। তিনি রোগীগণের শুশ্রূষা করিতেন, দণ্ডিত ব্যক্তিগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেন, এবং যাহার স্বপ্নের যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেন তাহা তদ্রূপ হইত। এক দিবস) ঐ যুবকদ্বয়ের একজন, (অর্থাৎ সুরাবাহক সবিনয়) নিবেদন করিল, (হে স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী ইউসুফ) আমি অবিকল (স্বপ্নে এইরূপ) দেখিয়াছি (যে আমার হস্তে রাজ্যাধীপের পান পাত্র রহিয়াছে, এক উদ্যান মধ্যে আমি যেন আঙ্গুর সংগ্রহ করিয়া রস) নিষ্পীড়ন করিয়া সুরা প্রস্তুত করিতেছি; এবং অন্য ব্যক্তি (রাজ-পাচক উপহাস করিয়া বলিল) আমিও অবিকল এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি, যেন আমার মস্তকের উপরে রুটি বহন করিতেছি, (আর) পাখি সকল তাহা হইতে আহার করিতেছে। (সুরাবাহক বলিল) আপনি আমাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা বলিয়া দিন। আপনাকে আমরা (কারাবাসিগণের সহিত) সুব্যবহার করিতে দেখিয়াছি।

৩৭। ইউসুফ বলিল, (হে যুবকদ্বয় আল্লাহ আমাকে এমত শক্তি দান করিয়াছেন যে,) যে খাদ্য দ্রব্য তোমাদের জন্য যোগান হইবে, তাহা তোমাদের নিকট আসিবার পূর্ব্বেই আমি তাহার বর্ণনা করিতে পারি, (আমার বর্ণনারূপ খাদ্য ব্যতীত অন্যরূপ খাদ্য তোমাদের

নিকট কখনই আনিত হইবে না।) আমার প্রতিপালক যাহা আমাকে শিখাইয়াছেন, তোমাদের উভয়কে যাহা বলিলাম তাহা তদন্তর্গত। যে মতাবলম্বী দল আল্লাহতে বিশ্বাস করে না, এবং পরকালও যাহারা স্বীকার করে না, আমি তাহাদের মত অগ্রাহ্য করিয়াছি। ৩৮ এবং আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম, ইস্হাক, এবং (পিতা) ইয়াকুব, ইহাদের ধর্ম্মের আমি অনুসরণ করি। আল্লাহর সহ ক্ষমতা ভাগ-কারী কাহারও বিদ্যমানতা স্বীকার করা আমাদের অনুপযুক্ত কার্য্য, (আমরা সকলেই নবী,) ইহা আমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা মনুষ্য জাতিরও প্রতি অনুগ্রহ স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, (কিন্তু তথাপি অনেকে) তাঁহার নিকট অনুগ্রহাস্বীকার-কারী হয় না। ৩৯। হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়, বহু উপাস্য শ্রেষ্ঠ, কিম্বা সর্ব্বোপরি শক্তিমান এক মাত্র আল্লাহই শ্রেষ্ঠ; ৪০। তোমরা আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া যে সকলের উপাসনা কর তাহারা নাম মাত্র, তোমরাই ঐ সকল নাম দিয়াছ, তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ (এই সকল কাল্পনিক মঙ্গলামঙ্গল কর্ত্তা সৃষ্টি করিয়াছে)। ইহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ কোনও নিদর্শন অবতীর্ণ করেন নাই; (ঘটনীয় বিষয় সম্বন্ধে) আল্লাহ ব্যতীত অন্যের আদেশ করার অধিকার নাই। (নঃ আঃ) তিনি আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কাহারও উপাসনা করিও না; ইহাই সদা স্থায়ী ধর্ম্ম, কিন্তু বহু ব্যক্তি ইহা বুঝে না। (সেই সর্ব্বশক্তিমানই ঘটনীয় বিষয় সকলের জ্ঞানে আমাকে জ্ঞানী করিয়াছেন)।

৪১। হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়, অতঃপর তোমাদের একজন আপন প্রভুকে সুরা পান করাইবে; এবং অতঃপর অন্য একজনাকে শূলি দিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে; তৎপর পাখী সকল তাহার মস্তক হইতে

(মস্তিষ্ক চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি) আহার করিবে। (যদি তোমাদের মধ্যে কোনও ব্যক্তি স্বপ্ন না দেখিয়া থাক, তথাপি এইরূপ হইবে)। তোমরা উভয়ে যে বিষয়ের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা ঘটিয়া গিয়াছে। ৪২। এবং তাহাদের উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হইবে ইউসুফ জানিয়াছিল, তাহাকে বলিল, তোমার প্রভুর নিকট আমাকে স্মরণ করিও।

ব্যা (১০২) (ইহার তিন দিবস পর অবিকল এইরূপই হইল। সুরা বাহক স্বপদে নিযুক্ত হইল। পাচকের দোষ প্রমাণিত হওয়াতে তাহাকে শূলীতে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। মাংসাশী পক্ষী সকল তাহার মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ উৎপাটন করিয়া আহার কবিতে লাগিল। ইহা এক মহা সত্য যে যাহা এই পৃথিবীতে ঘটিতেছে, তাহা ঘটিয়া গিয়াছে, যথা সময় তাহা প্রকাশিত হইতেছে। যে জগতে ইহা সকল বিদ্যমান, যিনি, দর্শনক্ষম তিনি তাহা দেখিতে পান। অনেক সময় স্বপ্নে ভাবি ঘটনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই সেই গুপ্ত জগতের, যাহাকে "লওহ মহ্ ফুজ" বলে, তাহার বিদ্যমানতার প্রমাণ)।

শয়তান (সুরাবাহককে ইউসুফের বিষয়) তাহার প্রভুর নিকট বলিতে বিস্মৃত করিয়া দিল। ইহার পর ইউসুফ কারাগারে আরও কতিপয় বৎসর বাস করিল। ৫।৭=৪২

(ইহার পর আরও সাত বৎসব গত হইয়া গেল। এখন ইউসুফের বয়স পঁচিশ বৎসর। মিসরাধীপ রয়্-আন্ একরাত্রি স্বপ্ন দেখিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন)।

৪৩। এবং (সভাসদ ও রাজ্যস্থ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া মিসরাধীপ) বলিল, (স্বপ্নে) আমি নিশ্চয় হৃষ্টপুষ্ট সাতটী গাভী দেখিলাম, তাহাদিগকে সাতটী শীর্ণকায় গাভী (ক্রমশঃ) গ্রাস করিয়া

ফেলিল, এবং আমি শস্যের সাতটী হরিদ্বর্ণ শিষ দেখিলাম, এবং সাতটী শুষ্ক শিষ দেখিলাম। হে রাজ্যস্থ প্রধান ব্যক্তিগণ, যদি আপনারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানেন, তাহা হইলে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করুন। ৪৪ (সভাস্থ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ) বলিল, (রাজন, এইরূপ স্বপ্ন) চিন্তার বিশৃঙ্খলা, আমরা (এইরূপ বিশৃঙ্খল স্বপ্ন) চিন্তার ব্যাখ্যা অবগত নহি। ৪৫ এবং (ঐ) উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, বহু বৎসর পর (ইউসুফের কথা) স্মরণ করিল, এবং বলিল, (রাজন) আপনার নিকট আমি ইহার ব্যাখ্যা প্রকাশ করিব। (ইউসুফ নামক যে ব্যক্তি অসদাচরণের অভিযোগে সচিব কর্ত্তৃক রাজকারাগারে আবদ্ধ হইয়াছেন, তিনি স্বপ্নের সত্য ব্যাখ্যা করার ঈশ-লব্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন,) আমাকে (তাঁহার নিকট) প্রেরণ করুন।

৪৬। (সুরাবাহক ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,) হে ইউসুফ, হে সত্যবাদী, হৃষ্টপুষ্ট সপ্তগাভী যাহাদিগকে শীর্ণকায় সপ্তগাভী গ্রাস করিতেছে, এবং হরিদ্বর্ণ সপ্ত শস্য শিষ এবং আরও সপ্ত শুষ্ক শস্য শিষ, (যাহা মিসরাধীপ স্বপ্নে দেখিয়াছেন,) তাহার ব্যাখ্যা আমাকে বলুন, আমি যেন (তাহা জ্ঞাত হইয়া রাজ্যাধীপ সহ উৎসুক) ব্যক্তিগণের নিকট ফিরিয়া যাই, এবং তাহারাও যেন অবগত হইতে পারে। ৪৭ ইউসুফ বলিল, তোমরা সাত বৎসর স্বাভাবিকমত শস্য উৎপাদন করিবা, তৎপর যাহা কর্ত্তন করিবা (তাহার অল্প অংশ ব্যতীত) তাহা শিষ সহ (ভবিষ্যতের) জন্য ত্যাগ করিও, ৪৮ ইহার পর অতি কঠিন সপ্ত বৎসর আগত হইবে, এই সপ্ত বৎসর তোমরা পূর্ব্ব সঞ্চিত শস্য হইতে যাহা রক্ষা করিবা, তদ্ব্যতীত সমস্ত উদরসাৎ করিয়া ফেলিবা। ৪৯ পুনঃ তাহার পর এমত বৎসর আগত হইবে যে (তোমাদের) প্রার্থনা পূর্ণ হইবে, (অথবা মেঘ হইতে বারি বর্ষিত হইবে,) এবং তখন

মনুষ্যগণ, (তিল এবং দ্রাক্ষার ন্যায় ফল হইতেও প্রচুর) রস নিষ্পীড়ন করিবে। ৬।৭ = ৪৯

(সমুৎসুক মিসর পতি এবং সভাসদগণ স্বপ্ন ব্যাখ্যা মনোনীত করিলেন)।

৫০ এবং তখন মিসরাধীপ আদেশ করিল, তাহাকে আমার নিকট আন, (আমি তাহাকে উপযুক্ত পদ প্রদান করিব,) তৎপর যখন সংবাদবাহক ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল, ইউসুফ বলিল, আপনি আপনার প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাউন, এবং তাঁহার নিকট নিবেদন করুন যে (তিনি আমার চরিত্র সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া, সচিব-রাণীর নিমন্ত্রিতা) যাঁহারা তাঁহাদের হস্ত কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন, (স্বয়ং সচিব-রাণীর নিকট শুনিয়া এবং আমাকে পরীক্ষা করিয়া) সেই রমণীগণের (আমার চরিত্র সম্বন্ধে মনের) কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা অবগত হউন। আমার রক্ষাকর্ত্তা তাঁহাদের ছল, (যাহা তাহারা আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বিস্তার করিয়াছিলেন,) অবগত হইয়াছেন।

(সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পর ইউসুফের চরিত্রের সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ হইল। সচিব-রাজ্ঞী মহাপদস্থ ব্যক্তিগণের মহিলাগণকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, এবার তাহাদিগকে সুবিচারক রয়্-আন রাজাধীপের বিচার সভায় সমবেত হইতে হইল। ইতঃমধ্যে পূর্ব্ব সচিব গতাসু হইয়াছিলেন, কিন্তু রাণী জীবিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত হইলে তখন রাজ্যাধীপ জিজ্ঞাসা করিল) ৫১ (হে মহিলাগণ) ইউসুফও তোমাদের প্রতি অনুরাগী হউক, যখন তোমরা এরূপ বাঞ্ছা করিতেছিলা, তখন (তাহার সম্বন্ধে) তোমাদের (মনের) কিরূপ ধারণা হইয়াছিল? তাহারা (এক বাক্যে) বলিল, (রাজন) আল্লাহরই প্রশংসাবাদ, (তিনিই ইউসুফের ন্যায় শারীরিক এবং মানসিক সৌন্দর্য্য ভূষিত পুরুষ

সৃষ্টি করিতে সক্ষম,) আমরা তাঁহার সম্বন্ধে কোনও দোষ জানিতে পারি নাই। (সচিব-রাণীও বলিল,) এখন প্রকৃত সত্য প্রকাশ হইয়াছে, ইহাই সত্য যে ইউসুফও (আমার প্রতি) অনুরক্ত হউক, আমি এরূপ বাসনা করিয়াছিলাম, এবং ইহাও সত্য যে ইউসুফই সত্যবাদিগণের অন্তর্ভুক্ত। ৫২ (প্রত্যাগত সংবাদ বাহককে ইউসুফ বলিল, কেহ দণ্ডিত হউক আমি তজ্জন্য তদন্ত-প্রার্থী হই নাই, আমার উদ্দেশ্য এই যে আমি (সচিব-রাজের) কোনও ক্ষতি করি নাই (তাহা রাজ্যাধীপ অবগত হউন)। আল্লাহ্ ক্ষতিকারকগণের ছল সৎপথে চালিত করেন না।

ত্রয়োদশ পারা।

৫৩। এবং (হে দূত) আমিও আমার মনকে দোষ হইতে মুক্তি প্রদান করিতেছি না। মন (কু বিষয়) আদেশকর্ত্তা, কিন্তু আমার প্রতিপালক যাহার প্রতি সদয় হন, সে ব্যক্তি ব্যতীত (অপরের মন পাপেচ্ছা দমন করিতে অশক্ত)। ইহাই সত্য যে আমার প্রতিপালক (অনুতপ্তের) পাপ ক্ষমাকারী, (তাহাকে অনুগৃহীতও করেন তিনি) দয়াময়, (আমার মনে যে ক্ষণিক অনুরাগের উদ্রেক হইয়াছিল, তজ্জন্য পাপহারী আমাকে ক্ষমা করুন)।

৫৪। (তৎপর রাজ্যাধীপ আদেশ করিলেন,) তোমরা তাঁহাকে আমার নিকট আনয়ন কর, আমি তাঁহাকে আমার আপন কার্য্য জন্যই বিশিষ্ট (পদ প্রদান) করিব।

(রাজাদেশে তাঁহার জন্য সুসজ্জিত যান, মহামূল্য বসন, মণিমাণিক্য খচিত তাজ প্রেরিত হইল। তাঁহার সম্মানার্থে অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তী, ছত্র, চামর, পতাকা, সভাসদ এবং সৈন্যগণের মিসিল বাহির হইল। তিনি সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পর কারা সঙ্গী-গণের নিকট এইরূপে বিদায় গ্রহণ

করিলেন, "হে দয়াময় তুমি সাধুব্যক্তিগণের হৃদয় আমাব কারা সঙ্গীদিগের দিকে অবনত কর, এবং কারাবাসিগণের কারাবাস হ্রস্ব করিয়া দাও)।

তদনন্তর যখন মিসর-রাজ তাহার সহিত আলাপ করিল, তখন (তাহার যোগ্যতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া) বলিল, (হে সুবিজ্ঞ ইউসুফ, অদ্য হইতে আপনি (উচ্চ পদে বরিত হইয়া) আমার নিকট ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইলেন, (এবং গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া) আমার বিশ্বাসভাজন হইলেন। ৫৫ ইউসুফ নিবেদন করিল, আমাকে দেশের রাজস্বের উপর (ক্ষমতা) প্রদান করুন, (আমি পূর্ব্ব সচিবের নিকট তৎবিষয় শিক্ষা লাভ কবণ প্রযুক্ত তাহার সাবধান) রক্ষক এবং (তৎসম্বন্ধে) অভিজ্ঞ।

(মিসর সম্রাট্ ইউসুফকে পূর্ব্ব সচিবের পদে অভিষিক্ত কবিলেন, তৎপদের রাজকীয় চিহ্ন সিংহাসন এবং মুকুট তাঁহাকে প্রদত্ত হইল, এবং তৎপদসংলগ্ন বিস্তীর্ণ রাজ্যের আধিপত্যও প্রাপ্ত হইলেন, রাজ ধনাগারের কুঞ্জিকাও তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইল। মিসর রাজের অনুরোধে পূর্ব্বতন সচিব মহিষীকে তিনি সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিলেন। এখন ও তিনি কুমারী ছিলেন। কাল ক্রমে ইঁহার গর্ভে তাঁহার দুইটী কুমার জন্মিয়াছিল)।

৫৬। আমি এইরূপে ইউসুফকে (মিসর) রাজ্যে স্থান দান করিয়াছিলাম। তাহার যে স্থান সে মনোনীত করিত, তথায় অবস্থান করিত। যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আমি আমাব অনুকম্পা বিতরণ করি, এবং প্রশংসনীয় কার্য্যকারী ব্যক্তিগণের পারিশ্রমিক আমি নষ্ট করি না। ৫৭ এবং বিশ্বাসস্থাপনকারী ধর্ম্মভীরুগণের পরকালের প্রাপ্য (কল্পনাতীত) উত্তম। ৭।৮—৫৭

(রাজস্ব বিভাগের কর্ত্তা স্বরূপ ইউসুফ কৃষি বিভাগের দিকে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। মনুষ্য এবং পশুদিগের জন্য যাহা আবশ্যক, তৎ-ব্যতীত রাজার প্রাপ্য অংশের সমস্ত শস্য গোলাজাত করিয়া রাখিলেন, এইরূপে সাত বৎসর গত হইয়া গেল। অষ্টম বৎসরের আরম্ভ হইতে অন্ন কষ্ট আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে দুর্ভিক্ষের ভীষণ মূর্ত্তি মিসর এবং সিরিয়া দেশ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। প্রত্যেক বৎসর অন্নকষ্টসহ প্রজাবর্গের হাহাকার উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল। রাজস্ব সচিবের আদেশ মত প্রথম বৎসর মূল্য গ্রহণ করিয়া শস্য দেওয়া হইল। কাহারই গৃহে রজত কাঞ্চন থাকিল না। দ্বিতীয় বৎসর বসন ভূষনের পরিবর্ত্তে শস্য দেওয়া গেল, তৃতীয় বৎসর দাস দাসী, চতুর্থ বৎসর গৃহ পালিত পশু, পঞ্চম বৎসর ভূসম্পত্তি, ষষ্ঠ বৎসর পুত্র কন্যা প্রদান করিয়া মনুষ্যগণ অন্নের সংস্থান করিল। সপ্তম বৎসর সকলে দাসত্ব গ্রহণ করিয়া রাজান্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। তখন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য রাজস্ব সচিব দেশের অবস্থা মিসর সম্রাট্ রয়-আনকে জ্ঞাত করিলেন যে, দেশের সর্ব্ব প্রকারের সমস্ত ধন তাঁহার হইয়াছে, এবং দেশস্থ সমস্ত ব্যক্তি তাঁহারই গোলাম (দাস) অর্থাৎ প্রতিপাল্য হইয়াছে। যাহা কর্ত্তব্য তাহার ভার রাজা ইউসুফকেই দেওয়া হইল। তিনি সমস্ত ব্যক্তিকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের সমস্ত ধন তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন)।

ব্যা (১৩৪) (দুর্ভিক্ষ সহস্র মুখ ব্যাদান করিয়া ইউসুফের মাতৃভূমি সুজলা সুফলা কেন্-আ-আন দেশ আক্রমণ করিল। অগত্যা হজরত ইয়াকুবের দশ পুত্র দশটি উষ্ট্র লইয়া মিসর যাত্রা করিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বেন-ইয়া-মীনের উষ্ট্রও সঙ্গে লইলেন। যাত্রা কালে তাঁহারা পিতাকে জ্ঞাত করিলেন, বর্ত্তমান আজীজ রাজের দয়ার খ্যাতি সমস্ত

পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়াছে, তিনি কাহারও আশা ভগ্ন করেন না। যদিও মিসর দেশের বহির্ভাগে শস্য প্রেরণ নিষেধ, কিন্তু আমাদের দেশের দুর্দ্দশার কথা শুনিলে বেন্-ইয়ামীনেরও উষ্ট্রের ভারসহ একাদশ উষ্ট্রের ভার শস্য আমাদিগকে প্রদান করিতে পারেন, আমরা তাহারও উষ্ট্র এবং বিনিময় দ্রব্য সঙ্গে লইলাম)।

৫৮। এবং ইউসুফের ভ্রাতাগণ (শস্যের জন্য) আগমন করিল। (বৈদেশিকগণের সম্বন্ধে বিশেষ আদেশ আবশ্যক জন্য কর্ম্মচারিগণ সহ) তাহারা (যথা বিহিত সম্মান প্রদর্শন করিতে করিতে) তাহার নিকট উপস্থিত হইল। ইউসুফ (দেখা মাত্র) তাহাদিগকে চিনিল। (ইতঃমধ্যে চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কাল গত হইয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘকাল মধ্যে ইউসুফের বিষয় তাহারা কিছুই শুনিতে পায় নাই; বিশেষতঃ তিনি এখন মহা সম্পদে বেষ্টিত সুতরাং) তাহারা তাহাকে চিনিতে অপারগ হইল। (বৈদেশিক বলিয়া তাহাদিগের প্রতি বিশেষ সমাদর প্রদর্শিত হইল)। ৫৯ এবং যখন প্রাপ্য দ্রব্য দ্বারা তাহাদিগকে লাভবান করিল, তখন ইউসুফ বলিল, আপনাদের পিতৃ জাত কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আমাব নিকট লইয়া আসুন (তাহা হইলে তাহারও উষ্ট্রেব শস্য প্রাপ্ত হইবেন, আমরা আগন্তুকের সংখ্যানুসারে শস্য প্রদান করি) আপনারা কি দেখিতে-ছেন না? আমি তৌল পাত্র পূর্ণ করিয়া শস্য দেই, এবং (বৈদেশিক) অতিথির যথাবিহিত অভ্যর্থনা করি। ৬০ (আপনাদের আর একজন ভ্রাতা আছে বলিয়া এগার উষ্ট্রের ভার পরিমাণ শস্য চাহিতেছেন) এমত স্থলে যদি তাহাকে আমার নিকট লইয়া না আসেন, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে আপনাদের জন্য (আর) শস্য তৌল করা হইবে না, (আপনারা যদি ছল করিয়া দশ জনের স্থলে এগার জনার উষ্ট্রের শস্য লওয়ার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে) আপনারা পুনঃ আমার

নিকটবর্ত্তী হইবেন না। ৬১ তাহারা বলিল, আমরা শীঘ্রই আমাদের পিতাকে অনুরোধ করিয়া তাহাকে (প্রেরণ সম্বন্ধে) সম্মত করিব, নিশ্চয় আমরা ইহা করিতে পারিব। ৬২ এবং ইউসুফ তাহার কিঙ্করকে তাহাদের দত্ত বিনিময় দ্রব্য (গোপনে) তাহাদের শস্যাধারে স্থাপন কবার আদেশ করিল, তাহারা যেন স্বগণদের নিকট ফিরিয়া গিয়া চিনিয়া লইতে পারে, এবং যেন তাহারা পুনঃ আগমন করে।

৬৩। তার পর যখন তাহাবা তাহাদের পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল, তখন তাহাকে বলিল, হে আমাদের পিতঃ (বেন-ইয়ামীনের উষ্ট্রের শস্য আমাদিগকে দেয় নাই, আমাদের আর একজন ভাই আছে তাহা সত্য মনে কবে নাই, যদি আমরা তাহাকে লইয়া না যাই, আমাদের জন্য পুনঃ) শস্য তৌল করা নিষেধ করা হইয়াছে; এমত স্থলে আমাদের সহিত ভ্রাতা (বেন-ইয়ামীনকে) প্রেরণ করুন, (তাহারও জন্য) শস্য তৌল করাইব, এবং আমরা তাহার রক্ষাকারী হইব। ৬৪ ইয়াকুব বলিল, আমি যেমন ইতঃপূর্ব্বে তাহার ভ্রাতা সম্বন্ধে তোমাদিগকে বিশ্বস্ত মনে করিয়াছিলাম, এমত স্থলে ইহারও সম্বন্ধে কি তোমাদিগকে বিশ্বস্ত মনে করিব? (তোমরা তাহাকে রক্ষা করিবে এ বিষয়ে আমি তোমাদের উপর নির্ভর করিতে পারি না,) ফলতঃ রক্ষা করণ সম্বন্ধে আল্লাহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (রক্ষক,) এবং দয়ালুগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দয়ালু; (যদি কোনও দুর্ঘটনাও ঘটে তাহার পরিণাম তিনি শুভ করিবেন।) ৬৫ এবং তারপর যখন তাহারা তাহাদের উষ্ট্রের বোঝা খুলিল, তখন তাহাতে ফিরাইয়া দেওয়া বিনিময় দ্রব্য পাইল। তাহারা বলিয়া উঠিল, পিতঃ আমরা আর কত প্রত্যাশা করিতে পারি? এই যে আমাদের বিনিময় দ্রব্যও আমাদিগকে ফেরত দেওয়া হইয়াছে! এমত স্থলে আমরা আমাদের স্বগণদের জন্য শস্য

আনিব, এবং ভ্রাতা (বেন-ইয়ামীনকে) রক্ষণ করিব, এবং এক উষ্ট্র অতিরিক্ত বোঝা লইয়া আসিব। এই অতিরিক্ত তৌল করান সহজ।

৬৬। সে বলিল, (হে পুত্রগণ,) তোমাদের সকলকেই ঘেরিয়া লয় (এমত বিপদ) ব্যতীত (অপরস্থলে) তাহাকে আর আমার নিকট উপস্থিত করিয়া, এমত শপথ আল্লাহর নাম লইয়া যাবত না কর, তাবত আমি তাহাকে তোমাদের সঙ্গে পাঠাইব না। তৎপর যখন তাহারা তাহাব নিকট শপথ করিল, তখন ভ্রাতাগণ বলিল, আমবা যাহা অঙ্গীকার করিলাম, তৎসম্বন্ধে আল্লাহই সাহায্যকারী। ৬৭ এবং (পিতা ইয়াকুব) সতর্ক করিল, আমার বৎসগণ, তোমরা একই দ্বার দিয়া (নগরে) প্রবেশ করিও না, (তোমাদের ন্যায় সুন্দর সবল এতজনকে এক সঙ্গে দেখিলে কর্ত্তৃপক্ষ এবং নগরবাসিগণ নানাপ্রকাব কল্পনা এবং সন্দেহ করিতে পারে, এবং তোমরা তজ্জন্য বিপদগ্রস্ত হইতে পার,) বরং তোমরা ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া প্রবেশ করিও। কিন্তু (যদি বিশ্বপতি কোনও ঘটনা সংঘটনীয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে) আমি (সতর্ক করিয়া, বা অন্য অন্য প্রকারে) আল্লাহর আদিষ্ট কোনও বিষয়ের বিরুদ্ধে কিছু করিতে সক্ষম হইব না। নিঃসন্দেহই সমস্ত বিষয়ে আল্লাহর কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত (অন্যের কর্ত্তৃত্ব) নাই। আমি তাঁহারই উপর নির্ভর করিলাম, ফলতঃ নির্ভরকারীগণ তাঁহারই উপর নির্ভর করুক।

ব্যা (১০৪)। (সুবোধ ব্যক্তি কখনও তদ্বির, বিহিত উপায় অবলম্বন করা অর্থাৎ চেষ্টা অবহেলা করে না, এবং তক্‌দির অর্থাৎ ভাগ্য, তদ্‌বির অর্থাৎ চেষ্টার অধীন নহে, ইহাই বিশ্বাস করে। তক্‌দিরে বিশ্বাস করা যেমন কর্ত্তব্য, তদ্‌বির অবলম্বনও তদ্রূপ কর্ত্তব্য। (তঃ হোসেনী)।

৬৮। এবং যে দিক দিয়া তাহাদের পিতা আদেশ করিয়াছিল, সে দিক্ দিয়া তাহারা নগরে প্রবেশ করিল, তথাপি কোনও বিষয় সম্বন্ধেই আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে (শপথ গ্রহণ এবং সতর্কতা বিপদ হইতে রক্ষার্থে) যথেষ্ট হয় নাই, তাহা ইয়াকুবের মনে যাহা প্রয়োজনীয় বোধ হইয়াছিল তাহাই মাত্র ছিল, এবং (সে তৎমতে) কার্য্য করিয়াছিল। আমি তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হেতু সে জ্ঞানবান হইয়াছিল, (যে তদ্‌বির এবং তক্‌দীর—চেষ্টা এবং নিয়তি কোনটি অগ্রাহ্য যোগ্য নহে।) কিন্তু ইহা (চেষ্টা নিয়তি খণ্ডন করিতে পারে না, তথাপি চেষ্টা করা সুবোধের কর্ত্তব্য,) মনুষ্যগণের অনেকে জানে না। (বহু ব্যক্তি অজ্ঞতা প্রযুক্ত ভাগ্য স্বীকার করে না, এবং বহু মূঢ় ব্যক্তি চেষ্টা করায় অবহেলা করিয়া থাকে।) ৮।১১ = ৬৮।

৬৯। এবং যখন তাহারা ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল, (ইউসুফ যবনিকাভ্যন্তর হইতে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। ছয়টি পাত্রে সাজাইয়া বিবিধ প্রকার সুখাদ্য তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপিত হইল। তিনি সহোদর দুই দুইজন ভ্রাতাকে এক এক পাত্রে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন, সুতরাং বেন-ইয়ামীনকে একায় একপাত্রে বসিতে হইল; তখনই সহোদর ইউসুফের কথা, সেই বাল্য কালের কথা, তাঁহার মনে জাগরিত হইল, তাঁহাকে ব্যাঘ্রে খাইয়া ফেলিয়াছে তাহাও মনে পড়িল, তখন তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। বহু যত্নে তাঁহার চেতনার সঞ্চার হইল। রাজস্ব সচিব ইহার কারণ শ্রবণ করিয়া সস্নেহে বলিলেন, তুমি যবনিকার এপারে আইস, আমি স্বয়ং তোমার সহোদর হইব, এস আমরা এক পাত্রে আহার করি। এইরূপ কৌশলে ইউসুফ) তাহার ভ্রাতা (বেন্ ইয়ামীনকে) আপনার নিকট স্থান দান করিল। (তৎকালে তাহার বদন তদ্দেশীয় প্রথামত মুখাবরণে (নেকাবে)

আবৃত ছিল। রাজার সহিত এক পাত্রে আহার করার সম্মান, বিশেষতঃ স্নেহ প্রাপ্ত হইয়া বেন-ইয়ামীন অনেক শান্ত হইল, কিন্তু তাঁহার মনে যে বাল্য স্মৃতি জাগরিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতেছিল। আহারের সময় যখন হজরত ইউসুফের হস্তের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তখন সে আবার মূর্চ্ছিত হইল। বহু যত্নের পর যখন চেতনার সঞ্চার হইল, বেন-ইয়ামীন বলিতে লাগিল, রাজন আপনার এবং ইউসুফের হস্ত মধ্যে কোনও বিভিন্নতা দেখিতেছি না। এজন্য পুনঃ ভ্রাতৃবিচ্ছেদ শোকে আমি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। তখন ইউসুফও আত্মসংযম করিতে সক্ষম হইলেন না, মুখাবরণ মোচন করিয়া) বলিল, (হে বেন্-ইয়ামীন) আমি (রাজস্ব-সচিবই) তোমার সহোদর ভ্রাতা (ইউসুফ।) (অপর ভ্রাতাগণ মূঢ়তা পূর্ব্বক) যেরূপ করিয়াছিল, (তজ্জন্য) শোকাতুর হইও না।

(বেন-ইয়ামীন বলিল, ভ্রাতঃ আমি আপনাকে ছাড়িয়া যাইব না, আমাকে আপনার নিকটেই রাখুন। তখন কৌশল ক্রমে ইহা সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত উভয় ভ্রাতা একমত হইলেন।) ৭০। তৎপর যখন (শস্য প্রদান করিয়া রাজস্ব-সচিব) তাহাদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিল, (তখন তাহার আদেশমত তাহার কিঙ্করগণ তাহার স্বর্ণ) পান পাত্র তাহার (সহোদর ভ্রাতার) শস্যাধারে সংস্থাপন করিল।

(যথাসময় বেন্-ইয়ামীন সহ একাদশ ভ্রাতা স্বদেশাভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা নগর সীমা অতিক্রম করিয়া কতকদূর অগ্রসর হইলে) পর (তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবিত) আহ্বানকারীগণ আহ্বান করিয়া বলিল, ওহে যাত্রিদল, নিশ্চয় নিশ্চয় তোমরাই চোর। ৭১। (ইহা শ্রবণ করিয়া দশ ভ্রাতাই ক্রুদ্ধ হইয়া) বলিল, এবং তাহাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া (সগর্ব্বে) তাহাদের নিকট আসিল (এবং বলিল) তোমরা

কোন বস্তু প্রাপ্ত হইতেছ না? ৭২। তাহারা বলিল, আমরা প্রভুর পান পাত্রের অনুসন্ধান করিতেছি। যে ব্যক্তি তাহা উপস্থিত করিবে, তাহার জন্য এক উষ্ট্রের বোঝা (পুরস্কার), এবং আমরাই (সেই সুবর্ণ পাত্রের) প্রতিভূ। ৭৩। তাহারা বলিল, আল্লাহর শপথ, তোমরা নিশ্চয়ই জান, আমরা (তোমাদের) দেশে বিভ্রাট ঘটাইবার জন্য আসি নাই, এবং আমরা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করি নাই, (আমরা যে পয়গম্বরের সন্তান)। ৭৪। তাহারা বলিল যদি তোমরাই মিথ্যাবাদী হও, তাহা হইলে, তাহার (অর্থাৎ যাহার নিকট সুবর্ণ পাত্র পাওয়া যাইবে তাহার) কি শাস্তি হওয়া উচিত? ৭৫। তাহারা বলিল, যে ব্যক্তির শস্যাধারে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তাহার শাস্তি (এই যে) তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তাহার বিনিময় হইবে, (তাহাকে আজীবন দাস হইয়া থাকিতে হইবে।) আমরা অনর্থকারী (চোরকে) এইরূপ দণ্ডই (তাহার কার্য্যের) বিনিময়ে দিয়া থাকি। ৭৬। তারপর তাহারা (রাজা ইউসুফের) সহোদর (বেন-ইয়ামীনের) দ্রব্যাধারের পূর্ব্বে তাহাদের দ্রব্যাধার হইতে (তল্লাস) আরম্ভ করিল, সর্ব্বশেষে সুবর্ণ পাত্র (রাজার সহোদর) ভ্রাতার দ্রব্যাধার হইতে বাহির করিল। (সুতরাং তাহাদেরই দেশে প্রচলিত নিয়ম মত বেন ইয়ামীনকেই চিরজীবন গোলাম হইতে হইল।) ইউসুফের জন্য আমি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম। মিসরাধীপের (রাজ্যে প্রচলিত) নিয়ম মত ইউসুফ তাহার ভ্রাতাকে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না, আল্লাহ যাহার সম্বন্ধে ইচ্ছা করিতেন সে ব্যক্তি ব্যতীত অন্যকে তাহারা আবদ্ধ করিতে পারিত না। (অন্যের জন্য কশাঘাত দণ্ড ছিল।) যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আমি উচ্চপদে উন্নত করি, এবং আমি মহাজ্ঞানবান হইতেও মহাজ্ঞানী।

৭৭। (এই ঘটনার পর ভ্রাতাগণ লজ্জিত এবং ঘৃণাবনত মস্তকে

রাজা ইউসুফের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।) এবং বলিল (রাজন, বেন-ইয়ামিন যে এরূপ ঘৃণিত কাজ করিবে, তাহা আমাদের কল্পনারও অতীত, কিন্তু চুরি করা তাহার স্বভাব বোধ হইতেছে) যদি সে চুরি করিয়া থাকে তাহার (ইউসুফ নামক যে) এক সহোদর ছিল, ইতঃপূর্ব্বে (বাল্যকালে) সেও চুরি করিয়াছিল। (ইউসুফকে তাঁহার পিতৃস্বসা পালন করিতেন, তিনি তাঁহাকে প্রাণাধিক ভাল বাসিতেন, যাহাতে পিতা হঃ ইয়াকুব তাঁহাকে লইয়া না যান, সেই জন্য মাসী মা তাঁহাকে হজরত ইব্রাহিমের কমরবন্দ চুরি করার অভিযোগে গোলাম করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভ্রাতাগণ এজন্যই বলিয়াছিলেন যে, উভয় ভ্রাতার চুরি করার দোষ দেখা যাইতেছে।) ইহা শ্রবণ করিয়া ইউসুফ তাহা মনে গোপন করিয়া রাখিল, এবং (প্রকৃত বিবরণ) তাহাদের নিকট প্রকাশ করিল না, (মনে মনে) বলিল চোর স্বরূপ (চোর না হইয়াও) আপনারাই (পূর্ব্বকৃত দুস্কৃতির জন্য) মন্দ স্থানে দণ্ডায়মান আছেন। আপনারা যাহা বলিতেছেন আল্লাহই তাহা উত্তমরূপে অবগত।

(বেন-ইয়ামিনকে মুক্ত করিবার জন্য ভ্রাতাগণ অনেক অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু কোনও ফল দর্শিল না। তাঁহাদের কথার ভাবে বোধ হইল তাঁহারা বেন-ইয়ামীনের এই চির দাসত্বে অতি ব্যথিত হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূবেল প্রাণ দিয়াও বলপূর্ব্বক বেন-ইয়ামিনকে মুক্ত করার সংকল্প করিলেন। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। হজরত ইউসুফের ইঙ্গিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ কুমার রূবেলকে স্পর্শ মাত্র তাঁহার ক্রোধ দূরীভূত হইয়া মনে করুণ ভাবের সঞ্চার হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন আমাদের পিতৃবংশীয় কোনও ব্যক্তি আমাদের পরস্পরের অজ্ঞাত ভাবে এখানে বাস করিতেছে, সে নিশ্চয়ই আমাকে স্পর্শ করিয়াছে। তারপর তাহারা,) ৭৮ (অতি দীন ভাবে) বলিতে

লাগিল, (রাজন) আজীজ, বেন-ইয়ামিনের পিতা সুবৃদ্ধ, (তাহার শোকে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইবে,) অতএব আপনি আমাদের মধ্যে (আপনার ইচ্ছামত) কোনও একজনকে তাহার স্থানে (চির গোলাম স্বরূপ) গ্রহণ করুন ; আপনাকে আমরা সুকার্য্যকারী দেখিতেছি। ইউসুফ বলিল যাহার নিকট আমাদের দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাকে ব্যতীত অন্যকে (দাসত্ব দণ্ডে) আবদ্ধ করি, এমত (অবিচারের) কার্য্য হইতে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি ; এমত (অবিচারের) কার্য্য করিলে আমি নিশ্চয় অত্যাচারকারীগণের অন্তর্ভুক্ত। ৯।১১ = ৭৯

৮০। তৎপর যখন (বেন-ইয়ামীনের মুক্তি সম্বন্ধে) ইউসুফের নিকট হইতে তাহাদের আশা ছিন্ন হইল, তাহারা (পরস্পর পরামর্শ জন্য) এক পার্শ্বে গমন করিল, তাহাদের মধ্যে (রুবেল) যে (বয়োজ্যেষ্ঠ) বলিল, (হে ভ্রাতাগণ) তোমরা কি জান না যে আমাদের পিতা আমাদের নিকট হইতে আল্লাহর নামযুক্ত শপথ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ইতঃপূর্ব্বে (হয় মৃত নয় নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতা) ইউসুফের সম্বন্ধে আমরা যেমন মন্দ কাজ করিয়াছি, তৎস্থলে, যাবত আমার পিতা অনুমতি না করেন, অথবা আল্লাহ আদেশ না করেন, তাবত (আমি কনিষ্ঠ ভ্রাতা বেন-ইয়ামিনকে এই বিপদে ফেলিয়া) এই দেশ হইতে পৃথক হইব না, এবং (আমার প্রতি মরণ প্রভৃতি যে আদেশ হউক না কেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব, কারণ) আদেশকর্ত্তা স্বরূপ (তিনি) অতি শ্রেষ্ঠ।

৮১। তোমরা আমাদের পিতার নিকট ফিরিয়া যাও, যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবা, তাঁহাকে বলিও, হে আমাদের পিতঃ আপনার পুত্র (বেন্‌-ইয়ামিন) সত্য সত্যই চুরি করিয়াছিল, (তজ্জন্য চিরদাসত্ব

দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।) এবং আমরা (এতৎ সম্বন্ধে আপনার নিকট এইরূপ) ব্যতীত সাক্ষী দিতেছি না যে, আমরা স্বজ্ঞানে জানিয়াছি (বেন্‌-ইয়ামীনের দ্রব্যাধার হইতে আমাদের সম্মুখেই রাজার স্বর্ণ পাত্র বাহিব হইয়াছে। তাহাকে আমরা বিপদ হইতে রক্ষা করার শপথ করিয়াছিলাম, সে আমাদের অজ্ঞাতে চুরি করিয়াছিল,) ফলতঃ যাহা (আমাদের) অজ্ঞাত, তাহা হইতে বক্ষাকারী হওয়া আমাদের শক্তির অতীত। ৮২ এবং (যদি আমাদের কোনও কথায় সন্দেহ হয, তাহা হইলে আপনি কোনও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠাইয়া) আমরা যে নগরে ছিলাম, তাহার অধিবাসীদিগকে এবং আমরা যে যাত্রীদেব সঙ্গে অগ্রসর হইতেছিলাম, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, এবং (তাহা হইলে জানিতে পারিবেন) আমরা সত্যবাদী।

৮৩। (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুবেল কোনও ক্রমেই মিসর ত্যাগ করিলেন না, অপর ভ্রাতাগণ বিষন্ন মনে দেশে ফিরিয়া আসিলেন, এবং রুবেলের কথামত সমস্ত বিবরণ পিতাকে জ্ঞাত করিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, তাঁহাদের দেশের নিয়ম মতই বেন-ইয়ামিনকে চির দাসত্ব দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। তখন) পিতা বলিলেন, (বোধ হইতেছে) বরং তোমাদেরই ইচ্ছা (যে সে চির দাস স্বরূপ বন্দী হউক) ঘটনা তোমাদের জন্য ঘটাইয়া দিয়াছে। (বিশ্বপতির ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই ঘটে না) তখন ধৈর্য্য ধারণ করাই প্রশস্ত। ইহা সম্ভব যে (দয়াময়) আল্‌লাহ তাহাদের সকলকেই আমাকে আনিয়া দিতে পারেন। ইহা নিশ্চয় তিনি সর্ব্বজ্ঞ, (কি করা উচিত তাহা তিনি অবগত,) এবং তিনি সর্ব্বশক্তিমান, (যদি তিনি তাহাদের সহিত পুনর্ম্মিলন মঙ্গলজনক বিবেচনা করেন, নিশ্চয় তাহা ঘটাইতে সক্ষম।) ৮৪ এবং তাঁহার নির্জ্জন কুটীরে প্রবেশ জন্য) তাহাদের দিক হইতে অন্যাভিমুখী হইলেন।

[ইউসুফের সহিত বিচ্ছেদ হওয়ার পর হইতে হজরত ইয়াকুব এক নিভৃত কুটীরে গোপনে শোক প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন। প্রকাশ্যতঃ তিনি হৃদয়ের ব্যাকুলতা এই দীর্ঘ কাল গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। বে-ন-ইয়ামিনের চির দাসত্ব তাঁহাকে আরও কাতর করিল, তিনি মনে মনে) বলিতে লাগিলেন, হায় হায় ইউসুফ, এবং (এখন উভয়ের শোকে অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে) নয়নদ্বয় মনোকষ্টে শ্বেতবর্ণ হইয়া গেল, এবং (পুত্রগণের বিচ্ছেদে) হৃদয় শোকপূর্ণ হইল।

৮৫। (পিতার এইরূপ শোকসন্তপ্ত অবস্থা দেখিয়া পুত্রগণ) নিবেদন করিল, (পিতঃ যদি) আপনি নিরন্তর শোক প্রকাশ করিতে থাকেন, (যদি নিরন্তর) ইউসুফকে স্মরণ করিতে থাকেন, (তাহা হইলে,) আল্লাহরই শপথ, আপনি (মরণাপন্ন) পীড়াগ্রস্ত, অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। ৮৬ ইয়াকুব বলিল, (বৎসগণ) আমার (গভীর) মন বেদনা, এবং (হৃদয়স্পর্শী) সন্তাপ জন্য আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট কোন দুঃখ প্রকাশ করি না। (ইহা আমি যাবৎ গোপন করিয়া রাখিয়াছি।)

(কতক দিবস পর ঐশ্বরিক অনুকম্পায় তিনি জানিতে পারিলেন, পুত্রগণের সহিত শীঘ্রই তাঁহার সংমিলন হইবে। তখন তিনি) বলিলেন (হে বৎসগণ) যাহা তোমরা জান না, আল্লাহর নিকট হইতে তাহা আমি জানিয়াছি। ৮৭ হে আমার বৎসগণ, তোমরা (বেন্-ইয়ামিনের জন্য) যাও, এবং ইউসুফেরও অনুসন্ধান কর, এবং তাহার ভ্রাতারও (উদ্ধারের চেষ্টা কর।) তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ হইতে হতাশ হইও না। তাঁহার অনুগ্রহে অস্বীকারকারিগণ ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহার অনুগ্রহ হইতে নিরাশ হয় না।

(হজরত ইয়াকুব মিসরের আজীজ রাজকে এইরূপ পত্র লিখিলেন :—

আল্লাহর প্রীতি ভাজন ইবরাহীমের পুত্র ইসহাক, তাঁহার পুত্র আল্লাহর দাস ইয়াকুবের নিকট হইতে মিসর-রাজস্ব-সচিব সমীপে।

হে রাজন, আমি যে বংশে জন্মিয়াছি, আল্লাহ তাহাকে বহু বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। নমরূদ নামক প্রবল পরাক্রান্ত পৌত্তলিক রাজচক্রবর্ত্তীর আদেশে আমার পিতামহ মহা পয়গম্বর ইব্রাহীমকে রাজানুচরবর্গ জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাঁহাকে স্পর্শ মাত্র অগ্নি দাহিকাশক্তিহীন হইয়াছিল। আমার পিতৃব্য পূজ্য পাদ ইস্মাইলকে কুরবাণী উৎসর্গ করিয়া তাঁহার কণ্ঠচ্ছেদ করা হইয়াছিল, আল্লাহ তাঁহাকে প্রত্যপর্ণ করিয়াছেলেন *।

৬৬। ইউসুফ নামে আমার একটি পুত্র ছিল, আমি তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতাম। আমার অন্য পুত্রগণ তাহাকে সঙ্গে করিয়া বনভ্রমণে গিয়াছিল, ব্যাঘ্র তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার নিদর্শন তাহার রক্তাক্ত কামিজ আমাকে দেখাইয়াছিল। বেন্-ইয়ামীন নামক তাহার কনিষ্ঠ সহোদরকে দেখিয়া হৃদয় শান্ত করিতাম, আপনি তাহাকে চৌর্য্যাপরাধে দাস করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের বংশীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক চৌর্য্য অসম্ভব। বে-ন-ইয়ামীন নিশ্চয় চুরি করে নাই। আপনি তাহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। তাহার এবং ইউসুফের জন্য নয়নাশ্রু প্রবাহিত হইয়া আমার চক্ষু শ্বেতবর্ণ হইয়াছে, আমি এখন দৃষ্টিহীন। যদি আপনি নির্দ্দোষ বেন্-ইয়ামিনকে মুক্ত করিতে অসম্মত হন, আমি আপনাকে এমত অভিসম্পাত করিব যে, আপনার অধস্তন সপ্তম বংশ পর্য্যন্ত তাহার ফল ধ্বংস হইবে না। আপনাকে সালাম, আপনার উপর মঙ্গল অবতীর্ণ হউক)। তঃ কাঃ

(ভ্রাতাগণ শস্যের মূল্য স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ বিনিময় দ্রব্য সংগ্রহ

* তঃ কাঃ মতে হঃ ইস্রাইলকে কুরবাণী করা হইয়াছিল।

করিয়া বেন্-ইয়ামীনের মুক্তি জন্য পুনঃ মিসর চলিল। তথায় তাহাদের সহিত রুবেল এবং বে-ন-ইয়ামিনের দেখা হইল)।

৮৮। তাহারা যখন মিসর-সচিব আজীজের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তাহারা বলিল, হে (মহান্) আজীজ, আমাদিগকে এবং আমাদের স্বগণদিগকে কষ্টস্পর্শ করিয়াছে, আমরা যৎসামান্য বিনিময় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। (আপনার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আপনার ন্যায় ব্যক্তি কখনও নিষ্ঠুর হইতে পারে না, কখনও অন্যের মনোকষ্ট উপেক্ষা করিতে পারে না) আমাদিগকে পরিমাপক পূর্ণ করিয়া দেউন, (আমাদের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগ্রহ প্রকাশ করুন,) এবং আমাদিগকে ভিক্ষা দান করুন, যাহারা ভিক্ষা দান করে, তাহাদিগকে আল্লাহ্ অতি উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।

(তাঁহারা বে-ন্ইয়ামীনকেই ভিক্ষা চাহিতেছিলেন, তাহা কথার দ্বারা প্রকাশ করিলেন না, তাঁহাদের প্রার্থনা যে দ্ব্যর্থযুক্ত আজীজ তাঁহাদের আকারে, কথা বলিবার ধরণে, কণ্ঠস্বরে বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ভ্রাতাগণের হৃদয় কোমল হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা এখন উভয় ভ্রাতার বিচ্ছেদে এবং বৃদ্ধ পিতার আধুনিক শোক সন্তপ্ত অবস্থার জন্য আন্তরিক ক্লিষ্ট। পূর্ব্ব স্নেহ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, হঠাৎ মন্দবুদ্ধির উত্তেজনায় যাহা করিয়াছে তজ্জন্য তাহাদের হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। দশ ভ্রাতার দশটি বিষণ্ন মূর্ত্তি সিংহাসনের সম্মুখে সাগ্রহে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা আশার সহিত ভয়ের সহিত পিতার পত্র সিংহাসনের এক পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন।

পত্র পাঠ করিতে করিতে ইউসুফের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। নিমেষের মধ্যে তাঁহার মনে পিতার স্নেহ, তাহার বর্ত্তমান অবস্থা, ভ্রাতাগণের অনুতাপ এবং ঔৎসুক্য যুগপৎ উদয় হইল। তিনি

আত্ম-গোপন করিতে অক্ষম হইলেন, মুখাবরণ ফেলিয়া দিলেন, এবং রাজ মুকুট খুলিয়া ফেলিলেন এবং) ৮৯ বলিলেন, আপনারা যখন অজ্ঞ ছিলেন, তখন ইউসুফ এবং তাহার ভ্রাতার প্রতি কি করিয়াছিলেন তাহা কি মনে আছে? ৯০ তাহারা (সবিস্ময়ে সাহ্লাদে) বলিয়া উঠিল, নিশ্চয় নিশ্চয় আপনিই যে ইউসুফ। (রাজা ইউসুফ) বলিল, আমিই সেই ইউসুফ এবং এই (বেন্-ইয়ামিন) আমার (সহোদর) ভ্রাতা। (আমাকে কূপগর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া, কারাগার এবং দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া, রাজ্য এবং রাজ সিংহাসন প্রদান করিয়া,) নিশ্চয় নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের (সকলেরই) প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহারা পাপ পরিহার করে, এবং ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকে, আল্লাহ (এমন) সাধু কর্ম্ম কারিগণের (কর্ম্মের) বিনিময় কখনও অনুপযুক্ত করেন না।

(কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইউসুফকে তাঁহার পদোচিত সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহার সিংহাসন চুম্বন জন্য দশ ভ্রাতাই অগ্রসর হইলেন, কিন্তু আজীজ মহারাজ তৎ পূর্ব্বেই সিংহাসন হইতে অবরোহন করিয়া তাঁহাদিগকে সাদরে সাহ্লাদে আলিঙ্গন করিলেন,) ৯১ তাহারা বলিয়া উঠিল, (হে রাজন হে ইউসুফ,) আল্লাহরই শপথ, (সৌন্দর্য্য, সৎগুণ, মর্য্যাদা সর্ব্ব বিষয়) আল্লাহ আপনাকে আমাদের উপরে (শ্রেষ্ঠতা প্রদান জন্য) নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছেন ; (আমরা যে ঘৃণ্য কাজ করিয়াছি তজ্জন্য) নিশ্চয় দোষিগণের মধ্যে গণ্য। ৯২ (ইউসুফ বলিল,) অদ্য আমি আপনাদের কাহারও উপর কোনও দোষারোপ করিতেছি না, (আপনারা অনুতপ্ত হইয়াছেন,) আল্লাহ আপনাদের পাপ মার্জ্জনা করুন, তিনি সমস্ত দয়াবান হইতেও দয়াবান। (আমার সৌভাগ্যের কারণ শৃঙ্খলের আপনারাও একটি কারণ)।

৯৩। আমার এই কামিজ আপনারা লইয়া যাউন, যখন (পিতার) নিকট উপস্থিত হইবেন, আমার পিতার মুখের উপরে ইহা ফেলিয়া দিবেন, তাঁহার দর্শন শক্তি ফিরিয়া আসিবে। এবং আপনাদের সমস্ত স্বগণকে একত্রে আমার নিকট লইয়া আসুন। ১০।১৪=৯৩

(তাঁহাদের মধ্যে য়িহুদা নামক ভ্রাতা বলিলেন, ভ্রাতঃ ইউসুফ, রক্ত রঞ্জিত করিয়া তোমার কামীজ আমিই পিতার নিকট লইয়া গিয়াছিলাম, তোমার এই কামিজ তাঁহার নিকট লইয়া যাওযার ভার আমাকে দাও। আমি এই কামিজ তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়া সেই পাপের যৎকিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিব। ঐ কামিজ বহনের ভার য়িহুদাকে দেওয়া হইল। ভ্রাতাগণ সহর্ষে কেন্‌-আ-আন অভিমুখে যাত্রা করিলেন)।

৯৪। এবং যখন সেই যাত্রির দল (মনুষ্য বসতির সীমাতিক্রম করিয়া) দূরবর্ত্তী হইল, (তখন প্রভাতিক সমীরণ ইউসুফের কামিজের সুগন্ধ নিত্য বহন করিয়া হজরত ইয়াকুবের নিকট আনয়ন করিতে লাগিল, তখন পৌত্রগণকে) তাহাদের পিতামহ বলিতে লাগিল, (বৎসগণ) যদি তোমরা আমাকে বুদ্ধিভ্রংশ মনে না কর, (তাহা হইলে আমার কথায় বিশ্বাস করিবা যে) নিঃসন্দেহই আমি ইউসুফের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হইতেছি, (বোধ হয় তোমাদের পিতাগণ ইউসুফকে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিতেছে)। (পৌত্রগণ বলিত, তাহা কি সম্ভব, প্রায় চল্লিশ বৎসর গত হইয়াছে, তিনি জীবিত থাকিলে আবশ্যই আমরা সংবাদ পাইতাম)। ৯৫ আল্‌লাহর শপথ আপনি আপনার পুরাতন ভ্রমে ভ্রান্ত রহিয়াছেন।

(ইউসুফের স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হইবে না, তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে তিনিও সিজদাতে পতিত হইবেন সত্য জানিয়া এই সুদীর্ঘকাল তিনি তাঁহার সহিত মিলনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন)।

(প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নগ্ন পদে, নগ্ন শিরে, পদব্রজে, য়িহুদা ভ্রাতাগণকে পশ্চাৎ ফেলিয়া গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। প্রখর রৌদ্র, মরুভূমির দুরূহ কষ্ট তুচ্ছ করিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব পিতার কষ্ট দূর করিবার জন্য, তিনি দিবানিশি অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিলেন)।

৯৬। অবশেষে যখন (ইউসুফকে প্রাপ্ত হওয়ার) সংবাদদাতা (য়িহুদা) আসিয়া উপস্থিত হইল, (তখন) ঐ (কামিজ) পিতার মুখের উপরে ফেলিয়া দিলেন, তখনই (ইয়াকুব) দর্শনক্ষম হইল, এবং বলিতে লাগিল, আমি কি (ইউসুফের সহিত সম্মিলনের বিষয়) তোমাদিগকে জ্ঞাত করি নাই? আমি আল্লাহর প্রসাদে তাহা জ্ঞাত হইয়া থাকি যাহা তোমরা অবগত নহ।

(ইহার কয়েক দিবস পর অন্যান্য ভ্রাতাগণও আগমন করিলেন, তখন সকল ভ্রাতাই পিতার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া অনুতপ্ত চিত্তে) ৯৭। বলিতে লাগিল হে আমাদের পিতঃ, আমরা যে পাপ কার্য্য করিয়াছিলাম, তাহা মার্জ্জনার জন্য প্রার্থনা করুন, নিঃসন্দেহই আমরা দোষী। ৯৮। পিতা বলিল (বৎসগণ) শীঘ্রই আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদিগের পাপ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিব, নিশ্চয় তিনি পাপহারী, অনুগ্রহকারী।

(তারপর মিসর যাত্রার উদযোগ আরম্ভ হইল। দাস দাসী পরিজনবর্গসহ হজরত ইয়াকুব মিসর যাত্রা করিলেন। যথাসময় স্বয়ং মিসর রাজ রয়্-আন রাজ্যস্থ প্রজাবর্গসহ কেন্-আ-আনের পয়গম্বর,) পয়গম্বর ইব্রাহীমের পৌত্র, পয়গম্বর ইস্হাকের পুত্র, হজরত ইয়াকুবের অভ্যর্থনার্থে অগ্রসর হইলেন। হজরত ইয়াকুব এক উচ্চস্থান হইতে তাঁহার অভ্যর্থনার উৎসব দেখিতে পাইলেন, ধ্বজ-পতাকা অস্ত্রশস্ত্র শোভিত, মূল্যবান বস্ত্রে আবৃত অশ্বারোহী, উষ্ট্রারোহী, বারণারোহী,

সৈন্যগণ যথাস্থানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শত শত ধ্বজ-পতাকা তাহাদের উপরে উড্ডীন হইতেছে।)

'(হজরত ইয়াকুবের জন্য রাজোচিত যান বাহন প্রেরিত হইয়াছিল। হজরত ইউসুফ স্বপদোচিত ঐশ্বর্য্য বেষ্টিত হইয়া পিতার দর্শন জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মিসরাধিপকে সম্মান প্রদর্শনের পর পিতা পুত্রের দর্শন হইল। উভয় উভয়কে দর্শন মাত্র, স্ব স্ব যান হইতে অবরোহণ করিয়া প্রথমতঃ হজরত ইয়াকুবই, হে শোকসন্তাপহারী মহাভাগ ইউসুফ তোমাকে সালাম বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন)।

৯৯। যখন তাহারা ইউসুফের নিকট উপস্থিত হইল, তখন ইউসুফ তাহার পিতা এবং (বি) মাতাকে নিজের নিকট স্থান প্রদান করিল, এবং (আগন্তুক) সকলকেই বলিল, আপনারা মিসর রাজ্যে প্রবেশ করুন; আল্লাহর অভিপ্রেত হইলে আপনারা নিরাপদ হইবেন। ১০০ এবং তৎপর (মহারাজ আজীজ তাহাদিগকে এক বিস্তীর্ণ সুশোভিত দরবার প্রাসাদে লইয়া গিয়া) তাঁহার পিতা এবং মাতাকে রাজসিংহাসনে আরোহণ করাইল, (তৎপর) তাহারা (সিংহাসন হইতে নামিয়া একাদশ পুত্রসহ) সিজদাতে নিপতিত হইল, এবং (তখন ইউসুফ) বলিল, হে পিতঃ আমার গত স্বপ্নের ইহাই (দৃশ্যমান) ব্যাখ্যা; (আপনি সূর্য্য, মাতা চন্দ্র, একাদশ ভ্রাতা, একাদশ নক্ষত্র, আপনাদিগকে উদিত করিয়া) আমার প্রতিপালক (স্বপ্ন) সত্য করিলেন। এবং আমাকে কারামুক্ত করিয়া এবং আমার ভ্রাতাগণের মধ্যে শয়তান যে দুর্ঘটনা উপস্থিত করিয়াছিল, তারপর (আপনাদের বাসস্থান) বদও (নামক অরণ্য হইতে) আপনাদিগকে আনয়ন করিয়া আমার প্রতিপালক আমার প্রতি নিঃসন্দেহই মহানুগ্রহ করিয়াছেন। নিঃসন্দেহই

আমার প্রতিপালক যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে প্রীতিভাজন করেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, কৌশলজ্ঞ।

(যখন হজরত ইয়াকুব বুঝিতে পারিলেন, ভ্রাতাগণের মনোমধ্যে কিঞ্চিৎও মালিন্য নাই, তখন এক শুক্রবারের মধ্য রজনীতে গাত্রোত্থান করিয়া পুত্রগণকে একত্রিত করিলেন। এই মঙ্গলপ্রদ শুক্রবারের রজনীতে, মধ্য রজনীর পর, রজনীর গভীর নিস্তব্ধতার সময় আল্লাহ মনুষ্যগণের সকাতর সরল প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। হজরত ইয়াকুব সম্মুখে, তৎপর হজরত ইউসুফ এবং তৎপর একাদশ ভ্রাতা কাবাভিমুখী হইয়া প্রথমতঃ নিশীথ সময়ের নমাজ সম্পন্ন করিলেন। তৎপর হজরত ইয়াকুব বিগলিত চিত্তে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, দীন ভাবে পুত্রগণের পাপ-মার্জ্জনার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। হজরত ইউসুফ এবং হজরত বেন্-ইয়ামিনও ভ্রাতাগণের পাপমার্জ্জনার প্রার্থী হইলেন। রূবেল, য়িহুদা প্রভৃতি দশ ভ্রাতা আগ্রহাতিশয়ের সহিত দয়াময়ের দয়াপ্রার্থী হইয়া অনুগ্রহ-ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই শুভ রজনীতে, শুভ সময়ে, পিতা পুত্র ভ্রাতাগণের সকাতর প্রার্থনা দয়াময় বিফল করিলেন না)।

(লতাত্রফে উক্ত হইয়াছে, এই সম্মিলনের পর চল্লিশ বৎসর হজরত ইয়াকুব জীবিত ছিলেন। তাহার ত্রিশ বৎসর পর হজরত ইউসুফ স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার পিতা হজরত ইয়াকুব সহাস্য বদনে তাহাকে স্বর্গরাজ্যে আহ্বান করিতেছেন। তিন দিবস মধ্যে তাঁহার সহিত সংমিলিত হওয়ার আদেশ হইল। তিনি তখন পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তি-গণকে একত্রিত করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হজরত য়িহুদাকে আপন স্থলাভিষিক্ত করিয়া পুত্রগণকে তাঁহার তত্ত্বাবধানে অর্পণ করিলেন। মরণের পূর্ব্বে তিনি এইরূপ স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন):—

১০১। হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে রাজত্ব প্রদান

করিয়াছেন, এবং গূঢ় বিষয়ের ব্যাখ্যা করিবার জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন, ইহাই সত্য (যে ইহা অপর কাহারও দান হইতে পারে না)। হে দ্যুলোকের ও ভূলোকের সৃষ্টিকর্ত্তা, ইহকালে এবং পরকালে আপনিই আমার সহায়, আমাকে (আপনাতে আত্ম-সমর্পিত অর্থাৎ) মুসলমান অবস্থায় পরলোকগত করুন, এবং আমাকে (ইবরাহীম, ইস্‌হাক প্রভৃতি) মহাসাধুগণের সহিত সম্মিলিত করিয়া দেউন।

১০২। (হে মহা পয়গম্বর) ইহা (এই সর্ব্বোত্তম প্রসঙ্গ তোমার) অজ্ঞাত বিবরণ সকলের অন্তর্গত, আমি ইহা প্রত্যাদেশ (ওহি) ক্রমে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছি। যখন তাহারা (ইউসুফের ভ্রাতাগণ) আপন সংকল্পে একমত হইয়াছিল, এবং যখন তাহারা ষড়যন্ত্র করিতেছিল, তখন তুমি তাহাদের নিকট ছিলে না। (প্রশ্নকারিগণও জানিত তুমি এই বিবরণ কাহারও নিকট শ্রবণ কর নাই। ইহা প্রত্যাদেশক্রমে তুমি জানিয়াছ)। ১০৩ কিন্তু অনেক ব্যক্তি এমন যে, যদিও তুমি তাহাদের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ কর তথাপি তাহারা বিশ্বাসকারী হইবে না, (যে তুমি ওহি ক্রমে কোর-আন প্রাপ্ত হইতেছ)। ১০৪ এবং তুমি তাহার (প্রচার) জন্য তাহাদের নিকট কোনও বিনিময় প্রার্থী নহ। নিঃসন্দেহই উহা সমস্ত সৃষ্টির জন্য মহোপদেশ। ১১।১১ = ১০৪

১০৫। (আল্‌লাহর বিদ্যমানতার, তাঁহার অসীম জ্ঞানের, অপার কৌশলের, অর্থাৎ তাঁহার সম্বন্ধীয়) অগণিত চিহ্ন, নভোমণ্ডলে এবং ভূমণ্ডলে বিদ্যমান, তাহা (অবিশ্বাসকারিগণ) অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং তাহা হইতে মুখ পরিবর্ত্তনকারী হইতেছে। ১০৬ অনেকে (কার্য্যতঃ) আল্‌লাহর (একত্বে) বিশ্বাসী নহে, বরং আল্‌লাহর সহিত ক্ষমতা ভাগকারীর বিদ্যমানতা প্রকাশক কার্য্যকারী। ১০৭ (এতজ্জন্য) আল্‌লাহর (প্রেরিত) আচ্ছন্নকারী দণ্ড তাহাদের নিকট উপনীত

হইতে পারে তাহা হইতে তাহারা কি নির্ভীক হইয়াছে? অথবা তাহাদের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ মুহূর্ত্ত (মরণ) উপস্থিত হইতে পারে (তৎসম্বন্ধে কি নিশ্চিত রহিয়াছে?)

১০৮। (হে মহাপয়গম্বর) তুমি ঘোষণা কর, ইহাই (এই একত্ববাদ) আমার পথ, আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান করিতেছি, প্রকাশ্য প্রমাণের উপর (তাহা করিতেছি,) আমি এবং আমার অনুসরণকারিগণ, (আমরা সকলেই প্রকাশ্য প্রমাণের মূলে তাহা করিতেছি)। এবং (আমরা ইহাও ঘোষণা করিতেছি,) আল্লাহ (সর্ব্বপ্রকার দোষ হইতে) পবিত্র, এবং আমরা তাহাদের দলভুক্ত নহি যাহারা আল্লাহর সহিত ক্ষমতা ভাগকারীর বিদ্যমানতা প্রকাশক কার্য্য শির্ক্ করে।

১০৯। ইতঃপূর্ব্বেও আমি নগরবাসী কোনও পুরুষ ব্যতীত অন্যকে (যথা ফেরেশ্‌তা, আত্মা প্রভৃতিকে, রসুল করিয়া) প্রেরণ করি নাই, (কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি এবং রসুলেতে বিভেদ) আমি তাহাদের নিকট আমার বাণী প্রেরণ করি। (রসুল-বাণী অগ্রাহ্য করার ফল কেমন তাহা দর্শন জন্য এই আরববাসিগণ) কেন ঐ সকল দেশে ভ্রমণ করে না (যাহাদের অধিবাসিগণ ঐশ-বাণী অমান্য করিয়াছিল? তাহারা) দেখিতে পাইবে তাহাদের পূর্ব্বে (যে সকল পরাক্রান্ত, সভ্য, নানা বিদ্যায় পণ্ডিত জাতি ছিল) তাহাদের পরিণাম কিরূপ হইয়াছে?

১১০। যাহারা পাপ বর্জ্জন করে, (ইহ লোকে আস্থাহীনগণ যে সম্পদ লাভ করে, তাহাদের) পারলৌকিক সম্পদ (তাহা হইতে) বহু গুণে উত্তম, এমত স্থলেও তোমরা বুঝ না কেন?

বহু রসুল (অবিশ্বাসকারী জাতিগণের সম্বন্ধে) হতাশ্বাস হইয়াছিলেন, (তাহারা দৃঢ়তার সহিত অন্ধভাবে বলিতেছিল,) রসুলগণ অলীক

কথা বলিতেছে। (তাহারাই যে সত্যবাদী, তাহার প্রমাণ স্বরূপ) আমার সাহায্য তাহাদের নিকট আসিয়াছিল; তখন আমি যাহাদের (উদ্ধার) ইচ্ছা করিয়াছিলাম, (কেবল তাহারাই) উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং (আমার আদিষ্ট অলঙ্ঘণীয় নিয়ম মত, আমার) দণ্ড পাপাচারী জাতি হইতে প্রত্যাহৃত হয় না। ১১১। যাহারা জ্ঞানবান, তাহাদের জন্য তাহাদের বিবরণে (ঐহিক এবং পারলৌকিক উন্নতি এবং অবনতি সম্বন্ধে বিবিধ) উপদেশ রহিয়াছে। এই (কোর-আন কথা) কল্পিত কথা নহে, পরন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থে যহা আছে, তাহা ইহা সত্য প্রমাণ করিতেছে, ইহা তৎ সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা। বিশ্বাস স্থাপনকারীগণের জন্য ইহা পথ প্রদর্শক, এবং মহানুগ্রহ। ১২। ৭। ১১১

রা,-আ,-দ,—বজ্রনিনাদ।

মক্কা বা মদিনাবতীর্ণ ১৩ সংখ্যক সুরা (৯৬।)

এই সুরার মর্ম্ম :—

১ম রুকু :—তিনি বিশ্ব সৃষ্টিব পব তাহা চালাইতেছেন, যথা চন্দ্র সূর্য্য দ্বাবা উদ্দেশ্য সাধন কবিতেছেন, উদ্দেশ্য সাধন জন্য পৃথিবীকে প্রকাশিত, তাহার উপবে পর্ব্বত সৃষ্টি, নদ নদী প্রবাহিত কবিয়াছেন, বৃষ্টি অবতীর্ণ কবিয়া বিবিধ প্রকাব ফল উৎপন্ন কবিতেছেন; তাহা তিনি কি প্রকাবে কবিতেছেন, তিনিই জানেন, মবণের পর মনুষ্য জাতিকে পুনরুত্থিত করিবাব কৌশল তিনিই জানেন, তিনিই কোব্-আনে পুনরুত্থান, কর্ম্ম ফল ইত্যাদি বিসয মনুষ্যগণকে বলিযা দিতেছেন, কিন্তু যাহাদিগকে তিনি অবিশ্বাস কবাব স্বভাব দিয়া সৃষ্টি কবিযাছেন, তাহাবা কোব্-আনেব কথা বিশ্বাস কবিতেছে না, যাহাদিগকে তিনি বিশ্বাস করিবাব স্বভাব দিযাছেন, তাহাবা তাঁহাব কথিত বিষযের প্রমাণ সৃষ্টিতেই প্রাপ্ত হয়,

২য় রুকু—তিনি বিশ্বের পবিচালক প্রযুক্ত গর্ভস্থ সন্তানেব সংখ্যা, যাহা গুপ্ত, যাহা প্রকাশ্য, ভূত, ভবিষ্যৎ সমস্ত অবগত, মনুষ্য জাতিব উন্নতিব অবনতিব কাবণ তিনি অবগত, তাঁহাব আজ্ঞা অবহেলা না কবিলে কোনও জাতির অবনতি হয না, বিদ্যুতেব চমকে, বজ্রের গর্জ্জনে, অর্থাৎ প্রতিকূল অবস্থাতেও কেহ ধর্ম্মাদেশ পালন কবে, কেহ তাহা হইতে পলায়ন কবে; স্রষ্টা এবং বিশ্ব পবিচালন কর্ত্তাই উপাস্য, অন্য উপাস্যকে ডাকা আব জল অর্থাৎ নদী ইত্যাদিকে ডাকা এক সমান,

নিষ্ফল আহ্বান; কোর্-আন স্রোত ভ্রম ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে; কোর্-আন অগ্নির ন্যায় মৃত্তিকা মিশ্রিত খনিজ পদার্থ স্বর্ণাদির মৃত্তিকা ভাগকে, অর্থাৎ অসত্যকে সত্য হইতে পৃথক করিয়া দিতেছে; যে ব্যক্তি তাঁহার অবতারিত কোর্-আন মত জীবনাতিবাহিত করে তাহার মঙ্গল, অন্যথায় পরিণাম অমঙ্গলজনক;

৩য় রুকু:—যাহারা কোর্-আনের অদেশ মত জীবনাতিবাহিত করে, তাহারা স্রষ্টার সহিত যে অঙ্গীকার করিয়াছে যে তিনিই উপাস্য, তাহা এবং দয়া, মায়া, স্নেহ সুকার্য্যাদির সুবন্ধন সকল অচ্ছিন্ন রাখে; এবং এই সকল কার্য্যে ধৈর্য্যচ্যুত হয় না, এবং মন্দ কার্য্যের ফলকে সুকার্য্যের দ্বারা দূর করে; ইহাদের পারলৌকিক পরিণাম প্রীতিপ্রদ; যাহারা তৎ বিপরীত কার্য্য করে, তাহাদের পরিণাম অপ্রীতিকর;

৪র্থ রুকু:—অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব মত কতক জন বিশ্বাসস্থাপনকারী, কতক জন অবিশ্বাসকারী; তজ্জন্য আল্লাহর উপাসনাতে, (নমাজ এবং সর্ব্ব প্রকার সুকার্য্য যাহার অন্তর্গত,) কতক জনার হৃদয় শান্তি প্রাপ্ত হয়; হে পয়গম্বর, আমার চির প্রচলিত নিয়ম মত লোক হিতার্থে তোমাকে পাঠাইয়াছি, কিন্তু ইহারা এমন যে আল্লাহ মঙ্গলময়, রহমান, ইহাই স্বীকার করে না; নির্য্যাতনকারী আরবগণ বিপদগ্রস্ত হইতে থাকিবে এবং নির্য্যাতনগ্রস্ত আত্ম-সমর্পণকারীগণই মক্কা অধিকার করিবে;

৫ম রুকু:—হে পয়গম্বর রসুলগণকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতন করার রীতি পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে; তাহার পরিণামও মন্দ হইয়াছে; তুমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা নিষেধ করিতেছ, ফলতঃ আল্লাহ স্রষ্টা, বিশ্বের সমস্ত কার্য্য পরিচালন কর্ত্তা, অনাদি, সর্ব্বশক্তিমান, এইরূপ বিশেষণ কি অন্য উপাস্যের আছে? কিন্তু অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাবের জন্য

বহু ঈশ্বরবাদিগণ সত্যাবলম্বন করিতেছে না; য়িহুদী, ঈসায়ীগণেরও অনেকে তদ্রূপ; পয়গম্বর তুমি একমাত্র আল্লাহর উপাসনায় অটল থাক; আল্লাহ-দ্রোহী আরবগণ পরাজিত, যুদ্ধে হত, অন্যরূপে শাস্তিগ্রস্ত হওয়ার দণ্ড প্রাপ্ত হইবে;

৬ষ্ঠ রুকু :—বহু স্ত্রীগ্রহণ, সংসার প্রতিপালন, রসুলগণের জন্যও দোষাবহ নহে; আল্লাহ্ ইচ্ছা না করিলে তাহারা কোনও অলৌকিক প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারে না; ঘটনীয সমস্ত ঘটনাই অদৃশ্য জগতে বিদ্যমান, তাহাব যে ঘটনা ইচ্ছা, তাহা তিনি লোপ কবেন, এবং যে ঘটনা ইচ্ছা তাহা বিদ্যমান বাখেন; কিন্তু সেই অদৃশ্য জগতের মূল যে জগত, তাহাতে যাহা বিদ্যমান, তাহাব পরিবর্ত্তন হয় না; এক প্রকার তক্দীর অপবিবর্ত্তনীয়, এবং আর এক প্রকাব তক্দিবের পরিবর্ত্তন হয়; ঐ তক্দির গ্রন্থ মত ইস্লামের আধিপত্য, প্রতিদ্বন্দ্বীর বিনাশ, অপর যাহা হওয়ার ভবিষ্যৎ-বাণী কোর্-আনে আছে, তাহা অবশ্যই ঘটিবে, মোহাম্মদ যে পয়গম্বর, তৎ সম্বন্ধে কোর্-আনের এবং পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের প্রমাণ যথেষ্ট।

রা, আ, দ—বজ্র ধ্বনি

মদীনা বা মক্কাবতীর্ণ ১৩শ সুরা (৯৬)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীতদানকর্ত্তা

আল্‌লাহর নামে আরম্ভ।

১।১৩।১৩

১। আলেফ, লাম, মিম, রা, (অ, ল, ম, র, মুসাকে প্রদত্ত স্বর্গীয় গ্রন্থে প্রতিশ্রুত পয়গম্বর মোহাম্মদের উপর এই কোর্‌-আন অবতীর্ণ হইতেছে। (তঃ কাঃ)

২। এই আএত সকল (কোর-আন) গ্রন্থের; এবং যাহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার অভিমুখে অবতারিত হইতেছে (তাহা) সত্য, কিন্তু বহুব্যক্তি বিশ্বাসস্থাপনকারী হইতেছে না। ৩ তিনিই যিনি, তোমরা যাহা দেখিতে পাও (তেমন) স্তম্ভ ব্যতিরেকে * আকাশকে উন্নত করিয়া রাখিয়াছেন, (তঃ কাঃ) তদনন্তর (তাঁহার) সিংহাসনে আরূঢ় রহিয়াছেন, এবং সূর্য্য এবং চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন করিয়া রাখিয়াছেন, প্রত্যেকে এক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে থাকিবে। তিনি (সৃষ্টির সমস্ত) কার্য্য চালাইতেছেন। (তাঁহার সম্বন্ধীয়,) প্রমাণ সকলকে বিস্তীর্ণরূপে বর্ণনা করিতেছেন, যেন তোমরা তোমাদের পালন-কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ লাভ সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হও। ৪ তিনিই যিনি এই পৃথিবীকে বিস্তারিত করিয়াছেন, এবং তাহাতে পর্ব্বতমালা

---

* সেই অদৃশ্য স্তম্ভ কি মাধ্যাকর্ষণ? (অনুবাদক।) মৌলানা রুমী মসনবী শরীফে বলিয়াছেন চুম্বকের আকর্ষণে যেমন লৌহপিণ্ড শূন্যে থাকে, তদ্রূপ আকর্ষণ প্রভাবে পৃথিবী শূন্যে দোদুল্যমান রহিয়াছে।

সংস্থাপিত, এবং নদনদী প্রবাহিত করিয়াছেন, এবং তাহাতে প্রত্যেক প্রকার ফলকে দ্বিবিধ (উত্তমাধম) করিয়াছেন। এবং তিনি রাত্রির দ্বারা দিবসকে আবৃত করিয়াছেন। যে দল অনুধাবন করিয়া দেখে তাহাদের জন্য এই সকলেতে নিশ্চয় প্রমাণ সমূহ বিদ্যমান। ৫ এবং পৃথিবীতে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড (রহিয়াছে,) এবং (তাহাতে) দ্রাক্ষার, শস্যের, এবং দ্বিপত্রযুক্ত অঙ্কুরের, এবং দ্বিপত্র ব্যতীত অন্যরূপ অঙ্কুরের, খর্জ্জুর বৃক্ষের উদ্যান রহিয়াছে। তাহাদিগকে একবিধ জল দ্বারা সিক্ত করা হয়, এবং তথাপি আমি তাহাদের একটিকে অপরটির উপরে আস্বাদনে উৎকৃষ্টতা প্রদান করি। যে দল বুদ্ধি চালনা করে তাহাদের জন্য নিশ্চয় ইহাতে (স্রষ্টা এবং অর্পিত স্বভাব সম্বন্ধে) সঙ্কেত সমূহ রহিয়াছে। * ৬ এবং (এমত স্থলে, হে রসুল,) যদি তুমি (তাহাদের অবিশ্বাসে) আশ্চর্য্যান্বিত হও, তাহা হইলে তাহাদের এই কথা বিস্ময় সঞ্চারক যে অহো, আমরা যখন মৃত্তিকাতে পরিণত হইব, তখন কি আবার আমাদের নব সৃষ্টি হইবে? ইহারাই যাহারা তোমার প্রতিপালকের সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হইয়াছে, ইহারাই যাহাদের গলদেশে (স্বভাবের) গলবন্ধন; ইহারাই অগ্নির অধিবাসী, ইহারা তাহাতে সর্ব্বদাই থাকিবে। ৭ এবং (ইহারাই অবিশ্বাসের) শাস্তি তাহাদের নিকট শীঘ্র আসুক তাহার ইচ্ছা তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছে, (ইহা বিশ্বাস স্থাপনরূপ) মঙ্গলের পূর্ব্বে আসুক (বলিতেছে,) অথচ তাহাদের পূর্ব্বে শাস্তির দৃষ্টান্ত সকল ঘটিয়া গিয়াছে। এবং তোমার প্রতিপালক মনুষ্যজাতির পূর্ব্বকৃত পাপ মার্জ্জনাকারী, (স্বকীয় এবং জাতীয় জীবন সংশোধন করিলে তিনি পূর্ব্বকৃত পাপ মার্জ্জনা

---

* যে বীজকে তিনি তিক্ত আস্বাদযুক্ত ফল উৎপন্ন করার স্বভাব প্রদান করিয়াছেন তাঁহা তদ্রূপ ফলই উৎপন্ন করিবে।

করিয়া দেন,) এবং নিশ্চয় (আবার) তোমার প্রতিপালক অতি কঠিন শাস্তিদাতা, (স্বকীয় এবং জাতীয় দূষণীয় জীবনের জন্য ইহ এবং পরকালে কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হয়।) এবং অবিশ্বাস-কারিগণ বলিতেছে (আমরা যেরূপ) প্রমাণ (চাহিতেছি, তদ্রূপ প্রমাণ) তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার উপরে অবতারিত হয় না কেন? (প্রমাণ অবতীর্ণ করা তাঁহার ইচ্ছাধীন,) তুমি সতর্ককারী ব্যতীত নহ, এবং তুমি সমস্ত জাতির পথপ্রদর্শক, (কোর্-আনই তোমার রসুলত্বের অখণ্ডনীয় প্রমাণ।) ১৮;

৯। প্রত্যেক গর্ভিণী (গর্ভে) যাহা বহন করে তাহা তিনি জানেন, এবং গর্ভ (যমজ হইতে) কম কিম্বা অধিক ধারণ করে (তাহাও জানেন,) এবং তাঁহার নিকট সমস্ত বস্তুই পরিমিত হইয়া রহিয়াছে। ১০ (যাহা কিছু) গুপ্ত (যথা পরকাল, জন্নত, জহীম ইত্যাদি,) এবং প্রকাশ্য (তাহা তিনি) জানেন, তিনি (ধারণাতীত) মহৎ, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ১১ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনও কথা গুপ্তভাবে বলে, এবং যে ব্যক্তি তাহা প্রকাশ্য ভাবে বলে (তাঁহার নিকট উভয়) সমান, এবং যে ব্যক্তি নিজকে (রাত্রিতেও) গোপন করিয়া রাখে, এবং যে ব্যক্তি দিবসে প্রকাশ্য ভাবে ভ্রমণ করে (উভয় তাঁহার নিকট সমতুল্য)। ১২ (মনুষ্য গুপ্ত বা প্রকাশ্য যে অবস্থায় থাকুক না কেন) তাহার অগ্রে এবং পশ্চাতে সহগামী (ফেরেশ্‌তাগণ আছে,) তাহারা আল্‌লাহর আদেশ মত তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে। কোনও জাতির যাহা আছে, যাবৎ তাহারা নিজের মধ্যে তাহাতে (মন্দ) পরিবর্ত্তন না ঘটায়, তাবত নিঃসন্দেহই আল্‌লাহ তাহা (দুঃখ, দৈন্য, অসম্মান প্রভৃতিতে) পরিবর্ত্তিত করেন না, এবং (যখন যথাস্থলে,) আল্‌লাহ (শাস্তিস্বরূপ) কোনও জাতির অমঙ্গল ইচ্ছা করেন, তখন

তাহার পরিবর্ত্তন-কর্ত্তা কেহ নাই, এবং তিনি ব্যতীত কেহই তাহাদের সহায় হইতে পারে না। ১৩ তিনিই যিনি তোমাদিগকে বিদ্যুৎ দর্শন করান। তোমরা (কেহ তাহা দেখিয়া) ত্রাসিত হও, এবং (কেহ তাহা দেখিয়া) উল্লাসিত হও, এবং তিনিই (জল) ভারাক্রান্ত মেঘ সকল উত্থিত করেন। ১৪ বজ্র গর্জ্জন তাঁহার গুণানুবাদ সহ পবিত্রতার স্তুতি করে, এবং মালাএকগণও সভয়ে তাঁহার (স্তব করিতে থাকে,) এবং তিনিই বজ্র প্রেরণ করেন, এবং যে ব্যক্তির উপর ইচ্ছা তাহার উপর তাহা উপনীত করেন, এবং ইতঃপূর্ব্বে ইহারাই আল্লাহর সম্বন্ধে বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত করিয়াছিল, ফলতঃ তিনি কঠিন শাস্তি প্রদান করিতে সক্ষম। ১৫ তাঁহাকেই আহ্বান করা কর্ত্তব্য, এবং যাহারা তাঁহাকে ব্যতীত অন্যকে আহ্বান করে, তাহারা কোনও বিষয় (প্রার্থনাপূর্ণ করণরূপ) উত্তর প্রদান করে না। (এই আহ্বানকারী এবং উপাস্যগণের দৃষ্টান্ত এইরূপ) যেন কোনও (পিপাসিত) ব্যক্তি তাহার হস্তদ্বয় জলের দিকে বিস্তার করিয়াছে, যেন তাহা তাহার মুখের নিকট আসুক, কিন্তু তাহা তাহার মুখের নিকট আসিতে পারে না। ফলতঃ আল্লাহ-দ্রোহিগণের প্রার্থনা ব্যর্থ হইয়া যাওয়া ব্যতীত নহে, (জল তাহাদের প্রার্থনা শুনিতেও অক্ষম)। ১৬ যাহা কিছু স্বর্গে এবং মর্ত্তে আছে, তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক হউক, বা বাধ্য হইয়াই হউক, (বাক্য এবং অবস্থারূপ কথা দ্বারা) আল্লাহকে সিজদা প্রদান করিতেছে, এবং তাহাদের (অর্থাৎ ছায়াযুক্তের) ছায়া সকলও প্রাতঃ এবং সন্ধ্যা তদ্রূপ করিতেছে। ১৬ (হে পয়গম্বর তুমি) জিজ্ঞাসা কর, স্বর্গের এবং মর্ত্তের রক্ষক কে? তুমিই বলিয়া দাও আল্লাহই (তাহাদের রক্ষাকর্ত্তা।) (হে পয়গম্বর তুমি তাহাদিগকে) বল, (এমত স্থলেও) তোমরা তাঁহাকে ব্যতীত অন্যকে সহায় অবলম্বন করিতেছ

যাহারা নিজেরই মঙ্গল বা অমঙ্গল করিতে অক্ষম। তুমি জিজ্ঞাসা কর, অন্ধ এবং চক্ষুষ্মাণ কি এক সমান? কিম্বা অন্ধকার এবং আলোক কি সমতুল্য? অথবা তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহর সমান ক্ষমতাপন্ন বিবেচনা করে, আল্লাহ যেমন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারাও কি তদ্রূপ সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহা তাহাদের নিকট পরস্পর সদৃশ? তুমি বলিয়া দাও আল্লাহই সমস্তেরই সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং তিনি অদ্বিতীয়, সমস্তই তাঁহার আয়ত্তাধীন। ১৭ তিনি আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করিলেন, (তাঁহার নিকট হইতে কোর-আনরূপ সঞ্জীবনী বর্ষিত হইল); তদনন্তর জলপ্রণালী সকল, (মনুষ্য হৃদয় সকল) তাহাদের পরিমাণানুরূপ (তাহাদের ধারণ করিবার শক্তিমত) জল বহন করিতে লাগিল, (সেই সঞ্জীবনী হইতে লাভবান হইল)! তদনন্তর সেই জলপ্রবাহ উপরিস্থ ফেনসমূহ ভাসাইয়া লইয়া চলিল, (তাহারা যে জ্ঞান লাভ করিল, তাহা যাহা অসার এবং অলীক তাহা দূর করিয়া দিল) এবং যখন মনুষ্যগণ মৃত্তিকাদি মিশ্রিত খনিজ পদার্থ সকলকে অগ্নিতে উতপ্ত করে, উদ্দেশ্য যে তদ্দ্বারা অলঙ্কার কিম্বা প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত করিয়া লয়; (তখন তাহার উপরে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ) ফেণ (উঠিতে থাকে); যাহা প্রকৃত এবং যাহা অপ্রকৃত তাহার সম্বন্ধে আল্লাহ এইরূপ দৃষ্টান্ত দিতেছেন, অর্থাৎ যাহা ফেন তাহা অপদার্থ প্রযুক্ত দূরীভূত হইয়া যায়; এবং যাহা মনুষ্যগণের উপকার করে তাহা (নিম্নস্থ) ভূমিতে অবস্থিত থাকে, (বিনষ্ট হয় না)। আল্লাহ এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছেন। (সত্যপূর্ণ কোর-আন মনুষ্য জাতির উপকার করিবে, তাহা ফেন নহে, কিন্তু সার বস্তু। যাহা ফেন, অসত্য এবং অসার, তাহাকে এই জ্ঞান স্রোতস্বিনী ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। কালক্রমে, যে মিথ্যার পর মিথ্যা, সত্যের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, কোর-আনরূপ অগ্নির

উত্তাপে তাহার মিথ্যারূপ ফেণ দূর হইয়া যাইবে এবং সত্যরূপ „সার অবশিষ্ট থাকিবে)।

১৮। যে ব্যক্তিগণ তাহাদের প্রতিপালকের আজ্ঞা প্রতিপালন করে, তাহাদের জন্য (পরকালে) মঙ্গল, এবং যে ব্যক্তিগণ তাঁহার আজ্ঞা পালন করে না, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা সমস্ত যদি তাহাদের হয়, এবং আরও তৎপরিমাণ যদি তাহাদের নিকট থাকে, নিশ্চয় তাহারা তাহা তাহাদের পাপের বিনিময়ে দিবে (কিন্তু তাহা গৃহীতও হইবে না, তাহাদের অমঙ্গলও দূর হইবে না)। এই ব্যক্তিগণের জন্য হিসাব অমঙ্গলজনক হইবে, এবং তাহাদের বাসস্থান জহন্নম হইবে, এবং তাহা বাসস্থান স্বরূপ অতি মন্দস্থান। ২।১১ = ১৮

১৯। (এখন জিজ্ঞাসা কর) যে ব্যক্তি ইহা জানে যে, যাহা আল্লাহর নিকট হইতে তোমার উপরে অবতারিত হইতেছে তাহা সত্য, সেকি সেই ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি অন্ধ? নিঃসন্দেহই বুদ্ধিমান ব্যতীত অন্যে উপদেশগ্রাহী হয় না। ২০ ইহারাই যাহারা আল্লাহর নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছে তাহা পূর্ণ করে, এবং (সেই) অঙ্গীকার ভগ্ন করে না, (যে আমরা সাক্ষ্য দিতেছি আপনি আমাদের রব।) ২১ এবং ইহারাই যাহারা আল্লাহ যে সকল বন্ধন (যথা তাঁহার উপাসনা, ন্যায় পরায়ণতা, একতা, ধর্ম্ম ভীরুতা, আত্মীয়তা ইত্যাদি) সংযোজিত রাখার আদেশ করিয়াছেন তাহা সংযোজিত রাখে, এবং (আদেশ বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে) আল্লাহকে ভয় করে, এবং হিসাবের মন্দ (ফল) ভয় করে, ২২ এবং ইহারাই যাহারা আল্লাহর বদন মণ্ডল প্রসন্ন করণ আগ্রহে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকে, এবং নমাজ স্থির রাখে, এবং যে আয় আল্লাহ তাহাদিগকে দিয়াছেন, গোপনে এবং প্রকাশ্যে তাহা হইতে দান করে, এবং মন্দকে সুকার্য্য দ্বারা দূরীভূত করে। ইহারাই যাহাদের

জন্য পরকালের গৃহ (সকল রহিয়াছে)। ২৩ তাহারা, এবং তাহাদের পিতৃপুরুষগণের, ভার্য্যাগণের, এবং বংশধরগণের মধ্যে যাহারা সুকর্ম্ম করিয়াছে, তাহারা সদাস্থায়ী স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ লাভ করিবে, এবং প্রত্যেক দ্বার দিয়া ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদের নিকট আগমন করিবে, ২৪ এবং (সুসংবাদ দিবে, হে সুকর্ম্মকারী নরনারীগণ,) তোমরা যে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলে, তজ্জন্য পরকালের (এই) নিকেতন (সকল) তোমাদের হইয়াছে। ২৫ এবং যে ব্যক্তিগণ তাহাদের অঙ্গীকারের পর আল্‌লাহর সহিত তাহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, এবং আল্‌লাহ্ যে (বন্ধন সকল যথা ধর্ম্মভীরুতা, দয়া দাক্ষিণ্য, ঈশ-প্রেম, বিশ্ব-প্রেম, স্বগণ-প্রেম, স্বজাতি-প্রেম, একতা) সংযোজিত রাখার আদেশ করিয়াছেন, তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলে, এবং পৃথিবীতে (নিরীশ্বরবাদ, বহুঈশ্বরবাদ, প্রকৃতিবাদ, ভ্রান্তকারী দর্শন, যুদ্ধ, বিবাদ, অন্যায় বাণিজ্য ইত্যাদি) বিপ্লব উত্থিত করে, ইহারাই যাহাদের জন্য ধিক্কার, ইহারাই যাহাদের পর কালের গৃহ মন্দ। ২৬ (পার্থিক ধনৈশ্বর্য্য পারলৌকিক মঙ্গলের এবং ঐহিক নির্দ্দোষ জীবনের প্রমাণ নহে, কি পুণ্যবান, কি পাপী, এ পৃথিবীতে) যাহার ইচ্ছা তাহার আয় আল্‌লাহ্ সুবিস্তীর্ণ করেন, এবং (যাহার ইচ্ছা তাহার আয়) সংকীর্ণ করেন, কিন্তু (অজ্ঞগণ) পার্থিব জীবনতেই উল্লাসিত হয়, পরন্তু পরকালের তুলনায় পার্থিব জীবন সামান্য লাভজনক ব্যতীত নহে। ৩।৮—২৬

২৭। এবং অবিশ্বাসকারিগণ বলিতেছে (যেমন অলৌকিক ঘটনা আমরা ইচ্ছা করিতেছি,) তেমন প্রমাণ তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহার উপরে অবতারিত হয় না কেন? তুমি (ইহার উত্তরে) বল, (শত শত প্রমাণ দেখাইয়াও নিয়তি মত) আল্‌লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পথভ্রষ্ট করেন, এবং যে ব্যক্তি (স্বভাবতঃ) তাঁহার দিকে

অবনত (কোনও প্রমাণ প্রদর্শন না করিয়াও) তাহাকে পথ প্রদর্শন করেন। ২৮ এবং যাহারা বিশ্বাসস্থাপনকারী, আল্লাহ্র স্মরণ কার্য্যে (যথা নাম জপ, নমাজ, সুকার্য্যে) তাহাদের হৃদয় শান্তিপ্রাপ্ত হয়, তোমরা স্মরণ রাখ, (বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা) আল্লাহ্কে স্মরণ করিলে হৃদয় শান্তি লাভ করে। ২৯ যাহারা বিশ্বাসস্থাপনকারী, এবং সৎকর্ম্মকারী, তাহাদের জন্য আনন্দাবস্থা, এবং অবস্থানের জন্য উত্তম স্থান। ৩০ ইহাদের (অর্থাৎ এই আরবদের) পূর্ব্বে অনেক জাতি গত হইয়াছে, (তাহাদের নিকট যেমন পয়গম্বর পাঠাইয়াছিলাম) তদ্রূপ এই (আরব) জাতির নিকট তোমাকে পাঠাইয়াছি, যেন যাহা তোমার দিকে প্রত্যাদেশ করিতেছি তাহা তাহাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাও, কিন্তু তিনি দয়াময় (রহমান) তাহাই তাহারা অস্বীকার করিতেছে। তুমি ঘোষণা কর, তিনিই আমার রক্ষক, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তাঁহারই উপর আমার নির্ভর, এবং আমি তাঁহারই অভিমুখী হইতেছি। ৩১ ফলতঃ যদি (তাহাদের কথামত) এমত ও কোর্-আন হয় যে, তদ্দারা পর্ব্বত সকল চালিত হয়, অথবা তদ্দারা (অর্থাৎ তাহা পাঠ মাত্র) পৃথিবী দ্বিধা প্রাপ্ত হয়, অথবা তদ্দারা মৃত ব্যক্তিগণ বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হয়, (তথাপি তাহারা বিশ্বাসস্থাপন করিবে না;) ফলতঃ সমস্ত ঘটনাই আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীনস্থ। অহো এমত স্থলে (প্র-পীড়িত) বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ কেন আশাহীন হইয়াছে? যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন, সমস্ত মনুষ্যকে পথ প্রদর্শন করিতেন। ফলতঃ (এই আরব দ্বীপের) ধর্ম্মদ্রোহিগণের নিকট তাহাদের কর্ম্মের জন্য বিবিধ প্রকার বিপদ উপনীত হইতে নিরস্ত হইবে না, অথবা তাহাদের গৃহের নিকটই (বিপদ) সমাগত হইলে, অবশেষে আল্লাহ্র অঙ্গীকার (যে মুসলমানগণ মক্কা অধিকার করিবে) পূর্ণ হইবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁহার অঙ্গীকার

ভঙ্গ করেন না। (এই ভবিষ্যৎবাণী অবিকল সত্য হইয়াছে, সকলেই অবগত আছেন। মক্কা বিজয়ের অন্ততঃ ৭ বৎসর পূর্ব্বে এই ভবিষ্যৎবাণী হইয়াছিল।) ৪।৫=৩১

(কোর্-আনের প্রভাবে মহা গৌরবান্বিত এবং পর্ব্বতের ন্যায় অটল জাতিগণ স্থান স্থান চ্যুত, মরু প্রদেশস্থ আরব জাতির মধ্যে জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত, এবং নগণ্য সুতরাং মৃতবৎ ঐ জাতি অল্পকাল মধ্যে সর্ব্ব প্রকারে গৌরবান্বিত সঞ্জীবিত জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান ইউরোপীয সভ্যতার উত্তমাংশ ইস্‌লাম সভ্যতাব এক সজীব মহা শাখা।)

৩২। (হে পয়গম্বর,) তোমার পূর্ব্বেও রসুলগণ উপহসিত হইয়াছে, তদনন্তর অবিশ্বাসকারিগণকে আমি (যথেচ্ছা পাপ করার) অবসর প্রদান করিয়াছি, তৎপব আমি তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছি, তখন আমার শাস্তি কেমন (কঠিন) হইয়াছিল। ৩৩ যাহা প্রত্যেক প্রাণ করিতেছে তাহাদের উপরে যিনি (সাক্ষীস্বরূপ) দণ্ডায়মান (অপ্রকৃত উপাস্যগণ কি তাঁহার সদৃশ?) অথচ তাহারা (এই পৌত্তলিক আরবগণ) আল্‌লাহর সহিত তাঁহার ক্ষমতাভাগকারী সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে? তুমি তাহাদিগকে তাহাদের নাম করিতে বল, (তাহাদের কাহাকেও তাহারা সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বশক্তিমান্, অনাদি, অনন্ত প্রভৃতি নাম প্রদান কবিতে পারিবে না।) অহো, তোমরা কি তাঁহাকে তাহা জ্ঞাত করিতেছ, তিনি যাহার বিদ্যমানতা পৃথিবীতে প্রাপ্ত হইতেছেন না, অথবা ইহা (তোমাদের) কথা মাত্র। ফলতঃ যাহারা আল্‌লাহ-দ্রোহী, তাহাদের জন্য তাহাদের এইরূপ (উপাসনাব) ভাণ সুন্দর করা হইয়াছে, এবং আল্‌লাহর পথ হইতে তাহাদিগকে (তাহাদের অপরি-বর্ত্তনীয় স্বভাব মত) অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, ফলতঃ আল্‌লাহ যাহাকে পথভ্রষ্ট করিল, তাহার জন্য পথপ্রদর্শক কেহ নাই। ৩৪ এই

পার্থিব জীবনে তাহাদের (এই আল্লাহ-দ্রোহী আরবদের) জন্য যন্ত্রণা রহিযাছে, এবং পরকালের শাস্তি মহা কষ্টদায়ক, তাহাদিগকে আল্লাহ হইতে রক্ষা করে এমত কেহ নাই। ৩৫ পাপ পরিহার কারিগণের জন্য যে স্বর্গোদ্যান অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তাহা এমত যে তাহার নিম্ন দিয়া (যাহা হৃদয় শীতল তৃপ্ত এবং প্রফুল্ল করে এমত) নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে, তাহার ফল এবং ছায়া চিরস্থায়ী। যাহারা ধর্ম্ম-ভীরু, ইহা তাহাদের পারলৌকিক নিকেতন, এবং আল্লাহ দ্রোহি-গণের পারলৌকিক অবস্থানের স্থান অগ্নি।

৩৬। এবং যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদান করা হইয়াছে, (সেই য়িহুদী এবং ঈসায়ীগণের কতকজন) যাহা তোমার দিকে প্রত্যাদেশ ক্রমে প্রেরিত হইতেছে, তাহাতে উল্লাসিত হইতেছে; এবং তাহাদের দলের কতকজন তাহার কথা অবিশ্বাস করিতেছে। (হে পয়গম্বর তাহা-দিগকে) বল, সত্যই আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, আমি আল্লাহর উপাসনা করি; এবং যেন আমি তাঁহার ক্ষমতাভাগকারীর বিদ্যমানতা প্রকাশক কার্য্য শির্ক না করি; আমি তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে আহ্বান করিতেছি, এবং আমি তাঁহারই অভিমুখী হইতেছি। ৩৭ এবং (হে আরবগণ) এইরূপে, (যেমন আমি পূর্ব্বাপর করিয়া আসিতেছি) কোর্-আনকে আরবী ভাষাতে জ্ঞানপ্রদানকারী করিয়া অবতীর্ণ করিয়াছি, এবং (হে বিশ্বাসস্থাপনকারী,) জ্ঞানের যাহা তোমার নিকট সমাগত হইল, যদি তৎপরও তুমি তাহাদের কল্পনার অনুসরণ কর, তাহা হইলে আল্লাহর বিরুদ্ধে কেহই তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, এবং আশ্রয়দাতা নাই। ৫।৬=৩৭

৩৮। (হে পয়গম্বর, তোমার) পূর্ব্বেও রসুলগণকে প্রেরণ করিয়া-ছিলাম, তাহাদিগকেও বহু ভার্য্যা এবং সন্তান প্রদান করিয়াছিলাম,

(তাহারাও পত্নী পুত্র-কন্যা লইয়া সংসার করিয়াছিল, এমতস্থলে তাহাদের আপত্তি যে তুমি সংসার বিরাগী নহ গ্রাহ্যযোগ্য নহে। এবং তাহাদের আপত্তি যে, তাহারা যেমন অলৌকিক কার্য্য তোমার পয়গম্বরত্বের প্রমাণ স্বরূপ দেখাইতে বলে, তেমন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার না, ইহাও ধর্ত্তব্যযোগ্য নহে, যেহেতু) আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনও রসুলের ক্ষমতা নাই যে (কোনও) প্রমাণ উপস্থিত করে। (ঘটনীয়) সমস্ত ঘটনার সময় (লওহ্ মহ্ফুজ অর্থাৎ অদৃশ্য জগৎরূপ গ্রন্থে) লিখিত রহিয়াছে। ৩৯। (সেই লিপির) যাহা ইচ্ছা তাহা আল্লাহ লোপ করিয়া দেন, এবং যাহা ইচ্ছা তাহা স্থির রাখেন, (তাহারও) মূল গ্রন্থ তাঁহার নিকট রহিয়াছে, (তাহাতে যাহা আছে তাহার পরিবর্ত্তন তিনি করেন না)। (সাধারণ কথায় আমরা এইরূপ বলিতে পারি, যে অদৃশ্য জগতে সমস্ত ঘটনা বিদ্যমান তাহা অন্য এক অদৃশ্য লোকের ছায়া, ঐ মূল অদৃশ্য লোকে যাহা আছে, তাহার পরিবর্ত্তন হয় না)। ৪০। এবং (হে রসুল) আমি তাহাদের (অবিশ্বাসকারিগণের) নিকট (যে সকল সংঘটনীয় ভবিষ্যৎ) ঘটনার অঙ্গীকার করিয়াছি, (যথা কেয়ামত, মক্কা জয়, ইস্‌লাম প্রাধান্য ইত্যাদি) যদি তাহার কতক (তোমার জীবমানে) তোমাকে দেখিতে দেই, কিম্বা (তৎপূর্ব্বেই) তোমাকে উঠাইয়া লই, তাহা হইলেও আমার আদেশ (যে অমুক অমুক ঘটনা সংঘটনীয় তাহার সংবাদ) উপস্থিত করিয়া দেওয়াই তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য, এবং (বিশ্বাসের এবং অবিশ্বাসের আদশ পালনের এবং অগ্রাহ্য করনের) হিসাব গ্রহণ করা আমার উপর। ৪১। তাহারা (অর্থাৎ অগ্রাহ্যকারী আরবগণ,) কি দেখিতে পাইতেছে না যে, আমি প্রান্ত দেশ হইতে (তাহাদের) দেশকে সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছি? ফলতঃ আল্লাহ আদেশ প্রদান করিতেছেন (যে

সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া ইস্লাম বিস্তৃত হইবে,) তাঁহার আদেশ পরিবর্ত্তন করে এমত কেহ নাই। এবং (আত্মসমর্পিত ইস্লাম-গ্রাহিগণের নির্য্যাতনকারিগণের) হিসাব তিনি শীঘ্রই গ্রহণ করিতে সক্ষম। ৪২। এবং যাহারা ইহাদের পূর্ব্বে গত হইয়া গিয়াছে তাহারা, (পয়গম্বরের বিরুদ্ধে) কৌশলাবলম্বন করিয়াছিল; কিন্তু সমস্ত কৌশল আল্লাহর; প্রত্যেক প্রাণ যাহা করিতেছে তাহা তিনি অবগত; ফলতঃ আল্লাহ-দ্রোহীগণ শীঘ্রই জানিতে পারিবে কাহাদের পরকাল উত্তম। ৪৩। এবং অবিশ্বাসকারিগণ বলিতেছে, (হে মোহাম্মদ) তুমি পয়গম্বর নহ; (হে রসূল) তুমি বল, (এতৎ সম্বন্ধে) আমার এবং তোমাদের মধ্যে, আল্লাহর এবং যাহারা গ্রন্থের জ্ঞানে জ্ঞানী, তাহাদেরই প্রমাণ যথেষ্ট। ৬।৬=৪৩

ইব্‌রাহীম নামক পয়গম্বর।

মক্কাবতীর্ণ ১৪ সংখ্যক সূরা (৭২)।

এই সূরার মর্ম্ম।

১ম রুকু :—সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বগুণবিশিষ্ট আল্‌লাহ্ কর্ত্তৃক কোর্‌-আন পয়গম্বরের মনে অর্পিত হইতেছে, উদ্দেশ্য যেন পয়গম্বর মনুষ্যগণকে অজ্ঞানের অন্ধকার হইতে জ্ঞানের আলোকে আনয়ন করে; ইহা অমান্যকারিগণের পরিণাম মন্দ; যে জাতির মধ্যে পয়গম্বর প্রেরিত হইয়াছে, সেই জাতির ভাষায় তাহাদিগকে উপদেশ করিয়াছে, যেন তাহারা বুঝিতে পারে; কিন্তু আল্‌লাহ্ তাহাদিগকে যে স্বভাব দিয়াছেন, সেই স্বভাব মত তাহারা উপদেশগ্রাহী বা অবিশ্বাসকারী হয়, যথা মূসাকে ইস্‌রাইল সন্তানগণের নিকট পাঠান হইয়াছিল; তাহার কথামত চলাতে তাহারা ফের্‌-অ-উনের পীড়ন হইতে উদ্ধার হইয়াছিল; অথচ ফের্‌-অ-উনের স্বজাতীয়গণ তাঁহার কথা বিশ্বাস করে নাই,

২য় রুকু :—মূসা আল্‌লাহর আদেশ তাহাদিগকে জ্ঞাত করিয়া দিল, যে যদি তাহারা অনুগ্রহ স্বীকারকারী হয় অথাৎ তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে থাকে, তিনি তাহাদের উপর আরও অনুগ্রহ করিবেন; আর যদি অস্বীকারকারী অর্থাৎ আদেশ অমান্যকারী হয়, তাহা হইলে কঠিন শাস্তি প্রদান করিবেন; ইহাই তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম; যথা নূহের এবং অন্য পয়গম্বরগণের উপদেশ অস্বীকারকারীর দল বিনষ্ট হইয়াছিল; তাহাদের একদল পয়গম্বরগণকে পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করে নাই,

তাহাদিগকে প্রমাণ উপস্থিত করিতে বলিয়াছিল ; অন্য দল বিনা প্রমাণে পদেশ মানিয়া লইয়াছিল ;

৩য় রুকু :—অবিশ্বাসকারিগণ, রসুলগণকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। আল্লাহ প্রত্যাদেশক্রমে বাক্দান করিয়াছিলেন তিনি উহাদিগকে ধ্বংস করিবেন, এবং যাহারা তাঁহাতে এবং কর্ম্মফলে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ নির্দ্দোষ জীবন অতিবাহিত করে, তাহাদিগকেই ঐ দেশ দিবেন ; রসুলগণ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং আল্লাহ্-দ্রোহীগণ বিনষ্ট হইয়াছিল ; ইহাদের কর্ম্মে ধ্বংস হইতে রক্ষা করার শক্তি নাই ; ইহাদের পরকাল অতি মন্দ ; এই দল সকলের নেতাগণকে তাহারা মুক্ত হওয়ার পথ দেখাইয়া দিতে বলিবে, তাহারা বলিবে, তাহারা নিজেই উদ্ধার হওয়ার পথ পাইতেছে না ;

৪র্থ রুকু :—বিচারান্তে শয়তান বিপথগামী লোকদিগকে বলিবে, তাহারা স্বেচ্ছায় পথভ্রান্ত হইয়াছিল ; তাহাদিগকে সে মন্দ দিকে আহ্বান করিত, তাহারাও শুনিত, পরিণাম মন্দ হইয়াছে ; বিশ্বাস স্থাপনকারী, সুকর্ম্মকারিগণের পরিণাম সুস্থান লাভ ; পবিত্র কথা অর্থাৎ কোর্-আন দৃঢ় মূল সুবৃক্ষসদৃশ, তাহা মহা প্রভঞ্জন উৎপাটিত করিতে অক্ষম, তাহার শাখা প্রশাখা স্বর্গ পর্য্যন্ত উন্নত ; তাহা সতত ফল প্রদান করে ; পথভ্রষ্টকারী কথার দৃষ্টান্ত মন্দ বৃক্ষের ন্যায়, মনুষ্য তাহা উৎপাটন করিয়া ফেলে , যাহারা কোর্-আনের সুকথা মানিয়া চলে, তাহাদের উভয় লোকে মঙ্গল; যাহারা মন্দ কর্ম্ম করে, তিনি তাহাদিগকে মন্দ অবস্থাতেই স্থির রাখেন ; পৃথিবীতে তাহারা মন্দ কর্ম্ম করিতে থাকে, পরকালে মন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হয় ;

৫ম রুকু :—পয়গম্বর এবং কোর্-আন অস্বীকার করিয়া, এবং অন্যান্য মহাদান যথা ধন জন তাহার অপব্যবহার করিয়া, মনুষ্যগণ

কার্য্যতঃ অনুগ্রহ অস্বীকারকারী হইতেছে, অন্য উপাস্য অবলম্বন করিয়াও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে; পরিণাম শোচনীয়; মনুষ্যগণ নমাজ স্থির রাখিয়া, তাহাদের আয় হইতে কিঞ্চিৎ দান করিয়া, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক; তাঁহার মহা দানের দৃষ্টান্তঃ—তাহাদের আহার্য্য যোগাইবার জন্য আকাশ হইতে পৃথিবীতে বৃষ্টি জলাবতীর্ণ করিতেছেন; চন্দ্র, সূর্য্য, সমুদ্র নদ, নদীকে নিয়মের বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার দান অসীম; তথাপি মনুষ্যগণ অন্যের উপাসনা করিয়া অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে।

৬ষ্ঠ রুকু :—আরব দেশের লোক হজরত ইব্রাহীমের বংশধর, তিনি তাঁহার বংশধরগণকে একমাত্র আল্লাহর উপাসনাকারী করার প্রার্থনা করিয়াছিলেন;

৭ম রুকু :—আরবের আল্লাহ-দ্রোহিগণ সম্বন্ধে আল্লাহ অসতর্ক নহেন; এমত দিন আসিবে যে, তাহাদের চক্ষের মণি স্থির হইয়া থাকিবে, তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী আদ সমূদগণের দেশেই বাস করে, তাহাদের যে দশা হইয়াছিল, তাহা হইতে উপদেশগ্রাহী হউক; পয়গম্বরের বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরগণের ষড়যন্ত্র বিফল, এবং ইস্‌লামাধিপত্য স্থাপিত এবং বিস্তীর্ণ হওয়ার ভবিষ্যৎ বাণী; ধর্ম্মদ্রোহিগণের পরকাল; কোর্-আন মনুষ্য জাতির জন্য ইহ এবং পরকাল সম্বন্ধে মহা ঘোষণাপত্র।

ইব্‌রাহীম নামক পয়গম্বর।

মক্কাবতীর্ণ ১৪ সংখ্যক স্থরা (৭২)।

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দান কর্ত্তা আল্‌লাহর নামে আরম্ভ।

[১।১৪।১৩

১। আলেফ, লাম, রা, (অ, ল, র, অর্থাৎ কোর্‌-আন; বিবিধ অর্থ)। এই গ্রন্থকে আমি তোমার অভিমুখে (ওহি প্রেরণ করিয়া) অবতীর্ণ করিতেছি, এই নিমিত্ত যে তুমি মনুষ্যগণকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনয়ন কর, (অর্থাৎ) তাহাদের প্রতিপালকের আদেশ ক্রমে তাহাদিগকে, সর্ব্বোপরি শক্তিমান, (সর্ব্বতোভাবে) প্রসংশিত তাহাদের প্রতিপালকের পথের দিকে পরিচালিত কর। ২। আল্‌-লাহ এমত যে যাহা কিছু স্বর্গে এবং মর্ত্তে তাহা সমস্তই তাঁহার, এবং যে ব্যক্তিগণ অস্বীকার করে, তাহাদের প্রবল যন্ত্রণার জন্য আক্ষেপ। ৩ ইহারাই যাহারা এই পার্থিব জীবনকে পারলৌকিক জীবন হইতে ভালবাসে, এবং নিজকে আল্‌লাহর পথ হইতে বারণ করিয়া রাখে, এবং তাহাতে বক্রতার অনুসন্ধান করে, ইহারা বহুদূর বিপথগামী হইয়াছে। ৪ এবং যখন আমি যে রসুলকে প্রেরণ করিয়াছি, তখন তাহাকে তাহার জাতীয়গণের ভাষাতে (আমার বাণী প্রচার জন্য) প্রেরণ করিয়াছি, যেন সে তাহাদিগকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেয়; তৎপরও যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে (তাহার তকদির বা স্বভাব মত) আল্‌লাহ পথভ্রষ্ট করেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে (তৎকারণে) আল্‌লাহ পথ প্রদর্শন

করেন; ফলতঃ তিনি সর্ব্বোপরি শক্তিমান, (তিনি অকারণে এরূপ করেন না, যেহেতু তিনি) মহাজ্ঞানী।

৫ এবং (হে পয়গম্বর তোমার ন্যায়) আমি মূসাকে আমার প্রমাণ সহ প্রেরণ করিয়াছিলাম, যে তোমার স্বজাতীয়গণকে অন্ধকার হইতে আলোকের দিকে আনয়ন কর, এবং তাহাদিগকে আল্লাহর (দণ্ড প্রদানের) দিবসের উপদেশ দান কর, (যে রসুলের বাক্য অমান্য করিলে বিনষ্ট হইতে হয়; এবং মান্য করিলে মঙ্গল হয়;) নিশ্চয় ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্য্যশীল, অনুগ্রহ স্বীকারকারী ব্যক্তির জন্য (আল্লাহর কার্য্য প্রণালীর) প্রমাণ রহিয়াছে। ৬। যখন (ঐ কথার দৃষ্টান্তস্বরূপ) মূসা তাহার স্বজাতীয় (ইস্রাইল) গণকে বলিয়াছিল, যখন তোমাদিগকে ফের্-অ-উন বংশীয় ব্যক্তিগণের (পীড়ন) হইতে উদ্ধার করিয়া তোমাদের প্রতি আল্লাহ মহানুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা স্মরণ কর, (যে রসুলের কথা মান্য জন্য তদ্রূপ করিয়াছিলেন,) তাহারা যন্ত্রণার অতি অপকৃষ্ট যন্ত্রণা তোমাদিগকে প্রদান করিত, কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া তোমাদের পুত্রগণকে বধ করিত, এবং তোমাদের কন্যাগণকে জীবিত রাখিত, এবং তোমাদের প্রতিপালক ইহা তোমাদের জন্য মহাপরীক্ষা করিয়াছিলেন। ১।৬। (হে আরব দেশবাসিগণ পয়গম্বর মোহাম্মদের কথা অমান্য করিলে তোমাদের ফের্-অ-উনের বংশীয়গণের দশা, এবং বিশ্বাস স্থাপনকারিগণের উদ্ধার হইবে)।

৭। এবং (তাহাও স্মরণ কর) যখন তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে যদি তোমরা (অনুগ্রহের সৎব্যবহার করিয়া) অনুগ্রহ স্বীকারকারী হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় (আমার অনুগ্রহ) তোমাদের জন্য (উত্তরোত্তর) বৃদ্ধি করিব, আর যদি তোমরা (আমার অনুগ্রহের অপব্যবহার করিয়া) অনুগ্রহ অস্বীকার

কারী হও (তাহা হইলে) নিশ্চয় আমার দণ্ড অতি কঠিন। ৮ এবং মুসা বলিয়াছিল, যদি তোমরা, এবং যাহারা পৃথিবীতে আছে তাহারা, সকলই, তাঁহার অনুগ্রহ অস্বীকার কর, তাহা হইলেও (তাঁহার ক্ষতি নাই,) তিনি অভাবহীন, প্রশংসিত। (যদি আরব জাতি রসুল মোহাম্মদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে তাহাদেরই ক্ষতি)।

৯। (হে আরব জাতি,) তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী নূহের, আদের, সমূদের স্বজাতীয়গণের, এবং যাহারা তাহাদের পরে হইয়াছিল তাহাদেরও বিবরণ কি তোমাদের নিকট অবগত হয় নাই? (তাহাদের কতক) এমত বিলুপ্ত হইয়াছে যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহই তাহাদের বিষয় অবগত নহে। তাহাদের রসুলগণ তাহাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ সহ আগত হইয়াছিল, তদনন্তর তাহারা তাহাদের হস্ত তাহাদের মুখের উপরে স্থাপন করিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল, তোমরা যৎসহ প্রেরিত হইয়াছ, তাহাতে আমরা অবিশ্বাস করিলাম, এবং তোমরা আমাদিগকে যাঁহার দিকে আহ্বান করিতেছ, তৎসম্বন্ধে আমরা সন্দেহান্বিত হইয়া অস্থিরভাবে আছি। ১০ তাহাদের রসুলগণ বলিয়াছিল, আশ্চর্য্যের বিষয় যে নভোমণ্ডলের এবং ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহর সম্বন্ধেও সন্দেহ করিতেছ? (অথচ) তিনি তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জ্জনা করিয়া দিবেন, এবং এক নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত তোমাদিগকে, সময় প্রদান করিবেন, তজ্জন্য তাঁহার দিকে আহ্বান করিতেছেন। তাহারা, (হে আরব জাতি তোমাদেরই মত,) বলিতে লাগিল, তোমরা আমাদেরইমত মনুষ্য ব্যতীত নহ, আমাদের পিতাগণ যাহার উপাসনা করিত, তোমরা আমাদিগকে তাহা সকল হইতে বারিত রাখার ইচ্ছা করিতেছ, (যদি তোমরা তেমত এক জনার রসুল, তাহা হইলে আমরা যেমন বলিতেছি তেমন) প্রকাশ্য প্রমাণ উপহিত কর। ১১ তাহাদের রসুলগণ,

তাহাদিগকে বলিয়াছিল, আমরা তোমাদেরই মত মনুষ্য ব্যতীত নহি (সত্য,) কিন্তু তাঁহার দাসগণের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে (প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিয়া) তিনি অনুগৃহীত করেন, এবং আমাদের এমত সাধ্য নাই যে আল্‌লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করি, এমত স্থলে বিশ্বাসকারিগণের উচিত যে সর্ব্ব বিষয় আল্‌লাহর উপর নির্ভর করুক। ১২। ফলতঃ (বিশ্বাসকারিগণ বলিতেছিল,) আমাদের এমত কি হইয়াছে যে, আমরা আল্‌লাহর উপর (সর্ব্ব বিষয়) নির্ভর করিব না? এবং নিঃসন্দেহই তিনি আমাদিগকে আমাদের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, এবং তোমরা যে আমাদিগকে পীড়ন করিতেছ, তাহাতে আমরা ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিব, এবং এমত স্থলে উচিত যে, বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ আল্‌লাহরই উপর নির্ভর করুক। ২।৬=১২

১৩। এবং যাহারা অবিশ্বাসকারী হইয়াছিল, তাহারা রসুল দিগকে বলিয়াছিল, তোমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিব, অথবা তোমরা বাধ্য হইয়া আমাদের ধর্ম্মে ফিরিয়া আসিবে, তদনন্তর তাহাদের প্রতিপালক পয়গম্বরদিগকে প্রত্যাদেশ ক্রমে জ্ঞাত করিয়াছিলেন, নিশ্চয় নিশ্চয় আমি মন্দ কর্ম্মকারিগণকে ধ্বংস করিয়া ফেলিব। ১৪ এবং তাহাদের পর তোমাদিগকেই দেশে স্থান প্রদান করিব। (দেশবাসিগণের মাত্র) তাহাদের জন্য (এই অঙ্গীকার) যাহারা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে ভয় করে, এবং পাপ করিতে ভয় করে। এবং (অবশেষে পয়গম্বর আল্‌লাহর নিকট) মীমাংসা-প্রার্থী হইয়াছিল, এবং (তখন) সমস্ত অত্যাচারী বিদ্রোহী ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৫। তাহাদের পশ্চাৎ জহন্নম, তাহাদিগকে পানার্থে পূয় (গন্ধবিশিষ্ট) পানীয় প্রদান করা হইবে। ১৬। তাহা

তাহারা (সাগ্রহে পান করিবে,) কিন্তু গলাধঃ করিতে পারিবে না, এবং (শরীরের) প্রত্যেক স্থান হইতে মৃত্যু তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে, তথাপি মরিতে পারিবে না, এবং এতদ্ব্যতীত তাহাদের জন্য (আরও) গাঢ় যন্ত্রণা রহিয়াছে। ১৭ যাহারা তাহাদের প্রতি-পালকের সম্বন্ধে অগ্রাহ্যকারী হয়, তাহাদের (কর্ম্মের) দৃষ্টান্ত (এই রূপ যে) তাহাদের কর্ম্ম ভস্মস্তূপের ন্যায়, যাহা কোনও প্রচণ্ড বাত্যার দিবসে, (প্রবল) বাত্যা, অতি উগ্রভাবে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে; তাহারা যাহা (যে সুকর্ম্ম) উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহার কিঞ্চিতেরও উপর তাহাদের কোন ক্ষমতা থাকিবে না; ইহাই যাহা বিপথের বহুদূর অগ্রসর হওন। ১৮ (হে মনুষ্য) তুমি দেখ না কেন যে, আল্লাহ নভোমণ্ডলকে এবং ভূমণ্ডলকে নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই? (এই মহা গ্রন্থদ্বয় তোমাদিগকে তাঁহার বিদ্যমানতা, তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার জ্ঞান অসীম, তিনি যাহা শিক্ষা দিতেছেন তাহা সত্য প্রভৃতি বহু বিষয় জ্ঞাত করিতেছে)। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তোমাদিগকে দূরীভূত করিয়া তোমাদের স্থলে নব সৃষ্ট দল আনয়ন করিতে পারেন। ১৯। ফলতঃ ইহা আল্লাহর জন্য দুষ্কর নহে।

২০ এবং (পাপ পুণ্যের বিচার কালে,) আল্লাহর সম্মুখে সমস্ত (মানবজাতি) প্রকাশিত হইবে, এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ, যাহারা (তাহাদের উপরে) গুরুত্ব প্রকাশ করিত, তাহাদিগকে বলিবে, নিঃসন্দেহই আমরা তোমাদের কথামত চলিতাম, (তোমাদের নিরীশ্বর বাদ, প্রকৃতিবাদ, মায়াবাদ ইত্যাদি মতে চলিতাম। তোমাদেরই শিক্ষামত যক্ষ, প্রেত, দেব, জড়, উপাসনা করিতাম,) এমত স্থলে তোমরা কি আমাদিগকে আল্লাহর শাস্তি হইতে (উদ্ধার করিতে) কিঞ্চিৎও সাহায্য করিতে পার? তাহারা বলিবে, যদি আল্লাহ

(উদ্ধারের) পথ আমাদিগকে দেখাইতেন, নিশ্চয় আমরাও তোমাদিগকে (উদ্ধারের) পথ দেখাইতাম। আমরা আর্ত্তনাদই করি, বা ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকি, উভয় আমাদের জন্য তুল্য, আমাদের কোনও আশ্রয় স্থান নাই। ৩।৯=২১

২২। এবং যখন (বিচার কার্য্য শেষ হইয়া যাইবে, প্রত্যুত্তরে) শয়তান (তাহার অনুবর্ত্তিগণকে) বলিবে, সত্য সত্যই আল্‌লাহ্‌ তোমাদের নিকট (কর্ম্মফল ভোগ সম্বন্ধে) যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা সত্য অঙ্গীকার, (তোমরা তাহা দেখিতেই পাইতেছ,) এবং আমিও তোমাদের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম কিন্তু (এখন বুঝিতে পারিয়াছ) আমি বিপরীত অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, ফলতঃ তোমাদের উপরে আমার কোনও ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতাম (মাত্র,) তখন (স্বেচ্ছায়) তোমরা আমার (আহ্বান) মান্য করিয়াছ, অতএব আমাকে দোষ দিও না, কিন্তু তোমাদের নিজকেই দোষ দাও; তোমাদিগকে উদ্ধার করার আমার সাধ্য নাই; এবং আমাকে উদ্ধার করার তোমাদেরও সাধ্য নাই। তোমরা ইতঃপূর্ব্বে (পৃথিবীতে) আমাকে আল্‌লাহর ক্ষমতাভাগী মনে করিতা তাহা আমি বিশ্বাস করি না। নিঃসন্দেহই মন্দ কর্ম্মকারিগণকে কষ্টদায়ক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

২৩। এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী হইয়াছিল এবং উত্তম কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহাদিগকে স্বর্গোদ্যানে উপনীত করা হইবে; তাহার নিম্ন দিয়া (আল্‌লাহর বিবিধ অনুগ্রহের) জলপ্রণালী প্রবাহিত হইতেছে, আল্‌লাহর আদেশ ক্রমে তাহারা তাহাতে চিরকাল বাস করিবে। তথায় তাহারা (পরস্পরকে) সালাম-সুমঙ্গল (কথা দ্বারা) অভিবাদন করিবে। ২৪ হে শ্রোতা তুমি কি (বুঝিয়া)

দেখ নাই, আল্‌লাহ্ পবিত্র কথার (কোর্‌-আনের, বা লাএলাহা ইল্লাল্‌লাহ্, মোহাম্মদ রসুলাল্লাহর, একমাত্র আল্‌লাহ্ই উপাস্য, মোহাম্মদ তাঁহার রসুল,) কেমন উদাহরণ দিয়াছেন? তাহা উত্তম বৃক্ষের সদৃশ, তাহার মূল দৃঢ়, (তাহা মহা প্রভঞ্জনও উৎপাটন করিতে পারে না;) তাহার শাখা সকল স্বর্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ২৫ তাহার প্রতিপালকের আদেশ ক্রমে তাহা সকল সময় তাহার ফল প্রদান করে। ফলতঃ আল্‌লাহ্ মনুষ্যগণের জন্য (এই) উদাহরণ প্রদান করিতেছেন যেন তাহারা উপদেশ গ্রাহী হয়। (এই সত্য গ্রন্থকে, তার্কিক, নৈয়ায়িক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকগণ বিনষ্ট করিতে সক্ষম হইবে না।) ২৬ এবং (পথভ্রষ্টকারী অর্থাৎ) অপবিত্র কথার দৃষ্টান্ত অধম বৃক্ষের সদৃশ; (লোকে) পৃথিবীর উপর হইতে তাহা উৎপাটন করিয়া ফেলে, তাহার স্থায়িত্ব নাই। ২৭ যাহারা চিরস্থায়ী বাক্যে (কোর্‌-আনে,) বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্‌লাহ্ তাহাদিগকে (তাহাতে) পৃথিবীতেও স্থির করিয়া রাখেন, এবং পরকালেও (তাহাতে স্থির করিয়া রাখিবেন)। এবং যাহারা মন্দ কর্ম্ম করে, আল্‌লাহ্ তাহাদিগকে বিপথগামী করেন, (বিপথেতেই তাহাদিগকে অটল রাখেন)। (যেমন ইচ্ছা করা উচিত, আল্‌লাহ্ তেমনই ইচ্ছা করেন এজন্য) যাহা ইচ্ছা আল্‌লাহ্ তাহাই করেন। ৪।৬=২০

২৮। (হে রসুল) তুমি কি তাহাদিগকে দেখিতেছ না, যাহারা (যে আরব দেশস্থ আল্‌লাহ-দ্রোহিগণ,) আল্‌লাহর মহা দানের বিনিময়ে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে? (অর্থাৎ কোর্‌-আন এবং পয়গম্বরকে অগ্রাহ্য করিতেছে?) এবং তাহাদের দলের লোকগণকে বিনাশের স্থানে উপস্থিত করিতেছে? ২৯ (অর্থাৎ) জহন্নমে (লইয়া যাইতেছে?) তাহারা তাহাতে প্রবিষ্ট হইবে; এবং তাহা

অবস্থানের অতি মন্দ স্থান। ৩০ তাহারা আল্‌লাহর সম ক্ষমতাপন্ন (কাল্পনিক উপাস্যের) সৃষ্টি করিয়াছে, উদ্দেশ্য যে তাঁহার পথ হইতে মনুষ্যগণকে ভ্রান্ত করিয়া দেয়, তুমি তাহাদিগকে বল, (এই পৃথিবী কতক দিবস) ভোগ কর, তদনন্তর নিশ্চয় নিশ্চয় নরকের দিকেই তোমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

৩১। (হে রসুল) বিশ্বাসস্থাপনকারী আমার উপাসকবর্গকে উপদেশ প্রদান কর যে, তাহারা নমাজ স্থির রাখুক; এবং আমি তাহাদিগকে যে জীবনধারণোপায় দিয়াছি, তাহা হইতে গোপনে এবং প্রকাশ্যে দান করুক, যে দিবস (কেহ) আর (পুণ্য) ক্রয় করিতে পারিবে না, এবং বন্ধুত্ব প্রকাশ করিতে পারিবে না, তৎপূর্ব্বেই (তাহা করুক।) ৩২ আল্‌লাহই যিনি নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং আকাশ হইতে জল অবতীর্ণ করেন, তদনন্তর তোমাদের জীবন ধারণোপায় ফল (শস্য) তৎযোগে বহিষ্কৃত করেন, এবং সমুদ্রে যেন তাঁহার আজ্ঞায় ভাসিয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য জলযান সকলকে তোমাদের বশীভূত করিয়াছেন, এবং জল প্রণালী সকলকেও তোমাদের জন্য অধীন করিয়াছেন, ৩৩ এবং সূর্য্য এবং চন্দ্র, যাহা ভ্রাম্যমান রহিয়াছে তাহাদিগকেও তোমাদের জন্য বশীভূত করিয়াছেন, এবং রাত্রি এবং দিবসকেও তোমাদের জন্য অধীনস্থ করিয়াছেন; ৩৪ এবং যাহা তোমরা তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিতে পার, তাহা সমস্ত তোমাদিগকে দান করিয়াছেন। ফলতঃ তোমরা যদি আল্‌লাহর দান সকলের গণনা কর, তাহা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিবা না। নিঃসন্দেহই মনুষ্যগণ অতি অন্যায়াচরণকারী, অত্যন্ত অনুগ্রহ অস্বীকারকারী। (যেহেতু তথাপি তাঁহার আদেশ এবং নিষেধ বিরুদ্ধ কার্য্য করে)। ৫।৭—৩৪;

৩৫। এবং (হে মক্কার পৌত্তলিকগণ, বহু উপাস্যের বিরুদ্ধে সে-

সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন (তোমাদেরই আদি পুরুষ) ইবরাহিম (এইরূপ) প্রার্থনা করিতেছিল, হে আমার প্রতিপালক, এই (মক্কা) নগরকে শান্তি নিকেতন কর, এবং আমরা পুত্তলিকা পূজা করি তাহা হইতে আমাকে এবং আমার সন্তানগণকে রক্ষা কর, ৩৬ হে আমার প্রতিপালক, নিশ্চয় তাহারা (অর্থাৎ বহু ঈশ্বর পূজকগণ,) বহু মনুষ্যকে বিপথগামী করিয়াছে, এমত স্থলে যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে, সে আমার (বংশ) মধ্যে (গণ্য), এবং যে ব্যক্তি আমাকে অগ্রাহ্য করে, সে আমার (বংশ) মধ্যে (গণ্য) নহে, এমত স্থলে (যে তোমার দিকে ফিরিয়া আসিয়া আমার মতে চলিবে, তাহার পাপ মার্জ্জনা করিয়া দিও) তুমি পাপহারী, দয়াময়। ৩৭ হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার বংশধরগণের মধ্যে একজনকে তোমার সম্মানিত গৃহের নিকট (এই) শস্যশূন্য প্রান্তরে স্থান দান করিলাম, হে আমার প্রতিপালক তাহারা, (সে এবং তাহার সন্তান সন্ততি) যেন (তোমারই) উপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখে, অতঃপর মনুষ্যগণের হৃদয় এমত কর যে ইহাদের দিকে যেন তাঁহারা অনুরক্ত হয় এবং তাহাদিগকে ফল (শস্য যোগাইয়া এই মরুভূমিতেও) উপজীবিকা প্রদান করিও, যেন তাহারা (তোমারই উপাসনা করিয়া) অনুগ্রহ স্বীকারকারী হয়। ৩৮ হে আমার প্রতিপালক যাহা আমরা (হৃদয়ে) গোপন করিয়া রাখিয়াছি এবং যাহা আমরা প্রকাশ করিতেছি, তাহা (সমস্ত) তুমি জান, ফলতঃ ভূমণ্ডলস্থ বা নভোমণ্ডলস্থ কোনও বস্তুই তোমার নিকট গুপ্ত নাই। ৩৯ যিনি আমাকে আমার সুবৃদ্ধ বয়সেতেও ইস্মাইল এবং ইস্হাককে প্রদান করিয়াছেন, সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসাবাদ। (হে আমার প্রতিপালক,) নিঃসন্দেহই তুমি প্রার্থনা শ্রবণ কর। ৪০ হে আমার প্রতিপালক আমাকে এবং আমার

সন্তানগণকে (তোমারই) উপাসনাতে অবিচলিত রাখিও, হে আমার প্রতিপালক আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য কর। ৪১ হে আমার প্রতিপালক যে দিবস বিচার সংস্থাপিত হইবে, সে দিবস আমার এবং আমার পিতামাতার (হজরত আদম এবং হজরত হাওয়ার তঃ কা) এবং বিশ্বাস স্থাপনকারী (নরনারী) গণের পাপ মার্জ্জনা করিয়া দিও। ৬।৭=৪১

৪২। এবং (পয়গম্বর) তুমি এরূপ গণনা করিও না যে, আল্‌লাহ (এই) মন্দ কর্ম্মকারী (প্রপীড়ক আরব পৌত্তলিক) গণের সম্বন্ধে অসতর্ক রহিয়াছেন। ইহা ব্যতীত নহে যে, যে দিবস (মৃত ব্যক্তি-গণের) চক্ষুর মনি স্থির হইয়া থাকিবে (যথা বদর প্রভৃতি যুদ্ধে) সে দিবস পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সময় প্রদান করা হইতেছে; ৪৩ (সে দিবস তাহারা) মস্তক উর্দ্ধ করিয়া (মৃত্যুর স্থানে) ধাবিত হইবে, তাহাদের দৃষ্টি তাহাদের (অন্যদিকে) ফিরিবে না, এবং তাহাদের হৃদয় শূন্য হইয়া যাইবে। ৪৪ এবং (হে রসুল) যে দিবস (মৃত্যুর পর) তাহাদের নিকট দণ্ড সমুপস্থিত হইবে, তখন মন্দ কর্ম্মানুষ্ঠানকারী (এই আরব) গণ বলিতে থাকিবে, হে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, আমাদিগকে অতি অল্প সময়ের জন্য সময় প্রদান কর, (পৃথিবীতে গিয়া এবার আমরা) তোমার আহ্বান শ্রবণ করিব, এবং তোমার রসুলের আজ্ঞা বহন করিব। (তাহাদিগকে বলা হইবে) আশ্চর্য্যের বিষয় যে তোমরা ইতঃপূর্ব্বে শপথ করিতা যে তোমাদের অধঃগতি হইবে না, ৪৫ অথচ যাহারা তাহাদের নিজের উপরে অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাদের (সেই আদ সমূদগণের) গৃহেতেই (তাহাদের দেশেতেই) তোমরা বসতি করিতা, এবং (তাহাদের নগর নগরীর ভগ্নাবশেষ এবং কীর্ত্তি সকল হইতেও) তোমাদের নিকট প্রকাশ হইয়াছিল যে আমি তাহাদের সহিত কেমন ব্যবহার করিয়াছিলাম, ফলতঃ তোমাদের জন্য

আমি অনেক দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছিলাম। ৪৬ এবং (পয়গম্বরের বিরুদ্ধে) তাহারা (অর্থাৎ মক্কার পৌত্তলিকগণ) তাহাদের (সর্ব্ব প্রকার) ষড়যন্ত্রের দ্বারা ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, ফলতঃ আল্লাহ্‌র নিকট তাহাদের (সমস্ত) ষড়যন্ত্র (লওহ মহফুজে বিদ্যমান রহিয়াছে;) এবং তাহাদের ষড়যন্ত্র (ইহা হইতে দুর্ব্বল) ছিল না যে তদ্দ্বারা পর্ব্বতও ধ্বংস হইয়া যায়। ৪৭ এমত স্থলেও (হে রসূল) তুমি এমত মনে করিও না যে, আল্লাহ্ তাঁহার রসুলের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছেন (যে তোমাকেই প্রবল করিব,) তাহার অন্যথা করিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহা পরাক্রান্ত এবং প্রতিফল প্রদানকর্ত্তা। (ক) (কর্ম্মের সম্পূর্ণ বিনিময় সেই সময় প্রদত্ত হইবে) যে দিবস (এই) পৃথিবী অন্য পৃথিবীতে, এবং (এই) আকাশ (অন্য আকাশেতে) পরিবর্ত্তিত হইবে, এবং অদ্বিতীয়, এবং সমস্তকেই তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য কবিতে বাধ্যকর্ত্তা আল্লাহ্‌র আদেশক্রমে তাহারা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ৪৯। হে পয়গম্বর, সে দিবস তুমি দেখিতে পাইবা, দুষ্কৃতগণ শৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের অঙ্গাবরণে আল্‌কাতরা লেপিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং অগ্নি তাহাদের বদন মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ৫১ (এই মহাযুগের) উদ্দেশ্য যে প্রত্যেক প্রাণধারী যাহা করিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাকে তাহার (পূর্ণ) বিনিময় প্রদান করেন। নিঃসন্দেহই আল্লাহ্ অগৌণে হিসারের ফল নির্ণয় করিতে সক্ষম।

(ক) ৪৭ আয়েতের ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হইয়াছে। বদরে, পরিখার যুদ্ধে এবং অন্যান্য স্থলে মক্কার পৌত্তলিকগণ পরাজিত হইয়াছিল। হিজরতের দশ বৎসর মধ্যে সমস্ত আরব দেশ ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিল, এবং ত্রিশ বৎসরের মধ্যে পারসিক এবং রোমক শক্তি লুপ্ত হইয়াছিল, তারপর বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ইস্‌লামের সমকক্ষ কোনও শক্তির বিদ্যমানতা ছিল না।

৫২। ইহা (এই কোর্-আন) মনুষ্য জাতির জন্য ঘোষণাপত্র, যেন তাহারা তদ্দ্বারা উপদিষ্ট হয়, এবং জানিয়া লয় যে এক মাত্র তিনিই উপাস্য, এবং যেন বুদ্ধিমানগণ উপদেশগ্রাহী হয়। ৭।১১=৫২

আল্‌হিজ্‌র—হিজ্‌র প্রদেশ।

মক্কাবতীর্ণ ১৫ সুরা (৫৪।)

এই সুরার মর্ম্ম ঃ—

১ম রুকু:—এই সুবার আএত সকলও কোর-আন্; অবিশ্বাস-কারিগণ আধ্যাত্ম জীবনেব স্থলে পৃথিবীতে মত্ত হইয়া থাকুক; তাহাবা অনেক সময় অনুতপ্ত হইবে যে তাহারা বিশ্বাস স্থাপনকাবী হয় নাই; অবাধ্যাচাবী জাতিগণেব শাস্তি তদর্থে নির্দ্ধাবিত সময় আগত হয়; পূর্ব্ববর্ত্তী জাতিগণেব ন্যায় এই আববেব আল্‌লাহদ্রোহিগণ পয়গম্ববকে অগ্রাহ্য কবিতেছে, এবং প্রমাণ উপস্থিত করিতে বলিতেছে; যদি তাহাবা সমস্ত দিবস স্বর্গ দর্শন কবে, তথাপি অপবিবর্ত্তনীয় স্বভাব মত নবক, বৈকুণ্ঠ, ফেরেশ্‌তা, পবলোকগত আত্মাতে বিশ্বাসকবিবে না, তক্‌দির মত পূর্ব্ববর্ত্তী জাতিগণের মনে যেমন আমি অবিশ্বাস সঞ্চাব কবিয়া দিযাছিলাম, ইঁহাদের মনেও তদ্রূপ কবিয়াছি;

২য় রুকু:—তাঁহার সম্বন্ধীয় প্রমাণ যে একমাত্র তিনিই সর্ব্ব বিষয়ে উপাস্য, যথা:—রাশিচক্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সূর্য্যকে আনয়ন কবিযা ঋতুর আবির্ভাব করা এবং প্রাণিগণের আহার্য্য যোগান, উদ্ভিদ উৎপন্ন করণ, তদ্রূপ কৌশলে তিনি মনুষ্যগণকে উৎপন্ন করেন; এবং যথা সময় মরণ সংঘটিত করেন; মৃত মনুষ্যগণকে অন্য এক লোকে উত্থিত করিয়া কর্ম্মের ফল প্রদানের কৌশল তিনিই জানেন;

৩য় রুকু:—তিনিই আত্মাকে স্থূল শরীব প্রদান করিয়া মনুষ্য করিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে সূক্ষ্ম শরীর জান্ অর্থাৎ জিনগণের আদি পুরুষকে

সৃষ্টি করিয়াছিলেন; ক্ষিতি হইতে স্থূল শরীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আত্মা ফুৎকার করিয়া মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়া ফেরেশ্‌তাগণকে তাঁহাকে সিজ্‌দা করার আদেশ করিলেন; সমস্ত ফেরেশ্‌তাগণ সিজ্‌দা করিল, কিন্তু ইবলিস তাহার প্রাপ্ত স্বভাব মত সিজদা করিল না, সে জিন জাতীয় ছিল; সে বলিল স্থূল শরীরধারীকে আমি সিজদা করিব না; আদেশ লঙ্ঘন জন্য আল্‌লাহ তাহাকে ফেরেশ্‌তার দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন; সে কেয়ামত পর্য্যন্ত, শরীরধারী যে আত্মা অর্থাৎ যে মনুষ্যকে তদ্রূপ স্বভাব প্রদান করা হইয়াছে, তাহাকেই মাত্র অবাধ্যাচারী করিবে; অবাধ্যাচারিগণ শরীর ত্যাগের পর নরক লোকে গমন করিবে, এই নরক সপ্ত প্রকার, প্রত্যেক নরক আবার সপ্ত প্রকার; শরীর বিমুক্ত আত্মাগণ (কবর লোকে) স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী পাপযুক্ত ঐ লোকের নরকে বাস করিবে;

৪র্থ রুকু:—শরীর বিমুক্ত সদাত্মাগণ আল্‌লাহর বিবিধ প্রকার অনুগ্রহ ভোগ করিবে; ইহলোকের মহাপাপাচারী জাতির এবং তাহাদের শাস্তির দৃষ্টান্ত লুত জাতি;

৫ম রুকু:—লুত জাতির পাপ, এবং পরিণাম; তথা কুঞ্জবাসিগণের পরিণাম;

৬ষ্ঠ রুকু:—হিজ্‌র বাসিগণের পরিণাম; সৃষ্টির উদ্দেশ্য যেন সৃষ্টিতে স্রষ্টাকে প্রাপ্ত হয়; যেন তাঁহার কথা সত্য প্রমাণ হয়; সৃষ্টিতে ধ্বংসের সমস্ত প্রমাণ বর্ত্তমান, ইহাই বলিয়া দিতেছে, কেয়ামতে দৃশ্য বিশ্ব বিলুপ্ত হইবে; সৃষ্টির পরই বিনাশ, যথা নির্দ্দিষ্ট সময় শস্যক্ষেত্র শস্য পূর্ণ হয়; আবার শস্য শূন্য হয়; যথাসময় বৃক্ষে ফল ধরে, আবার বৃক্ষ ফল শূন্য হয়; আবার ফল শস্য দেখা দেয়; যাহার এমন কৌশল তিনিই কোন কৌশলে এই দৃশ্য জগতের মরণের পর, মানব জাতির

ধ্বংসের পর, আবার মনুষ্যজাতিকে আত্মালোকে কর্ম্মভোগ' জন্য আবির্ভূত করিবেন; বিনশ্বর পৃথিবীর সম্পদ অপেক্ষা অবিনশ্বর আধ্যাত্ম জগতের সম্পদের দিকে দৃষ্টি রাখ; মহা কোর্-আন্, ফাতেহা স্থরা, সেই সম্পদ দান করিতে সমর্থ; ঐহিক সম্পদও মুসলমানগণ প্রাপ্ত হইবে পুনঃ পুনঃ ভবিষ্যৎবাণী হইয়াছে; এমতস্থলে এই আত্ম সমর্পিতগণের দারিদ্র্য জন্য হে নবী দুঃখিত হইও না; যাবত মরণ আগত না হয়, তাবত তাঁহার উপাসনাতে অর্থাৎ তাঁহার আদেশ মত জীবনাতিবাহিত কর।

আল্‌হিজ্‌র—হিজ্‌র প্রদেশ।

মক্কাবতীর্ণ ১৫ সুরা (৫৪।)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্‌লাহর নামে আরম্ভ।

১।১৫।১৪]

১। আলেফ, লাম, রা, (অ, ল, র, আল্‌লাহর বাণী কোর্‌-আন্‌ রসুলের মনে জিব্‌-রাইল অর্পণ করিতেছেন। বিবিধ অর্থ। ইহার গুপ্ত অর্থ কেহ জ্ঞাত নহে)।

এই আএত সকল আলোক পূর্ণ কোর্‌-আন্‌ গ্রন্থের (আএত)।

চতুর্দ্দশ পারা।

২। অনেকবার (এই) ধর্ম্মদ্রোহি (আরব) গণ ইচ্ছা করিবে, হায় যদি তাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী হইত। ৩। (পশুর ন্যায়) তাহারা উদর পূর্ণ করুক, এবং সম্ভোগ করুক, এবং তাহাদের আশা তাহাদিগকে ভ্রান্ত করিয়া রাখুক, এই অবস্থাতেই (হে রসুল) তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর ; অতঃপর (ইহার পরিণাম) তাহারা জানিতে পারিবে।

৪। এবং আমি কোনও প্রদেশ ধ্বংস করি নাই, কিন্তু তাহার জন্য এক নির্দ্ধারিত লিপি ছিল। ৫। (আল্‌লাহর অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম এই যে,) কোনও দলের (আবির্ভাবের এবং তিরোভাবের) জন্য, তাহার নির্দ্ধারিত সময় পূর্ব্বেও আগমন করে না, এবং

(তৎপর পর্য্যন্ত) অপেক্ষাও করে না। ৬। এবং (এই আরব পৌত্তলিকগণ) বলিতেছে, হে সেই ব্যক্তি যাহার উপরে গ্রন্থ অবতারিত হইতেছে, নিশ্চয় তুমি (অপদেবতা) জিন্ গ্রস্ত। ৭। যদি তুমি সত্যবাদী, তাহা হইলে আমাদের সম্মুখে ফেরেশ্তাগণকে কেন উপস্থিত কর না? ৮। (হে রসুল আমার কথা তাহাদিগকে শুনাও) আমি উপযুক্ত (স্থল) ব্যতীত (অন্যস্থলে,) ফেরেশ্তাগণকে অবতীর্ণ করি না, এবং (যদি তাহাদিগকে অবতীর্ণ করা হয়) তখন ইহারা শাস্তি হইতে অবসর প্রাপ্ত হইবে না। ৯। নিঃসন্দেহই আমি মহোপদেশ অবতীর্ণ করিতেছি, এবং নিশ্চয় আমি তাহার রক্ষক, (আমি অন্য ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় কোর্-আন্‌কে বিলুপ্ত বিকৃত বিকলাঙ্গ হইতে দিব না)। ১০। এবং আমি তোমার পূর্ব্বেও, বিভিন্ন মতাবলম্বী পূর্ব্ববর্ত্তীগণের নিকট রসুলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। ১১। এবং রসুলগণের (এমত) কেহ তাহাদের নিকট আসে নাই যাহাদিগকে তাহারা উপহাস করে নাই। ১২। আমি (স্বভাবতঃ) পাপাচরণকারিগণের মনে এইরূপে তাহা (অর্থাৎ অবিশ্বাস) চালনা করিয়া দেই; ১৩। এই জন্য (পয়গম্বর যাহা শিক্ষা প্রদান করেন) তাহাতে তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে না; যেহেতু পূর্ব্ববর্ত্তীগণের ধরণ (পূর্ব্বাপর) চলিয়া আসিতেছে। ১৪। এবং যদি স্বর্গের কোনও দ্বার তাহাদের জন্য খুলিয়া দেই, তদনন্তর সমস্ত দিবস তাহাতে তাহারা আরোহণ করিতে থাকে, ১৫। তাহা হইলেও তাহারা বলিবে, নিশ্চয় নিশ্চয় আমাদের চক্ষু সকল মদমত্ত হইয়াছে, বরং আমরা মন্ত্র-মুগ্ধ হইয়াছি। ১।১৫

১৬। ফলতঃ (কেবল আমিই উপাস্য তাহার প্রমাণ দেখ) গগনমণ্ডলে আমিই (দ্বাদশ) রাশি সংস্থাপিত করিয়াছি, এবং

দর্শকগণের জন্য তাহা অলঙ্কৃত করিয়াছি, ১৭। এবং প্রত্যেক প্রতাড়িত শয়তান হইতে তাহা রক্ষা করিয়াছি, ১৮। কিন্তু যে গুপ্তভাবে শ্রবণ করে, প্রকাশ্য অগ্নি শিখা তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হয়। (ইহার প্রকৃত অর্থ তিনিই জানেন, (নঃ আঃ) ১৯। এবং পৃথিবীকে আমি বিস্তীর্ণ করিয়াছি, এবং তাহার উপরে আমি পর্ব্বত সকল সংস্থাপিত করিয়াছি, এবং তাহা হইতে প্রত্যেক বস্তু পরিমিত পরিমাণ উৎপন্ন করিয়াছি, ২০। এবং তাহাতে তোমাদের জীবন ধারণোপায় সৃষ্টি করিয়াছি, এবং তাহাদেরও জন্য (জীবন ধারণোপায় উৎপন্ন করিয়াছি,) যাহাদের আহার তোমরা যোগাইতে অক্ষম। ২১। এবং এমত কোনও বস্তু নাই যাহার ভাণ্ডার আমার নিকট নাই, এবং এক নির্ণীত পরিমাণ ব্যতীত আমি তাহা অবতীর্ণ করিনা। ২২। এবং আমি (মেঘ) ভারাক্রান্ত বায়ু সকলকে প্রেরণ করি, তদনন্তর আকাশ হইতে বৃষ্টি অবতীর্ণ করি, তদনন্তর তাহা তোমাদিগকে পান করাই, এবং তোমরা তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পার না। ২৩। এবং আমি জীবন দান করি এবং জীবন হরণ করি, এবং আমি (সমস্তেরই) ভবিষ্যৎ স্বামী। ২৪। এবং তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি (পুণ্য কার্য্যে) অগ্রগামী হয় এবং কে বিলম্ব করে, তাহা আমি নিশ্চয় জানি। ২৫। এবং তোমাদের প্রতিপালক নিশ্চয় তাহাদিগকে সমবেত করিবেন, নিশ্চয় তিনি কৌশল প্রকাশকারী, সকল কার্য্য অবগত। ২।১০ = ২৫

২৬। এবং (ইহাও আমার সম্বন্ধীয় প্রমাণ) আমি কৃষ্ণ বর্ণ কর্দ্দমের শুষ্ক মৃত্তিকাকে আকার প্রদান করিয়া মনুষ্য সৃজন করিয়াছি, (মনুষ্য শরীরের মূলোপাদান ক্ষিতি) ২৭। এবং তৎপূর্ব্বে জানকে (অর্থাৎ জিন্‌গণের আদি পুরুষকে) অগ্নি শিখা হইতে উৎপন্ন

করিয়াছি। (পৃথিবী তৎকালে অগ্নিময় ছিল)। উক্ত কার্য্য সকল অন্যের ক্ষমতাতীত প্রযুক্ত আমিই সর্ব্ব বিষয় উপাস্য)।

২৮। এবং (মনুষ্য গণের আদি পুরুষ সম্বন্ধে সে সময়ের কথা শ্রবণ কর,) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাগণকে বলিলেন যে নিশ্চয় আমি কৃষ্ণবর্ণের কর্দ্দমের মৃত্তিকাকে আকার প্রদান করিয়া (শরীরধারী আত্মা মনুষ্য) সৃষ্টি করিব, ২৯। তখন যখন আমি তাহাকে সম্পূর্ণ করিব এবং আমার আত্মা হইতে তাহার মধ্যে (এক আত্মা) ফুৎকার করিয়া দিব, তখন তোমরা তাহার সম্মুখে সিজ্দাতে নিপতিত হইও। ৩০। তদনন্তর সমস্ত ফেরেশ্তাগণ একত্রে তাহাকে সিজদা প্রদান করিল, ৩১। (ফেরেস্তা শ্রেণীতে উন্নীত জিন্) ইবলিস ব্যতীত (সকলে তাহাকে সিজ্দা করিল,) সে সিজদাকারী গণের সঙ্গী হইতে অস্বীকৃত হইল। ৩২। তিনি বলিলেন হে ইব্লিস তুমি কেন সিজদা দাতাগণের সঙ্গী হইলা না? ৩৩। সে বলিল, (আত্মাযুক্ত শরীরকে) তুমি কৃষ্ণবর্ণের কর্দ্দমের মৃত্তিকাকে আকার প্রদান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ, তাহাকে আমি সিজদা প্রদানকারী হইব না। ৩৪। আল্লাহ্ বলিলেন, এই কারণে তুমি তাহা হইতে, (অর্থাৎ ফেরেশ্তাদল হইতে) বহির্গত হইয়া যাও, এই কারণে নিশ্চয় তুমি প্রতাড়িত হইলা, ৩৫। এবং কর্ম্মফল প্রাপ্তির দিবস পর্য্যন্ত তোমার উপরে (নিন্দণীয় কার্য্য করার) অভিসম্পাত। ৩৬। সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক, যে দিবস (কেয়ামতে) তুমি (মনুষ্য জাতিকে) সমবেত করিবা, সে দিবস পর্য্যন্ত আমাকে অবসর দাও। ৩৭। আল্লাহ্ বলিলেন অতঃপর নিশ্চয় তুমি অবসর প্রাপ্তগণের অন্তর্গত, ৩৮। কিন্তু এক নির্ণীত সময় পর্য্যন্ত মাত্র। (আস্রাফীলের প্রথম স্বর যন্ত্র, আকার প্রদান কারী যন্ত্র, নিনাদ কালে সমস্ত সৃষ্টির

সহিত তুমিও লয় প্রাপ্ত হইবা, এবং বহু বহু যুগের পর যখন দ্বিতীয় সুর নিনাদ আরম্ভ হইবে তখন তুমিও আকার ধারণ করিয়া নব প্রকাশিত সৃষ্টিতে উত্থিত হইবা।) ৩৯। সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক, যেমন তুমি আমাকে বিপথগামী করিলে, ৪০। তদ্রূপ মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা (প্রাপ্ত স্বভাব অর্থাৎ তকদির মতই) তোমার দোষহীন দাস তাহাদিগকে ব্যতীত ৪০। আর সকলকেই আমি বিপথগামী করিব। ৪১। আল্‌লাহ বলিলেন ইহাই (পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার) আমার নিকট অবক্র পথ। ৪২। পথভ্রষ্টগণের যাহারা (অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাবমত) তোমার পশ্চাৎ গমন করে, তাহাদের উপরে ব্যতীত আমার অপর দাসগণের উপরে তোমার কোনও ক্ষমতা নাই ; ৪৩। এবং তাহাদের সকলেরই জন্য জহন্নম অঙ্গীকৃত স্থান। ৪৪। তাহাব সপ্তদ্বার, প্রত্যেক দ্বারের জন্য তাহারা (তাহাদের পাপানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দলে) বিভক্ত। (বর্ত্তমান মনুষ্য জাতির পূর্ব্বে বহু মনুষ্য জাতি গত হইয়াছে—হজরত আব্বাসের হাদিস। আল্‌লাহ্‌ দুই লক্ষ আদম সৃষ্টি করিয়াছেন—মিশ্‌কাত)। ৩।১৯—৪৪

৪৫। পাপ বর্জ্জনকারিগণ নিশ্চয় স্বর্গোদ্যান এবং স্বর্গীয় নদী ভোগ করিবে, ৪৬ (ফেরেশ্‌তাগণ বলিবে হে মহা ভাগ্যবানগণ) মঙ্গলসহ কুণ্ঠাহীন হইয়া তাহাতে প্রবেশ কর। ৪৭ এবং তাহাদের হৃদয়েতে (পরস্পরের প্রতি) অপ্রসন্নতা থাকিলে তাহা আমি দূরীভূত করিয়া দিব ; তাহারা ভ্রাতা স্বরূপ, পরস্পরের সম্মুখে সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিবে ; ৪৮ তথায় তাহাদিগকে ক্লেশ স্পর্শ করিবে না, এবং তাহাদিগকে তাহা হইতে কখনও বাহির করিয়া দেওয়া হইবে না। ৪৯ (হে পয়গম্বর) আমার দাসগণকে জ্ঞাত কর যে নিশ্চয় আমি পাপ মার্জ্জনাকারী, আমি অতি দয়াবান ; ৫০ এবং (আবার) আমার দণ্ড অতি যন্ত্রণাদায়ক।

৫১, এবং (তাহার দৃষ্টান্ত হে রসুল) তাহাদিগকে (এই আরব জাতিকে) ইব্রাহীমের অতিথিগণের সংবাদ জ্ঞাত কর; ৫২ যখন তাহার নিকট তাহারা আসিয়া বলিল সালাম, ইবরাহীম (প্রত্যভিবাদন করিয়া) বলিল, (আপনাদের ন্যায় অপরিচিত ব্যক্তিগণের হঠাৎ আগমনে) আমাদের ভয় হইতেছে। ৫৩ তাহারা বলিল, ভয় করিবেন না, (আমরা ফেরেশ্তা) আপনাকে সত্য সত্যই একটি মহাজ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি। ৫৪ ইব্রাহীম বলিল, আমাকে বৃদ্ধত্ব আক্রমণ করিয়াছে, এমত স্থলেও আপনারা আমাকে (পুত্রের) সুসংবাদ দিতেছেন? ফলতঃ আমাকে (স্পষ্টতঃ) কি সংবাদ দিতেছেন? ৫৫ তাহারা বলিল, আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিতেছি, এমতস্থলে আপনি আশাহীনগণের অন্তর্গত হইবেন না। ৫৬ ইব্রাহীম বলিল ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত আল্লাহর অনুগ্রহ হইতে আর কে আশাহীন হয়?

৫৭। তদনন্তর (ইব্রাহীম) জিজ্ঞাসা করিল হে আল্লাহর দূতগণ, আপনাদের উদ্দেশ্য কি? ৫৮ তাহারা বলিল (উদ্দেশ্য) এই যে নিশ্চয়ই আমরা পাপিষ্ঠ (লূত) জাতীয়গণের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছি, ৫৯ কিন্তু লূতের পরিবারবর্গ ব্যতীত (সকলকে ধ্বংস করিব)। (অর্থাৎ লূতের পরিবারবর্গের) সকলকেই উদ্ধার করিব; ৬০ তাহার ভার্য্যাকে ব্যতীত (অপর পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিব,) আমরা নিশ্চিত করিয়া লইয়াছি (ঐ নারী পাপাচারীগণের সহিত) পশ্চাৎ থাকিয়া যাইবে। ৪।১৬=৬০

৬১। তদনন্তর যখন প্রেরিত ফেরেশ্তাগণ লূতের পরিবারবর্গের নিকট আসিল, ৬২ লূত তাহাদিগকে বলিল, আপনারা অপরিচিত জাতীয় লোক। ৬৩ তাহারা বলিল ফলতঃ যৎবিষয় (এই পাপীগণ)

সন্দিগ্ধ, আমরা তাহা সহ তোমার নিকট আসিয়াছি, ৬৪ এবং আমরা তোমার নিকট যাহা সত্য (যে পাপানুষ্ঠানকারী জাতিকে বিনষ্ট করা হয়) তাহা সহ আসিয়াছি, এবং আমরা সত্যবাদী। ৬৫। অতএব রজনীর এক অংশে তোমার পরিবারবর্গ সহ তুমি বাহির হইয়া যাও, এবং তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কর, এবং তোমাদের কেহই যেন পশ্চাতের দিকে না দেখে, এবং যেখানে তোমরা আদিষ্ট (অর্থাৎ সিরিয়া, শাম দেশে,) চলিয়া যাও। ৬৬ এবং এই আদেশ যে প্রাতঃকালেই ইহাদের মূলোৎপাটিত হইবে তাহা, আমি তাহাকে অবগত করিলাম।

৬৭। এবং (সুন্দর বালকাকারধারী ফেরেশ্‌তাগণকে আসিতে দেখিয়া) নগরবাসিগণ, আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে (লূতের বাসস্থানে) আগত হইল। ৬৮ লূত বলিতে লাগিল, ইহারা আমার অতিথি, অতএব আমাকে অপদস্থ করিও না। ৬৯ এবং আল্‌লাহকে ভয় কর, এবং আমাকে লজ্জিত করিও না। ৭০ তাহারা বলিতে লাগিল, আমরা কি তোমাকে পৃথিবীর লোকদের সম্বন্ধে নিষেধ করি নাই? ৭১ লূত বলিল (আমাদের স্ববংশীয় স্ত্রীলোকগণ) এই আমার কন্যাগণ (পরমা সুন্দরী) যদি তোমরা ইচ্ছুক, (তাহাদিগকে পত্নীত্বে গ্রহণ কর)। ৭২ (হে পয়গম্বর,) তোমার আয়ুর শপথ, তাহারা তাহাদের মত্ততাতেই ভ্রাম্যমান ছিল। ৭৩ তদনন্তর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তাহাদিগকে (ভূমিকম্পের) মহাশব্দ আক্রমণ করিল; ৭৪ তদনন্তর আমি তাহার উর্দ্ধভাগকে অধঃভাগে পরিণত করিয়া দিলাম; এবং কর্দ্দমের প্রস্তর সকল তাহাদের উপর বর্ষণ করিয়াছিলাম। ৭৫ যাহারা অনুধাবন করিয়া দেখে তাহাদের জন্য (এইরূপ ঘটনা, পাপিষ্ঠ দলের সহিত আল্‌লাহর কার্য্য প্রণালীর) প্রমাণ। ৭৬ এবং

তাহা (ঐ সকলের ভগ্নাবশেষ আরব হইতে সিরিয়া গমনের) পথে বিদ্যমান। ৭৭ যাহারা বিশ্বাসস্থাপনকারী, নিশ্চয় নিশ্চয় ইহাতে তাহাদের জন্য (বহু বিষয় সম্বন্ধে) প্রমাণ রহিয়াছে।

৭৮। এবং কুঞ্জবাসিগণও (অর্থাৎ হজরত শো-অব যাহাদিগকে সতর্ক করণ জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন সেই মদইয়নবাসিগণও) নিশ্চয় পাপাচারী ছিল, ৭৯ তদনন্তর আমি তাহাদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলাম। এবং তাহাদের (এই উভয় জাতির) নগরদ্বয় (তোমাদের বাণিজ্যের) প্রকাশ্য পথের উপর, (এখনও অবস্থারূপ বাক্য দ্বারা মহা শাস্তির ঘোষণা করিতেছে)। ৫।১৯=৭৯

৮০। এবং হিজ্‌রবাসিগণও (অর্থাৎ সমূদগণও) তাহাদের রসুলের বাক্যে অসত্যারোপ করিয়াছিল, ৮১ অথচ আমার প্রমাণ সহ তাহারা তাহাদের নিকট আসিয়াছিল, তখন সে সকলকে তাহারা অগ্রাহ্য করিয়াছিল। ৮২ এবং (তাহাদিগকে আমি এমত অনুগৃহীত করিয়াছিলাম যে) তাহারা পর্ব্বত খনন করিয়া নিরাপদ গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিত। ৮৩ তদনন্তর প্রাতঃকালে তাহাদিগকে মহাশব্দ ধৃত করিয়াছিল, ৮৪ তারপর তাহারা যাহা করিয়াছিল (অর্থাৎ তাহাদের পর্ব্বত গর্ভস্থিত সুদৃঢ় গৃহ সকল তাহাদিগকে রক্ষার্থে) কার্য্যকারী হয় নাই।

৮৫। ফলতঃ, নভঃমণ্ডলকে এবং ভূমণ্ডলকে এবং যাহা সমস্ত তাহাদের মধ্যবর্ত্তীস্থানে আছে তাহা সমস্তকে আমি উদ্দেশ্য শূন্যভাবে সৃষ্টি করি নাই, এবং নিশ্চয়ই (প্রলয়ের) মুহূর্ত্ত অবশ্যই আগত হইবে ; এমতস্থলে (হে নবী যদিও অবিশ্বাসকারিগণ উপদেশ মান্য না করে) তুমি

* মদিনা এবং সিরিয়ার মধ্যে হেজাজ প্রদেশেস্থিত।

প্রশংসনীয় ভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর। ৮৬ নিঃসন্দেহই তোমার প্রতিপালক, মহিমান্বিত সৃষ্টি কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ। ৮৭ এবং (তোমার উম্মত দরিদ্র, তজ্জন্য ক্ষুব্ধ হইও না, পৃথিবীর যাবতীয় ধন হইতেও মহাধন মহাজ্ঞান পূর্ণ ফাতেহা সূরা, আরম্ভ সূরা, যাহাতে সমস্ত কোর্-আন্ সংগুপ্ত,) যাহা পুনঃ পুনঃ (নমাজে) পঠিত হয়, (এমত) সপ্ত (আএত, যাহা) মহা কোর্-আন, তাহা তোমাকে দান করিয়াছি। ৮৮ তাহাদের (অর্থাৎ ইস্‌লাম অগ্রাহ্যকারিগণের) কতক শ্রেণীকে, যদ্দ্বারা আমি ধনবান করিয়াছি, তাহার দিকে তোমার নয়ন দীর্ঘ করিও না, এবং তাহাদের (অর্থাৎ তোমার দীন দরিদ্র সঙ্গী-গণের) জন্য মনকে কষ্ট দিও না, এবং মুসলমানদের নিকট তোমার স্কন্ধ অবনত করিয়া দাও।

৮৯। তুমি প্রচার কর, আমি সত্য সত্যই প্রকাশ্য সতর্ককারী। ৯০ (আমি তোমার উপরে কোর্-আন) তদ্রূপে অবতীর্ণ করিতেছি যেমন আমি, (তাহাদের স্ব ধর্ম্মগ্রন্থ) ছিন্নকারিগণের উপরে (তাহাদের কোর্-আন) অবতীর্ণ করিয়াছিলাম, ৯১ যাহারা (যে য়িহুদী এবং ঈসায়ীগণ তাহাদের স্ব স্ব) কোর্-আনকে, (কতক অংশ মান্য করিয়া এবং কতক অংশ অমান্য করিয়া এবং কতক অংশ গোপন এবং পরিত্যাগ করিয়া) ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। ৯২ অতঃপর তোমার প্রতিপালকের শপথ, ৯৩ যাহা তাহারা করিতেছিল; তাহাদের (অর্থাৎ এই য়িহুদী এবং ঈসায়ীগণের) সকলকেই আমি তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিব। ৯৪ অতএব, যৎসম্বন্ধে তুমি আদিষ্ট হইয়াছ (তাহার-দিকে) আহ্বান কর; এবং যাহারা আল্‌লাহর ক্ষমতা ভাগকারীতে বিশ্বাস করে, তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লও। ৯৫ যাহারা তোমাকে উপহাস করিতেছে নিশ্চয়ই আমি তাহাদের জন্য যথেষ্ট।

৯৬ ইহারাই আল্লাহর সহিত অন্য উপাস্য সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে, অতঃপর, (ইহার) পরিণাম শীঘ্রই জানিতে পারিবে। ৯৭ এবং আমি ইহা জানি যে তাহারা যাহা বলিতেছে তাহা তোমার হৃদয়কে সংকুচিত করিয়া দিতেছে। ৯৮ (তিনি ইস্লামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোর্-আনে বহু ভবিষ্যৎবাণী করিতেছেন,) এমতস্থলে প্রশংসাবাদের সহিত তোমার প্রতিপালকের স্তুতিবাদ করিতে থাক, এবং যাহারা সিজ্দা প্রদান করে তাহাদের সঙ্গী হও, ৯৯ এবং যাবৎ মৃত্যু উপস্থিত না হয় তাবত তাঁহারই উপাসনা করিতে থাক। ৬।১০—৯৯

নহল—মধুমক্ষিকা।

মক্কাবতীর্ণ ১৬ সংখ্যক সুরা (৭০)।

এই সুরার মর্ম্ম—

১ম রুকু :—কেয়ামত দুরবর্ত্তী নহে, তাহা হইতে অন্য উপাস্যগণ রক্ষা করিতে অক্ষম ; তিনি তাহাদের হইতে সমস্ত বিষয়ে উন্নত ; তাঁহার আদেশক্রমে ফেরেশ্‌তা পয়গম্বরের মনে ওহি অর্পণ করে, তৎমতে চলা কর্ত্তব্য ; সেই ওহি এই যে, আল্‌লাহ ব্যতীত অন্যে উপাস্য নহে ; স্বর্গ মর্ত্তের এক উদ্দেশ্য :—অন্যে ইহা সৃষ্টি করিতে অক্ষম যেন লোকে জানিতে পারে ; কেহ মনুষ্যের, কেহ পশুর, কেহ ফল শস্যের সৃষ্টিকর্ত্তা তাহা নহে ; তিনিই মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ সেই মনুষ্য তাঁহারই ওহি ক্রমে প্রেরিত আদেশের বিরুদ্ধে তর্ক করে ; চতুষ্পদ সকলকে তিনিই সৃষ্টি করিয়া তোমাদের বহু অভাব দূর করিতেছেন, এবং মনেও সুখ সঞ্চার করিতেছেন ; তোমাদের গম্যস্থানের পথ এক প্রকার নহে, তাহার অনুগ্রহ লাভের পথও সোজা এবং বক্র, যাহাকে ইচ্ছা সহজ পথ প্রদর্শন করেন ;

২য় রুকু :—তিনি ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নহে তাহার যুক্তি প্রদর্শন ; অন্য কোনও উপউপাস্যই স্রষ্টা, সকলেরই আবশ্যকতা পূরণকারী, সকলেরই উপর ক্ষমতা পরিচালনকারী, সর্ব্বজ্ঞ নহে ; বহু উপাস্য উপাসনার জন্য অনুতপ্ত হইলে তিনি পূর্ব্ব পাপ মার্জ্জনা করেন ;

৩য় রুকু :—একমাত্র আল্‌লাহই উপাস্য, বহু উপাস্য অবলম্বনকারী নিজের এবং যাহাদিগকে ভ্রষ্ট করিয়াছে তাহাদের পাপ ভার বহন করিবে ;

৪র্থ রুকু :—এই আরব পৌত্তলিকগণের পূর্ব্ববর্ত্তী জাতিগণও পয়গম্বরগণের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাই তাহাদের বিনাশের কারণ হইয়াছিল, তাহাদের পাপের গুরুত্বানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন নরক ভোগ করিতে হইবে; ইহা আল্লাহর অত্যাচার নহে, ইহা তাহাদের আপন অত্যাচারের ফল;

৫ম রুকু :—যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন আমরা অন্যের উপাসনা করিতাম না, এবং নিষিদ্ধ খাদ্য খাইতাম না আপত্তি খণ্ডন; পয়গম্বরগণ অন্যের উপাসনা এবং আহার্য্য সম্বন্ধে নিয়ম প্রচার করিয়া আসিতেছে; এমত স্থলেও প্রাপ্ত স্বভাব মত লোকে কার্য্য করে; মরণের পর কর্ম্মফল ভোগ তিনি সত্য করিবেন, তাহা এক নির্ণীত সময়ে কেয়ামতে ঘটিবে;

৬ষ্ঠ রুকু :—নির্য্যাতনগ্রস্ত নিপীড়িত গৃহত্যাগীগণকে অবস্থানের উত্তম স্থান দানের অঙ্গীকার; ফেরেশ্তাগণকে কেন পয়গম্বর করিয়া প্রেরণ করেন নাই আপত্তি খণ্ডন, একত্ববাদের দোষ যাহারা বাহির করে, এবং বহু ঈশ্বরবাদ সমর্থন করে, তাহাদিগকে ঐশ্বরিক কোপ হইতে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়; ছায়া যেমন সূর্য্যের অধীনস্থ, মনুষ্যগণকেও তদ্রূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আল্লাহর আদেশের অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত; মহাফেরেশতাগণ সদৈন্য তাঁহার সম্মুখে মস্তকাবনত করিয়া রহিয়াছে, অর্থাৎ তাহারা তাঁহার আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন করে;

৭ম রুকু :—তাঁহারই উপাসনা করিতে তিনি আদেশ করিয়াছেন; অনিষ্ট আশঙ্কায় অন্যের উপাসনা করিও না; তিনিই ধন স্বাস্থ্য ইত্যাদি দান করিয়াছেন, কোন বিপদ হইলে তাঁহারই নিকট কাতরতা প্রকাশ করিও; কিন্তু বিপদ হইতে মুক্ত হওয়ার পর অনেকেই অকৃতজ্ঞতার কার্য্য করে; যাহা দ্বারা আল্লাহ লাভবান করেন তাহা অন্য উপাস্যকে

উৎসর্গ করিও না ; ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা অতি উপহাস্য বিষয়, তাহারা কন্যাও নহে, উপাস্যও নহে ;

৮ম রুকু :—পাপের শাস্তির এক নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, ঐ শাস্তি ঐ সময়ের পূর্ব্বে বা পরে আসে না, আল্লাহদ্রোহিগণও সমকক্ষ ভালবাসে না, কিন্তু আল্লাহর সমকক্ষ পুরুষ আছে বিশ্বাস করে ; এবং কর্ম্মের ফল ভোগ অস্বীকার করিয়া বলে যদি পরকাল থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ব কর্ম্ম সৃষ্টি না করিয়াও যেমন তাহারা এস্থানে সুখ ভোগ করিতেছে, তদ্রূপ তথাতেও সুখ ভোগ করিবে ; পরিণাম অগ্নি ; শয়তান মন্দ কর্ম্ম, মন্দ বিশ্বাস, তাহাদের চক্ষে সুন্দর করিয়া দেখায় ; গ্রন্থ অবতীর্ণের উদ্দেশ্য, ভাল কি, মন্দ কি, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া ; আল্লাহ যেমন মনুষ্য জাতির হিতার্থে বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন, তদ্রূপ কোর-আন-রূপ বারি অবতীর্ণ করিতেছেন ;

৯ম রুকু :—তাঁহার কৌশলের প্রমাণ পশু জাতিতে, বৃক্ষাবলীতে, এবং কীট পতঙ্গেও বিদ্যমান ; যথা—গাভী ইত্যাদির উদর হইতে দুগ্ধ, খর্জ্জুর এবং আঙ্গুর লতাতে মিষ্ট রসের সঞ্চার, এবং মধুমক্ষিকাগণ দ্বারা মধু উৎপন্ন করণ ; তিনিই মনুষ্যের স্রষ্টা, তাঁহার অনুকরণাতীত কৌশলে মনুষ্য ভ্রূণ, শৈশব, বাল্য, যুবত্ব অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধত্বে উপস্থিত হয়, যাহা পুনঃ বাল্যে ফিরিয়া যাওয়ার সমান ; এবং তৎপর মরণ যেন পুনঃ ; অন্য জগতের জন্য ভ্রূণাবস্থা ;

১০ম রুকু :—আল্লাহ স্বক্ষমতা অন্যকে প্রদান করেন নাই, সুতরাং তাঁহার সমক্ষমতাপন্নের বিদ্যমানতা নাই ; ফেরেশ্তা দেবীগণও তাঁহার কন্যা নহে যে পিতার স্বরূপ কন্যাগণ প্রাপ্ত হইয়াছে ; তাহারা মঙ্গলদাতৃ, অন্নদাতৃ নহে ; অন্নদাতা, মঙ্গলদাতা স্বরূপ আল্লাহই উপাস্য ; এই দেবীগণ তাহাদিগকে আকাশ হইতে জল অবতীর্ণ করিয়া এবং পৃথিবী

হইতে শস্য উৎপন্ন করিয়া প্রাণ ধারণোপায় প্রদান করিতে অক্ষম; পরাধীন দাস দেবদেবী, এবং স্বাধীন স্বয়ং আল্লাহ্, এক সমান নহে; বোবা অর্থাৎ সত্য জ্ঞাত করিতে অক্ষম উপাস্য সকল, এবং জ্ঞানময় স্বয়ং এক সমান হইতে পারে না;

১১শ রুকু:—অপ্রকাশিত ভবিতব্য বিষয় সকলের সম্পূর্ণ বিবরণ আল্লাই অবগত, যথা কেয়ামত কখন ঘটিবে; কেয়ামত ঘটান তাঁহার পক্ষে চক্ষের পলক ফেলা হইতেও সহজ; জননীগর্ভে ভ্রূণ স্বরূপ বাসের ন্যায় মরণের পর কেয়ামত পর্য্যন্ত কবর লোকে বাস; তৎপর পুনরুত্থান এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণের ন্যায়; ইহার কৌশল তিনিই জানেন; তাঁহারই কৌশলে বহু উর্দ্ধে আকাশগর্ভে পাখী সকল স্থির হইয়া থাকে; আল্লাহ তোমাদের উপরে অগণিত অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছেন, উদ্দেশ্য তোমরা আত্মসমর্পণ কর; রসুল প্রেরণও মহানুগ্রহ, কিন্তু অনেকে ইহা অস্বীকার করে;

১২শ রুকু:—কেয়ামত যুগে প্রত্যেক রসুল তাঁহার উপদিষ্ট দলের সম্বন্ধে সাক্ষী হইবে, এবং হজরত পয়গম্বর অপর ধর্ম্মদ্রোহীগণের বিরুদ্ধে সাক্ষী হইবেন; অসত্য বিশ্বাস মন হইতে দূর হইবে, কিন্তু পার্থিব জীবনের কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে; প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে কোর্-আন্ তোমার উপর অবতীর্ণ হইতেছে;

১৩শ রুকু:—উহা তোমাদিগকে ন্যায়াচরণ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার সুকর্ম্ম করার উপদেশ করিতেছে; নির্লজ্জতার কার্য্য শপথভঙ্গ ইত্যাদি মন্দ কার্য্য করিতে নিষেধ করিতেছে; কিন্তু আরবের ধর্ম্মদ্রোহিগণ শপথ করিয়া যে সন্ধি করিয়াছে, তাহা ভঙ্গ করিতেছে, শপথকে তাহারা প্রতারণা করার উপলক্ষ করিয়াছে; আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে একই ধর্ম্মাবলম্বী করিতেন; তাঁহারই ইচ্ছায় কেহ পথ প্রাপ্ত,

কেহ পথভ্রষ্ট, কিন্তু কর্ম্মফল অনিবার্য্য ; আউ, জো বিল্লাহ্ পাঠ করিয়া কোর্-আন্ আরম্ভ করিও ;

১৪শ রুকু :—কোন আএত কখন রহিত করা উচিত তাহা তিনি বিশেষরূপে অবগত ; কোর্-আন্ সলমন ফারসী শিখাইতেছেন খণ্ডন ; প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা থাকিলে কেহ মুখে ইস্লাম ত্যাগের কথা প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু মনে যেন বিশ্বাস দৃঢ় থাকে, কিন্তু প্রাণদান বরং ভাল ; নির্য্যাতনকারীদের পরকাল অতি মন্দ, নির্য্যাতনগ্রস্তগণের পরকাল মহৎ ;

১৫শ রুকু :—পাপপুণ্যের বিচারের যুগ কেয়ামতে প্রত্যেক পাপাচারী তাহার প্রাণের সহিত ঝগড়া করিতে করিতে উপস্থিত হইবে, এবং কর্ম্মের পূর্ণফল প্রাপ্ত হইবে ; পৃথিবীতেও পাপের দণ্ড দেওয়া হয়, যথা পয়গম্বরের উপদেশ মত জীবনাতিবাহিত না করার জন্য আরবে সপ্তবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ ; হজরত পয়গম্বরের উপদেশ মত চলার জন্য মদিনাবাসিগণ প্রাচুর্য্য ভোগ করিতেছে ; তাহাদের উচিত যেন অবৈধ আহার্য্য পরিত্যাগ করে এবং বৈধ আহার্য্য অকোচে আহার করে ; অবৈধ কার্য্য করণরূপ মূর্খতা করিয়া অনুতপ্ত হইলে এবং নিজকে সংশোধন করিলে পাপ দূর হয় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ হয় ;

১৬শ রুকু :—ইব্রাহীম একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করিতেন ; এবং তোমাকে ওহিক্রমে ইব্রাহীমের ধর্ম্মমত প্রচারের আদেশ করিয়াছি ; য়িহুদের জন্য শনিবার উপাসনার দিন ইব্রাহীমের সময় ছিল না ; ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তর্কবিতর্ক শিষ্টতার সহিত করিও, যদি বিপক্ষের আচরণ পীড়াদায়ক হয়, তৎপরিমাণ মাত্র তাহাকেও তৎপরিবর্ত্তে পীড়া দিতে পার ; কিন্তু ক্ষমা এবং ধৈর্য্যই প্রশস্ত ; যাহারা ধর্ম্মভীরু, শিষ্টাচারী, তাহারা তাঁহার প্রিয়।

নহল—মধুমক্ষিকা।

মক্কাবতীর্ণ ১৬ সংখ্যক স্থুরা (৭০।)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ। ১।১৬।১৪

১। (হে অবিশ্বাসকারীর দল,) আল্লাহর আদেশ (কেয়ামত বা শাস্তি) সমাগত, অতএব তাহা অনতিবিলম্বে ঘটুক বলিও না। তিনি (অক্ষমতা প্রভৃতি দোষ হইতে) পবিত্র, এবং ইহারা যাহাদিগকে তাঁহার ক্ষমতা ভাগকারী বলে, তৎসমস্ত হইতে সমুন্নত, (তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে অক্ষম) ২। তিনি তাঁহার আদেশক্রমে তাঁহার দাসগণের মধ্যে যাহার নিকট ইচ্ছা তাহার নিকট ফেরেশ্‌তাগণকে প্রত্যাদেশ সহ প্রেরণ করেন, এইজন্য যে, তোমরা উপদেশ কর যে নিশ্চয় নিশ্চয় তিনি (অর্থাৎ) আমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, অতএব আমাকে ভয় কর, (অন্যের উপাসনা করিও না।) ৩। তিনি স্বর্গ এবং মর্ত্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বজন করিয়াছেন, তাহারা যাহাদিগকে তাঁহার ক্ষমতা ভাগকারী করে, তাহা হইতে তিনি বহু উন্নত। (প্রমাণ এক উদ্দেশ্য।) ৪। তিনি মনুষ্যকে রেতঃ হইতে স্বষ্টি করিয়াছেন, তৎপর হঠাৎ সে (তাহারই স্বষ্টিকর্ত্তার সম্বন্ধে) প্রকাশ্যতঃ তর্ক বিতর্ক করিতেছে।

৫। এবং তিনি তোমাদের জন্য গ্রাম্য জন্তু সকলকেও স্বষ্টি করিয়াছেন, (তাহাদের লোম দ্বারা তোমরা শীতবস্ত্র প্রস্তুত কর, স্থুতরাং) তাহাতে তোমাদের জন্য উষ্ণতা (রহিয়াছে,) এবং লভ্যও (রহিয়াছে,) এবং তাহাদের কতক তোমরা ভক্ষণ কর। ৬। এবং

যখন সন্ধ্যাকালে তোমরা তাহাদিগকে লইয়া আস, এবং যখন প্রাতঃ-কালে তাহাদিগকে চরাইতে লইয়া যাও, তখন তাহাতে তোমাদের জন্য সৌন্দর্য্যও রহিয়াছে। ৭। এবং আপন প্রাণকে কষ্ট না দিয়া তোমরা যে নগরে উপস্থিত হইতে পার না, তথায় (তাহারা) তোমাদের ভার বহন করিয়া লইয়া যায়। ৮। নিঃসন্দেহই তোমাদের প্রতিপালক অতি স্নেহবান, কৃপাময়। ৮ এবং অশ্ব, এবং অশ্বতর, এবং গর্দ্দভ; (সৃষ্টি করিয়াছেন,) যেন তোমরা তাহাদের পৃষ্ঠে আরোহণ কর, এবং আড়ম্বরও প্রকাশ কর। এবং (তোমাদের উপকারের, সৌন্দর্য্যের, আড়ম্বরের, যাতায়াতের জন্যও আরও) সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা তোমরা (এ পর্য্যন্ত) জ্ঞাত নহ, (যথা রেল, ষ্টীমার, মোটর বিমানপোত যাহা তৎকালে ছিল না।) ৯ পথ প্রদর্শনের ভার আল্লাহরই উপর, এবং কতক পথ বক্র, এবং যদি তিনি ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তোমাদের সকলকেই (অবক্র) পথ প্রদর্শন করিতেন। ১।৯

১০। তিনিই যিনি আকাশ হইতে জল অবতীর্ণ করেন, তাহা হইতে তোমাদের পানীয় জল (পৃথিবী গর্ভে সঞ্চিত থাকে,) এবং যে (লতা তৃণ) বৃক্ষ, তোমরা গ্রাম্যজন্তু সকলকে খাওয়াও তাহাও তাহা হইতে (জন্মে।) ১১ (তাহা হইতে তিনি) তোমাদের জন্য, ক্ষেত্র, জয়তুন, খর্জ্জুর, আঙ্গুর, এবং সর্ব্বপ্রকার ফল উৎপন্ন করেন। যে ব্যক্তিগণ চিন্তা করিয়া দেখে, তাহাদের জন্য ইহা সকলেতে (তাঁহার সম্বন্ধে) নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ রহিয়াছে। ১২ এবং রাত্রি এবং দিবসকে, এবং সূর্য্য এবং চন্দ্রকে তোমাদের জন্য তিনি (নিয়মের) অধীন করিয়াছেন, এবং নক্ষত্র সকলও তাঁহার আজ্ঞার বশীভূত, (তাহারা নির্দ্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করিতেছে।) যে ব্যক্তিগণ বুঝিতে সক্ষম তাহাদের জন্য ইহাতে নিশ্চয় নিশ্চয় প্রমাণ রহিয়াছে। (ব্যাগ তিনি চন্দ্র

সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রগণের যে পথ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, তাহারা এক কেশ পরিমাণও ঐ পথের এদিক ওদিক যাইতে অক্ষম। এজন্য মনুষ্যগণ তাহাদের গতির দ্বারা বৎসর মাস পক্ষ গণনা করিয়া লয়, এবং পৃথিবীর কোন্ স্থানে, কোন্ দিকে, কোন্ নগর হইতে কত দূরে তাহারা আছে তাহাও ঠিক করিতে পারে। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বকারণের মূল কারণ একজন বিদ্যমান না থাকিলে, চেতনা শূন্য, কার্য্যকারণের সম্পর্ক জ্ঞানশূন্য প্রকৃতি বা নেচার এইরূপ করিতে পারিত না। ইহা প্রতিদ্বন্দী রহিত একজন পুরুষের বিদ্যমানতা প্রমাণ করিতেছে। যে নিয়মে নভশ্চরগণ শাসিত তাহার ব্যতিক্রম এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই, অন্যরূপ নভশ্চর জগতের বিদ্যমানতা নাই। একাধিক সৃষ্টিকর্ত্তা থাকিলে এই নিয়মেরও বিভিন্নতা দৃষ্ট হইত)। ১৩ এবং তোমাদের জন্য যাহা পৃথিবীর উপরে উৎপন্ন করিয়াছেন, তাহার বর্ণ বিবিধ প্রকার, উপদেশগ্রাহীদিগের জন্য (ইহাতেও তাঁহার সম্বন্ধীয়) প্রমাণ রহিয়াছে। ১৪ তিনিই যিনি সমুদ্রকে অধীনস্থ করিয়াছেন, যেন তোমরা সদ্যমাংস ভক্ষণ কর, এবং যে ভূষণ (যথা মণিমুক্তা প্রবাল) তোমরা পরিধান কর তাহা যেন তাহা হইতে বাহির কর। এবং (হে শ্রোতা,) তুমি দেখিতে পাইতেছ যে, সমুদ্র মধ্যে জলযান সকল জল বিদীর্ণ করিয়া চলে, উদ্দেশ্য যেন তোমরা (জল বাণিজ্যে) তাঁহার অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর, এবং (লাভবান হইয়া) যেন উপকার স্বীকারকারী হও। ১৫ এবং তিনিই পৃথিবীর উপর পর্ব্বতমালা সংস্থাপিত করিয়াছেন যেন তোমাদিগকে সহ তাহা গতি প্রাপ্ত না হয়। এবং (জল পথ) নদী এবং (স্থল) পথ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তোমরা গন্তব্যস্থানের পথ প্রাপ্ত হও। ১৬ এবং পথ বাহির করিবার (জন্য অন্যান্য) চিহ্ন সমূহও (আছে;) এবং তাহারা নক্ষত্র সকলের দ্বারাও পথ বাহির করিয়া লয়। ১৭ অহো,

যিনি স্রষ্টা, তিনি কি যে সৃষ্টি করিতে অশক্ত তাহার ন্যায়? আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তথাপি তোমরা উপদেশগ্রাহী হইতেছ না যে (অন্য কেহ উপাস্য নহে।) ১৮ ফলতঃ যদি তুমি আল্লাহর দান সমূহ গণনা কর, তাহা হইলে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারিবে না। (ইহা সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া তুমি বিশ্বাসস্থাপনকারী হইলে এবং পূর্ব্বকৃত অবিশ্বাসের জন্য অনুতপ্ত হইলে, তিনি পাপমার্জ্জনা করিয়া দিবেন,) নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মার্জ্জনাকারী, দয়াময়। ১৯ এবং তোমরা যাহা গোপন কর, এবং যাহা প্রকাশ কর, (তোমাদের মনে বিশ্বাস কি অবিশ্বাস এবং মুখের দ্বারা সত্য কি অসত্য বল) আল্লাহ তাহা জানেন; ২০ এবং আল্লাহ ব্যতীত যাহাদিগকে আহ্বান কর, তাহারা কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে না, বরং তাহাদিগকেই সৃষ্টি করা হইয়াছে। ২১ তাহারা (প্রাণহীন) মৃত, জীবনহীন, এবং কখন তাহাদিগকে অর্থাৎ তাহাদের উপাসকবর্গকে উত্থিত করা হইবে তাহাও জানিতে অক্ষম। ২।১২ = ২১

২২। তোমাদের উপাস্য, একজন মাত্র উপাস্য; (তিনি কেয়ামতে বিশ্বাস করার পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতেছেন,) এমতস্থলেও যাহারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তাহাদের হৃদয় (প্রাপ্ত স্বভাব মতই) অগ্রাহ্যকারী, এবং তাহারা গর্ব্বিত, (নিজের মতকেই আল্লাহর বাণী হইতেও গুরু মনে করে।) ২৩ তাহারা যাহা প্রকাশ করিতেছে, এবং গোপন করিয়া রাখিতেছে, তাহা নিঃসন্দেহই আল্লাহ জানেন, নিঃসন্দেহই তিনি গর্ব্বকারিগণকে ভালবাসেন না। ২৪ এবং যখন তাহাদিগকে তাহাদেরই কেহ জিজ্ঞাসা করে, ওহে, তোমাদের প্রতিপালক (রসূলের উপরে) কি অবতীর্ণ করিয়াছেন? (তাহারাও তাচ্ছল্যভাবে বলে তাহা) পূর্ব্ববর্ত্তীগণের গল্প মাত্র। ২৫ (তাহারা এরূপ) এজন্য

(করিতেছে,) যেন কেয়ামতে (পাপের) পূর্ণ ভার বহন করে, এবং যে ব্যক্তিগণ তাহাদের জন্য মূঢ়তাপূর্ব্বক বিপথগামী হইয়াছে, তাহাদেরও পাপের অংশ বহন করে। তোমরা জানিয়া রাখ, যাহা তাহারা বহন করিবে, তাহা অতি মন্দ। ৩।৪—২৫

২৬। ইহাদের (অর্থাৎ এই আরবদের) পূর্ব্বে যাহারা ছিল, তাহারাও (বহু ঈশ্বরবাদের স্বপক্ষে তর্কবিতর্ক নির্য্যাতন প্রভৃতি) কৌশলাবলম্বন করিয়াছিল; তদনন্তর আল্লাহ তাহাদের (মিথ্যা যুক্তি অত্যাচার প্রভৃতি) অট্টালিকার ভিত্তি আক্রমণ করিয়াছিলেন, তদনন্তর তাহাদের উপর হইতে ছাদ তাহাদের উপরে পতিত হইয়াছিল, এবং যে দিক হইতে তাহারা বুঝিতেও পারে নাই, সেই দিক হইতে তাহাদের নিকট শাস্তি উপস্থিত হইয়াছিল। ২৭ তদনন্তর কেয়ামতের দিবসে তাহাদিগকে লজ্জান্বিত করা হইবে, এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, (যাহাদের সম্বন্ধে) তোমরা ঝগড়া করিতে (সেই) ক্ষমতা-ভাগকারিগণ কোথায়? যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদান করা হইয়াছিল (সেই একত্ব বাদিগণ) বলিবে, অদ্য কাফের অর্থাৎ অগ্রাহ্যকারিগণের উপর অসম্মান এবং অমঙ্গল। ২৮ ইহারাই যাহারা নিজের উপর অত্যাচার করিতেছিল, এই অবস্থাতেই ফেরেশ্তাগণ তাহাদের প্রাণাপ-হরণ করিল, তখন তাহারা (ফেরেশ্তাগণকে) বলিতেছিল, (তোমাদের উপরে) অনুগ্রহ অবতীর্ণ হউক, আমরা কোনও মন্দ কাজ করিতাম না। (ফেরেশ্তাগণ বলিবে) সত্যই বটে, তোমরা যাহা করিতেছিলা, আল্লাহ নিশ্চয় নিশ্চয় তাহা জানেন। ২৯ অতএব জহন্নমের দ্বার সকল অতিক্রম কর, তাহাতে নিয়ত অবস্থান কর, ফলতঃ গর্ব্বিত (সত্য তুচ্ছকারী) ব্যক্তিগণের বাসস্থান অতি মন্দ। ৩০ এবং যখন পাপ বর্জ্জনকারিগণ জিজ্ঞাসিত হয়,

তোমাদের প্রতিপালক কি অবতীর্ণ করিতেছেন? (তাহারা সবিশ্বাস, সভক্তি উত্তর করে, যাহা) সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলপ্রদ (তাহাই অবতীর্ণ করিতেছে,) অর্থাৎ যাহারা ভাল কার্য্য করে, তাহাদের জন্য এই পৃথিবীতেও মঙ্গল এবং পরকালের গৃহ ইহা হইতেও উত্তম। ফলতঃ পাপ বর্জ্জনকারিগণের পরকালের অবস্থানের স্থান মহাদান পূর্ণ, ৩১ (অর্থাৎ) তাহারা অবিনশ্বর স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করিবে; তাহার অভ্যন্তরে (যাহা হৃদয় স্নিগ্ধ এবং তৃপ্তকরে এমত) জল প্রণালী সকল প্রবাহিত হইতেছে; তথায় তাহারা যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাদের জন্য (তাহাই আছে।) আল্লাহ পাপ বর্জ্জনকারিগণকে এইরূপ বিনিময় প্রদান করেন। ৩২ ইহারাই যাহাদিগকে পবিত্র অবস্থাতেই ফেরেশ্‌তাগণ উঠাইয়া লইয়াছিল। (যখন ফেরেশতাগণ তাহাদের প্রাণ হরণ করে, তখন সহাস্যবদনে) বলে, তোমাদের উপর মঙ্গল অবতীর্ণ হউক, তোমরা যাহা করিতেছিলা তজ্জন্য (আইস, আমাদের সঙ্গে) স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর।

৩৩। (অবিশ্বাসকারিগণ) কি অপেক্ষা করিতেছে যে ফেরেশ্‌তাগণ (সশরীরে) তাহাদের নিকট উপস্থিত হউক? অথবা তোমার প্রতি-পালকের আদেশ (ওহি) তাহাদের নিকট অসুক? ইহাদের পূর্ব্বে যাহারা গত হইয়া গিয়াছে, তাহারাও এইরূপ করিত। ফলতঃ আল্লাহ্ তাহাদের উপর কোনও অত্যাচার করেন নাই, কিন্তু তাহারাই নিজের উপরে অত্যাচার করিতেছিল। ৩৪ তদনন্তর, যাহা তাহারা করিতেছিল তাহার মন্দ পরিণাম তাহাদের নিকট আগত হইয়াছিল, এবং যৎসম্বন্ধে তাহারা উপহাস করিতেছিল, তাহাই তাহাদিগকে ঘেরিয়া লইয়াছিল। ৪।৯=৩৪

৩৫। এবং যাহারা তাঁহার ক্ষমতা ভাগকারীতে বিশ্বাস করে,

তাহারা বলিতেছে, (বহু ঈশ্বর উপাসনা দূষ্য নহে, দুষ্য হইলে) যদি আল্‌লাহ্‌ ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিতাম না; আমরাও এবং আমাদের পিতাগণও (তেমন করিত না,) এবং তাঁহার (আদিষ্ট) ব্যতীত অন্য বস্তুকে অবৈধ করিতাম না। (যদি এই সকল মন্দ হইত, তিনি ইহা হইতে দিতেন না)। ইহাদের পূর্ব্বে যাহারা গত হইয়াছে, তাহারাও এইরূপ করিত। ফলতঃ (আল্‌লাহর আদেশ যে ইহা সকল মন্দ) প্রকাশ্য ভাবে পৌঁছাইয়া দেওয়া ব্যতীত পয়গম্বরের উপরে অন্য দায়িত্ব নাই।

৩৬ ফলতঃ আমি প্রত্যেক দলের মধ্যে রসুলকে দণ্ডায়মান করিয়াছি, উদ্দেশ্য (তাহারা প্রচার করুক) আল্‌লাহ্‌রই (আদেশ পালনরূপ) উপাসনা কর, এবং তাগুতকে (অর্থাৎ অসত্য সকলকে) পরিত্যাগ কর। তদনন্তর তাহাদের মধ্যে কতক জনাকে আল্‌লাহ্‌ পথ প্রদর্শন করিলেন, এবং কতক জনার সম্বন্ধে পথভ্রান্ত হইয়া যাওয়া (নিয়তি মত) সত্য হইল। অতএব পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া দেখ, যাহারা (রসুলের কথাতে) অসত্যারোপ করিত, তাহাদের পরিণাম কেমন হইয়াছে। ৩৭ (হে রসুল এমতস্থলে) যদি তুমি ইহাদের পথ প্রাপ্তির জন্য উৎসুক হও, যাহাদিগকে (তাহাদের স্বভাব মতই) পথ ভ্রষ্ট করা হইয়াছে, নিশ্চয়ই আল্‌লাহ্‌ তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিবেন না; এবং (এতৎ সম্বন্ধে) কেহ তাহাদের সহায়হইবে না। ৩৮ এবং(তাহার দৃষ্টান্ত) ইহারা আল্‌লাহর নাম লইয়া ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর শপথ করে যে, যে ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে, আল্‌লাহ্‌ তাহাকে (কর্ম্ম ভোগ জন্য) পুনর্ব্বার দণ্ডায়মান করিবেন না। কখনই এরূপ নহে, এই অঙ্গীকার (পুনরুত্থান) সত্য করা তাঁহার উপরে (কর্ত্তব্য হইয়াছে,) কিন্তু বহু মনুষ্য ইহা বুঝে না (যে তিনি তাঁহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না)। ৩৯ এই জন্যই (তিনি কেয়ামত সংঘটিত করিবেন)

যেন যাহারা তৎসম্বন্ধে ভিন্ন মতাবলম্বী তাহাদিগকে তাহা প্রদর্শন করেন; এবং যাহারা অগ্রাহ্য করিতেছিল, তাহাদিগকে অবগত করেন যে, নিঃসন্দেহই তাহারাই মিথ্যা বলিতেছিল। ৪০ যখন আমি (কোন ঘটনার) সঙ্কল্প করি, তৎসম্বন্ধে উহাকে আমার আদেশ হয়, হও, তৎক্ষণাৎ উহা হইয়া যায়। ৫।৬ = ৪০

৪১। এবং যাহারা আল্লাহর পথে স্থির থাকার উদ্দেশে নির্য্যাতনে দেশত্যাগ (হিজরত) করিয়াছে, আমি পৃথিবীতেও তাহাদিগকে উত্তম বাসস্থান প্রদান করিব, এবং যদি তাহারা জানিতে পারিত (তাহা হইলে দেখিতে পাইত তাহাদের) পরকালের পারিশ্রমিক নিশ্চয় বহুগুণ উৎকৃষ্ট। ৪২ ইহারা ধৈর্য্য ধারণ করিয়া রহিয়াছিল, এবং প্রতিপালকের উপর নির্ভর করিত।

৪৩। (আরবের এই অপ্রকৃত উপাস্যের উপাসকগণ বলিতেছে, যদি পয়গম্বর প্রেরণ করা আবশ্যক হইত,) তাহা হইলে ফেরেশ্‌তাগণকেই পয়গম্বর করা হইত,) ফলতঃ (হে রসুল, চির প্রচলিত নিয়ম মত) তোমার পূর্ব্বেও আমি মনুষ্য ব্যতীত অন্যকে রসুল করিয়া পাঠাই নাই, (সাধারণ মনুষ্য এবং মনুষ্য রসুলে পার্থক্য এই যে) আমি রসুলদিগের দিকে ওহি প্রেরণ করি। (হে অবিশ্বাসকারিগণ) যদি তোমরা (আল্লাহর এই নিয়ম) অবগত নহ তাহা হইলে, উপদেশ (গ্রন্থ) প্রাপ্ত ব্যক্তি (ইহুদি, ঈসায়ী) গণকে জিজ্ঞাসা কর। ৪৪ আমি তাহাদিগকে প্রমাণ এবং গ্রন্থসহ পাঠাইয়াছিলাম। এবং (তদ্রূপ) তোমার উপরে আমি উপদেশপূর্ণ (কোর্-আন) অবতীর্ণ করিয়াছি, যেন তুমি মনুষ্যগণকে জ্ঞাত কর যে তাহাদের জন্য কি আদেশ অবতারিত হইয়াছে; যেন তাহারাও অনুধাবন করিয়া দেখে (যে পূর্ব্বাপর হইতে মনুষ্যকেই রসুল করা হইয়াছে)। ৪৫ অহো, যাহারা (কুতর্ক, বিতর্ক, মিথ্যা

দোষারোপ, নির্য্যাতন, ভয় প্রদর্শন প্রভৃতি) মন্দ কৌশল অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা কি এতদ্বিষয় নিশ্চিন্ত রহিয়াছে যে আল্লাহ্, (তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম মত) তাহাদিগকে সহ পৃথিবী (পৃষ্ঠ) প্রোথিত করিয়া ফেলিতে পারেন, অথবা যে দিক হইতে তাহারা আশঙ্কা করে নাই, সে দিক হইতে তাহাদের নিকট দণ্ড সমাগত হইতে পারে? ৪৬ অথবা যখন তাহারা (দেশ দেশান্তর) যাতায়াত করে, তখন তাহাদিগকে ধৃত করিতে পারেন? তখন তাহারা তাঁহাকে অশক্ত করিতে অপারগ হইবে। ৪৭ অথবা যখন তাহারা (শাস্তির) আশঙ্কা করিতে থাকে, তখনই তাহাদিগকে ধৃত করিয়া ফেলেন (তাহা হইতে কি তাহারা নিশ্চিন্ত)? (কিন্তু আল্লাহ্ সংশোধনের সময় দিয়া থাকেন,) যেহেতু নিশ্চয় আল্লাহ্ করুণাময়, অতি দয়াবান। ৪৮ আল্লাহ্ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার দিকে তাহারা দৃষ্টি করে না কেন? (আল্লাহর কেমন বাধ্য হইয়া চলিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে,) তাহাদের (অর্থাৎ ছায়াযুক্তের) ছায়া সকল (অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের বশীভূত হইয়া) দক্ষিণের দিকেতে (উত্তারায়ণে) এবং বামের দিকেতে (দক্ষিণায়নে) বিস্তৃত হয়, (যেন) আল্লাহকে সিজদা দিতেছে, (নঃ অঃ) এবং তাহারা (যেন) দৈন্যতা প্রকাশ করিতেছে। ৪৯ ফলতঃ যাহা কিছু স্বর্গে এবং মর্ত্তে ভ্রমণ করে, তাহারা আল্লাহকে (দৈন্য প্রকাশক) সিজদা করিতেছে, এবং ফেরেশ্তাগণও (সিজদাতে) অবনত রহিয়াছে, এবং তাহারা কখনও (অবাধ্যতাচারণরূপ) গর্ব্বিত ভাব প্রকাশ করে না। ৫০ তাহাদের উর্দ্ধস্থ প্রতিপালককে তাহারা ভয় করে, এবং যাহা করিতে আদিষ্ট হয় তাহাই করে। ৬।১০=৫০

৫১। এবং (হেনর নারীগণ,) আল্লাহ আদেশ করিতেছেন, তোমরা দুই দুই (অর্থাৎ একাধিক) উপাস্য অবলম্বন করিও না, নিশ্চয় তিনিই

একমাত্র উপাস্য, অতএব আমাকেই ভয় কর; ৫২ এবং যাহা কিছু স্বর্গে এবং মর্ত্তে, তাহা সমস্ত তাঁহার, এবং তাঁহারই উপাসনা করা কর্ত্তব্য; আশ্চর্য্যের বিষয়, এমতস্থলেও আল্লাহ ব্যতীত অন্য (উপাস্যকে অনিষ্টকর্ত্তা বিশ্বাসে) ভয় করিতেছে?

৫৩, ফলতঃ (স্বাস্থ্য, সম্পদ, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন প্রভৃতি) যে সকল মহাদান তোমরা প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা সমস্ত তাঁহারই নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ; তদনন্তর যখন কোনও বিপদ তোমাদিগকে আক্রমণ করে, তখন তাঁহারই নিকট কাতরতা প্রকাশ কর; ৫৪ তাবপর যখন সেই বিপদ দুর করিয়া দেন, তখন তোমাদের কতকজন শিরক অর্থাৎ একাধিক উপাস্যের বিদ্যমানতা প্রকাশ করায় করে। ৫৫ তাহাদের উদ্দেশ্য যে আমি যাহা তাহাদিগকে প্রদান কবিযাছি, তৎসম্বন্ধে অনুগ্রহ অস্বীকার করে। (হে অনুগ্রহ অস্বীকারকারী নরনারীগণ,) অতঃপর তোমরা (ক্ষণস্থায়ী জীবন কতকদিন) ভোগ কর, তদনন্তর শীঘ্রই (অর্থাৎ মরণের পরই ইহাব পরিণাম) জানিতে পারিবে। ৫৬ এবং আমি যদ্দারা তাহাদিগকে লাভবান করিয়াছি, (যথা শস্যক্ষেত্র, পশুপাল, সন্তান সন্ততি,) তাহাতে তাহারা যাহাদের প্রকৃত বিষয় অবগত নহে তাহাদের, (সেই কল্পিত উপাস্যগণের) অংশ স্থাপন করে; (যথা এই খণ্ডের শস্য অমুক দেবতার, এই পশু অমুক দেবীর, এই পুত্রটি পীর সাহেবের দেওয়া;) আল্লাহরই শপথ তোমরা যে (এইরূপ) মিথ্যা গঠিত করিতেছ, তৎসম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবা। ৫৭ এবং (এই পৌত্তলিক আরবগণ তাহাদের উপাস্য ফেরেশ্‌তাগণকে) আল্লাহর কন্যা অবধারণ করিতেছে; সর্ব্বপ্রকার পবিত্রতা তাঁহার, (তাহারা তাঁহাকে কন্যার জনক করিয়াছে,) অথচ তাহারা (স্বয়ং কন্যার বাঞ্ছা কখনও করে না,) তাহারা যাহার বাঞ্ছা

করে, (অর্থাৎ পুত্রের,) তাহা তাহাদের আছে, (কিন্তু তাহাদের কথামত তাহা তাঁহার নাই ;) ৫৮, এবং (কন্যার পিতা হওয়া তাহারা এমত ঘৃণিত মনে করে যে,) যখন তাহাদের কাহাকেও কন্যার সুসংবাদ প্রদান করা হয়, তাহার মুখ কাল হইয়া যায়, এবং সে (তাহার ভার্য্যার প্রতি) ক্রোধপূর্ণ হয়, (যে এই হতভাগিনীটা পুত্র জন্মাইতে পারে না।) ৫৯ যে মন্দ বিষয়ের সুসংবাদ তাহাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা সে তাহার স্বজনবর্গ হইতে গোপন করে ; হয় সে এই অবমাননা সহ্য করিয়া থাকে, অথবা (লজ্জিত হইয়া) কন্যাটিকে মৃত্তিকা মধ্যে (জিয়ন্তে) প্রোথিত করিয়া ফেলে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে (এমতস্থলেও স্বয়ং আল্লাহ্ কন্যা জন্মাইয়াছেন, তিনি ফেরেশ্তা দেবী ব্যতীত দেবতা জন্মাইতে পারেন নাই,) এই মন্দ কথা (তাঁহার সম্বন্ধে) অবধারিত করে !! (এই কল্পিত দেবীগণের উপাসনার পারলৌকিক পরিণাম অতি মন্দ।) ৬০ যাহারা (কর্ম্মফল প্রাপ্তির দিবস) কেয়ামতে বিশ্বাস করে না, তাহাদের তুলনা অতি মন্দ, পরন্তু আল্লাহর তুলনা অতি মহৎ, তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী, তিনি (কাহার স্থান জন্নতে হইবে, কাহার জহীমে হইবে তাহার) আদেশকর্ত্তা। ৭।১০=৬০

৬১। এবং যদি আল্লাহ্ মনুষ্যগণকে তাহাদের পাপের জন্য (তৎক্ষণাৎ) ধৃত করিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীর উপরে কোনও প্রাণীকে পরিত্যাগ করিতেন না ; (তাহাদের পাপে সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হইত ;) কিন্তু তাহাদিগকে এক নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত সময় প্রদান করেন, তদনন্তর যখন তাহাদের নির্ণীত সময় আগত হয়, তাহা হইতে তাহা এক মুহূর্ত্তও পশ্চাৎ অবস্থান করে না, কিম্বা (এক মুহূর্ত্ত) পূর্ব্বেও আগত হয় না। ৬২ এবং ইহারা যাহা মন্দ ভাবে (অর্থাৎ সমকক্ষের বিদ্যমানতা,) আল্লাহর জন্য তাহা অবধারণ করে, এবং তাহাদের

জিহ্বা মিথ্যা প্রকাশ করে যে, (যদি পরকাল থাকে তাহা হইলেও,) তাহাদের জন্য (যেমন এখানে তেমন সেখানেও,) যাহা উত্তম তাহা আছে।‧ ইহার পরিণাম অগ্নি, এবং তাহারা তাহাতে আনীত হইবে। ৬৩ আল্লাহরই শপথ, আমি তোমাদের পূর্ব্বেও মনুষ্যজাতির নিকট রসুল প্রেরণ করিয়াছি, তদনন্তর শয়তান তাহাদের নিকট তাহাদের (দূষ্য) কর্ম্ম সকলকে সুদৃশ্য করিয়া দেখাইয়াছিল, এমতস্থলে অদ্যও সে তাহাদের বন্ধু, সুতরাং তাহাদের জন্য কষ্টদায়ক যন্ত্রণা। ৬৪ এবং আমি তোমার উপরে গ্রন্থ, এই উদ্দেশ্য ব্যতীত অবতীর্ণ করি নাই, যে তাহারা যৎসম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হইয়াছে, তাহা তাহাদের নিকট স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ কর; এবং (ইহাও প্রকাশ কর যে,) বিশ্বাস স্থাপনকারিগণের জন্য ইহা পথপ্রদর্শক, এবং মহানুগ্রহ। ৬৫ এবং আল্লাহ আকাশ হইতে জল অবতীর্ণ করেন, তদনন্তর মৃত পৃথিবীকে তদ্দ্বারা সঞ্জীবিত করেন, (তদ্রূপ তিনি কোর্-আন্ রূপ মৃত সঞ্জীবনী বর্ষণ করিতেছেন।) যে ব্যক্তিগণ ইহা শ্রবণ করে, তাহাদের জন্য ইহাতে নিঃসন্দেহই প্রমাণ রহিয়াছে (যে তিনি এক, অদ্বিতীয়, তিনিই উপাস্য।) ৮।৫ = ৬৫

৬৬। এবং (হে মনুষ্যগণ,) চতুষ্পদ জন্তু সকলেতেও তোমাদের জন্য (তাঁহার সম্বন্ধে) উপদেশ রহিয়াছে; তাহাদের উদরেতে মল এবং রক্ত (এই উভয়ের) মধ্য (অবস্থাপন্ন যাহা তাহা) হইতে ([illegible] প্রস্তুত করিয়া) তোমাদিগকে পান করাই (অর্থাৎ) বিশুদ্ধ দুগ্ধ, (যাহা) পানকারিগণ (সানন্দে) গলাধঃ করে। ৬৭ এবং খর্জ্জুর এবং আঙ্গুরের ফল সকল হইতে তোমরা মাদক দ্রব্য প্রস্তুত কর, এবং (তাহা হইতেই আবার) উপাদেয় খাদ্য (তৈয়ার কর,) যে ব্যক্তিগণ বুঝিয়া দেখে তাহাদের জন্য ইহাতে প্রমাণ রহিয়াছে।

৬৮ এবং (কীট, পতঙ্গ, মক্ষিকাদিও, তোমাদিগকে বহু প্রমাণ প্রদান করিতেছে। যথা :—) তোমার প্রতিপালক মধুমক্ষিকাদিগকে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিতেছেন যে, পর্ব্বত সকলেতে গৃহসকল নির্ম্মাণ কর, এবং বৃক্ষ সকলেতে, এবং (মনুষ্যগণের) প্রস্তুত উচ্চস্থান সকলেতে (তোমাদের মধুচক্র সকল সংস্থাপন কর।) ৬৯ তদনন্তর ফল সকল হইতে (রস) পান কর, তদনন্তর দীনভাবে তোমাদের প্রতিপালকের পথে (তোমাদের কর্ত্তব্যের পথে) চলিতে থাক। তাহাদের উদর হইতে বিবিধ-বর্ণের পানীয় বিনিঃসৃত হয়; তাহাতে মনুষ্যগণের জন্য স্বাস্থ্যও রহিয়াছে; যে ব্যক্তিগণ চিন্তাশীল, তাহাদের জন্য নিশ্চয় ইহাতে (তাঁহার কৌশলের) প্রমাণ রহিয়াছে।

৭০। হে মনুষ্যগণ, আল্লাহই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদনন্তর তোমাদিগকে উঠাইয়া লন। এবং তোমাদের কতকজনকে অপকৃষ্ট (বৃদ্ধ) বয়সেতে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তৎপ্রযুক্ত তাহারা যাহা জানিত, তাহা আর বুঝিতে পারে না। ইহাতে সন্দেহ নাই যে আল্লাহ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান। ৯।৫ = ৭০ (তদ্রূপ প্রত্যেক জাতির বাল্য, যুবত্ব এবং বৃদ্ধকাল আছে,—অনুবাদক।)

৭১। এবং আল্লাহ তোমাদের কতক জনাকে অন্য কতক জনার উপরে ধনাগম সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতা প্রদান করিয়াছেন; তদনন্তর, যাহাদিগকে শ্রেষ্ঠতা প্রদান করা হইয়াছে, তাহারা তাহাদের ধন, যাহারা তাহাদের হস্তের অধীন, তাহাদিগকে (স্বভাবতই) প্রদান করে না, যেন তাহারা তৎসম্বন্ধে এক সমান হয়; (তদ্রূপ আল্লাহ কাহাকেও তাঁহার সম ক্ষমতাপন্ন করেন নাই, অন্য কেহই ধন জন মান প্রদান করিতে পারে না।) এমত স্থলেও তাহারা (ধনদাতা মঙ্গলদাতা প্রভৃতির পূজা করিয়া) আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকারকারী হয়। ৭২ এবং তোমাদেরই মধ্য

হইতে, তোমাদের জন্য আল্লাহ তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তোমাদের সঙ্গিনী হইতে তোমাদের সন্তান সন্ততি সৃষ্টি করিয়াছেন, (তোমাদের স্ত্রী তোমাদেরই ন্যায় মনুষ্য, এবং তোমাদের সন্তানগণও তোমাদেরই ন্যায়, তোমরা জনক, জননী, জাত, সমশ্রেণী। কিন্তু তাঁহার কথিত কন্যা ফেরেশ্তাগণ তাঁহার শ্রেণীর নহেন, এবং তাঁহার শ্রেণীর কোনও নারীরও বিদ্যমানতা নাই। সুতরাং তাঁহাতে সন্তানের জনকত্ব অর্পিত হইতে পারে না।) এবং নির্দ্দোষ বস্তু সকলকে তোমাদিগকে আহার্য্য স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন, এমত স্থলেও (ইহারা) যাহা অপ্রকৃত তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে, (যে তাহারা অন্নদাতা,) এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সকল অস্বীকার করিতেছে, ৭৩ এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিতেছে, (অথচ এই অপ্রকৃত উপাস্যগণ) আকাশ হইতে (জলবর্ষণ করিয়া) এবং পৃথিবী হইতে (শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া) তাহাদিগকে জীবন ধারণোপায় প্রদান করিতে অক্ষম, ফলতঃ তাহাদের কোনও ক্ষমতাই নাই। ৭৪ এমত স্থলে আল্লাহর সহিত কাহারও সাদৃশ্যতা স্থাপন করিও না। নিঃসন্দেহই, (আল্লাহর সম্বন্ধে) আল্লাহই (সমস্ত) অবগত, এবং তোমরা সম্পূর্ণ অবগত নহ। (তিনিই বলিয়া দিতেছেন, তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁহার সম ক্ষমতাপন্ন কেহ নাই, তিনিই বিশ্ব রাজ্য চালাইতেছেন, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, রসুল প্রেরণকর্ত্তা ইত্যাদি।) ৭৫ আল্লাহ (পয়গম্বর সম্বন্ধে) একটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন, (যথা) (সাধারণ ব্যক্তি যেন) একজন দাস, পরাধীন ; কোনও বস্তুর উপরেই তাহার কোনও ক্ষমতা নাই , এবং (আর একজন যথা পয়গম্বর এমত যে) যাহাকে আমি আমার নিকট হইতে উত্তম আয় প্রদান করিয়াছি, তদনন্তর সে তাহা হইতে গুপ্তভাবে এবং প্রকাশ্যভাবে ব্যয় করিতেছে ; জিজ্ঞাসা করি ইহারা কি এক সমান ? (তঃ কঃ) আল্-

লাহরই সমস্ত প্রশংসাবাদ, ফলতঃ তাহাদের অনেকেই ইহা বুঝে না। ৭৬ আল্লাহ (আরও) একটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন, (যথা:—) দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন বোবা (মনোভাব প্রকাশ জন্য) কোনও বিষয়ের উপর তাহার কোনও ক্ষমতা নাই, এবং তাহার প্রভুর উপরে সে মহাভার, যে কোনও (ভাল) দিকে তাহাকে অভিমুখী করুক না কেন, সে কোনও ভালই করিতে পারে না, জিজ্ঞাসা করি, সেই (বোবা) কি তাহার তুল্য যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত কথা বলে? এবং যে অবক্র পথের উপরে আছে, (যথা পয়গম্বর।) ১০।৬=৭৬

৭৭। এবং স্বর্গের এবং মর্ত্তের গুপ্ত বিষয় সকল আল্লাহ্ জ্ঞাত। এবং কেয়ামতের ঘটনা চক্ষুর এক পলক ব্যতীত নহে, অথবা তাহা হইতেও সন্নিকটস্থ সময়। নিশ্চয় সকল বিষয়ের উপ [illegible] ক্ষমতা রহিয়াছে। ৭৮ এবং আল্লাহ তোমাদিগকে [illegible] র গর্ভ হইতে বাহির করিয়াছেন, তোমরা কিছুই জানি[illegible]; এ[illegible]মাদের নিমিত্ত কর্ণ এবং চক্ষু এবং মন সৃজন করিযাছেন, [illegible] তোমরা (এই সকলের সৎ ব্যবহার করণ রূপ) অনুগ্রহ স্বীকার [illegible]। ৭৯ যে সকল পাখীকে আকাশের শিখর দেশে (তাঁহার নিয়মের) অধীনস্থ করিয়া (স্থির) রাখা হইয়াছে, (অর্থাৎ নক্ষত্রাবলি,) তাহাদিগের দিকে তাহারা দেখে না কেন? আল্লাহ ব্যতীত আর কে তাহাদিগকে (স্বপথে) স্থির করিয়া রাখে? বিশ্বাস স্থাপনকারীদিগের জন্য নিশ্চয় ইহাতে (তাঁহার সম্বন্ধীয়) চিহ্ন রহিয়াছে। (তঃ কঃ)

৮০। এবং আল্লাহ তোমাদের গৃহ সকলকে তোমাদের অবস্থানের স্থান করিয়াছেন, এবং চতুষ্পদ সকলের চর্ম্ম দ্বারাও তোমাদের জন্য গৃহ-সকল করিয়াছেন, যে দিন তোমরা স্থানান্তরে যাও, সে সকলকে (বহন করিতে) ভার বোধ হয় না, এবং (নব) আবাস স্থাপন কালেও (ভার

বোধ হয় না।) এবং মেষের লোম দ্বারা, এবং উষ্ট্রের লোম দ্বারা, এবং ছাগের লোম দ্বারা বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়, এবং কতক সময় পর্য্যন্ত লাভবান করে। ৮১ এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা দ্বারা ছায়া প্রদান করেন, এবং পর্ব্বত মধ্যে তোমাদের জন্য নিভৃত স্থানও সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং উত্তাপ হইতে রক্ষাকরণ জন্য বস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তোমাদিগকে যুদ্ধ হইতে রক্ষা করে (এমত) আবরণও তোমাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন। এইরূপে আল্লাহ তাঁহার অনুগ্রহ তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করেন, উদ্দেশ্য যে তোমরা তাঁহাতে আত্মসমর্পণ কর। ৮২ অতঃপরও যদি (বহু ঈশ্বর পূজক আরবগণ) মুখ ফিরাইয়া লয়, (তাহা হইলে হে রসুল তুমি যাহা আদিষ্ট হইয়াছ তাহা) পঁহুছাইয়া দেওয়া ব্যতীত তোমার উপরে দায়িত্ব নাই। ৮৩। ইহা সকল আল্লাহর অনুগ্রহ তাহারা চিনিতে পারে, তথাপি তাহারা অস্বীকার করিয়া কাফের হওয়ার কার্য্য করে। বস্তুতঃ তাহাদের অধিকাংশই অনুগ্রহ স্বীকারকারী হয় না। ১১।৭=৮৩

৮৪। এবং (হে মনুষ্যগণ,) সে দিবস, (কেয়ামতের দিবস,) আমি প্রত্যেক (রসুলের উপদিষ্টদলের অর্থাৎ) উম্মতের জন্য এক এক জন সাক্ষী (অর্থাৎ তাহাদের রসুল) কে উত্থিত করিব, (তাহাদের বিরুদ্ধে তাঁহারই সাক্ষ্য যথেষ্ট হইবে;) তদনন্তর যাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতা করিয়াছিল, তাহাদিগকে (কিছু বলার) অনুমতি দেওয়া হইবে না, এবং (সুকর্ম্ম করিয়া আল্লাহর) প্রসন্নতা লাভ করার জন্যও বলা হইবে না। ৮৫ এবং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতা করিয়াছিল যখন তাহারা শাস্তি দর্শন করিবে, তখন তাহাদের জন্য তাহা লঘু করা হইবে না, এবং তাহাদিগকে (ঐ শাস্তি হইতে) অবসরও দেওয়া হইবে না। ৮৬ এবং যখন ধর্ম্মদ্রোহিগণ তাহাদের (কল্পিত) ক্ষমতা ভাগকারীগণকে দর্শন

করিবে, তখন বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক ইহারাই, (এই ফেরেশ্‌তাগণ, এই হজরত ঈসা, এই হজরত উজ' এর,) আমাদের (উপাস্য তোমার) ক্ষমতা ভাগকারী, তোমাকে ব্যতীত ইহাদিগকেই আমরা উপাসনা করিতাম। তদনন্তর তাহাদিগকে তাহারা (প্রত্যুত্তরে) বলিবে নিশ্চয় নিশ্চয় তোমরা মিথ্যাবাদী, (তোমরা যে আমাদের উপাসনা করিতে তাহা আমরা জানিতামও না।) ৮৭ এবং সে দিবস তাহারা নিজকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করিয়া দিবে, এবং তাহারা যে মিথ্যা গঠিত করিয়াছিল তাহা (সেই মিথ্যা) তাহাদের (মন) হইতে দূর হইয়া যাইবে। ৮৮ তাহারা যে (রসুলের) অবাধ্যাচরণ করিতেছিল, এবং আল্লাহর পথ হইতে (অন্যকে) নিবারণ করিত, তাহারা যে (এই দ্বিবিধ) অনর্থ সংঘটিত করিত, তজ্জন্য তাহাদের জন্য আমি যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা বৃদ্ধি করিব। ৮৯ এবং সে দিবস তাহাদেরই মধ্য হইতে আমি প্রত্যেক দলের বিরুদ্ধে সাক্ষী উপস্থিত করিব, এবং এই (মক্কার ধর্ম্মদ্রোহী) গণের বিরুদ্ধে (হে পয়গম্বর) তোমাকেই সাক্ষী উপস্থিত করিব, (তাহারা তোমাকে অগ্রাহ্য করিতেছে,) অথচ প্রত্যেক বিষয়ের বর্ণনাপূর্ণ গ্রন্থ আমি তোমার উপরে অবতীর্ণ করিয়াছি, তাহা পথপ্রদর্শক, মহানুগ্রহ, এবং আত্মসমর্পণ কারিগণের জন্য মহাসুসংবাদ। ১২।৬=৮৯

৯০। আল্লাহ নিশ্চয়ই ন্যায়পরায়ণতার, এবং অনুগ্রহ করণের, এবং স্বগণদিগকে দান করণের আদেশ করিতেছেন, এবং লজ্জাকর কার্য্য করিতে এবং পাপজনক কার্য্য করিতে, এবং বিদ্রোহিতা করিতে নিষেধ করিতেছেন; অর্থাৎ তোমাদিগকে (সর্ব্বপ্রকার সুকর্ম্ম করিতে, এবং সর্ব্বপ্রকার মন্দ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে) উপদেশ করিতেছেন, যেন তোমরা উপদেশগ্রাহী হও। এবং যখন তোমরা আল্লাহর (নামে) অঙ্গীকার বদ্ধ হও, তখন আল্লাহর (নামে বদ্ধ) অঙ্গীকার পূর্ণ করিও,

এবং শপথকে (তদ্রূপে) দৃঢ় করার পর ভগ্ন করিও না, যেহেতু সত্যই তৎসম্বন্ধে আল্লাহকে তোমরা প্রতিভূ করিয়াছ; তোমরা যাহা কর তৎসম্বন্ধে আল্লাহ অবগত। ৯২ এবং (শপথ ভঙ্গ সম্বন্ধে) সেই নারীর মত হইও না, যে তাহার সূত্র সকলকে (পাক দিয়া) দৃঢ় করার পর খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে। (কিন্তু হে ধর্মদ্রোহী আরবগণ,) তোমরা তোমাদের শপথ (কৃত সন্ধিকে) তোমাদের (উভয়ের) মধ্যে (প্রতারণা করণ জন্য) প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছ, (এইজন্য) যে একদল (অর্থাৎ তোমরা) অন্যদল (অর্থাৎ মুসলমানগণ) হইতে সংখ্যায় অধিক। ইহা ব্যতীত নহে যে নিশ্চয় আল্লাহ তদ্দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতেছেন, এবং কেয়ামতের দিন তোমাদিগকে তাহা দর্শন করাইবেন যাহার অন্যথা করিতেছ। ৯৩ ফলতঃ আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে তোমাদিগকে একই ধর্মমতাবলম্বী করি-তেন, কিন্তু যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি বিপথগামী করেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পথ প্রদর্শন করেন। ফলতঃ তোমরা যাহা করিতেছ তৎসম্বন্ধে নিশ্চয় জিজ্ঞাসিত হইবা। ৯৪ এবং (হে মক্কার ধর্মদ্রোহিগণ,) তোমাদের শপথকে তোমাদের মধ্যে প্রতারণার উপায় স্বরূপ করিও না; যদি তাহা কর তাহা হইলে তোমাদের পদস্থাপিত হওয়ার পরও স্খলিত হইয়া যাইবে; * এবং আল্লাহর (গৃহ প্রদক্ষিণ করণরূপ) পথ হইতে বন্ধ করিয়া রাখার জন্য তোমরা অমঙ্গলের আস্বাদ গ্রহণ করিবা, এবং (তদ্ব্যতীত) তোমাদের জন্য কেয়ামতের মহা শাস্তি। ৯৫ এবং আল্লাহর শপথকে সামান্য লাভের বিনিময়ে বিক্রয় করিও না। যদি তোমরা বুঝ তাহা হইলে যাহা তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট আছে তাহা বহু উৎকৃষ্ট। ৯৬ যাহা তোমাদের নিকট আছে তাহা

* আধুনিক ইউরোপীয় ঘটনা এই সত্যের অকাট্য প্রমাণ।

বিনশ্বর, এবং যাহা আল্লাহর নিকট আছে তাহা চিরস্থায়ী। এবং যাহারা (এই সকল উপদেশে) ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে তাহাদের উত্তম পারিশ্রমিক বিনিময় প্রদান করিব। ৯৭ ফলতঃ কি পুরুষ, কি স্ত্রী, যে ভাল কর্ম্ম করিবে, এবং বিশ্বাস স্থাপনকারীও হইবে, তজ্জন্য তাহাকে আমি উত্তম জীবনে জীবিত করিব, এবং তাহারা যেমন কর্ম্ম করিয়াছিল, তদনুরূপ পারিশ্রমিক প্রদান করিব। ৯৮ এবং হে পয়গম্বর যখন তুমি কোর্-আন পাঠ করিতে আরম্ভ কর, তখন প্রতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিও, (কোর্-আন আরম্ভের প্রথমে আ, উ জো-বিল্লাহে-মিনশ্—শয়তানের—রজীম, আমি প্রতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, পাঠ করিয়া) প্রতাড়িত শয়তা[illegible]তে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করিও। ৯৯ যাহারা বিশ্বাসস্থাপন [illegible] আল্লাহর উপর নির্ভর করে, তাহাদের উপরে তাহার কোন[illegible] নাই; ১০০ এবং যাহারা তাহার সহিত বন্ধুতা করে, এবং [illegible] ঈশ্বর অবলম্বন করিয়া তাহাকেই অবলম্বন করে, তাহাদের উপরে [illegible] (অন্যের উপর তাহার) ক্ষমতা নাই। ১৩।১১=১০০।

১০১। এবং যখন আমি কোন আএতস্থলে অন্য আএত পরিবর্ত্তন করিয়া দেই, ফলতঃ যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহা (আমি) আল্লাহ্ বিশেষরূপে অবগত, (অবিশ্বাসকারিগণ) বলে (হে মোহাম্মদ [দঃ]) নিশ্চয় তুমি মিথ্যা রচনা করিতেছ, (ইহা আল্লাহর কথা হইলে এক আএত অন্য আএতকে রহিত করিত না,) বরং (হে রসুল,) তাহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না, (যে যাহা রহিত করা উচিত, তাহা আল্লাহ উত্তমরূপে জানেন)। ১০২ তাহাদিগকে বল যে, পবিত্র আত্মা (জীবরাইল) আল্লাহর নিকট হইতে সত্যসহ (যথোপযুক্ত

স্থলে) তাহা অবতীর্ণ করিয়াছে; উদ্দেশ্য যে, যাহারা বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছে তাহাদিগকে, (বিশ্বাসেতে) স্থির করিয়া রাখে, এবং তাহা আত্ম-সমর্পণকারিগণের জন্য পথপ্রদর্শক এবং সুসংবাদদাতা হউক। ১০৩ এবং আমি ইহাও জানি, তাহারা বলিতেছে, একজন লোকে (অর্থাৎ পারস্য দেশবাসী সল্‌মন) তাহাকে তাহা শিখাইয়া দিতেছে। যে ব্যক্তির প্রতি তাহারা সন্দেহ করিতেছে, তাহার ভাষা বৈদেশিক, এবং প্রকাশ্যতঃ ইহা আরব্য (ভাষা।) ১০৪ ফলতঃ যাহারা আল্‌লাহর নিদর্শন সকলেতে বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে আল্‌লাহ পথ-প্রদর্শন করেন না, (যেহেতু নিয়তিমত ইহারা কখনও বিশ্বাস করিবে না,) এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ১০৫ যাহারা আল্‌লাহর প্রমাণে বিশ্বাস করে না, তাহারাই নিশ্চয় মিথ্যা প্রস্তুত করিয়া লয়, এবং ইহারাই যাহারা মিথ্যাবাদী।

১০৬। যে ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দিয়া নিরুপায় করা হয়, কিন্তু বিশ্বাসেতে তাহার হৃদয়ে সান্ত্বনা জন্মে, এমত ব্যক্তি ব্যতীত, যাহারা বিশ্বাসস্থাপনের পর, আল্‌লাহর সহিত ধর্ম্মদ্রোহিতা করে, এবং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতাতে হৃদয় খুলিয়া দেয়, তজ্জন্য, তাহাদেরই উপর আল্‌লাহর নিকট হইতে ক্রোধ অবতীর্ণ হয়, এবং তাহাদেরই জন্য মহা যন্ত্রণা।

ব্যা ১০৭´। (নিম্নলিখিত ঘটনার প্রতি এই আএত ইঙ্গিত করিতেছে। ইয়াসীর, তাঁহার স্ত্রী সোমেয়া, এবং পুত্র আম্‌মার ইস্‌লামাবলম্বন করিলেন, তখন তাঁহাদের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ হইল, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের কেহই ইস্‌লাম ত্যাগ করিলেন না। হজরত আম্‌মার কষ্ট সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া "আমি পুত্তলিকাতে, এবং কোর্‌-আন মন্ত্রসংহতি এই কথাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম" বলিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন, কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস অর্থাৎ

ইমান ত্যাগ করিলেন না। তাহারা নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিয়া হজরত ইয়াসীরের প্রাণ বধ করিল, তথাপি তিনি ইস্লাম-বিরুদ্ধ কোনও কথা মুখে আনিলেন না। তাঁহার সহধর্ম্মিণী হজরত সোমেয়া আদর্শনীয় ধৈর্য্য প্রকাশ করিলেন। প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু ইস্লাম, কোর্-আন, পয়গম্বরকে অমান্য প্রদর্শন করার একটি কথাও বলিলেন না। তাঁহার স্বামীকে তাঁহার সম্মুখেই হত্যা করা হইল। পৌত্তলিকগণ মাতা সোমেয়ার পদদ্বয় দুইটা বলবান উষ্ট্রের পশ্চাৎ পদে বাঁধিয়া তাহাদিগকে দৌড়াইয়া দিল, তথাপি তিনি লাত, মনাত প্রভৃতি দেব-দেবীকে অবলম্বন করিলেন না, কোর্-আন, এবং পয়গম্বরকে অস্বীকার করিলেন না। তখন পৌত্তলিকগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার মাতৃ অঙ্গে একখানা বল্লম বিঁধাইয়া দিল, এবং উষ্ট্রদ্বয়কে সবলে দৌড়াইয়া দিল, এইরূপ পৈশাচিক যন্ত্রণা দিয়া মাতার প্রাণ হত্যা করিল। হজরত আম্মার কাঁদিতে কাঁদিতে, কি উপায়ে প্রাণ রক্ষা করিয়াছে বলিয়া, আন্তরিক অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে বরং মরণই ভাল বোধ হইল। রসুল সস্নেহে তাঁহার অশ্রু মুছিয়া দিলেন, অনেক সান্ত্বনা করিলেন। প্রাণ রক্ষার্থে যদি কেহ ইস্লাম-বিরুদ্ধ কার্য্য করে, কিন্তু মনে মনে ইস্লামে দৃঢ় থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ মার্জ্জনা করিয়া দেন, এই উপলক্ষে ১০৬ আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল। এমত স্থলেও যদি কেহ হজরত ইয়াসীর, এবং হজরত সোমেয়ার ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন করে তাহারাই আল্লাহর নিকট সমাদৃত হয়।)

(সুফীয়ান-বিন খালেদের অনুরোধে হজরত পয়গম্বর দশজন প্রচারককে তাঁহার বংশীয় য়িহুদিগণের মধ্যে প্রচার কার্য্যের জন্য প্রেরণ করিলেন। রজই নামক ঝরণার নিকট তাহার বংশীয় ব্যক্তিগণ ইহাদের আটজনাকে যুদ্ধে হত করিল। এতদ্বিষয় পূর্ব্বেই সুফীয়ান

ইহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। হজরত খুবেব বিন-আদী এবং জায়েদ বিন-দশনাকে তাহারা বন্দী করিল। মহাড়ম্বরে ইহাদিগকে হত্যা করা হইল। হত্যাকারিগণ হজরত খুবেয়ের শরীর হইতে এক একবার মাংস ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া লইতেছিল, এবং বলিতেছেন, তুমি কি মোহাম্মদ [দঃ]কে তোমার বদলে দিয়া আপন প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছুক নহ? তিনি বলিতেছিলেন, তাঁহাকে একটি কণ্টক বিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা হইতে রক্ষার জন্য আমার প্রাণ, ধন, স্ত্রী, সন্তান সমস্ত দিতে প্রস্তুত আছি। এইরূপে যন্ত্রণা দিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল, তথাপি তিনি ইস্‌লাম ত্যাগ করিলেন না, এবং কোর্-আন বা পয়গম্বরের অসম্মানসূচক কোনও কথা বলিলেন না।

প্রাথমিক মুসলমানগণের মধ্যে ধর্ম্মের জন্য প্রাণদানের বহু ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে।)

১০৭। (উপরে ধর্ম্মদ্রোহিগণের যে মহাশাস্তির উল্লেখ হইল) ইহা এইজন্য যে তাহারা পরকাল হইতে এই পৃথিবীর জীবনকেই ভাল বাসিত। ফল কথা, যাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতা করিতে থাকে, তাহা-দিগকে আল্‌লাহ্ ভালবাসেন না। ১০৮ ইহাদেরই মনের উপরে এবং শ্রবণের উপরে এবং দর্শনের উপরে আল্‌লাহ্ মোহর বসাইয়া দিয়াছেন, ইহারাই অসতর্ক। ১০৯ সন্দেহ নাই যে, ইহারাই পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। ১১০ পরন্তু যাহারা প্রপীড়িত হওয়ার পর দেশত্যাগী হইয়াছে, তারপর যুদ্ধ করিয়াছে, এবং ধৈর্য্যচ্যুত হয় নাই, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তাহাদের পাপ মার্জ্জনা করিয়া দিবেন, (তাহাদের প্রতি) মহা দয়া প্রকাশ করিবেন। ১৪।১০=১১০।

১১১। সে (কেয়ামতের) দিবস, প্রত্যেক প্রাণী, তাহার প্রাণের সহিত ঝগড়া করিতে করিতে উপস্থিত হইবে; এবং প্রত্যেক প্রাণীকে

সে যাহা করিয়াছিল, তাহা পূর্ণ পরিমাণ দেওয়া হইবে; এবং তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে না।

১১২। এবং আল্লাহ, (এই আল্লাহদ্রোহী আরবদের জন্য,) একটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন; কোনও নগর নিশ্চিন্ত এবং পরিতৃপ্ত ছিল, তাহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের দ্রব্য সকল প্রত্যেক স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে আসিত, তদনন্তর (নগরবাসিগণ) আল্লাহর অনুগ্রহ সকল অগ্রাহ্য করিল। তদনন্তর, তাহারা যাহা করিতেছিল তজ্জন্য, আল্লাহ তাহাকে অন্নাভাবের, এবং আতঙ্কের বসন (পরিধান করার) আস্বাদন প্রদান করিলেন। ১১৪ যথা, তাহাদেরই (মক্কাবাসিগণেরই) মধ্য হইতেই তাহাদের নিকট একজন রসুল আগত হইল, তদনন্তর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিল, (অর্থাৎ আল্লাহর মহানুগ্রহ অস্বীকার করিল,) তদনন্তর তাহাদিগকে (সপ্ত বৎসরব্যাপী দুর্ভিক্ষের আবরণ-রূপ) যন্ত্রণা আক্রমণ করিল, যেহেতু তাহারা মন্দ কর্ম্ম করিতেছিল। ১১৪ এমতস্থলে (হে মদিনাবাসিগণ, যাহারা আল্লাহর মহাদানের অর্থাৎ পয়গম্বরের সমাদর করিতেছ, তৎপ্রযুক্ত সচ্ছলতার বসনে মদিনা আচ্ছাদিত,) যে বৈধ এবং বিশুদ্ধ বস্তু আল্লাহ তোমাদিগকে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই আহার কর, এবং যদি তোমরা তাঁহারই উপাসনা কর, তাহা হইলে আল্লাহর মহাদান সকলের জন্য অনুগ্রহ স্বীকারকারী হও, (তাহা অভাবগ্রস্ত-গণকেও প্রদান কর।) ১১৫ ইহা ব্যতীত অন্যরূপ (আদেশ) নহে যে, যাহা মরিয়া গিয়াছে, এবং (বৈধ প্রাণীরও) রক্ত এবং শূকরের মাংস, এবং যাহা আল্লাহ ভিন্ন অন্যের (উপাসনা) জন্য বধ করা হইয়াছে, (তাহা সমস্ত) তোমাদের জন্য অবৈধ করা হইয়াছে; কিন্তু যে ব্যক্তি উপায়হীন, কিন্তু অবাধ্যাচরণ করিতে অনিচ্ছুক এবং প্রয়োজনের

সীমাতিক্রম করে না, সে যদি অবৈধ বস্তু গ্রহণ করে) তাহা হইলে নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাহার) পাপ মার্জ্জনা করেন এবং দয়া প্রকাশ করেন। ১১৬ এবং যাহা তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা করিয়া বলে যে ইহা বৈধ, এবং ইহা অবৈধ, তাহা বলিও না, (এইরূপে) আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করিও না। ইহা নিশ্চয়, যাহারা আল্লাহর প্রতি অসত্যারোপ করে, তাহারা কখনও উদ্ধারপ্রাপ্ত হয় না। ১১৭ (যাহারা সত্যকে মিথ্যা করে, তাহাদের জন্য) যৎসামান্য (পার্থিব) লাভ, কিন্তু তাহাদের জন্য (পারলৌকিক) কষ্টপ্রদ যন্ত্রণা। ১১৮ এবং যাহা আমি যিহুদীগণের জন্য অবৈধ করিয়াছি তাহা ইতোপূর্ব্বে তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি, এবং আমি তাহাদের উপর অত্যাচার করি নাই, কিন্তু তাহারাই নিজের উপর অত্যাচার করিত। ১১৯ এবং যে ব্যক্তিগণ মূর্খতাপূর্ব্বক (অবৈধ আহার করণ ইত্যাদি) মন্দ কার্য্য করে, তৎপর (সৎপথে) ফিরিয়া আসে, এবং নিজকে সংশোধন করিয়া লয়, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তখন পাপ মার্জ্জনা করিয়া দেন, এবং সদয় হন। ১৫।৯ = ১১৯

১২০। (আরব পৌত্তলিকগণ বলিতেছে, তাহারা ইব্রাহীমের মতাবলম্বী কিন্তু) ইব্রাহীম নিঃসন্দেহেই একাভিমুখী, আল্লাহর আজ্ঞাবহ, পথপ্রদর্শক ছিল, এবং আল্লাহর ক্ষমতা বিভাগকারীর বিদ্যমান তায় বিশ্বাসী অর্থাৎ মুশ্রেক ছিল না। ১২১ তাহাকে যে মহানুগ্রহ দান করা [illegible]ছিল, তৎজন্য অনুগ্রহ স্বীকারকারী ছিল। আল্লাহ তাহাকে [illegible]ত করিয়াছিলেন, এবং অবক্র পথের দিকে তাহাকে পথ দেখাই[illegible]। ১২২ এবং যাহা প্রশংসনীয় তাহা আমি পৃথিবীতে তাহাকে প্রদান করিয়াছিলাম, এবং পরকালে নিশ্চয় সে সুকর্ম্মান্বিত-ব্যক্তিগণের দলভুক্ত থাকিবে। ১২৩ তদনন্তর আমি তোমার দিকে এই ওহী প্রেরণ করিয়াছি, যে একমাত্র আললাহর দিকে অভিমুখী ইবরা-

হীমের ধর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন কর, ফলতঃ সে কখনও শির্ককারিগণের দলভুক্ত হয় নাই।

১২৪। (য়িহুদিগণ, জুম্মার দিবস শুক্রবার সম্বন্ধে তর্ক করিতেছে, কিন্তু সত্য) ইহা ব্যতীত নহে যে যাহারা বিশ্রাম দিবস সম্বন্ধে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, তাহাদেরই জন্য শনিবার সব্‌বত ধার্য্য হইয়াছিল, (ইব্‌রাহীমের সময় সব্‌বত ছিল না), এবং যে বিষয় তাহারা অনৈক্য হইয়াছে, কেয়ামতের দিবস আল্‌লাহ্ তৎসম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবেন।

১২৫। (হে রসুল মনুষ্যগণকে) তোমার প্রতিপালকের পথের দিকে, জ্ঞান (পূর্ণ কথা,) এবং প্রশংসনীয় উপদেশ দ্বারা, আহ্বান কর; যাহা প্রশংসার উপযুক্ত এমতভাবে তাহাদের সহিত তর্ক বিতর্ক কর; কোন্ ব্যক্তি তাঁহার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাকে নিঃসন্দেহই তিনি উত্তমরূপে জানেন; এবং কোন্ ব্যক্তি বা পথ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকেও ভাল করিয়া জানেন। ১২৬ এবং তাহারা তোমাদিগকে যদি (কথায এবং কার্য্যে) যন্ত্রণা দেয়, তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে যেমন কষ্ট দিয়াছে, তৎপরিমাণ কষ্ট তাহাদিগকে প্রতিশোধ প্রদান কর; এবং যদি (তাহাও না করিয়া) ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক, তাহা হইলে তাহা আরও উত্তম। ১২৭ (হে রসুল) তুমি (ইহাদের নির্য্যাতনে) ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক, ফলতঃ আল্‌লাহর অনুকম্পা না হইলে তুমি ধৈর্য্যশীল হইতে পার না। এবং এই প্রপীড়কগণের জন্য তুমি মন দুঃখিত হইও না, এবং তাহারা যে (সকল) উপায় অবলম্বন করিতেছে, তজ্জন্য (তোমার হৃদয়) সঙ্কীর্ণ করিও না। ১২৮ যাহারা পাপ বর্জ্জন করে, এবং যাহারা (মনুষ্যগণের সঙ্গে) সাধু ব্যবহার করে, নিসন্দেহই আল্‌লাহ তাহাদের সহিত অবস্থান করেন। ১৬।৯=১২৮

বনী ইসরাইল—ইসরাইল বংশ।

মক্কাবতীর্ণ ১৭ সংখ্যক সূরা (৬৯)।

এই সূরার মর্ম্ম :—

১ম রুকু :—সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ হজরত পয়গম্বরকে সশরীরে এক রাত্রি পবিত্র কাবা মস্‌জিদ হইতে দূরবর্ত্তী যেরুজেলমস্থ মস্‌জিদুল আক্‌সাতে লইয়া গিয়াছিলেন, ইস্‌রাইল বংশীয় পয়গম্বরগণ এই শাম দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; যেমন পয়গম্বর মোহাম্মদকে কোর্‌-আন প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্রূপ ইস্‌রাইল বংশীয় পয়গম্বর মূসাকে তওরত প্রদান করা হইয়াছিল; ঐ তওরাতে ভবিষ্যৎবাণী ছিল যে, ইস্‌রাইল বংশীয়গণ অর্থাৎ য়িহুদী জাতি তাহাদের পাপের জন্য দুইবার দণ্ডিত হইবে; প্রথমবারের অঙ্গীকৃত সময় আবুনসর বাবলপতির সময় মহা যোদ্ধা বাবলবাসিগণকে তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহারা য়িহুদী জাতিকে পরাধীন এবং নির্ব্বাসিত করিয়াছিল; য়িহুদীগণ নিজকে সংশোধন করার পর পুনঃ জাতীয় জীবন লাভ করিয়াছিল; সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ বাক্‌ দান করিয়াছিলেন, তাহারা যদি সাধু জীবন অতিবাহিত করে, তিনিও তাহাদিগকে উন্নতি প্রদান করিবেন; কিন্তু তাহাদের ব্যক্তিগত এবং জাতীয় পাপের জন্য দ্বিতীয়বারের অঙ্গীকৃত সময় আগত হইল, তখন রোমক সম্রাট্‌ টিটিয়স দ্বারা তাহাদিগকে শাস্তিগ্রস্ত করিলেন, য়িহুদী জাতির স্বাধীনতা বিনষ্ট, তাহাদের মস্‌জিদ উৎসন্ন হইল, তাহাদিগকে আশা দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি অনুকম্পা প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু 'তোমরা বিমুখ হইলে

তিনিও বিমুখ হইবেন' সতর্ক করা হইয়াছিল ; হজরত মোহাম্মদ উদ্ধাব কর্ত্তা ভাবি পয়গম্বব হইবেন, পুনঃ পুনঃ তওবাতে বলা হইয়াছে, কিন্তু ইস্‌রাইল বংশ তাহা হইতে বিমুখ হইল, তাহারা আর কখনও স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিল না ;

২য় রুকু :—মনুষ্য স্বভাব সত্বরতা অভিলাসী, কিন্তু সমস্ত ঘটনা যথা সময় হয়, যেমন দিবা বাত্রি ; তদ্রূপ যথা সময় পাপ পুণ্যের বিচাব সময় কেয়ামতের আবির্ভাব হইবে ; সকলের কর্ম্মেব গ্রন্থ তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আছে ; প্রথমতঃ পয়গম্বর প্রেবণ কবিয়া সতর্ক কবা হয, তাবপব দণ্ড , প্রধান ব্যক্তিগণই প্রথমতঃ উচ্ছৃঙ্খল হয ; যে কেবল বিনশ্বব পার্থিব সুখ ইচ্ছা কবে, তাহাকে তাহা পৃথিবীতেই দেওযা হয়, এবং যে পরকালের মঙ্গল লাভের চেষ্টা কবে, তাহাব চেষ্টা বৃথা যায় না ; উভয দলকে তিনি সাহায্য করেন , এই পৃথিবীতে বহু মন্দ ব্যক্তিব অবস্থা বহু সাধু ব্যক্তিব অবস্থা হইতে ভাল, কিন্তু সাধু ব্যক্তিব পবকালেব অবস্থা অতি মহৎ ; এমতস্থলে অন্যেব উপাসনা কবিও না ; (আল্‌লাহ্‌ব আদেশ-বিরুদ্ধ কাহা'বও মতাবলম্বনও সেই ব্যক্তিব উপাসনা),

৩য় রুকু :—তাঁহাব আদেশ যথা :—অন্যেব উপাসনা করিও না, পিতা মাতার সহিত সুব্যবহাব করিও এবং তাহাদিগকে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করিও, নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিকে, দবিদ্রকে, এবং পথিকগণকে সাহাযা কবিও, কিন্তু সাধ্যেব অতীত দান কবিও না। যদি যাচ্ঞা-কারীকে ফিরাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে মিষ্ট কথা বলিয়া ফিবাইযা দিও, যদিও পরিমিত ব্যয ভাল, কিন্তু দান কবা একেবাবে বন্ধ করিওনা ; এবং হাতও একেবাবে খুলিয়া দিও না ; তাহা হইলে নিন্দিত এবং অভাবগ্রস্ত হইবে ; ধনাগম এবং ধনাভাব আল্‌লাহ্‌র ইচ্ছাধীন।

৪র্থ রুকু :—অভাবের আশঙ্কায় সন্তানগণকে বধ করিও না ; ব্যভিচার করিও না ; অকারণে কাহাকেও হত্যা করিও না ; হত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে তৎসম্বন্ধে বিচারক কর্ত্তৃক বিচারপ্রাপ্ত হওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে ; পিতৃহীন সন্তানের সম্পত্তির অপচয় করিও না ; অঙ্গীকার পূর্ণ করিও ; মাপ এবং তৌলে (ওজনে) কম বেশ করিও না ; যাহা দেখ নাই, শুন নাই তাহা দেখিয়াছ, শুনিয়াছ, এমত মিথ্যা বলিও না ; গর্ব্ব প্রকাশ করিও না ; অন্যের উপাসনা করিও না ; ইহা সমস্ত তাঁহারাই আদেশ ; ফেরেশ্‌তাগণ আল্‌লাহর কন্যা, ইহা অতি উপহাস্য এবং মহা পাপজনক কথা ;

৫ম রুকু :—এই গ্রন্থ কোর্-আনে সমস্ত বিষয় বিস্তৃতরূপে জ্ঞাত করা হইয়াছে ; তাঁহার সমকক্ষ বহু উপাস্য থাকিলে তাহারা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করার চেষ্টা করিত, যখন তুমি কোর্-আন পাঠ কর, তখন ধর্ম্মদ্রোহিগণের অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব তাহাদিগকে তাহা বিশ্বাস করিতে দেয় না, এবং যখন আল্‌লাহ একত্ব বর্ণনা কর, তখন ঐ স্বভাব তাহাদিগকে তথা হইতে তাড়াইয়া দেয় ; ঐ স্বভাব ক্রমে তোমাকে পাগল, যাদুকর বলে, পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না ; কিন্তু তাহা সত্য ; অথচ আত্মালোকে অর্থাৎ কবর লোকে অবস্থান এত দীর্ঘ যে তৎ তুলনায় ইহজীবন অতি অল্পকাল ;

৬ষ্ঠ রুকু :—হে মুসলমানগণ, কি স্বধর্ম্মাবলম্বী, কি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, সকলের সহিত অনিন্দনীয় কথা বলিও ; হে নবী, আমি তোমাকে সমস্ত পয়গম্বরগণের উপরে শ্রেষ্ঠতা দিয়াছি, তাহা পয়গম্বর দাউদ জববুর গ্রন্থের গীত মালাতে প্রকাশ করিয়াছে ; যে ফেরেশতাগণকে তাহারা উপাসনা করে, তাহারা স্বয়ং আল্‌লাহরই উপাসক ; কেয়ামতের পূর্ব্বে সমস্ত দেশ ধ্বংস করিবেন ; অদৃশ্য জগৎ রূপ গ্রন্থ হইতে তাহা প্রকাশিত

হইতেছে; বদরের যুদ্ধের ভবিষ্যৎ তোমাকে এই লওহ মহফুজ ম
দেখাইয়াছিলাম; জকুম বৃক্ষ এবং ধর্ম্মদ্রোহিগণের পরিণাম ঐ গ্রন্থে
বিদ্যমান;

৭ম রুকু:—ধর্ম্মদ্রোহীগণের অবাধ্যতা শয়তানের অবাধ্যতার ন্যায়,
সে সিজ্দা করার আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়াছিল, এবং মনুষ্যগণকে অবাধ্য
করার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; সে মন্দ কর্ম্মকে সুন্দর করিয়া দেখায়;
পরিণাম নরক; সে মনুষ্যগণের মনে প্রকৃত রক্ষাকর্ত্তাব, প্রকৃত ধনপু
দাতার স্থলে দেব, দেবী, মনুষ্যগণকে তজ্জন্য উপাসনা করার দুর্ব্বু
সঞ্চার করিয়া দেয়; সমুদ্রে যখন প্রবল ঝড় উঠে, তখন তাহারা বুঝিতে
পারে, তিনি ব্যতীত অন্য রক্ষাকর্ত্তা নাই; কিন্তু বিপদ হইতে মুক্ত
হইলে আবার শয়তানের প্ররোচনায় পতিত হয়; আমি মনুষ্য জাতির
উপরে যে অনুগ্রহ করিয়াছি তাহা অন্যের ক্ষমতাতীত, কিন্তু তথাপি
তাহারা অন্যের উপাসনা করে;

৮ম রুকু:—কেয়ামতের দিবস প্রত্যেক দলকে তাহাদের নেতাসহ
উপস্থিত করা হইবে, এবং তাহাদের কর্ম্ম লিপির গ্রন্থ তাহাদিগকে
দেওয়া হইবে, সুকর্ম্মকারিগণ তাহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবে,
যে ইহলোকে জ্ঞান লাভ করে নাই সে পরলোকেও অন্ধ, সে তাহার
কর্ম্মপত্রে ভাল কর্ম্ম দেখিতে পাইবে না; হে পয়গম্বর আরবগণের
তর্ক বিতর্ক এমত ছিল যে তোমাকে একত্ববাদ হইতে প্রায় স্খলিত
আনিয়াছিল; তাহাদের কথায় তুমি আরব দেশে প্রচার ত্যাগ করিয়া
শাম দেশে যাইতে সংকল্প করিয়াছিলা; তুমি মক্কা ত্যাগ করিলে
আল্লাহদ্রোহিগণের অল্পই তথায় থাকিত, ঐশ্বরিক নিয়ম পূর্ব্বাপর
এই যে রসুলের বিরুদ্ধচারিগণ ধ্বংস হয়;

৯ম রুকু:—হে পয়গম্বর তুমি অদ্বিতীয় আল্লাহরই উপাসনা পঞ্চ

নমাজ স্থির রাখ, এবং তদতিরিক্ত তহজ্জুদ নমাজ স্থির রাখ, এবং এই মক্কা নগর হইতে উদ্ধারের প্রার্থনা কর; এবং আল্লাহদ্রোহিগণকে বল, সত্য সমাগত হইয়াছে এবং অসত্য দূর হইয়াছে; কিন্তু কোর্-আন রূপ মহাদান হইতে তাহারা মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে; সকলে স্ব স্ব স্বভাব মতই কার্য্য করে;

১০ম রুকু:—হে রসুল, আল্লাহ স্বয়ং তোমাকে শিক্ষা দিতেছেন কিনা পরীক্ষার্থে য়িহুদিগণ তোমাকে আত্মার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি প্রত্যুত্তরে বল, রূহ্ অর্থাৎ মনুষ্যাত্মা আল্লাহর হুও আদেশ; কিন্তু তৎসম্বন্ধে তিনি পূর্ণ জ্ঞান তোমাদিগকে প্রদান করেন নাই, এই কোর্-আনও তদ্রূপ হুও আদেশ, আমি ইহা স্থগিত করিলে কেহ ইহা তোমার মনে অর্পণ করিতে পারে না; তোমার পরীক্ষা জন্য যাহারা অলৌকিক প্রমাণ উপস্থিত করিতে বলিতেছে, তুমি বল, আমি পয়গম্বর মাত্র, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তোমরা যেমন চলিতেছ তেমন প্রমাণ প্রদান করিতে পারেন;

১১শ রুকু:—এই আরবগণও বিশ্বাস করিল না যে তিনি রসুল; এবং রসুলত্বের প্রমাণ উপস্থিত করিতে বলিল, তৎসম্বন্ধে আল্লাহরই প্রমাণ যথেষ্ট, এই অবিশ্বাসকারিগণের পারলৌকিক পরিণাম শোচনীয়; মরণের পর পুনর্জ্জীবন ইহারা অবিশ্বাস করিতেছে, কিন্তু যিনি স্বর্গ মর্ত্ত সৃষ্টির কৌশল জানেন, তাঁহার পক্ষে তাহা দুষ্কর নহে; অবিশ্বাস স্থলেও তিনি তাহাদের উপর মুক্ত হস্তে অনুগ্রহ বর্ষণ করিতেছেন, বিশ্বাস অবিশ্বাসে তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই.

১২শ রুকু:—যেমন ফের-অ-উন ইস্রাইল সন্তানগণকে যন্ত্রণা দিত, এবং মূসাকে রসুল বলিয়া বিশ্বাস করিত না, তদ্রূপ আরবের আল্লাহ-দ্রোহিগণ মুসলমানগণকে নির্য্যাতন করিতেছে, এবং পয়গম্বরকে অস্বী-

কার করিতেছে; ফের-অ-উন জাতি বিনষ্ট এবং ইস্রাইল বংশ মুক্ত এবং রাজ্যপতি হইয়াছিল; হে আরবগণ এখন চিন্তা করিয়া দেখ; হে রসুল ধর্ম্মদ্রোহিগণের নির্য্যাতন তোমাদিগকে ক্ষুব্ধ না করুক, যেহেতু কোর্-আনে ইসলাম উন্নতির বহু সত্য ভবিষ্যৎবাণী আছে; তওরাতে তোমার এবং কোর-আন সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী নজ্জাশীর ন্যায় ঈসায়ী সম্রাট্ বিশ্বাস করিত, যখন তাহার এবং তাহার সভাসদগণের সম্মুখে কোর্-আন পঠিত হইল, তাহারা তওরাত সত্য হইল, কোর্-আন এবং পয়গম্বর আবির্ভূত হইলেন দেখিয়া আল্লাহ্‌কে সিজ্দা প্রদান করার অবস্থায় আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল।

বনী ইস্‌রাইল।

মক্কাবতীর্ণ ১৭ সূরা।

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা
আল্‌লাহর নামে আরম্ভ।

পঞ্চদশ পারা।

১। পবিত্রতা (সেই স্বরূপের) যিনি তাঁহার দাস (রসুল) কে একরাত্রি পবিত্র মস্‌জিদ (কাবা) হইতে, (যেরুজেলমস্থিত) দূরবর্ত্তী (পবিত্র গৃহে) বয়তুল মুকদ্দসে, যাহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত স্থানকে আমি প্রাচুর্য্যপূর্ণ করিয়াছি, (তথায়) লইয়া গিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য যে আমি তাহাকে আমার কতক প্রমাণ প্রদর্শন করি; নিশ্চয় সে (অর্থাৎ পয়গম্বর, আমারই শ্রবণ শক্তি ক্রমে) শ্রোতা, (এবং আমারই দর্শন শক্তি ক্রমে) দ্রষ্টা হইয়াছিল। (তঃ কাঃ)

ব্যা ১০৮ (এই আএতে মেরাজ সম্বন্ধে বলা হইতেছে। মেরাজের ঘটনা নবুয়তের দ্বাদশ বৎসরে ঘটিয়াছিল। মেরাজের সাধারণ অর্থ উন্নতি লাভ, সোপান।

হাদিসের পুস্তকে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে:—হজরত পয়গম্বর বলিতেছেন, "মক্কাতে আমি আলীর ভগিনী, আবুতালেবের কন্যা, উম্মে হানীর গৃহে শয়ন করিয়াছিলাম। রাত্রিতে জিব্‌রাইল আমার নিকট আসিলেন। তিনি গৃহের ছাদ দ্বিধা করিয়া, কাবার নিকটে হাতিমে আমাকে লইয়া গেলেন। আমার হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া, এবং ধৌত করিয়া, জ্ঞান এবং দয়া পূর্ণ করিয়া স্বস্থানে সংস্থাপন করিলেন।

তদনন্তর বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুতগামী একটি শ্বেত অশ্ব আনয়ন করিলেন, তাহাব বর্ণ নির্ম্মল শ্বেত, উচ্চতা মধ্যবিৎ, তাহা অশ্বতর হইতে খর্ব্ব এবং গর্দ্দভ হইতে উচ্চ। তাহা এত দ্রুতগামী যে ক্ষণেকে দৃষ্টি অতিক্রম করে। তাহাতে আরোহণ করাইয়া তিনি আমাকে যেরুজেলমে লইয়া গেলেন। পয়গম্বরগণ যে কড়াতে তাঁহাদের আরোহণ করিবার জন্ত সকল বাঁধিয়া রাখিতেন, তাহাতে তিনি এই বুরাক বাঁধিয়া রাখিলেন। যেরুজেলমে, বয়তুলমুকদ্দসে, (পবিত্র মস্‌জিদে) আমি সমস্ত পয়গম্বরগণকে সমবেত দেখিলাম, এবং ইমাম হইয়া তাহাদিগকে দুই রেকাত নমাজ পড়াইলাম। তারপর ঐ অশ্বের উপরেই জিব্‌রাইল আমাকে লইযা স্বর্গে গেলেন। যখন আমরা প্রথম স্বর্গে পৌছিলাম, আপনার শুভাগমন হউক বলিয়া তথাকার ফেরেশ্‌তা প্রহরী স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দিলেন। আমি আদম (আঃ) কে প্রথম স্বর্গে দেখিলাম। জীব্‌রাইল বলিলেন, তিনিই আদম। আমি তাঁহাকে সালাম বলিলাম। তিনি প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলেন, হে প্রিয় পুত্র, তোমার আগমন কল্যাণজনক হউক। আমি আদমের দক্ষিণে এক দল, এবং বামে একদল ব্যক্তিকে দেখিলাম। যখন তিনি দক্ষিণের দিগে দেখিতেছিলেন, তাঁহাকে সহাস্য দৃষ্ট হইতেছিল, এবং যখন বামের দিকে দেখিতেছিলেন, তাঁহার মুখ মলিন দৃষ্ট হইতেছিল। জীব্‌রাইল বলিলেন, দক্ষিণের দল জন্নতবাসিগণের, এবং বামের দল জহীমবাসিগণের আত্মা। তিনি আমাকে দ্বিতীয় স্বর্গে লইয়া গেলেন। ঈসার এবং য়িহুনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। ইঁহারা শৈশবাবস্থাতেই পয়গম্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে সালাম অভিবাদন করিলাম। তাঁহারা সালামের উত্তর প্রদান করিয়া বলিলেন, হে সম্মানিত ভ্রাতা, আপনার আগমন কল্যাণপ্রদ হউক। তারপর

আমি তৃতীয় স্বর্গে উপনীত হইলাম। তথায় পয়গম্বর ইউসুফের সহিত দেখা হইল। চতুর্থ স্বর্গে পয়গম্বর ইদ্‌রিসের সহিত দেখা হইল।

তারপর পঞ্চম স্বর্গে আমার সহিত হারুণের, ষষ্ঠ স্বর্গে মূসার সঙ্গে দেখা হইল। তিনি অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, আমার উম্মতের অপেক্ষা আপনার উম্মতের বহু ব্যক্তি জন্নত লাভ করিবে। তারপর আমি সপ্তম স্বর্গে উপস্থিত হইলাম। ফেরেশ্‌তাগণ পূর্ব্ব মত অভিবাদন করিয়া স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দিলেন। তথায় আল্‌লাহর বন্ধু ইব্‌রাহীমের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি তাঁহাকে সালাম বলিলাম, তিনি তাহার প্রত্যুত্তর করিলেন, এবং বলিলেন, হে পুত্র, হে প্রিয় পয়গম্বর, আপনার আগমন কল্যাণপ্রদ হউক। ইব্‌রাহীম (আঃ) সিদ্‌র-তল্‌-মুনতহা (সীমাস্থিত বৃক্ষ) নামক স্থানের নিকট বসিয়াছিলেন, বয়তুল মামুর নামক জনপূর্ণ গৃহের দিকে তাঁহার পৃষ্ঠ ছিল। আমি ঐ পদ্ম বৃক্ষ দর্শন করিলাম, ইহাকে জুজুবীরের ন্যায় দৃষ্ট হইল, ইহা জন্নতের প্রান্তদেশে ছিল। ইহার ফল সকল মটকার ন্যায়, এবং পত্র সকল হস্তিকর্ণের ন্যায় বৃহৎ। স্বর্ণ শরীর, মনোহর প্রজাপতি সকল তাহা আবৃত করিয়া রহিয়াছিল। তাহাদের বর্ণ এবং সৌন্দর্য্যে যে বিচিত্রতা ছিল তাহা বর্ণনাতীত। তথায় আমি ফের্‌দৌসের (স্বর্গের) চারিটি নদী দর্শন করিলাম। দুইটি গুপ্ত, আর দুইটি প্রকাশ্য। প্রকাশ্য নদীদ্বয় নীল এবং আফ্‌রাত (ইউফ্রেটীস), তারপর আমাকে বয়তুল মামুর দেখান হইল, তাহা প্রদক্ষিণকারী ফেরেশ্‌তাগণের কাবা। প্রত্যহ সপ্ততি সহস্র ফেরেশতা তাহা প্রদক্ষিণ করে। যে ফেরেশ্‌তা ইহা একবার প্রদক্ষিণ করিয়াছে, কেয়ামত না আসা পর্য্যন্ত সে দ্বিতীয় বার ইহা প্রদক্ষিণ করিতে পারে না। আমি ঐ বৃক্ষের নিকট ফেরদৌস দর্শন

করিলাম, তাহার ভূমি সুগন্ধে কস্তরীর ন্যায়, তথায় স্তূপাকার মুক্তাপূর্ণ পাত্র সকল দেখিলাম। আমাকে এক পাত্র সুরা, এক পাত্র দুগ্ধ, এক পাত্র মধু দেওয়া হইল। আমি দুগ্ধ পাত্রের দুগ্ধ পান করিলাম। জীব্রাইল বলিলেন ঐ দুগ্ধই স্বাভাবিক ধর্ম্ম-ইসলাম। সদরতল-মুনতাহা বৃক্ষ ঊর্দ্ধ এবং অধঃ দেশের সীমা। নিম্ন প্রদেশের লোকেরা ঊর্দ্ধ প্রদেশে, এবং ঊর্দ্ধ প্রদেশের লোকেরা নিম্ন প্রদেশে সাধারণতঃ যাতায়াত করিতে পারে না। তাহা হইতে নিম্ন প্রদেশে আদেশ প্রেরিত হয়। জিব্রাইল ইহার উপর গেলেন না।

তৎপর আমি আরও ঊর্দ্ধে গেলাম। তখন আমি আল্লাহর কলম সকলের লেখার ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। তৎপর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ৫৩ সংখ্যক সুরা নজমে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ৮ আএত "তদনন্তর তিনি সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন মস্তকাবনত করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে সংলগ্ন দুই ধনু অথবা তাহা হইতেও অদূরবর্ত্তী হইয়াছিলেন, ১০ তদনন্তর তাঁহার দাসের প্রতি (সেই জ্ঞান) প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন, যাহা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিল। ১১ তিনি যাহা দর্শন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার হৃদয় তাঁহাকে অপ্রকৃত বলে নাই। ১২ এমত স্থলে তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার সহিত তোমরা কেন বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছ? ১৪ ইহা নিশ্চয় যে তাঁহাকে তিনি সীমান্তস্থিত সিদরার নিকট ১৩ আর একবার দর্শন করিয়াছিলেন। ১৫ উহার নিকট (ফেরেশতাগণের) অবস্থানের স্থান। ১৬ তৎকালে ঐ সেদরাকে তাহাই আবৃত করিয়াছিল, যাহা উহাকে আবৃত করিয়াছিল। ১৭ তাঁহার চক্ষু অন্যের অভিমুখী হয় নাই। ১৮ সত্যই তিনি তাঁহার প্রতিপালকের মহা নিদর্শন সকল দেখিয়াছিলেন।"

রাত্রির মধ্যেই মহাপয়গম্বরের মক্কা হইতে বয়তুল মুকদ্দস গমন সম্বন্ধে সমস্ত আলেমগণ এক মত, কিন্তু সশরীর, বা স্বপ্নে তথায় গমন করিযাছিলেন, তৎসম্বন্ধে কতক জন ভিন্ন মতাবলম্বী। (নঃ আঃ)

অধিকাংশ আলেমগণের মত যে হজরত সশরীরে জাগ্রত অবস্থাতেই মেরাজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা গুপ্তবিষয় সম্বন্ধীয় সাহিত্য সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অভ্রান্ত প্রমাণ পাইয়াছেন যে, অতি বৃহৎ প্রস্তর সকলকেও গৃহের ছাদ ভগ্ন না করিয়া দ্বার সকল না খুলিয়া গৃহের ভিতরে আনা হইয়াছে। এমত কোনও শক্তি আছে, যদ্দ্বারা জড় পদার্থকে অজড় পদার্থে পরিণত করা যাইতে পারে। তদ্রূপ শক্তির বলে সশরীরে অজড় লোকে গমন অসম্ভব নহে। জড় সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান অজড় সম্বন্ধে প্রয়োগ হইতে পারে না। (অনুবাদক।)

এখন তকসীর কাদেরী হইতে অনুবাদিত হইতেছে:—"সিদরতল মুন্তহা সীমাস্থিত বৃক্ষ, বয়তুল মামুর, (আদেশ লোক,) কওসর (জ্ঞানবাপী,) নহরে রহমত (দয়া স্রোতস্বিনী,) তাঁহার শুভ দর্শন লাভ করিল, এবং নূরের যবনিকার নিকট হজরত জীবরাইল তাঁহার সঙ্গত্যাগ করিলেন, এক কেশ পরিমাণও যদি এই সীমা অতিক্রম করিতেন তাহা হইলে দগ্ধ হইয়া যাইতেন। একক তিনি আলোক এবং অন্ধকারের যবনিকা সকল অতিক্রম করিতে করিতে এমত স্থানে উপনীত হইলেন যে, তদূর্দ্ধে বুরাক গমন করিতে অশক্ত হইল। তখন তিনি রফ্‌রফে আরোহণ করিলেন এবং আরশের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তখন তিনি সহস্রবার আল্লাহর আহ্বান "আদন্থু মিন্নী" "আদন্থু মিন্নী" আমার নিকটবর্ত্তী হও; আমার নিকটবর্ত্তী হও ক্রমান্বয়ে শুনিতে লাগিলেন, এবং হজরত উত্তরোত্তর উন্নতিপ্রাপ্ত

হইতে লাগিলেন, অবশেষে নজম স্থরার ৮। ৯ আএতের কথিত সান্নিধ্য এবং সাযুজ্য, এবং মহাজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন।

প্রত্যাগমন কালে জন্নত এবং তাহার উন্নত স্থান, এবং জহীম এবং তাহার অধস্তন স্থান তাঁহাকে প্রদর্শিত হইল, এবং নমাজের সংখ্যা পাঁচবার নির্ণীত হইল। তিনি বয়তুল মুকদ্দসে প্রত্যাগত হইয়া মক্কাভিমুখী হইলেন। পথে কো'রেশগণের কাফেলা দেখিতে পাইলেন।

এই মিরাজ লাভ বা স্বর্গারোহণে তিন বা চারি সায়েত (মিনিট) সময় লাগিয়াছিল।

প্রভাতে হজরত মেরাজের বিবরণ প্রকাশ করিলেন। অবিশ্বাস-কারিগণ তাঁহাকে বয়তুল মুকদ্দস গৃহের এবং তাহাদের কাফেলার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তিন দিবস পর কাফেলা আসিল এবং তৎসম্বন্ধে হজরত যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমস্ত সত্য হইল।"

মেরাজ, মাজেজা, ফেরেশ্‌তা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে সহস্রবার বিবেচনা করা উচিত।)

২। এবং (যেমন আমি রসুল মোহাম্মদকে কোর্ আন প্রদান করিয়াছি তদ্রূপ) মুসাকে (তওরাত) গ্রন্থ প্রদান করিয়াছি, এবং তাহা আমি ইস্রাইল বংশীয়গণের জন্য পথ প্রদর্শক করিয়াছিলাম ; (এবং আদেশ করিয়াছিলাম,) সাবধান, তোমরা যেন আমাকে ব্যতীত, অন্যকে সহায় অবলম্বন করিও না। ৩ তোমরা তাহাদেরই বংশ, যাহাদিগকে আমি নূহর সহিত বহন করিয়াছিলাম, নিশ্চয় সে এক জন অনুগ্রহ স্বীকারকারী দাস ছিল। ৪ এবং ঐ গ্রন্থেই ইস্রাইল বংশীয়গণের সম্বন্ধে আদেশ করিয়াছিলাম, তোমরা পৃথিবীতে দুইবার (তোমাদের) অমঙ্গলজনক কার্য্য করিবা, এবং অত্যাচারী এবং উদ্ধত হইবা। ৫ তৎপর যখন ঐ দুই (ঘটনা) র, প্রথমের

নির্দ্দিষ্ট সময় আগত হইয়াছিল, তখন আমি (তোমাদিগকে শাস্তি প্রদান জন্য) আমার কিঙ্করগণকে উত্থিত করিয়াছিলাম, তাহারা মহাযোদ্ধা, তৎপর তাহারা তোমাদের দেশাভ্যন্তরে ধাবিত হইয়াছিল, এবং আল্লাহর আদেশ কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল। ৬ তদনন্তর (যখন তোমরা জাতীয় জীবন সংশোধন করিলা তখন,) তাহাদের উপরে তোমাদিগকে পুনঃ প্রাধান্য প্রদান করিলাম, এবং তোমাদিগকে ধন এবং পুত্র দ্বারা সাহায্য করিলাম, এবং জন সংখ্যায় তোমাদিগকে অধিক করিলাম। ৭ যদি তোমরা ভাল কার্য্য কর, নিজের জন্যই তাহা করিবা, এবং যদি মন্দ কর, নিজের জন্যই তাহা করিবা। তৎপর যখন পরবারের নির্দ্দিষ্ট সময় আগত হইল, (তখন আমি অন্য কিঙ্করগণকে প্রেরণ করিলাম,) উদ্দেশ্য যে তাহারা তোমাদের মুখ বিবর্ণ করে, এবং প্রথম বারের ন্যায় (বয়তল মুকদ্দস) পবিত্র গৃহে, এবং যাহার উপরে প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা যেন বিনষ্ট করিয়া ফেলে। ৮ অসম্ভব নহে যে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর অনুকম্পা করিবেন। কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও, তাহা হইলে আমিও বিমুখ হইব, এবং ধর্ম্মদ্রোহিগণের জন্য জহন্নম তাহাদের কারাগার করিব। ৯ নিঃসন্দেহই এই কোর্-আন সেই পথে লইয়া যাইতেছে যাহা অতি সরল, এবং যে বিশ্বাসস্থাপনকারিগণ সাধু কর্ম্ম করে, তাহাদিগকে সুসংবাদ দিতেছে যে, তাহাদের জন্য মহা পুরস্কার, ১০ এবং যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাহাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট আমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। ১।১০

ব্যা ১০৯´ (য়িহুদিগণ তাহাদের ব্যক্তিগত এবং জাতীয় পাপের জন্য দুইবার দণ্ডিত হইবে, তদ্বিষয় তওরাত বহুস্থলে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়াছে। যখন তাহারা আরমীয়া পয়গম্বরকে বধ করিল,

তখন প্রথম বারের নির্দ্ধারিত সময় আগত হইল। বাবলের (বেবিলোনিয়ার) অধিপতি অগ্নিপূজক আবুনসর (নেবিউ কেড্‌-নেজার) ৫৮৬ খৃঃ পূঃ য়িহুদি রাজ্য ধ্বংস করিয়া ফেলিল। বয়তুল মুকদ্দস (পবিত্র গৃহ) মসজিদ এবং যেরূজেলমও বিনষ্ট করিল। বহু সংখ্যক য়িহুদিকে বধ করিল, এবং সপ্ততি সহস্র য়িহুদিকে দাস করিয়া বেবিলোনিয়া লইয়া গেল, সমস্ত তওরাত সংগ্রহ করিয়া জ্বালাইয়া দিল। তারপর পারস্য এবং মিডিয়াধিপতি সাইরস (গোরস হমদানী) বেবিলোনিয়া রাজ্য ধ্বংস করিয়া ফেলিল, এবং য়িহুদিগণকে স্বদেশে গমনের অনুমতি প্রদান করিল। ৪৫৮ খৃঃ পূঃ হজরত উজ,এর পারস্যদেশে নির্ব্বাসিত য়িহুদিগণসহ প্রত্যাগত হইলেন। হজরত উজ,এর এবং হজরত নিহিমিয়ার তত্ত্বাবধানে য়িহুদিগণের উন্নতি হইতে লাগিল। বয়তুল মুকদ্দস এবং জেরূজলম পুনঃ নির্ম্মিত হইল। য়িহুদিগণের সুঅবস্থা ফিরিয়া আসিল। আবার তাহাদের জাতীয় পতন আরম্ভ হইল, যদিও এখনও তওরাতের লিখিত দ্বিতীয় বারের নির্দ্দিষ্ট সময় আগত হয় নাই, কিন্তু তাহাদিগকে সংশোধনের জন্য ১৬৮ খৃঃ পূঃ সিরিয়া দেশের এন্‌টিওক্‌সকে আল্‌লাহ তাহাদের উপরে প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর পুনঃ তাহারা উন্নতি লাভ করিল। হিরোডের সময় নূতন মসজিদ উঠিল, এবং হজরত ঈসা আবির্ভূত হইলেন। এ সময় য়িহুদি জাতি পয়গবর জকরিয়া এবং এহিয়াকে বধ করিয়া এবং হজরত ঈসাকে বধ করিয়াছে বিশ্বাস করিয়া পাপের মাত্রা পূর্ণ করিল; তখন দ্বিতীয়বারের নির্দ্দিষ্ট সময় আসিয়া পৌঁছিল। তখন রোমক রাজ্যাধিপতি টিটিয়স্‌ (তরতুস রূমী) বজ্রের ন্যায় পতিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। ৮ এবং ৯ আএতে হজরত মোহাম্মদের (দঃ)

প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাহারা তাঁহা হইতে বিমুখ হইল, এবং আল্লাহ ইস্রাইল জাতির প্রতি বিমুখ হইলেন। ইহারা পয়গম্বরের বিরুদ্ধে বহু ষড়যন্ত্র করিল, পৌত্তলিকগণকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত এবং উত্থিত করিল, তাঁহাকে হত্যার চেষ্টা করিল। অবশেষে সর্ব্বস্থলে পয়গম্বর কর্ত্তৃক পরাজিত এবং অবশেষে আরব ভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইল। তঃ হঃ

ইংলণ্ড এবং তুরুস্কের অধীনস্থ স্থান ব্যতীত আর সর্ব্বত্র ইহারা অরক্ষিত ছিল।)

১১। এবং মনুষ্য তাহার মঙ্গলকে আহ্বান করার ন্যায় অমঙ্গলকে আহ্বান করে, (যথা কেয়ামতের শাস্তি এখনই অবতীর্ণ করা হউক,) ফলতঃ মনুষ্যগণ অতি শীঘ্রতাভিলাষী। ১২ ফলতঃ (সমস্ত ঘটনা যথা সময় ঘটিয়া থাকে যথা,) আমি রাত্রি এবং দিবস সৃষ্টি করিয়াছি, তাহারা দুইটি প্রমাণ, তারপর আমি রাত্রিরূপ প্রমাণকে লুপ্ত করিয়া দেই (বা দুঃখ কষ্টের রজনী অবসান হয়,) এবং দিবসরূপ প্রমাণকে আমি আলোকময় করিয়াছি, (সুখের দিন আনন্দের দিন) উদ্দেশ্য যে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর। (সুদিনে আরও সুকর্ম্ম উপার্জ্জন কর)। এবং যেন বৎসরের গণনা জানিতে পার, এবং অন্যান্য গণনাও (অবগত হও)। ফলতঃ প্রত্যেক বিষয়কে আমি বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছি। ১৩ এবং প্রত্যেক মনুষ্যেরই (উপার্জ্জিত সু এবং কু কর্ম্মের) গ্রন্থ আমি তাহার গলায় আবদ্ধ করিয়া দিয়াছি, এবং কেয়ামতের দিবস তাহা বাহির করিব, সে তাহা উন্মুক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হইবে। ১৪ (তাহাকে বলা হইবে এখন) তোমার (কর্ম্মের) গ্রন্থ পাঠ কর, তোমার নিজের হিসাবের জন্য অদ্য তুমিই যথেষ্ট। ১৫ যে

পথ প্রাপ্ত হয়, সে নিজের জন্যই পথ প্রাপ্ত হয়, এবং যে পথ ভ্রষ্ট হয়, (সেও নিজের জন্যই ভ্রষ্ট হয়)। এবং কোনও (পাপ) ভারবাহী, অন্যের ভার বহন করে না। এবং যাবৎ আমি কোনও রসুল উত্থিত না করি, তাবৎ কাহাকেও শাস্তি প্রদান করি না। ১৬ এবং যখন আমি কোন দেশকে ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করি, তখন আমি তাহার প্রধান ব্যক্তিগণকে আদেশ করি, তখন তাহারা তথায় পাপ কর্ম্ম করে, তখন তাহাদের (ঐ দেশবাসিগণের) উপর আমার অঙ্গীকার সত্য হয়, তখন আমি তাহা বিনষ্ট করিয়া উৎসন্ন করিয়া ফেলি। ১৭ ফলতঃ নূহের পর বহু যুগের ব্যক্তিগণকে আমি (উক্তরূপে) ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছি। এবং (হে রসুল) তাঁহার দাসগণের পাপ অবগত হওন এবং দর্শন জন্য তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট। ১৮ যে ব্যক্তিগণ ক্ষণস্থায়ী সকলকে ইচ্ছা করে, তাহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আমি অস্থায়ী যাহা সকল তাহা, (বিনশ্বর সুখসম্পদ,) প্রদান করি, তদনন্তর তাহার জন্য নরক অবধারিত করিয়া রাখি, সে তাহাতে মন্দ অবস্থাতে, প্রতাড়িত অবস্থাতে প্রবেশ করিবে। ১৯ এবং যে ব্যক্তি পরকাল বাঞ্ছা করে, এবং (তাহা লাভের) চেষ্টাতে চেষ্টান্বিত হয়, এবং সে বিশ্বাসস্থাপনকারীও হয়, তজ্জন্য, তাহারা এমত ব্যক্তি যাহাদের চেষ্টা সমাদৃত হয়। ২০ ইহাদিগকে, (অর্থাৎ এই ইহকাল অভিলাষীদিগকে,) এবং ইহাদিকে, (এই পরকাল মঙ্গলাভিলাষী দিগকে,) সকলকেই, আমি তোমার প্রতিপালকের (অর্থাৎ আমার) অনুগ্রহ দ্বারা সাহায্য করি, ফলতঃ তোমার প্রতিপালকের (পার্থিব অনুগ্রহ কেবল পুণ্যবানের জন্য) সীমাবদ্ধ নহে। ২১ তুমি চাহিয়া দেখ, আমি কোনও কোনও (মন্দ) ব্যক্তিকে কোনও

কোনও (সাধু) ব্যক্তির উপরেও কেমন আধিক্য প্রদান করিয়াছি, কিন্তু (সাধুগণের) পরকালের মর্য্যাদা ইহা হইতে মহৎ, এবং (পরকালের) গৌরব ইহা হইতে অধিক। ২২ (এমত স্থলে) আল্লাহর সহিত অন্য উপাস্য সংযোগ করিও না, (যদি কর) তাহা হইলে তুমি মন্দ অবস্থাতে, ঘৃণিত অবস্থাতে, অবস্থান করিবে। ২৷১২ = ২২

২৩। এবং (হে মুসলমান,) তোমার প্রতিপালক আদেশ করিতেছেন যে, তাঁহাকে ব্যতীত অন্যকে তোমরা উপাসনা করিও না, এবং পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিও, যদি তোমার জীব-মানেতেই, তাহাদের কেহ বা উভয় বৃদ্ধত্বে উপনীত হয়, তাহা হইলেও তাহাদিগকে তাচ্ছল্যবাচক কথা বলিও না, এবং তাহাদিগকে ধমক দিও না, বরং তাহাদের উভয়ের নিকট সম্মান-সূচক কথা বলিও। ২৪ এবং স্নেহের সহিত দীনতার স্কন্ধ তাহাদের নিকট অবনত করিয়া দিও, এবং প্রার্থনা করিও, হে আমার প্রতিপালক তাঁহারা শৈশবে যেমন আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তুমিও তদ্রূপ তাঁহাদের প্রতি স্নেহবান হও। ২৫ যাহা তোমাদের মনে আছে তাহা তোমাদের প্রতিপালক জানেন, যদি তোমরা (জনক জননীকে সম্মান এবং স্নেহ কর, এমত) সাধুকর্ম্মী হও (তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি, পূর্ব্বকৃত অপ-ব্যবহার জন্য) অনুতাপকারীর পাপের মার্জ্জনা করিয়া দেন। ২৬ এবং যে ব্যক্তির সহিত তোমার নৈকট্য সম্বন্ধ, তাহাকে তাহার প্রাপ্য দান কর এবং দরিদ্রগণকে, এবং পথিকগণকেও (তাহাদের প্রাপ্য প্রদান কর,) এবং কোনও স্থলেই অযথা ব্যয় করিয়া, অন্যায় ব্যয় করিও না। ২৭ যাহারা অযথা ব্যয় করে তাহারা শয়তানের ভ্রাতা, যেহেতু শয়তান তাহার প্রতিপালকের আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়াছিল।

২৮ এবং তুমি (দান করিয়া) তোমার প্রতিপালকের যে অনুগ্রহ আশা কর, তাহার অনুসন্ধান জন্য যদি (অভাবের সময়) তাহাদের (অর্থাৎ যাচ্ঞাকারীগণের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লও, তাহা হইলে তাহাদিগকে নম্রকথা বলিও। ২৯ এবং (যদিও পরিমিতাচার উৎকৃষ্ট, তাহা হইলেও দান করা বন্ধ করিয়া) তোমার হস্তকে তোমার স্কন্ধের উপরে বদ্ধ করিয়া রাখিও না, এবং (অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া তোমার) হস্ত খুলিয়া সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া দিও না ; তাহা হইলে তোমাকে নিন্দিত এবং অভাবগ্রস্ত অবস্থায় উপবিষ্ট থাকিতে হইবে। ৩০ নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যাহার ইচ্ছা তাহার ধনাগম প্রশস্ত করিয়া দেন, এবং (যাহার ইচ্ছা তাহার উপার্জ্জন) সঙ্কীর্ণ করেন। নিঃসন্দেহই তিনি তাঁহার দাসগণের বিষয় জ্ঞাত, এবং তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করেন। ৩।৮=৩০

৩১। এবং (হে মনুষ্যগণ) অভাবের আশঙ্কাতে, তোমাদের সন্তানগণকে বধ করিও না, আমি তাহাদিগকে এবং তোমাদিগকে জীবনধারণোপায় প্রদান করি, তাহাদিগকে বধ করা নিশ্চয় মহাপাপ। ৩২ এবং ব্যভিচারের নিকটবর্ত্তীও হইত না, নিশ্চয় তাহা অপবিত্র কার্য্য, এবং দূষণীয় আচরণ। ৩৩ এবং যাহাকে (হত্যা করা) আল্লাহ্ অবৈধ করিয়াছেন, ন্যায্যস্থল ব্যতীত (অন্যস্থলে) তাহাকে হত্যা করিও না ; এবং যাহাকে অন্যায় করিয়া হত্যা করা হইয়াছে, আমি তাঁহার উত্তরাধিকারীকে (প্রতিশোধ গ্রহণের বা ক্ষতিপ্রাপ্ত হওয়ার) অধিকার প্রদান করিয়াছি ; অতএব (উত্তরাধিকারীর উচিত যে, সে হত্যাকারীকে) বধ করিবার সম্বন্ধে (স্বয়ং তাহাকে হত্যা করিয়া বা তাহার মৃত শরীরের অবমাননা করিয়া, বা তাহার আত্মীয় স্বগণকে বধ করিয়া) সীমাতিক্রম না করুক। নিশ্চয়ই তাহাকে

(অর্থাৎ হতব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে বিচারক কর্তৃক) সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে। ৩৪ এবং যাবৎ পরিপক্বতা প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ যাহা প্রশংসনীয় এমত ভাবে ব্যতীত, পিতৃহীন সন্তানের দ্রব্যের নিকটবর্ত্তী হইও না। এবং অঙ্গীকারপূর্ণ করিও, নিশ্চয় অঙ্গীকার (সম্বন্ধে তোমাদিগকে) জিজ্ঞাসা করা হইবে। (তোমরা আল্লাহর সহিত যে অঙ্গীকার করিয়াছ, এবং ধন জন সম্পদ, বিদ্যাবুদ্ধির সৎব্যবহার করণের যে স্বাভাবিক অঙ্গীকারে তোমরা আবদ্ধ, এবং পরস্পরের নিকট যে অঙ্গীকার কর তাহা পূর্ণ করিও।) ৩৫ (যখন কোনও বস্তু) মাপ করিয়া দাও, তখন মাপ করিবার পাত্র পূর্ণ করিয়া দিও, এবং তৌল করিবার নির্দ্দোষ যন্ত্র দিয়া তৌল করিও, ইহাই উৎকৃষ্ট, এবং মঙ্গলজনক। ৩৬ এবং যে বিষয় তোমার জ্ঞান নাই, তাহার পশ্চাৎ যাইও না, নিশ্চয় (জ্ঞানলাভের ইন্দ্রিয়) কর্ণ, এবং চক্ষু, এবং হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করা হইবে, (যাহা সত্য তাহাই তুমি প্রকাশ করিয়াছ কি না ?) ৩৭ এবং ভূপৃষ্ঠে সগর্ব্বে পদক্ষেপ করিও না, (নিজকে যতই ভারযুক্ত এবং উচ্চ মনে কর না কেন) তুমি কখনই (তোমার ভারে) পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিতে পারিবা না, অথবা উচ্চতায় পর্ব্বত সমান হইতে পারিবা না। ৩৮ এই সমস্ত যাহা মন্দ, (হে মনুষ্যগণ,) তাহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে অতি অপ্রিয়। ৩৯ জ্ঞান (প্রদ বিষয়) মধ্যে ইহা সমস্ত (হে পয়গম্বর) তোমার প্রতিপালক তোমার দিকে ওহিক্রমে প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব (পুনঃ উল্লেখ হইতেছে হে মনুষ্য) আল্লাহর সহিত অন্য উপাস্য সংযুক্ত করিও না, তাহা হইলে (তাঁহার অনুগ্রহ হইতে) প্রতাড়িত হইয়া তুমি জহন্নমে নিক্ষিপ্ত হইবা। ৪০ (তথাপি হে পৌত্তলিক আরবগণ, তোমরা কল্পিত দেবীগণকে তাঁহার কন্যা বিশ্বাসে তাঁহার ক্ষমতাভাগকারিণী বিশ্বাস করিতেছ,)

অহো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য পুত্রগণকে আদরণীয় করিয়াছেন, (কন্যার পিতা হওয়া তোমরা অতি ঘৃণ্য মনে কর,) অথচ (কার্য্যতঃ বলিতেছ আল্লাহ পুত্র জন্মাইতে অক্ষম হইয়া কেবল) কন্যাই জন্মাইতেছেন। বাস্তবিক তোমরা গুরুতর কথা বলিতেছ ? ৪।১৫ = ৪০

৪১। ফলতঃ বস্তুতঃই এই কোর্-আনে আমি বিস্তীর্ণরূপে (বিবিধ বিষয়) বর্ণনা করিয়াছি, উদ্দেশ্য যে (মনুষ্যগণ) অনুধাবন করিয়া দেখুক, কিন্তু ইহা তাহাদের জন্য (ইহা হইতে) পলাতক হওন ব্যতীত (কিছুই) বৃদ্ধি করে নাই। ৪২ (হে রসুল) তুমি তাহাদিগকে বল, তাহারা যেমন বলিতেছে, তদ্রূপই যদি তাঁহার সহিত বহু উপাস্য বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই, যে (আল্লাহ) সিংহাসনের অধিপতি তাঁহার দিকে (অন্য আল্লাহগণ) পথানুসন্ধান করিত, (যেন তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করে।) ৪৩ সমস্ত (প্রকার) পবিত্রতা তাঁহার, তাহারা যাহা বলিতেছে তাহা হইতে তিনি মহত্বে এবং গুরুত্বে মহৎ। ৪৪ স্বর্গ এবং মর্ত্ত এবং যাহা কিছু তাহাতে বিদ্যমান তাঁহারা (তিনি এক এবং অদ্বিতীয় এই) পবিত্রতার ঘোষণা করিতেছে, এবং এমত কোনও বস্তুই নাই, যাহা (অবস্থানুরূপ বাক্য দ্বারা) তাঁহার প্রশংসাবাদ সহ পবিত্রতার ঘোষণা করে না, কিন্তু তোমরা তাহাদের পবিত্রতা ঘোষণা বুঝিতে সক্ষম নহ। (যথাসময় তিনি দণ্ড প্রদান করেন,) তিনি ধৈর্য্যশীল, পাপমার্জ্জনাকারী।

৪৫। এবং যখন তুমি (হে রসুল,) কোর্-আন পাঠ কর, তখন তোমার মধ্যে, এবং যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাহাদের মধ্যে, আমি (তাহাদের প্রাপ্ত স্বভাবরূপ) এক অদৃশ্য যবনিকা স্থাপন করি, ৪৬ এবং যেন তাহা বুঝিতে না পারে, তজ্জন্য তাহাদের হৃদয়ের উপরে (ঐরূপ) আবরণ স্থাপন করি, এবং তাহাদের কর্ণের মধ্যে

(ঐরূপ) ভারবস্তু (স্থাপন করা হয়।) এবং যখন তুমি কোর্-আনেতে তোমার প্রতিপালকের একত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা কর, তখন তাহারা পলায়ন-পর হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। ৪৭ এবং যখন তোমার দিকে কর্ণার্পণ করিয়া থাকে, তখন তাহারা কেন কোর্-আন শ্রবণ করে, তাহা আমি বিশেষ করিয়া জানি, (এবং যখন) এই পৌত্তলিক আরবগণ তোমার সম্বন্ধে পরামর্শ করে, তখন অপকর্ম্মকারিগণ বলে, তোমরা একজন মন্ত্রমুগ্ধ ব্যক্তি ব্যতীত (সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তির) অনুসরণ করিতেছ না। ৪৮ তুমি দেখ, তোমার সম্বন্ধে তাহারা কেমন দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছে, তজ্জন্যই তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে, তদনন্তর (আর) পথ পাইতেছে না। ৪৯ এবং তাহারা বলিতেছে অহো, যখন আমরা অস্থি এবং মৃত্তিকা মিশ্রিত বস্তুতে পরিণত হইব, তখন নিশ্চয় আবার নব সৃষ্টিতে উত্থিত হইব ? ৫০ (রসুল) তুমি তাহাদিগকে বল, তোমরা প্রস্তর অথবা লৌহ হইয়া যাও, ৫১ অথবা অন্য কোনও বস্তু যাহাকে তোমাদের হৃদয় (তাহা হইতেও) গুরুতর মনে করে, (তাহা হইয়া যাও, তথাপি তোমাদিগকে সমুত্থিত হইতে হইবে ;) তখন তাহারা বলিবে, কে আমাদিগকে পুনঃ (সচেতনে) পরিবর্ত্তিত করিবে? তুমি বলিয়া দাও, যিনি তোমাদিগকে প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই (তাহা করিবেন।) তদনন্তর তাহারা তোমার দিকে মস্তক (দক্ষিণ বামে) সঞ্চালিত করিবে, (যে কখনই না, কখনই না,) এবং বলিবে, তাহা কখন ? তুমি বলিয়া দাও, সম্ভবতঃ তাহা নিকটস্থ হইয়াছে। ৫২ যে দিবস তিনি তোমাদিগকে আহ্বান করিবেন, তৎপর তাঁহার প্রশংসাবাদ করিতে করিতে তাঁহাকে উত্তর প্রদান করিবা, এবং (সমাধি লোকের জীবন এত দীর্ঘ যে) তোমরা ভাবিবা অতি অল্প দিবস মাত্র ব্যতীত (পৃথিবীতে) অবস্থান কর নাই ? ৫।১২=৫২

৫৩। এবং (হে রসুল,) তুমি আমার দাসগণকে উপদেশ দান কর যে (কি স্বধর্ম্মাবলম্বী,) কি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী, সকলেরই সহিত) যেন তাহারা (সর্ব্বস্থলে) অনিন্দনীয় কথা বলে। নিশ্চয়ই শয়তান (নিন্দনীয় কথা দ্বারা) তাহাদের মধ্যে কলহ উত্থাপিত করে। নিঃসন্দেহই শয়তান মনুষ্যগণের প্রকাশ্য শত্রু।

৫৪। (হে মুসলমানগণ) তোমাদের প্রতিপালক তোমাদিগকে উত্তমরূপে জানেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তিনি তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিতে পারেন, অথবা যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কষ্টগ্রস্ত করিতে পারেন ; (তিনি যাহা করেন, তাহা অকারণ করেন না।) এবং (মুসলমানগণকেও) পাপের দণ্ডভোগ করিতে হইবে (কারণ,) আমি তোমাকে (হে নবী) তাহাদের প্রতিভূ করিয়া প্রেরণ করি নাই (যে তুমি পাপের শাস্তি ভোগ করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিবা।) ৫৫ ফলতঃ যাহা কিছু স্বর্গে এবং মর্ত্তে বিদ্যমান, তৎসমস্ত তোমার প্রতিপালক অবগত, এবং (আমি সেই সর্ব্বজ্ঞ আল্‌লাহ) কতকজন পয়গম্বরকে অন্য কতকজনার উপরে শ্রেষ্ঠতা প্রদান করিয়াছি, এবং (তোমার আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী এবং তোমার প্রশংসাবাদপূর্ণ) জব্‌বুর (গ্রন্থ) দাউদকে প্রদান করিয়াছি। ৫৬ (হে কোরআন প্রাপ্ত রসুল অপ্রকৃত উপাস্যের উপাসকগণকে) বল, তোমরা আল্‌লাহ "ব্যতীত অন্য যাহা দিগকে কল্পিত উপাস্য করিয়া লইয়াছ, তাহাদিগকে আহ্বান কর, তথাপি তাহারা তোমাদের কষ্ট দূর করিতে পারিবে না, এবং তাহা সুখে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবে না। ৫৭ যাহাদিগকে তাহারা আহ্বান করে, তাহারা স্বয়ং তাহাদের প্রতিপালক আল্‌লাহকে উপায় স্বরূপ অবলম্বন করে, তাহাদের মধ্যে কে (আল্‌লাহর) অধিক নিকটবর্ত্তী (হইবে তাহার চেষ্টা করে,) এবং তাঁহার

অনুগ্রহের প্রত্যাশা করে, এবং তাঁহার শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয় করা উচিত। ৫৮ এবং এমত দেশ নাই যাহা কেয়ামতের পূর্ব্বেই আমি ধ্বংস করিয়া ফেলিব না, অথবা তাহা গুরুতর শাস্তিতে শাস্তিগ্রস্ত করিব না। ইহা (লওহ্‌ মাফুজরূপ অদৃশ্য) গ্রন্থে (অবস্থারূপ বাক্যে) লিখিত রহিয়াছে। ৫৯ এবং (ওহুদ পর্ব্বতকে স্বুবর্ণ পর্ব্বতে পরিবর্ত্তন করণ, এবং মক্কার পর্ব্বত সকলকে দূরীভূত করিয়া তথায় নদী প্রবাহিত করণ প্রভৃতি যে সকল প্রমাণ অবিশ্বাসকারিগণ উপস্থিত করিতে বলিতেছে তদ্রূপ) আমার প্রমাণ প্রেরণ করিতে আমাকে ইহা ব্যতীত কিছুই নিরস্ত করে নাই যে তদ্রূপ (প্রমাণে নিয়তি মতই) পূর্ব্ববর্ত্তী অবিশ্বাস-কারী অর্থাৎ কাফেরগণ মিথ্যা হওয়ার দোষ আরোপ করিয়াছিল। যথা আমি সমূদদিগকে (পর্ব্বত মধ্য হইতে) প্রকাশ্য প্রমাণ উষ্ট্রী প্রদান করিয়াছিলাম, তৎপর তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল। ফলতঃ (প্রমাণ অগ্রাহ্য করিলে পরিণাম ভয়ানক হইবে এই) ভয় প্রদর্শন ব্যতীত আমি প্রমাণ প্রেরণ করি না। (ঐ প্রমাণ অগ্রাহ্য করিলে নিশ্চয় নিশ্চয়, শাস্তি অবতীর্ণ হয়।) ৬০ এবং (হে রসুল, বিশ্বাস অবিশ্বাস সম্বন্ধে ইহাও স্মরণ কর) যখন আমি তোমাকে (বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে) বলিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মনুষ্য-গণকে (অর্থাৎ তোমার শত্রুগণকে) ঘেরিয়া লইয়াছেন, এবং (যুদ্ধের কিরূপ পরিণাম হইবে তৎসম্বন্ধে) আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু ইহা মনুষ্যগণের (অর্থাৎ মুনাফেকগণের) জন্য পরীক্ষা হইয়াছিল। এবং যে (জকুম) বৃক্ষকে কোর্‌-আনে নিন্দিত করা হইয়াছে, (তাহাও পরীক্ষার স্থল।) এবং আমি অবিশ্বাসকারী (এই আরব) গণকে (যাহা ঘটনীয় তাহার) ভয় দেখাইয়াছি। কিন্তু ইহা সমস্ত তাহা-

দিগের জন্য মহাবিদ্রোহিতা ব্যতীত (কোনও মঙ্গল) বৃদ্ধি করে নাই।

৬।৮—৬০

৬১। (হে রসুল এই ধর্ম্মদ্রোহী আরবগণের অবাধ্যতা শয়তানের অবাধ্যতার ন্যায়) যখন আমি ফেরেশ্তাগণকে আদেশ করিয়াছিলাম, আদমকে তোমরা সিজ্দা কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সকলে সিজ্দা করিয়াছিল। ইবলিস বলিল, আশ্চর্য্যের বিষয় আমি কি তাহাকে সিজ্দা করিব, যাহাকে তুমি মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছ? এবং (আদমের দিকে ইঙ্গিত করিয়া) বলিল, তুমি দৃষ্টি কর এই সে ব্যক্তি যাহাকে তুমি আমার উপরে শ্রেষ্ঠতা প্রদান করিয়াছ। যদি তুমি

কেয়ামতের সময় পর্য্যন্ত আমাকে সময় দাও, তাহা হইলে অল্প কয়েকজনের ব্যতীত, তাহার সন্ততিগণের মূলোচ্ছেদন করিব। ৬৩ (আল্লাহ আদেশ করিলেন,) তুমি দূর হও, অতঃপর তাহাদের যাহারা (তগদির মত) তোমার পশ্চাৎ গমন করিবে, তাহা হইলে জহন্নমই তোমাদের সম্পূর্ণ বিনিময় হইবে। ৬৪ এবং তাহাদের মধ্যে যাহাকে তোমার ক্ষমতা তাহাকে. তোমার স্বরের দ্বারা পথভ্রষ্ট কর, এবং তাহাদের উপরে তোমার অশ্বারোহী, এবং পদাতিক প্রেরণ কর, এবং তাহাদের ধনেতে, এবং সন্তানগণেতে তোমার অংশ স্থাপন কর, এবং তাহাদিগকে অঙ্গীকার প্রদান কর, ফলতঃ শয়তান তাহাদিগকে যে অঙ্গীকার-প্রদান করে (যে সৃষ্টিকর্ত্তাও নাই, পারলৌকিক জীবনও নাই, কর্ম্মফল ভোগ নাই ইত্যাদি) তাহা প্রতারণা ব্যতীত নহে। ৬৫ যাহারা আমার দাস, তাহাদের উপরে নিশ্চয়ই তোমার কোনও ক্ষমতা নাই, ফলতঃ তোমার প্রতিপালকের সহায়তাই তাহাদের জন্য যথেষ্ট।

৬৬। (হে মনুষ্য) তিনিই তোমাদের প্রতিপালক, (উপাস্য) যিনি জলযান সকলকে তোমাদের জন্য সমুদ্রে পরিচালিত করেন, যেন

তোমরা (বাণিজ্যে) তাঁহার অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর, নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি অতি কৃপান্বিত। ৬৭ ফলতঃ যখন সমুদ্র মধ্যে তোমাদিগকে বিপদ আক্রমণ করে, তখন তিনি ব্যতীত অপর যাহাদিগকে তোমরা আহ্বান কর, তাহারা (মন হইতে) দূরীভূত হইয়া যায়, (তখন তাহাদের অক্ষমতা বুঝিতে পার।) তদনন্তর যখন তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলে অবতীর্ণ করি, তখন তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও, ফলতঃ মনুষ্যগণ অনুগ্রহ অস্বীকারকারী। ৬৮ অহো, যদি তিনি সমুদ্র পার্শ্বে তোমাদিগকে সহ নিমগ্ন করিয়া দেন, অথবা তোমাদের উপরে প্রস্তরবর্ষী বাত্যা প্রেরণ করেন, এমতস্থলেও কি তোমরা নিশ্চিন্ত রহিয়াছ ? এরূপ হইলে কাহাকেও তোমরা তোমাদের সহায় প্রাপ্ত হইবা না। ৬৯ অহো, তিনি যদি পুনঃ তোমাদিগকে সমুদ্রে ফিরাইয়া লইয়া যান, তারপর বাত্যা সকলের কোনও প্রচণ্ড বাত্যা তোমাদের উপর প্রেরণ করেন, তারপর তোমাদের বিদ্রোহিতা জন্য তোমাদিগকে ডুবাইয়া দেন, তখন তোমরা কাহাকেও তোমাদের পক্ষাবলম্বী প্রাপ্ত হইবা না, ইহা হইতে কি নিশ্চিন্ত রহিয়াছ ? ৭০ ফলতঃ নিশ্চয় আমি মনুষ্যগণকে অনুগৃহীত করিয়াছি, এবং তাহাদিগকে স্থলে এবং জলে বহন করিয়াছি, এবং তাহাদিগকে অনিন্দিত বস্তু দ্বারা লাভবান করিয়াছি, (যথা স্বাস্থ্য কর ফলমূল এবং আহার্য্য প্রাণী ;) এবং যাহা আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহার অনেকেরই উপর তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠতা প্রদান করিয়া শ্রেষ্ঠ করিয়াছি। ৭।১০—৭০

৭১। (কেয়ামতের) দিবস আমি প্রত্যেক মনুষ্যদলকে, তাহাদের নেতাসহ আহ্বান করিব, তদনন্তর যাহাদিগকে তাহাদের দক্ষিণ দিক্ হইতে (তাহাদের কর্ম্ম লিপির) গ্রন্থ দেওয়া হইবে, তখন তাহারা সানন্দে গ্রন্থ পাঠ করিবে, এবং তাহারা এক সূত্র পরিমাণও ক্ষতিগ্রস্ত

হইবে না। ৭২ এবং যে ব্যক্তি এই পৃথিবীতে অন্ধ, তৎপ্রযুক্ত সে পরকালেও অন্ধ, এবং সে পথ হইতে বহুদূর পথভ্রষ্ট।

৭৩। যাহা আমি তোমার দিকে ওহীক্রমে প্রেরণ করিতেছি, যাহাতে তৎবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া আমার কথায় মিথ্যা আরোপ কর, তোমাকে তাহারা প্রায় তদ্রূপ বিড়ম্বনাগ্রস্ত করিয়াছিল, (যেন তুমিও তাহাদের ন্যায় বল, পৌত্তলিকতাতে এবং একত্ববাদে প্রভেদ নাই ;) এবং তাহা হইলে তাহারা তোমাকে বন্ধুস্বরূপ গ্রহণ করিবে। ৭৪ ফলতঃ যদি আমি তোমাকে স্থির করিয়া না রাখিতাম, তাহা হইলে তুমি তাহাদের দিকে কিয়ৎ পরিমাণ অবনত হইতা, ৭৫ তাহা হইলে আমি তোমাকে জীবনেতে এবং মরণেতে দ্বিগুণিত (শাস্তির আস্বাদ) প্রদান করিতাম, তদনন্তর তুমি কাহাকেও তোমার জন্য আমার বিরুদ্ধে সহায় প্রাপ্ত হইতা না ৭৬ এবং তাহারা তোমাকে এই দেশ হইতে বাহির করিয়া দেয়, তজ্জন্য তোমাকে প্রায় প্রতারিত করিয়াছিল, (যে হে পয়গম্বর, বহু পয়গম্বর পবিত্র শাম দেশে প্রচার কার্য্যে জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন, আপনিও তথায় গমন করুন,) এবং তেমন স্থানেও তোমার পশ্চাৎ অল্প (কাল) ব্যতীত তাহারা গর্ব্বিত ভাবাপন্ন থাকিত না। (ফলতঃ এই রূপই হইয়াছিল। হজরত মদিনা প্রস্থান করিবার পর দ্বিতীয় বৎসরেই বদরের যুদ্ধে শত্রু শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, এবং দশ বৎসরের মধ্যে সমগ্র আরব দেশে ইস্লাম বিস্তীর্ণ হইল।) ৭৭। তোমাকে প্রেরণের পূর্ব্বে যে রসুলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তখন হইতে ইহাই প্রচলিত নিয়ম (যে রসুলের শত্রু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।) ৮।৭—৭৭

৭৮। (হে রসুল,) সূর্য্য (মধ্য আকাশ হইতে) নামিয়া আসার পর, (এবং) রজনী প্রবাহিত থাকা পর্য্যন্ত (জোহর, আসর, মগরব

এবং এশার) নমাজ স্থির রাখ, এবং প্রাতঃকালের কোর্‌আনও (অর্থাৎ ফজরের নমাজও স্থির রাখ,) নিশ্চয় ঊষাকালের নমাজ (রাত্রির এবং দিবসের ফেরেস্তাগণ কর্ত্তৃক) দৃষ্ট হয়। ৭৯ এবং রাত্রিতেও তৎজন্য চেষ্টান্বিত হও, (অর্থাৎ তহজ্জুদের নমাজ সম্পন্ন কর ;) ইহা (হে রসুল,) তোমার জন্য (অপরিহার্য্য) অতিরিক্ত নমাজ, অসম্ভব নহে যে (ইহার জন্য) তোমার প্রতিপালক, তোমাকে "মহমুদ" (সর্ব্ব প্রশংসিত) নামক মর্য্যাদার স্থানে দণ্ডায়মান করিবেন।

৮০ (হে নবী,) তুমি (এইরূপ) প্রার্থনা কর, "হে আমার প্রতিপালক, যে স্থানে সরলতা বিরাজ করিতেছে, উপনীত হওয়ায় সেই স্থানে (অর্থাৎ মদিনাতে) আমাকে উপনীত কর, এবং আমাকে সত্য বিশ্বাস সহ (এই স্থান মক্কা হইতে) বহির্গত কর, এবং তোমার নিকট হইতে আমাকে প্রবল সহায় প্রদান কর। ৮১ (হে রসুল, ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে) বলিয়া দাও, সত্য উপনীত হইয়াছে, এবং অসত্য দূরীভূত হইয়াছে, নিঃসন্দেহই অসত্য বিনষ্ট হয়। ৮২ এবং কোর্‌আনেতে আমি এমত বিষয় অবতীর্ণ করিয়াছি যাহা (মনের ব্যাধির) মহৌষধ, এবং যাহা বিশ্বাসস্থাপন কারিগণের জন্য মহানুগ্রহ, এবং যাহা মন্দ কর্ম্ম কারিগণের জন্য ক্ষতি ব্যতীত বৃদ্ধি করে না। ৮৩ ফলতঃ আমি যখন কোনও মনুষ্যকে (যথা এই আরববাসিগণকে) কোনও মহানুগ্রহ (যথা কোর-আন) প্রদান করি, তখন সে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়, এবং যখন তাহাকে বিপদ স্পর্শ করে (যথা মৃত্যু) সে আশাহীন হয়। ৮৪ (হে রসুল,) তুমি বলিয়া দাও, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার স্বভাবানুরূপ কার্য্য করে, ফলতঃ কোন্ ব্যক্তি প্রকৃত পথ উত্তম রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা তোমার প্রতিপালক বিশেষ রূপে জানেন। ৯।৭—৮৪

৮৫। এবং (হে রসুল, য়িহুদীগণ পরীক্ষা করিবার জন্য) তোমাকে (রূহর অর্থাৎ) আত্মার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছে, তাহাদিগকে বল যে, আত্মা আমার প্রতিপালকের ("হও") আদেশের অন্তর্গত, এবং তোমাদিগকে (তৎসম্বন্ধে) অল্প জ্ঞান ব্যতীত (সম্পূর্ণ জ্ঞান) প্রদান করা হয় নাই। ৮৬ এবং যদি আমি ইচ্ছা করিতাম, তাহা হইলে, যাহা আমি তোমার দিকে ওহি ক্রমে প্রেরণ করিয়াছি, তাহা বিলুপ্ত করিয়া দিতাম, তারপর তুমি কাহাকেও আমার প্রতিকূলে সাহায্যকারী প্রাপ্ত হইতা না। ৮৭ (কিন্তু ইহা) তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ ব্যতীত নহে। নিঃসন্দেহই তোমার উপরে তাঁহার অনুগ্রহ অতি অধিক। ৮৮ তুমি তাহাদিগকে জ্ঞাত কর, যদি মনুষ্য এবং জিনজাতি, এই কোর্-আনের ন্যায় (কিছু) উপস্থিত করিবার জন্য একত্র হয়, ইহার ন্যায়, (বহু জ্ঞানপূর্ণ, বহু ভবিষ্যৎবাণীপূর্ণ, সুললিত, অনুকরণাতীত গ্রন্থ) উপস্থিত করিতে সক্ষম হইবে না, এবং যদি তাহারা পরস্পরকে সাহায্য করিতে থাকে (তথাপি ইহার অনুকরণ করিতে পারিবে না।) ৮৯ ফলতঃ এই কোর্-আনেতে বস্তুতঃই আমি বিবিধ প্রকার দৃষ্টান্ত বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছি, তারপর ও বহু ব্যক্তি মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, এবং বিদ্রোহিতা ব্যতীত (আনুগত্য) প্রকাশ করে নাই। ৯০ এবং তাহারা বলিতেছে, তুমি ভূগর্ভ হইতে জলপূর্ণ নদী আমাদের জন্য যাবত বাহির না কর, তাবত আমরা তোমাকে (আল্লাহর রসুল বলিয়া) বিশ্বাস করিব না; ৯১ অথবা তোমার জন্য যাবত খর্জ্জুরের এবং আঙ্গুরের বাগান না হয়, তারপর তুমি তাহার মধ্যে স্রোতযুক্ত জলপ্রণালী প্রবাহিত না কর, ৯২ অথবা, যেমন তুমি কল্পনা করিতেছ, তদ্রূপ আমাদের উপর আকাশের একখণ্ড ফেলিয়া না দাও, অথবা আমাদের সম্মুখে স্বয়ং আল্লাহ্ এবং তাঁহার ফেরেস্তা-

গণকে উপনীত না কর ; ৯৩ অথবা তোমার জন্ম স্থবর্ণ নির্ম্মিত গৃহ, (প্রকাশ না কর,) অথবা তুমি স্বর্গে আরোহণ করিয়া যাবত আমাদের পাঠের জন্ম (যে তুমি পয়গম্বর এমত) লিপি না আন, তাবত আমরা তোমার স্বর্গারোহণেও বিশ্বাস করিব না, (যাবত তুমি ইহা সমস্ত না কর, তাবত আমরা তোমাকে পয়গম্বর বলিয়া গণ্য করিব না। (হে পয়গম্বর) তুমি উত্তরে বল, (ইহা সমস্ত তিনি করিতে পারেন, যেহেতু অক্ষমতা প্রভৃতি দোষ হইতে) আমার প্রতিপালক পবিত্র, অহো আমি রস্থল, (তাঁহার আজ্ঞা প্রকাশের উপলক্ষ মাত্র) ব্যতীত (অন্য কিছু) নহি। ১০।৯=৯৩

৯৪। এবং যখন (আরবগণের নিকট) পথপ্রদর্শক (রস্থল) আগমন করিলেন, তখন তাহারা বলিতে লাগিল, "আশ্চর্য্য যে আল্লাহ একজন মনুষ্যকে রস্থল করিয়া দণ্ডায়মান করিল", ইহা ব্যতীত আর অন্য কোনও কারণই, যাহা (তাঁহাকে রস্থল বলিয়া) বিশ্বাস করিতে মনুষ্যগণকে বারণ করে নাই। ৯৫ (হে রস্থল তাহাদিগকে) বল যে, যদি পৃথিবীতে ফেরেস্তাগণ বাস করিত, স্বচ্ছন্দভাবে তাহাতে ভ্রমণ করিত, তাহা হইলে স্বর্গ হইতে আমি তাহাদের নিকট ফেরেস্তা-গণকেই রস্থল করিয়া অবতীর্ণ করিতাম। ৯৬ তুমি বলিয়া দাও, আমার মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহরই সাক্ষ্য প্রচুর (যে আমি রস্থল,) নিঃসন্দেহই তিনি তাঁহার দাসগণের তত্ত্ব গ্রহণ করিতে-ছেন, এবং তাহাদিগকে দর্শন করিতেছেন। ৯৭ ফলতঃ আল্লাহ যাহাকে পথ দেখান, সে পথ প্রাপ্ত হয়, এবং যাহাদিগকে তিনি ভ্রান্ত করেন, তাঁহাকে ব্যতীত অন্যকে তাহাদের সহায় প্রাপ্ত হইবা না। এবং কেয়ামতের দিবস আমি তাহাদিগকে তাহাদের মুখের উপরে (অর্থাৎ বিপরীতভাবে) চলিতে থাকিবে, এমত অন্ধ, বোবা,

বধির অবস্থায় সমবেত করিবা তাহাদের অবস্থানের স্থান জহন্নম, যখনই তাহা নির্ব্বাণোন্মুখ হইবে, তখনই আমি তাহাদের জন্য তাহা প্রজ্বলিত করিব। ৯৮ তাহারা যে আমার প্রমাণ অগ্রাহ্য করিত, এবং বলিত, "আশ্চর্য্যের বিষয় যে যখন আমরা অস্থি এবং মৃত্তিকা রূপে পরিণত হইব, অহো তখন আমাদিগকে নব সৃষ্টিতে দণ্ডায়মান করা হইবে।" ইহা তাহারই প্রতিফল। ৯৯ আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহারা কি দেখিতেছে না, আল্লাহ যিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, নিঃসন্দেহই তিনি তাহাদের ন্যায় (ব্যক্তিগণকে পুনঃ) সৃষ্টি করিতে ক্ষমতাবান, এবং তাহাদের (পুনরুত্থান) জন্য এক নির্ণীত সময় স্থির করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতঃপরও আদেশ অমান্যকারিগণ মুখ ফিরাইয়া লইতেছে, এবং অস্বীকার করা ব্যতীত স্বীকার করিতেছে না। (তথাপি তিনি নিত্য বহু অনুগ্রহ তাহাদিগকে প্রদর্শন করিতেছেন।) ১০০। (হে নবী) তুমি (ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহাদিগকে) বল, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের (ধন রাশিতে) ক্ষমতা প্রাপ্ত হও, তখনও তোমরা অভাবের ভয়েতে নিশ্চয়ই তাহা বন্ধ করিয়া রাখিবা, ফলতঃ মনুষ্যগণ স্বভাবতই সংকীর্ণমনা, (কিন্তু তাঁহার দান অসীম।) ১০০ ১১।৭—১০০

১০১। এবং (হে আরব দেশীয় বিপক্ষগণ মুসার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ,) আমি বস্তুতই মূসাকে নয়টি প্রকাশ্য প্রমাণ প্রদান করিয়াছিলাম, এবং ইস্রাইল সন্তানগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, যখন মুসা (পয়গম্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়া) তাহাদের নিকট আগমন করিল, তখন ফের্-অ-উন তাহাকে বলিল, হে মুসা আমি নিশ্চয় জানি (ঐন্দ্রজালিক-গণ) তোমাকে যাদু করিয়াছে। ১০২ মুসা বলিতে লাগিল, (হে ফের্-অ-উন,) নিশ্চয় তুমি জানিয়াছ স্বর্গের এবং মর্ত্ত্যের প্রতিপালক ব্যতীত অন্য কেহ এই সকলকে প্রমাণস্বরূপ অবতীর্ণ করে নাই,

এবং হে ফের্-অ-উন, আমিও নির্দ্ধারিত করিয়াছি যে, তুমি বাস্তবিক বিনষ্ট হইয়াছ। ১০৩ তদনন্তর ফের্-অ-উন সংকল্প করিয়াছিল যে তাহাদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেয়। তদনন্তর তাহাকে এবং যাহারা তাহার সঙ্গী হইয়াছিল তাহাদিগকে, তাহাদের সকলকেই, আমি জলমগ্ন করিয়া দিয়াছিলাম। ১০৪ এবং তদনন্তর আমি ইস্-রাইল সন্তানগণকে আদেশ করিয়াছিলাম, তোমরা এই (শাম অর্থাৎ সিরিয়া) দেশে বাস কর। তদনন্তর যখন, কেয়ামতের সময় সমাগত হইবে, তখন আমি তোমাদের সকলকেই একত্রীভূত করিয়া আমার নিকট উপস্থিত করিব। (হে ধর্ম্মদ্রোহী আরবগণ, তোমরা ফের-অ-উন বংশীয়গণের ন্যায় মুসলমানগণের উপর অত্যাচার করিতেছ; বিবিধ অলৌকিক প্রমাণ দর্শন করিয়াও রসুলেতে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছ না, যেমন ইস্রাইল বংশীয়গণ মুক্তি লাভ এবং রাজ্য লাভ করিয়াছিল, আত্মসমর্পণকারিগণও তদ্রূপ হইবে, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না?)

১০৫। (হে রসুল,) তাহা (অর্থাৎ কোর্ আন) আমি সত্যসহ অবতীর্ণ করিয়াছি, (তাহা প্রকাশ্য এবং গুপ্ত সত্যেপূর্ণ) এবং আমি তোমাকে সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী ব্যতীত (ঐন্দ্রজালিক করিয়া) প্রেরণ করি নাই। ১০৬। এবং এই কোর্-আনকে আমি (সুরা এবং আএতে) পৃথক্ পৃথক্ করিয়াছি। উদ্দেশ্য যে তুমি তাহা মনুষ্যগণের নিকট ধীরে ধীরে পাঠ কর, এবং তাহা ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করিয়াছি। ১০৭ (অবিশ্বাসকারী আরবগণকে) তুমি জ্ঞাত কর, তোমরা তাহা বিশ্বাস কর বা না কর, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ যে, যাহাদিগকে (তৎসম্বন্ধে) ইহার পূর্ব্বে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছে, যখন ইহা তাহাদের নিকট পঠিত হয়, (তখন গ্রন্থ প্রাপ্ত সেই ঈসায়ীগণ, যথা আবিসিনীয়া সম্রাট্ নজ্জাশী এবং তাঁহার সভাসদগণ,) তাহাদের মুখের উপরে পতিত

হইয়া সিজদা প্রদান করে, ১০৮ এবং বলিতে থাকে, সর্ব্বপ্রকার পবিত্রতা আমাদেব প্রতিপালকের, নিশ্চয় নিশ্চয় আমাদের প্রতিপালকের অঙ্গীকার পূর্ণ হইয়া থাকে, (তওরাত এবং ইঞ্জিলে প্রতিশ্রুত গ্রন্থ এবং ফারান হইতে পয়গম্বর আবির্ভাবের অঙ্গীকার সত্য হইল।) ১০৯ এবং তাহাদের মুখের উপরে সিজদাতে পতিত হইয়া (আনন্দেতে এবং ভক্তিতে) অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকে, এবং তাহা যতই তাহাদের নিকট পঠিত হয়, ততই তাহাদের দৈন্য বৃদ্ধি করে।

১১০। (হে রসুল তুমি মনুষ্যজাতিকে) বল, তোমরা তাঁহাকে আল্লাহ নামে আহ্বান কর, বা রহমান (দয়াময়) নামে অহ্বান কর, যাহা বলিয়াই (তাঁহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া) আহ্বান কর, (তাহা তিনি শ্রবণ করেন,) ফলতঃ যত উত্তম নাম আছে, তাহা সমস্তই তাঁহার। * (হে পয়গম্বর,) তোমার স্বর নমাজে উচ্চ করিও না, এবং তাহা নিম্নও করিও না, এবং এই উভয়ের মধ্যে পথানুসন্ধান করিও। ১১১ এবং তুমি ঘোষণা কর, সমস্ত প্রশংসাবাদ আললাহর, তিনি সন্তান অবলম্বন করেন নাই, এবং তাঁহার আধিপত্যে তাঁহার ক্ষমতা ভাগকারী নাই, এবং অক্ষমতা প্রযুক্ত তাঁহার কোনও সাহায্যকারীর আবশ্যক হয় না, এবং তাঁহার মহত্ব ঘোষণা করিয়া (তাঁহার) মহত্বের ঘোষণা কর। ১২। ১১—১১১

---

* খোদা অর্থে স্বয়ম্ভু ইহা আরবী নহে, ইহা হদিস বা কোর-আনে নাই, ইহা অগ্নিপূজক পারসিকগণের ভাষা। এবং, দ শব্দও ঐরূপ, মুসলমানগণের মধ্যে ইহা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। অনুবাদক।

আস্‌হাব কহ্‌ফ—গহ্বর-সঙ্গী।

মক্কাবতীর্ণ ১৮ সংখ্যক সূরা (৬৯)

এই সূরার মর্ম্ম।

১ম রুকু :—আল্‌লাহ্‌ কোর্‌-আন অবতীর্ণ করিতেছেন, কেহ ভ্রান্ত হইতে পারে এমত কিছুই ইহাতে নাই, ইহাতে অবিশ্বাসকারিগণেব পরিণাম মন্দ, এবং বিশ্বাসকারিগণের পরিণাম ভাল; যাহারা বলে আল্‌লাহ সন্তানের জনক তাহারা অজ্ঞ, এবং তাহা মিথ্যা; আল্‌লাহতে জনকত্ব অর্পণকারিগণ কোর্‌-আনেও মিথ্যারোপ করিতেছে তজ্জন্য তোমার মনকে দুঃখিত করিও না; তাহারা পার্থিব মর্য্যাদার জন্য উক্ত কুবিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে না; কিন্তু পৃথিবীর উচ্চ পর্ব্বত সকলও ধ্বংস হইবে; বিশ্বাস এবং কর্ম্ম ধ্বংস হইবে না; আত্মা ধ্বংস হয় না তাহার দৃষ্টান্ত তিন শতাধিক বৎসর পর্য্যন্ত গহ্বরবাসিগণ মৃতবৎ অবস্থায় থাকার পর জাগরিত হইয়াছিল এবং তৎপূর্ব্বের ঘটনা ভুলিয়া যায় নাই; (ইহা পুনরুত্থানেরও দৃষ্টান্ত,)

২য় রুকু :—তাহারা ছয়জন নগরবাসী যুবক একমাত্র আল্‌লাহর উপাসনা করিত, তাহারা আল্‌লাহকে ত্যাগ করিয়া দেবপূজা অবলম্বন না করিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে বলিয়া দকিয়ানুস ভয় দেখাইল, কিন্তু তাহারা তথাপি অস্বীকার করিল, কয়েক দিবসের সময় দেওয়া হইল, ইতিমধ্যে যুবকেরা জঙ্গলের দিকে পলায়ন করিল, পথে একজন

মেষপালকের সঙ্গে দেখা হইল, সে ব্যক্তিও তাহাদেরই মত ছিল, সে বলিল ঐ পর্ব্বতে এক গুপ্ত গুহা আছে, সাতজনই ঐ গুহার দিকে চলিল, মেষপালকের কুকুরটিও সঙ্গে সঙ্গে চলিল, ঐ গুহায় প্রবেশের পর তাহারা নিদ্রিত হইয়া পড়িল, ঐ গুহার মুখ উত্তর দিকে ছিল ;

৩য় রুকু :—দকিয়ানুস রকীম পর্ব্বতে জিরম গহ্বরে ইহাদিগকে মৃত অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া নগরে প্রত্যাগমন করিল ; তাহার ৩০০ বৎসর পর আল্লাহ্ তাহাদিগকে সচেতন করিলেন ; তাহারা চেতন হইয়া ঠিক করিতে পারিল না যে কতদিন তদবস্থায় ছিল ; একজনকে একটি মুদ্রা-সহ নগরে পাঠান হইল ; অন্নবিক্রেতা ইহার আকার এবং অপ্রচলিত মুদ্রা দেখিয়া নানা প্রকার প্রশ্ন করায় সে উত্তর করিল যে গতকল্য সে নগর ছাড়িয়া গিয়াছে, বাদশাহ্ দকিয়ানুস পর্য্যন্ত তাহা জানে ; এক ব্যক্তি তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে, এ কথা তৎকালের আন্‌তা-কিয়ারাজের কর্ণে গেল, তিনি ঈসায়ী মোমিন ছিলেন, তিনি ঐ গহ্বরে গিয়া সমস্ত বিবরণ শুনিলেন ; ইহারা আবার নিদ্রিত হইয়া পড়িল : তৎকালে ঈসায়ীগণ দুই দলে বিভক্ত ছিল, এক দল সশরীরে পুনরুত্থান বিশ্বাস করিত, আর এক দল সশরীরে পুনরুত্থান মানিত না ; যে দল সশরীর সমুত্থান বিশ্বাস করিত, তাহারা এই ঘটনাতেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইল, এবং ঐ স্থানের উপর প্রার্থনা-গৃহ নির্ম্মাণ করিল ;

৪র্থ রুকু :—এই কার্য্য আমি কল্য নিশ্চয় করিব, ইহা না বলিয়া আল্লাহর ইচ্ছা হইলে করিব বলিও ; গহ্বরবাসিগণ গহ্বরে তিন শত সৌরবৎসর, এবং চান্দ্রবৎসর অনুসারে ৩০৯ বৎসর পর জাগরিত হইয়াছিল ; সমস্ত গুপ্ত বিষয় আল্লাহ্ অবগত ; কোর-আনে যাহা আছে তাহা এমত সত্য যে, অন্যে পরিবর্ত্তন করিতে পারে না ; পার্থিব আড়ম্বরের সহিত দারিদ্র্যের পরিবর্ত্তন করিও না ; আল্লাহ্ সত্য

অবতীর্ণ করিতেছেন, ইচ্ছা হয় বিশ্বাস কর, যদি ইচ্ছা না হয় বিশ্বাস করিও না; বিশ্বাস স্থাপনকারী সুকর্ম্মকারীর পরিণাম মহৎ;

৫ম রূকু:—কেবল পার্থিব বৈভবই যাহার উদ্দেশ্য, পরকালে অবিশ্বাসী এমত একজনার দৃষ্টান্ত; এক ভ্রাতার পরকাল উদ্দেশ্য ছিল, সে তজ্জন্য ব্যয় করিত, অন্য ভ্রাতা পরকালে এবং আল্‌লাহতে বিশ্বাস করিত না, নিজকেই নিজের ভাগ্যের কর্ত্তা মনে করিত। বিশ্বস্রষ্টা তাহাকে দুইটি ফলবান উদ্যান দিয়াছিলেন, এবং তাহা ফলশালী করিয়াছিলেন; উদ্যানস্বামী ভাবিত ইহা তাহার যত্ন, চেষ্টা এবং পরিশ্রমের ফল; সে দাসদাসী বেষ্টিত হইয়া সুখে সম্পদে জীবনাতিবাহিত করিত; তাহার দরিদ্রভ্রাতাকে সে তিরস্কার করিতেছিল যে পরকালের মঙ্গলকামনায় ধন জীবন নিয়োগ করা নির্ব্বোধের কাজ; মরণের পর কিছুই নাই, আর যদি পরকাল থাকে, তাহা হইলে তথায় এইরূপ চেষ্টা করিলেই সুখ সম্পদ পাওয়া যাইবে; তারপর ভূমিকম্পে ঐ বাগান একেবারে নষ্ট হইয়া গেল; তখন সে বুঝিতে পারিল এখন যেমন ইহা ভাল করা তাহায় সাধ্যাতীত, তদ্রূপ তাহা তৈয়ার করাও তখন তাহার সাধ্যাতীত ছিল, যিনি ইহা উৎপন্ন করিয়াছিলেন, সে তাঁহার উপলক্ষ মাত্র ছিল;

৬ষ্ঠ রূকু:—পার্থিবজীবন ক্ষেত্রের ন্যায়; বৃষ্টি পতিত হইয়া বীজ সকল অঙ্কুরিত, পুষ্ট, সুদৃশ্য হয়, এবং অবশেষে, হয় কর্ত্তিত হয়, নয় শুষ্ক হইয়া বায়ুতে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়; ধন সন্তান পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য্য, এই সৌন্দর্য্য বিনশ্বর; কিন্তু চিরস্থায়ী সুকর্ম্ম চিরকাল সুফল প্রদান করে; যে দিবস কর্ম্মফল প্রদান করা হইবে, সে দিবস ঐশ্বরিক আদেশ অমান্যকারিগণ দেখিতে পাইবে, তাহাদের কর্ম্মপত্রে ক্ষুদ্র বৃহৎ সু কু, একটি কর্ম্মও পরিত্যক্ত হয় নাই;

৭ম রুকু :—মনুষ্যগণের অবাধ্যতা শয়তানের অবাধ্যতার ন্যায়, সে জিনজাতীয় প্রযুক্ত স্বভাবতঃই নিষ্পাপ ছিল না, যাহারা আল্লাহর আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাহার কথা মান্য করে তাহাদের পরিণামও মন্দ;

৮ম রুকু :—এই কোর্-আনে অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু আরবের এই আল্লাহ-দ্রোহিগণ তথাপি কুতর্ক করিতেছে, এবং যে শাস্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা উপস্থিত করিতে বলিতেছে; ইহার কারণ তাহাদের অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব যাহা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে; ঐশ্বরিক নিয়ম এই যে শাস্তির জন্য যে সময় নির্দ্দিত করা হইয়াছে, সেই সময় ইহাদের শাস্তি আগত হইবে,

৯ম রুকু :—সমস্ত ঘটনার মূল উদ্দেশ্য আল্লাহই অবগত, তাহার দৃষ্টান্ত :—হজরত মুসা মহাজ্ঞানী খিদীরের সাক্ষাৎ জন্য যাত্রা করিলেন, তাঁহার শিষ্য ঈউসা তাঁহার সঙ্গে ছিল; প্রাতর্ভোজন জন্য একটি দগ্ধ মৎস্য ঈউসার নিকট ছিল, দুই সমুদ্রের সংমিলন স্থানে তাঁহার সহিত দেখা করার আদেশ হইয়াছিল, তাঁহারা এক প্রস্তরের উপরে বিশ্রাম করিতেছিলেন, মুসা নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন; ফজরের নমাজের ওজু করিবার জন্যই ঈউষা নদীর তীরে গেলেন; তখন ঐ দগ্ধ মৎস্য জীবিত হইয়া নদীতে লাফাইয়া পড়িল, এবং জল মধ্যে শুষ্ক পথ দিয়া অদৃশ্য হইল; হজরত মুসা জাগ্রত হইয়াই তাড়াতাড়ি যাইতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়া ঈউষাও তাঁহার পশ্চাৎ দৌড়িলেন; কতকদূর গিয়া মুসা প্রাতর্ভোজন জন্য দগ্ধ মৎস্য বাহির করিতে বলিলেন, তখন ইতিপূর্ব্বে যে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল ঈউষা তাহা মুসাকে জ্ঞাত করিলেন; এই ঘটনারই তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন, এই স্থানে মহাপুরুষ খিদিরের সহিত দেখা হওয়ার স্থান। তাঁহারা বালুকার উপরে তাঁহাদের পদচিহ্ন দেখিয়া দেখিয়া পূর্ব্বস্থানে আসিলেন, তথায় মহাপুরুষ খিদিরের

সহিত দেখা হইল; মূসা তাঁহার যে কার্য্য দর্শন করিবেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে তিনি শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন;

১০ম রুকু:—তথা হইতে উভয়ে চলিলেন; এক ঘাটে যাত্রিপূর্ণ এক নৌকায় চড়িলেন, হজরত খিদির গোপনে তাহাতে এক ছিদ্র করিয়া দিলেন, মূসা এই কাজের প্রতিবাদ করিলেন, খিদির প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন; তাঁহারা অপর পারে নৌকা হইতে নামামাত্র তাহা ডুবিয়া গেল; যাইতে যাইতে একটি বালকের সহিত দেখা হইল, সে অন্য বালকদের সঙ্গে খেলা করিতেছিল; খিদীর তাহাকে এক নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলিলেন; মূসা বলিলেন আপনি অতি গুরুতর কাজ করিলেন; মহাপুরুষ প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলেন, হজরত মূসা বলিলেন যদি তিনি তৃতীয়বারও আদেশ লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে যেন তাঁহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়; তাঁহারা আবার চলিলেন, রাত্রি এক নগরের বাহিরে যাপন করিলেন, প্রভাতে নগরে প্রবেশ করিয়া খাদ্যবস্তু ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই কিছু দিল না, পতনোন্মুখ একখানা প্রাচীর দেখিয়া খিদীর অনেক পরিশ্রম করিয়া তাহা সোজা করিয়া দিলেন, মূসা বলিলেন যদি আমরা কাহারও মজুরী করিতাম তাহা হইলে মজুরী পাইতাম, ভিক্ষা করিতে হইত না; খিদীর বলিলেন তৃতীয় বার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল, এখন তোমাকে আমার সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে, আল্‌লাহ্‌র ইচ্ছামতই আমি সমস্ত কার্য্য করিয়াছি; ঐ নৌকা এক নিঃস্ব পরিবারের; তাহা তাহাদের জীবিকার্জ্জনের উপায়; অপর পারে রাজকর্ম্মচারিগণ রাজকার্য্যের জন্য সমস্ত ভাল নৌকা লইয়া যাইতেছিল, এই নৌকা দোষযুক্ত দেখিয়া পরিত্যাগ করিল; ঐ বালক ভবিষ্যতে তাহার ধার্ম্মিক পিতামাতার মনে

মন্দকর্ম্ম করিয়া কষ্ট দিত, তজ্জন্য তাঁহারই আদেশে তাহাকে মারিয়া ফেলা হইল যেন তিনি তাহাদিগকে একটী সুসন্তান দেন; আর ঐ প্রাচীর থামার মূলে দুইজন অল্প বয়স্ক বালকের জন্য ধন প্রোথিত আছে, তাহা রক্ষার জন্য তাহা সোজা করিয়া দেওয়া হইয়াছে; আল্লাহর সমস্ত কর্ম্মেরই উদ্দেশ্য ভাল;

১১শ রুকু:—দ্বিরাজ্য বা দ্বিশৃঙ্গপতি পারস্য এবং মিডিয়া অধিপতি সাইরস বা কায়কোবাদ সম্বন্ধে য়িহুদিগণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় এই রুকুর আএত সকল অবতীর্ণ হইয়াছিল; সাইরস তাহার রাজ্যের পশ্চিম, পূর্ব্ব এবং উত্তরদিকস্থ রাজ্য জয় জন্য যাত্রা করিযাছিলেন, এবং গগ, মেগগ, ইয়াজুজ মাজুজ জাতির গতি অবরোধ জন্য দারবন্দ নামক স্থানে এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই জাতিদ্বয় ঈসা-পূজক; অনেকের মতে ইহারা রুষীয়, জার্ম্মাণ, ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি জাতি, সহস্র সাগর কালী হইলেও আল্লাহর সম্বন্ধীয় বিষয় লিখিয়া শেষ করা যায়না।

আস্‌হাব কহ্‌ফ।

মক্কাবতীর্ণ ১৮ সূরা।

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা

আল্‌লাহর নামে আরম্ভ। ১।১৮।১৫

১। সমস্ত প্রশংসাবাদ আল্‌লহর, যিনি তাঁহার আজ্ঞাবহ (রসুলের) উপরে গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন, এবং তাহা বক্রতাসঞ্চারকারী করেন নাই। ২ তাহা (সত্যে) অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উদ্দেশ্য তাহা (বিশ্বাসহীন) ব্যক্তিদিগকে তাঁহার পক্ষ হইতে কঠিন শাস্তি সম্বন্ধে সতর্ক করুক, এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং পুণ্যার্জ্জনে নিযুক্ত, তাহাদিগকে সুসংবাদ জ্ঞাত করুক যে, তৎকারণ তাহাদের জন্য উত্তম বিনিময় রহিয়াছে, (অর্থাৎ জন্নত ;) ৩ তাহারা তাহাতে সর্ব্বদা অবস্থান করিবে। ৪ এবং ইহা তাহাদিগকে সতর্ক করুক, যাহারা বলে যে আল্‌লাহ্ সন্তান অবলম্বন করিয়াছেন, (যথা ফেরেশ্‌তাগণ তাঁহার কন্যা, এবং পয়গম্বর উজএর, এবং ঈষা তাঁহার পুত্র।) ৫ এতৎসম্বন্ধে তাহারা সত্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাদের পিতৃপুরুষ-গণও (অজ্ঞ।) তাহাদের মুখ হইতে গুরুতর কথা বাহির হইতেছে, যাহা তাহারা বলিতেছে, তাহা অসত্য ব্যতীত নহে।

৬। (হে পয়গম্বর,) এই (অবতারিত) বাণী হইতে তাহারা ফিরিয়া যাওয়াতে তোমার মনকে দুঃখিত করিয়া কষ্ট দিও না। ৭ পৃথিবীতে যাহা আছে তাহা সমস্তকে তাহার সৌন্দর্য্য প্রকাশক করিয়াছি, উদ্দেশ্য মনুষ্যগণের মধ্যে কে সুকর্ম্মকারী পরীক্ষা করিয়া রাখি। (ইহারা পার্থিব লাভের জন্য কুবিশ্বাস ত্যাগ করিছে না।)

৮। পৃথিবীর উপরে (বুদ্ধি, কৌশল, ধনৈশ্বর্য্য প্রকাশক) যাহা কিছু আছে, তদুপরিস্থ উচ্চপর্ব্বত সকলকেও ধ্বংস করিয়া, ভূতলকে আমি (মহাপ্রলয় কেয়ামতারম্ভে) তৃণাদি বিহীন (সমতল) করিয়া ফেলিব। (আমার প্রবর্ত্তিত অলঙ্ঘনীয় নিয়মমত বিশ্বধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু আত্মা সত্যবিশ্বাস, এবং সৎকর্ম্ম, মিথ্যাবিশ্বাস, এবং মন্দকর্ম্ম, জ্ঞান এবং কর্ম্ম, ধ্বংস হইবে না।) (আত্মা ধ্বংস হয় না তাহার দৃষ্টান্ত।)

৯। (হে রসুল প্রশ্নকারীদের ন্যায়) তুমি কি মনে কর, (রোমক-রাজ্য বিজেতা দকিয়ানুসের রাজধানী আফসুস Ephisus নগর সন্নিহিত) রকীম (প্রান্তর সন্নিকটবর্ত্তী তরাখুলুস পর্ব্বত মধ্যস্থ রকীম নামক) গিরি-গহ্বর সঙ্গিগণ, আমার কীর্ত্তির নিদর্শন সকলের মধ্যে অতি বিস্ময়কর নিদর্শন, (এমত যে তাহা সত্য নহে গল্প মাত্র?) ১০ (প্রশ্নকারিগণকে সে সময়ের কথা জ্ঞাত কর,) যখন (একমাত্র আল্লাহতে বিশ্বাসী, তাঁহার উপাসনায় রত আফসুস নগরবাসী) যুবকগণ, আফসুস নগরপতির ইষ্ট দেবতার পূজা অস্বীকার করিয়া, দুর্দ্দান্ত দকিয়ানুসের ভয়প্রদর্শন অগ্রাহ্য করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে আল্লাহর উপাসনা জন্য তরাখুলুস পর্ব্বত) গহ্বরাভিমুখী হইয়াছিল, তাহারা (গহ্বর সমীপবর্ত্তী) হইয়া বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদিগকে তোমার অসীম অনুগ্রহ হইতে কথঞ্চিৎ অনুগ্রহে অনুগৃহীত কর, এবং আমরা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমাদের জন্য তাহা সুফল জনক কর। ১১ তখন আমি নির্ণীত কতক বৎসর পর্যন্ত, গহ্বর মধ্যে তাহাদের কর্ণের উপরে আচ্ছাদন স্থাপন করিয়া রাখিলাম, (তাহাদের বাহ্যিক ইন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণাদির শক্তি রহিত হইল, এবং ঐ গহ্বর মধ্যে তাহারা নির্ণীত কয়েক শত বৎসর পর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তির ন্যায় শায়িত থাকিল।) ১২ তদনন্তর পুনঃ আমি তাহাদিগকে জাগরিত করিলাম, উদ্দেশ্য যে

(পার্থিব জীবনে সুপ্ত, আধ্যাত্মিক জীবনে জাগ্রত, এই মহাপুরুষগণ কয় শতাব্দী মৃতবৎ অবস্থায় ছিল তাহার) গণনায় কোন পক্ষ অভ্রান্ত তাহা আমি জানিয়া লই, (অর্থাৎ মনুষ্যগণকে দেখাই যে বহুবৎসর মৃতাবস্থায় থাকিলেও আত্মা পুনঃ শরীরে ফিরিয়া আসিতে পারে, এইরূপে কেয়ামতে আত্মা তৎকালোপযোগী শরীর ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইবে। ১।১২)

১৩। আমি তোমাদের নিকট তাহাদের সত্য বিবরণ বিবৃত করিতেছি ; তাহারা (আফ্‌সুস নগরবাসী) কয়েকজন যুবক, তাহারা তাহাদের প্রতিপালককেতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, (এক এবং অদ্বিতীয় আল্‌লাহর উপাসনা করিত।) আমিও তাহদের সত্য পথপ্রাপ্তি (উত্তরোত্তর) বৃদ্ধি করিয়াছিলাম।

ব্যা (১১০´) রোমকরাজ্য-বিজেতা দকিয়ানুস (Decius,) রোমক-দিগকে পরাজিত করার পর, স্বরাজধানী আফসুসে Ephisus, প্রত্যাগত হইয়া রাজ্যস্থ ব্যক্তিগণকে তাহার ইষ্টদেবতাদের পূজা অবলম্বন করার ঘোষণা করিল। যাহারা তাহা করিতে অনিচ্ছুক হইল, বধ্যভূমিতে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইতে লাগিল। ঐ নগরের ছয়টি যুবক একমাত্র আল্‌লাহর উপাসক ছিল। দকিয়ানুস তাহাদিগকে রাজসভায় উপস্থিত করিয়া তাহার ইষ্টদেবতাগণের পূজা করার আদেশ করিল।)

১৪। এবং আমি (তখন) তাহাদের হৃদয়ের উপরে দৃঢ়বন্ধন স্থাপন করিলাম, তাহারা যখন (বন্দীভাবে আনীত হইয়া, তাহাদের সম্মুখে) দণ্ডায়মান হইল, (তখন প্রাণদণ্ডের ভয় তুচ্ছ করিয়া নির্ভীক ভাবে) বলিল, আমাদের প্রতিপালক নভোমণ্ডলের, এবং ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, আমরা তাঁহাকে ব্যতীত অন্য উপাস্যকে আহ্বান করিব না, যদি আমরা তাহা করি তাহা হইলে আমরা অসত্যবাদী। ১৫ এই আমাদের স্বব্যক্তিগণ (রাজপীড়নে ভীত হইয়া) আল্‌লাহকে ত্যাগ করিয়া অন্য·

উপাস্য অবলম্বন করিয়াছে ; কিন্তু (অপ্রকৃত ধর্ম্মাবলম্বিগণ অন্য উপাস্য-গণের সম্বন্ধে) কোনও প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করেনা কেন? যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্বন্ধে অসত্য সংযোগ করে, তাহা হইতে সীমালঙ্ঘন-কারী, অতিশয়াচারী, আর কে হইতে পারে?

ব্যা (১১১´) দকিয়ানুস ইহাদের কোমল বয়স, সুকুমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বধ আজ্ঞা স্থগিত রাখিল, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য তাহাদিগকে কয়েক দিবসের সাবকাশ দিল, এবং কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র যাত্রা করিল। যুবকগণ ইত্যবসরে পর্ব্বতের দিকে পলায়ন করিল। এক বনের মধ্যে তাহাদের সহিত এক মেষপালকের দেখা হইল। মেষপালকও তাহা-দের সঙ্গী হইল। আপনা আপনি স্বাভাবিক বিশ্বাস যে একজন উপাস্য ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নহে, তাহারও মন অধিকার করিয়া বসিয়া-ছিল। সে বলিল এই পর্ব্বতে একটি দুর্গম নিভৃত গহ্বর আছে, আমি তাহার পথ জানি, চল সেই গুহায় আমরা আশ্রয় গ্রহণ করি। তখন সাতজনই গহ্বরের দিকে চলিল। অনেক তাড়নাতেও মেষপালকের কুকুরটি তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিলনা। তাহাদের মধ্যে যিনি জ্ঞান জ্যেষ্ঠ তিনি বলিলেনঃ—

১৬। অতঃপর, যখন (আমার সহিত) তোমরা কাল্পনিক ঈশ্বর পূজকগণকে, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদের অন্য উপাস্যবর্গকে ত্যাগ করিয়া পৃথক হইয়াছে, (এখন) পর্ব্বত গহ্বরের দিকে চল, আল্লাহ তোমাদের উপরে তাঁহার প্রসাদ বিস্তীর্ণ করিবেন, এবং তোমাদের উদ্দিষ্ট কার্য্য তোমাদের জন্য সহজ করিবেন।

(সপ্তযুবক এবং তাঁহাদের কুকুরটিও পর্ব্বত গহ্বর প্রবেশের পর নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।)

১৭। এবং (হে শ্রোতা তুমি) দেখিতে পাইবা, উদয় কালে

সূর্য্য তাহাদের গহ্বরটির দক্ষিণদিকে উদয় হইয়া আপন পথ অতিক্রম করে, এবং যখন তাহা অস্ত হয়, তখন তাহাদিগের বামদিকে অস্তমিত হয়, (যেহেতু গহ্বরের মুখ উত্তর দিকে, এবং তাহারা দক্ষিণ শিয়রে শায়িত) আর তাহারা গহ্বরের প্রশস্ত মধ্যদেশে অবস্থান করিতেছে। ইহা আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে একটি নিদর্শন, (যে) যাহাকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেন সে পথপ্রাপ্ত হয়, (যেমন এই যুবক দল,) এবং যাহাকে তিনি পথ ভ্রষ্ট করেন, তুমি কোনও ব্যক্তিকেই তাহার পথ প্রদর্শক হিতাকাঙ্ক্ষী প্রাপ্ত হইবা না; (যেমন দকিয়ানুস।) ২।৫ = ১৭

১৮। এবং (হে শ্রোতা, তাহারা চক্ষু উন্মীলিত অবস্থায় আছে,) তোমাকে বোধ হইবে যে তাহারা জাগ্রত, ফলতঃ তাহারা নিদ্রিত। আমি (প্রত্যেক অয়নে) তাহাদের পার্শ্ব একবার দক্ষিণ দিকে, একবার বাম দিকে, পরিবর্ত্তিত করি। তাহাদের কুকুরটি, তাহার উভয় হস্ত, গহ্বরের মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া সুষুপ্ত। যদি তুমি কখনও (ঐ নিস্তব্ধ, অন্ধকারাবৃত গহ্বরে, নখ, কেশ, শ্মশ্রু বর্দ্ধিত মৃতবৎ ঐ সপ্ত পুরুষের) নিকট উপনীত হও, তাহা হইলে তোমার এমত ভয়ের সঞ্চার হইবে, যে তুমি মুখ ফিরাইয়া লইয়া পলায়ন করিবা।

ব্যা (১১২´) দকিয়ানুস রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া যুবকদিগের অনুসন্ধান জন্য রকীম পর্ব্বতের বন মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তল্লাস করিতে করিতে জীরম গহ্বর প্রাপ্ত হইল। দেখিতে পাইল, তাহার মধ্যে সাতটি যুবক এবং একটি কুকুর মরিয়া রহিয়াছে। তখন সে নগরে ফিরিয়া আসিল। তাহার একজন সঙ্গী গহ্বরের প্রস্তরে ঐ সাত-জনের নাম, এবং কুকুরটিরও নাম, এবং সেই বৎসর খুদিয়া দিল।)

ব্যা ১১২´ (তারপর কয়েক শতাব্দী গত হইয়া গেল। দকিয়ানুস বংশীয় রাজাদের পর আরও কয়েক বংশীয় রাজার অভ্যুত্থান এবং

পতন হইল। অবশেষে তন্দরূপ নামক একজন সত্যে বিশ্বাসী মোমীন রাজা আন্তাকিয়া রাজ্যের রাজধানী আফস্যুস নগরের সিংহাসনে আসীন হইলেন। যাহারা একমাত্র উপাস্য আল্লাহতে এবং রসুলেতে বিশ্বাস করে, তাহাদিগকে মোমীন বা মুসলমান বলে। তন্দরূস ঈসায়ী ধর্ম্মাবলম্বী মোমেন ছিলেন। সে সময় ঈসায়ীগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল। একদলের বিশ্বাস ছিল কেয়ামতে আত্মা অশরীর আবির্ভূত হইবে। আর একদল বলিত আত্মা সশরীর সচেতন হইবে। মরণের বহু বহু যুগযুগান্তর পর, পার্থিব শরীর ধ্বংস হওয়ার বহু বহুবৎসর পর, আত্মা তৎকালোপযোগী শরীরে সংযুক্ত হইয়া সচেতন হওয়ার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল্লাহ্ ধর্ম্মপরায়ণ তন্দরূসের আধিপত্য কালে, তিন শতাব্দীর পর পুনঃ ইহাদিগের পার্থিব শরীরে আত্মার সঞ্চার করিয়াছিলেন। তদ্রূপ কেয়ামতে তৎকালের শরীরে এই আত্মা সঞ্চারিত করিবেন।)

১৯। এবং (হে শ্রোতা, এই সপ্ত যুবকের এবং তাহাদের কুকুরটিরও শরীর যেমন বিনষ্ট হয় নাই) তদ্রূপ (তাহাদের আত্মাও ধ্বংস প্রাপ্ত না হওয়াতে) আমি তাহাদিগকে (মৃত্যুরূপ) নিদ্রিতাবস্থা হইতে উত্থিত করিয়াছিলাম; (এবং পূর্ব্বস্মৃতিও অর্পণ করিয়াছিলাম,) তাহারা যেন পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে। তাহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, ওহে আমাদের এস্থানে বাস করার কতকাল হইল? একজন বলিল, (আমরা এই গুহায় ঊষাকালে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত হইয়াছিলাম, আর এখন সূর্য্য আকাশের কতকদূর অতিক্রম করিয়াছে, ইহা হইতে বোধ হয়,) এক দিবস মাত্র আমরা (এই গুহায়) বাস করিয়াছি; (আর যদি নিদ্রিত হওয়ার অল্পক্ষণ পরই জাগরিত হইয়া থাকি) তাহা হইলে এক দিবসের অতি অল্প অংশ মাত্র এখানে যাপন করিয়াছি।

ব্যা (১১৩´) (তারপর যখন তাহারা দেখিল যে তাহাদের কেশ শশ্রু, নখ অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের পরিহিত বসন জীর্ণ হয় নাই, তখন তাহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কিন্তু কতকাল তাহারা তথায় ছিল তাহা স্থির করিতে পারিল না। তখন) কয়েক জন বলিল, আমাদের প্রতিপালকই বিশেষ করিয়া জানেন যে কত বৎসর পর্য্যন্ত আমরা এখানে আছি। আমাদের সঙ্গে এই যে মুদ্রা আছে তাহা সহ একজনাকে নগরে প্রেরণ করা যাউক, সে যেন বিশেষ করিয়া দেখে যে কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র আহার্য্য বস্তু প্রস্তুত রাখিয়াছে। (আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে নিবেদিত আহার্য্য পরিহার করিয়া সে) যেন ঐ পবিত্র আহার্য্য হইতে আমাদের জন্য কিছু আহার্য্য আনে। সে যেন নগর বাসিগণের সহিত প্রীতিকর ব্যবহার করে, কেহ যেন তোমাদের সম্বন্ধে জানিতে না পারে। ২০ যদি তাহারা তোমাদের উপরে প্রাবল্য লাভ করে, তাহা হইলে প্রস্তর বর্ষণ করিয়া তোমাদিগকে বধ করিবে, অথবা তাহাদের মতাবলম্বন করিতে তোমাদিগকে বাধ্য করিবে। যদি তোমরা কোনওক্রমে তাহাদের ধর্ম্মাবলম্বন কর, তাহা হইলে কখনই মুক্তিপ্রাপ্ত হইবানা।

ব্যা (১১৪´) (তাহাদের একজন একটি মুদ্রাসহ নগরের দিকে যাত্রা করিল। সে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই তাহাকে বোধ হইতে লাগিল যেন সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যখন সে নগর মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন আরও বিস্ময়ান্বিত হইল। তাহার পূর্ব্বপরিচিত, কল্যাকার আফস্থস রাজধানী এই নগর কিনা ঠিক করিতে পারিল না। বাড়ী, ঘর, দোকান বাজার সমস্তই যেন বদলিয়া গিয়াছে। নগরবাসী কাহাকেও চিনিতে পারিল না। তাহাদের পরিচ্ছদ, বেশ, ভূষা, যান, বাহন, সমস্তই পৃথক বোধ হইল। অনেক অগ্র পশ্চাতের পর সে একজন

অন্নবিক্রেতার দোকানে গিয়া দাঁড়াইল। ক্রীতদ্রব্যের মূল্যের জন্য মুদ্রাটি দিয়া অবশিষ্ট ফেরত চাহিল। অন্নবিক্রেতা তাহার অদ্ভুত আকার, এবং অপ্রচলিত মুদ্রাটি দেখিয়া নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল। সে বলিল এই মুদ্রা দকিয়ানুসের আমলের। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ইহার প্রচলন ছিল। বোধ হয় তুমি প্রোথিত ধন পাইয়াছ, তোমাকে নগর-পালের জিম্মায় দিব। যুবক বলিল, আশ্চর্য্য কথা, আমরা কল্যই দকিয়ানুসের ভয়ে নগর ত্যাগ করিয়াছি, সন্দেহ হইলে তাহার নিকট সংবাদ লইতে পার। অতি শীঘ্রই নগরের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এই সংবাদ বিস্তীর্ণ হইল। এক ব্যক্তি তিনশত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত আছে এই সংবাদ তন্দরূসের কর্ণে পর্য্যন্ত গেল। তন্দরূস সমস্ত কথা যুবকের মুখে শুনিয়া জীরম গহ্বরে উপস্থিত হইলেন। সপ্ত যুবকের সহিত তিনশত বৎসর পর কুকুরটিও সচেতন হইয়াছিল। আগন্তুকগণকে দেখিয়া ভুকিতে আরম্ভ করিল। তারপর তন্দরূস যুবকগণের নিকট সমস্ত বিবরণ শুনিলেন। গহ্বরে যুবকগণের নাম, এবং গহ্বর প্রবেশর বৎসর খোদিত, প্রাপ্ত হইলেন। তারপর কুকুরটি সহ তাহারা আবার নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, বোধ হইতে লাগিল তাহারা প্রাণশূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।)

২১। এবং আমি এইরূপে এই ঘটনা উক্ত ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহারা যেন জানিতে পারে যে আল্লাহ (সশরীর আত্মার পুনরুত্থানের) যে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা সত্য এবং (পুনরুত্থানের) মুহূর্ত্ত সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই।

ব্যা (১১৫´) (মানব শরীরে আল্লাহ এমত এক শক্তি নিহিত রাখিয়াছেন যে তাহা কখনও কখনও প্রকাশিত হইয়া নশ্বর শরীরকে অধ্বংস অবস্থায় রক্ষা করিতে পারে। পয়গম্বর এবং ওলী, এবং

শহিদগণের শরীর ধ্বংস হয় না। সন্ন্যাসী হরিদাসের বিবরণ কয়েক জন বিশ্বস্ত লোকে লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি রাজা রণজিৎ সিংহের দরবারে ছিলেন। ইঁহার সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত শরীর বাক্‌সে পুরিয়া কখনও মাটির ভিতরে পুতিয়া রাখা হইত, কখনও শূন্যে ঝুলাইয়া রাখা হইত। এমত পাহারা থাকিত যে প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা ছিল না। দীর্ঘকালের পর শরীর বাহির করা হইত এবং ক্রমে ক্রমে তাহাতে আত্মার সঞ্চার হইত। কেহ বলেন ইনি হিন্দু কেহ বলেন ইনি মুসলমান। যাহাই হউক আত্মা শরীর হইতে পৃথক, এবং জীবমানেই শরীর হইতে পৃথক হইতে পারে। নিদ্রা আমাদের প্রাত্যহিক মরণ, তৎকালে আত্মা শরীর হইতে বিযুক্ত হয় যথা স্থানে তাহা এই মহাগ্রন্থেই প্রাপ্ত হইবেন। অনুবাদক।)

যখন ইহারা (অর্থাৎ ঈসায়ীগণ) আপন তর্কিত বিষয় (যে কিরূপে এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবে,) লইয়া বাদানুবাদ করিতে ছিল, তখন (একদল) বলিল ইহাদের উপরে একটি গৃহ নির্ম্মাণ কর, আল্‌লাহই তাহাদের সম্বন্ধে উত্তমরূপ অবগত (যে তাহারা জীবিত কি মৃত)। যাহারা তাহাদের তর্কিত বিষয় (যে আত্মা সশরীর সমুত্থিত হইবে) প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহারা বলিল, বরং তাহাদের উপরে আমরা একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিব।

২২। (হে পয়গম্বর) ইহাদের (য়িহুদী এবং ঈসায়ীদের) একদল বলিবে যে (গহ্বর সঙ্গিগণ) তিন জন মাত্র ছিল, তাহাদের চতুর্থ তাহাদের কুকুর, এবং (একদল ঈসায়ী বলিবে) যে তাহারা পাঁচ জন, তাহাদের কুকুর তাহাদের ষষ্ঠ। তাহারা অজ্ঞাত এক বিষয় অনুমান করিয়া বলিতেছে এবং (কোর-আন বিশ্বাসিগণ) বলিবে তাহাদের সংখ্যা সপ্ত. তাহাদের অষ্টম তাহাদের কুকুর। তোমরা (মুসলমানগণ বল) তাহা-

দের সত্য সংখ্যা আল্লাহ্ অবগত, এবং তিনি ব্যতীত সজ্ঞানে তাহা অল্প ব্যক্তি জ্ঞাত হইবে। এমতস্থলে (হে মুসলমানগণ,) তোমরা ঐ গহ্বরবাসিগণের সম্বন্ধে (যিহুদী) এবং ঈসায়ীগণের সহিত (কোর-আন মত) প্রকাশ্য প্রতিবাদ ব্যতীত অন্য প্রতিবাদ করিও না, এবং ইহাদের সম্বন্ধে তাহাদের কোনও মত জিজ্ঞাসু হইও না। ৩। ৫—২২

২৩। (হে রসুল,) আমি নিশ্চয়ই এই কার্য্য কল্য করিব, ইহা কোনও বিষয় সম্বন্ধে কখনও বলিও না ২৪ কিন্তু এইরূপ বলিও, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন (তাহা হইলে করিব!) আর যদি ভুলিয়া যাও, তাহা হইলে (যখন মনে হইবে তখন) আল্লাহকে স্মরণ করিও, এবং ইহা বলিও অসম্ভব নহে যে শীঘ্রই আমার প্রতিপালক এতৎ সম্বন্ধে যাহা ভাল তাহার পথ আমাকে দেখাইবেন।

২৫। উক্ত গহ্বরসঙ্গিগণ, গহ্বরে তিন শত (সৌর বৎসর) অবস্থান করিয়াছিল, এবং (চান্দ্র মাসের গণনায়) ঐ সংখ্যা অপেক্ষা আরও নয় বৎসর অধিক (তদবস্থায় ছিল)। ২৬ (যাহারা প্রতিবাদ করে তাহাদিগকে) বল, গহ্বরসঙ্গিগণ (পুনর্জাগরণ পর্য্যন্ত কত বৎসর তথায়) অবস্থান করিয়াছিল তাহা আল্লাহ্ উত্তমরূপে অবগত, দ্যুলোকের এবং ভুলোকের সমস্ত গুপ্ত বিষয় তিনি জ্ঞাত, তিনি সমস্তের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দর্শক, তিনি সমস্তের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রোতা, ভুলোক দ্যুলোক বাসীর আল্লাহ্ ব্যতীত সহায় নাই, তিনি তাঁহার ইপ্সিত কার্য্য সম্পন্ন অন্য কাহারও সাহায্যগ্রাহী হন না। ২৭ এবং তোমার প্রতিপালক আল্লাহর গ্রন্থের যাহা তোমার অভিমুখে প্রত্যাদিষ্ট হইতেছে তাহা পাঠ করিয়া শুনাও, তাহা পরিবর্ত্তন করিতে পারে এমত কেহই নাই, তুমি তাঁহাকে ব্যতীত অন্য আশ্রয় দাতা প্রাপ্ত হইবা না। ২৮ যাহারা তাহাদের প্রতিপালক আল্লাহকে প্রাতঃ এবং সন্ধ্যা

স্মরণ করে, যাহারা কেবল তাঁহারই প্রসন্নতা প্রত্যাশী, তোমার নিজকে তাহাদের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখ। তোমার নয়নদ্বয় তাহাদের উপর হইতে অন্য দিকে ধাবিত না হউক। তুমি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য্যের অভিলাষী হইও না। আমি যাহাদের হৃদয়কে আমাকে স্মরণ করা বিস্মৃত করিয়া দিয়াছি, যাহারা তাহাদের অভিলাষের পশ্চাৎগামী হইয়া রহিয়াছে, যাহাদের কর্ম্মই তাহাদের সর্ব্বনাশের কারণ, তুমি তাহাদের কথা মত চলিও না। ২৯ এবং তুমি ঘোষণা কর যে (কোর-আন) তোমার প্রতিপালক আল্লাহর নিকট হইতে অবতারিত সত্য, এমতস্থলে যাহার ইচ্ছা হয় সে ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, এবং যাহার ইচ্ছা হয় সে অবিশ্বাসী হউক। নিঃসন্দেহই আমি অন্যায় আচরণকারিগণের জন্য অগ্নি প্রস্তুত রাখিয়াছি। তাহার স্তর সমূহ তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এমত অবস্থায় যদি তাহারা (শৈত্য কারক কিছু) প্রার্থনা করে, তাহা হইলে বদনমণ্ডল দগ্ধকারী গলিত তাম্রের ন্যায় মহোষ্ণ পানীয় প্রদান করিয়া তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করা হইবে। এইরূপ পানীয় অতিমন্দ পানীয়, এবং (যথায় এইরূপ পানীয়) অবস্থানার্থে তাহা অতি মন্দ বাসস্থান। ৩০ যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং (তৎসহ) সুকর্ম্ম করিয়াছে, আমি নিশ্চয়ই তাহার পুরস্কারের লাঘব করিব না। ৩১ ইহারাই যাহাদের জন্য স্বর্গীয় উদ্যান; তথায় জল প্রণালী সকল প্রবাহিত, তথায় তাহাদিগকে সুবর্ণ বলয় দ্বারা ভূষিত করা হইবে, তথায় তাহারা সন্দুস এবং আস্তবরক হরিৎ কৌশিক বসন পরিধান করিবে, এবং রাজসিংহাসনের উপরে উপাধান অবলম্বনে আসীন থাকিবে, (প্রতিদান স্বরূপ এই রাজত্ব) অতি মহৎ প্রতিদান, এবং (বাসস্থান স্বরূপ এই আনন্দ ধাম) মহোত্তম বাসস্থান। ৪। ২৯—৩১

৩২। (হে রসুল, কেবল পার্থিব বৈভব যাহাদের লক্ষ্য, তাহাদের সম্বন্ধে) মনুষ্যগণের নিকট একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর, (তাহা এই যে) দুই ব্যক্তি (পরস্পর ভ্রাতা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তধন ভাগ করিয়া লইয়াছিল। একজন তাহার সমস্ত ধন সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিল, পরলোক তাহার লক্ষ্য ছিল। অন্য জন পরলোক এবং আল্‌লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত না,) তাহাদের মধ্যে এই অন্য ব্যক্তিকে আমি দুইটি উদ্যান প্রদান করিয়াছিলাম। সে দুইটিই আঙ্গুরের বাগান। উদ্যান দুইটির (চতুষ্পার্শ্বে) খর্জ্জুর দিয়া ঘেরিয়া লইয়াছিলাম, এবং উভয়ের মধ্যে শস্যক্ষেত্রও করিয়াছিলাম। ৩৩ তাহা হইতে উৎপাদিত খাদ্য ঐ উভয় উদ্যানে প্রচুর পরিমাণ জন্মাইত, এবং (পূর্ণ পরিমাণ ফসল প্রদান করিতে) কিঞ্চিৎও ন্যূন করিত না। এবং ঐ উদ্যানদ্বয়ের মধ্যে আমি জল প্রণালী প্রবাহিত করিয়াছিলাম। ৩৪ সে বহুবিধ ফল প্রাপ্ত হইত। (ধনী ভ্রাতা সুন্দর অট্টালিকায়, পুত্র কন্যা দাস দাসী বেষ্টিত হইয়া, মহাড়ম্বরে জীবনাতিবাহিত করিত। একদিন তাহার ভ্রাতার সহিত দেখা হইল, ধনী ভ্রাতা) তাহার সঙ্গী (ভ্রাতাকে) বলিতে লাগিল, এবং (তৎকালে) তাহার সঙ্গী (ভ্রাতার) সহিত (তাহার অদূরদর্শিতার জন্য) ঐ (ধনী ভ্রাতা) বাদানুবাদ করিতেছিল, (যে দেখ আমার অংশের যথাযথ ব্যবহার করিয়া) আমি তোমা হইতে ধন সম্পত্তিতে অনেক অধিক, এবং আমার অনুচরবর্গও এত যে তজ্জন্য আমি তোমা হইতে অনেক সম্মানস্পদ। ৩৫ (এইরূপ বলিতে বলিতে তাহার ভ্রাতা সহ) তাহার উদ্যানে প্রবেশ করিল ; এবং তৎকালে সে স্বীয় আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছিল। সে বলিতেছিল আমি ইহা মনেও ভাবি না এই (দৃশ্য জগৎ, এই আদ্যান্তহীন চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী কখনও) ধ্বংস হইয়া যাইবে। ৩৬ আর আমি ইহাও বিশ্বাস করি না যে

সে মুহূর্ত্ত, (কর্ম্মফল ভোগের কাল,) কখনও আগত হইবে, (যখন পর-কালই নাই এমত স্থলে পারলৌকিক মঙ্গল জন্য ব্যয় অপব্যয় মাত্র।) এবংযদি ('তোমার ভ্রম বিশ্বাস মত এবং কল্পনা মত) আমার সৃষ্টিকর্ত্তার দিকে ফিরিয়াও যাই, তাহা হইলেও (এখানে যেমন স্বচেষ্টা এবং স্ববুদ্ধি বলে উত্তম অবস্থায় আছি, তদ্রূপ মরণের পরও) ফিরিয়া গিয়া নিশ্চয়ই ইহা হইতেও উত্তম স্থান প্রাপ্ত হইব, (ফল কথা কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা নাই, এই বিশ্ব অনাদি অনন্ত, মরণের পর আর জীবন নাই)। ৩৭ (উদ্যান স্বামীকে) তাহার সঙ্গী (ভ্রাতা) বলিল, (এবং তৎকালে সেও তাহার ভ্রাতার সহিত বাদানুবাদ করিতে ছিল,) যে অহো, তুমি তোমার প্রতি পালককে অস্বীকার করিতেছ, তিনি কি তোমাকে মৃত্তিকা হইতে এবং তৎপর রেতঃ বিন্দু হইতে সৃষ্টি করেন নাই? এবং তৎপর কি তোমাকে পূর্ণকায় মনুষ্যাকার প্রদান করেন নাই? (ইহা কি চেতনা হীন, বুদ্ধি শক্তি রহিত, স্বভাবের কার্য্য হইতে পারে?) ৩৮ আমি বলি-তেছি (যিনি আমাকে আদি নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বের বিবিধ অবস্থা অতিক্রম করাইয়া অবশেষে অস্তিত্বের এক অবস্থায় মনুষ্যাকার প্রদান করিয়াছেন, তদ্রূপ আমাকে মরণান্তর অস্তিত্বের আর এক অবস্থায় সচেতন করিবেন, তখন তাঁহার প্রবর্ত্তিত অলঙ্ঘনীয় নিয়মমত আমার কর্ম্ম এবং বিশ্বাসের ফলানুযায়ী আমার প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর অবস্থা হইবে, যিনি ইহার সমস্তের মূল কারণ) তিনিই আমার সৃষ্টি কর্ত্তা আল্লাহ। আমার প্রতিপালকের ক্ষমতা ভাগকারী কাহারও বিদ্যমানতা আমি স্বীকার করিনা। (তাঁহার শক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোনও শক্তির বিদ্যমানতা নাই; তিনি তোমার দ্বারা এই উদ্যানদ্বয় রচনা করিয়া লইয়াছেন)। ৩৯ তুমি যখন তোমার উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিলে, তখন কেন বল নাই যে আল্লাহ (কাহাকেও ধনী কাহাকেও দরিদ্র) যাহা

ইচ্ছা তাহাই করেন; (আল্লাহর শক্তি ব্যতিরেকে শক্তি নাই)। যদিও তুমি ধনে এবং পুত্রাদি জনে আমাকে তোমা হইতে হীন দেখিতেছ, ৪০ (কিন্তু অসম্ভব নহে যে) অনতিবিলম্বে আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান হইতে বহু গুণে উত্তম উদ্যান প্রদান করিতে পারেন এবং (ইহাও অসম্ভব নহে যে) অনতিবিলম্বে তোমার উদ্যানের উপরে আকাশ হইতে বৈদ্যুতিক ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিতে পারেন, তার পর তোমার উদ্যান তৃণ হীন সমতল ভূমিতে পরিণত হইতে পারে। ৪১ অথবা (এমনও সম্ভব যে) তাহার জল মৃত্তিকা গর্ভে এমত বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে যে তুমি (অসীম চেষ্টা করিয়াও) তাহা বাহির করিতে পারিবা না। ৪২ এবং (তার কতককাল পর) ঐ উদ্যানের উৎপন্ন (ফল শস্য ঐশিক প্রকোপে) পরিবেষ্টিত হইল। তখন এক প্রাতঃকালে, সে যে উদ্যানের জন্য ব্যয় করিয়াছিল, তজ্জন্য (আক্ষেপে) হস্তমর্দ্দন করিতে লাগিল। তাহার অট্টালিকার পতিত ছাদ সকল ভগ্ন প্রাচীর মধ্যে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল; এবং তখন সে বলিতেছিল, আমার দুর্ভাগ্য, আমার প্রতিপালকের সহিত কাহাকেও শক্তি ভাগী বিশ্বাস না করাই ভাল ছিল। (আমি এই উদ্যান প্রস্তুত করার উপলক্ষ মাত্র ছিলাম।) ৪৩ ফলতঃ আল্লাহ্ ব্যতীত তাহার কোনও অনুচরবর্গ তাহাকে সাহার্য্য করিতে পারিত না, এবং তাঁহাকে প্রতিশোধও প্রদান করিতে পারিত না। ৪৪ এমত স্থলে আল্লাহই সাহার্য্যকারী ইহাই সত্য। সুপরিবর্ত্তন প্রদানকারী স্বরূপ তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং পরিণাম মঙ্গলকারী স্বরূপ ও তিনিই সর্ব্বোত্তম। ৫।১৩=৪৪

৪৫। (হে রসুল,) মনুষ্যগণের নিকট পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর, আমি আকাশ হইতে যে বারি বর্ষণ করি, তাহা তাহার সদৃশ; তৎপর পৃথিবীস্থ উদ্ভিদ বীজ সকল তাহার সহিত সংমিশ্রিত হয়,

তারপর (ঐ ক্ষেত্র) শুষ্ক হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, বায়ু তাহাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। ফলতঃ আল্‌লাহ যাবদীয় ঘটনা সংঘটন করিতে শক্তি সম্পন্ন। ৪৬ বস্তুতঃ ধন এবং সন্তান পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য্য ; (এই সৌন্দর্য্য ক্ষণস্থায়ী।) কিন্তু চিরস্থায়ী সুকর্ম্ম, (যথা লোক হিতকর কার্য্য, মসজিদ, সেতু, জলাশয়, সুগ্রন্থ, বিদ্যাদান ইত্যাদি যৎ জন্য ধন জীবন ব্যয় উচিত,) সুপরিণাম জনক, এবং মনস্কামনা পূর্ণকারী স্বরূপ, আল্‌লাহর নিকট উত্তম বলিয়া গণ্য।

৪৭। সে দিবস (কেয়ামতের প্রথমভাগে,) আমি পর্ব্বত সকলকে চালিত করিব, তুমি (তাহাদের তলস্থ) ভূমিকে অনাবৃত দেখিতে পাইবে, এবং আমি (সৃষ্টি ধ্বংসের পর যথা সময় কর্ম্মফল ভোগ জন্য সকলকে) একত্রিত করিব, আমি তাহাদের এক জনাকেও ত্যাগ করিব না। ৪৮ এবং তোমার প্রতিপালকের সম্মুখে (স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী) শ্রেণীবদ্ধরূপে সকলকে উপস্থিত করা হইবে। (তাহাদিগকে বলা হইবে) যেমন তোমাদের প্রথমকালে আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তদ্রূপ তোমরা আমার নিকট (অন্তকালে পুনঃ) আগমন করিয়াছ, কিন্তু তোমরা মনে করিয়াছিলা যে আমি তোমাদের জন্য (পুনরুত্থানের) অঙ্গীকৃত কাল আবির্ভূত করিব না। ৪৯ এবং (তখন কর্ম্ম লিপির) গ্রন্থ (প্রত্যেকের সম্মুখে) স্থাপিত করা হইবে। তুমি (হে রসুল) দেখিতে পাইবা, যাহা তাহাতে আছে তাহা দেখিয়া অত্যাচারিগণ ভীত হইবে, এবং বলিবে হায়, আমার দুর্ভাগ্য, ইহা এমন্ত গ্রন্থ যে কি বৃহৎ কি ক্ষুদ্র একটিও কর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই, প্রত্যেক কর্ম্ম গণনা করিয়াছে। এবং তাহারা যাহা করিয়াছে তাহা সমস্ত উপস্থিত দেখিতে পাইবে। (হে নবী,) তোমার প্রতিপালক কাহারও প্রতি অত্যাচার করেন না। ৬৫ = ৪৯

৫০। (হে রসূল, মনুষ্যগণকে আল্লাহর আজ্ঞা অমান্য করণ সম্বন্ধে সতর্ক করণ জন্য সে সময়ের কথা বল) যখন ফেরেশ্‌তাগণকে আমি আদেশ করিলাম যে, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইব্‌লিস ব্যতীত (সমস্ত ফেরেশ্‌তাগণ) সিজদাতে নিপতিত হইল। (ফেরেশ্‌তা-গণকে আল্লাহ্ স্বভাবতঃ নিষ্পাপ করিয়াছেন,) সে জীন্ জাতীয় ছিল, (স্বভাবতঃই নিষ্পাপ ছিল না,) তাহার প্রতিপালকের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল। (হে মনুষ্যগণ) তোমরা কি আমাকে ত্যাগ করিয়া ইব্‌লিস এবং তাহার অনুচরবর্গকে বন্ধু স্বরূপ অবলম্বন করিবা? তাহারা তোমাদের প্রকাশ্য অহিতাকাঙ্ক্ষী, (আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া যাহারা শয়তানকে অবলম্বন করে এমত,) অন্যায়াচরণকারিগণের বিনিময় অতি মন্দ। ৫১ (শয়তান এবং তাহার অনুচরবর্গ আল্লাহর ক্ষমতা ভাগকারী নহে,) যখন আমি দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছিলাম তখন, এবং যখন আমি তাহাদের আত্মা সৃষ্টি করিয়াছিলাম তখন, আমি তাহাদিগকে সাহায্যকারী করি নাই; পথ ভ্রষ্টকারিগণের সাহায্য অবলম্বন করা আমার আবশ্যক হয় না। ৫২ (কেয়ামতে) আল্লাহ্ তাহাদিগকে আদেশ করিবেন, যাহাদিগকে তোমরা আমার ক্ষমতাভাগী বলিয়া বিশ্বাস করিতা, তাহাদিগকে এখন আহ্বান কর। তখন তাহারা তাহাদিগকে আহ্বান করিবে, কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে কোন উত্তর দিবে না। আমি উভয় দলের মধ্যে এক সর্ব্বসংহারক স্থানের আবির্ভাব করিব। ৫৩ এবং (তখন) পাপাচারিগণ নরকাগ্নি দেখিবে, এবং তাহাদের মনে হইবে যে তাহারা যেন তাহাতে পতিত হইতেছে, অথচ তাহারা পলায়ন করার কোন স্থান প্রাপ্ত হইবে না। ৭।৪ = ৫৩

৫৪। এবং আমি এই কোর্-আনে মনুষ্যগণের জন্য নিশ্চয় নানা-প্রকার উদাহরণ বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু মনুষ্যগণ অনেক বিষয় তর্ক বিতর্ক

প্রিয়। ৫৫ এবং সত্য পথ প্রদর্শক আগত হওয়ার পরও, (এইরূপ কুতর্ক) ব্যতীত অন্য কিছুই তাহাদিগকে কোর্-আনে বিশ্বাস স্থাপন, এবং আল্লাহ্‌র নিকট অনুতাপ করণ, হইতে নিবৃত্ত রাখে নাই যে তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সম্বন্ধে যেমন প্রথা ছিল, তেমন (আমাদের উপরেও বিপদাবতীর্ণ) হউক, অথবা (কেয়ামতের) শাস্তি সম্মুখবর্ত্তী হউক। ৫৬ ফলতঃ আমি এই উদ্দেশ্য ব্যতীত রসুলগণকে প্রেরণ করি না, যে তাহারা সুসংবাদ প্রদান করুক এবং ভয় প্রদর্শন করুক। কিন্তু অবিশ্বাস কারিগণ, যাহা গ্রাহ্য অযোগ্য, তদ্দ্বারা প্রতিবাদ করিতেছে, তাহাদের উদ্দেশ্য যে সত্যকে স্বস্থানচ্যুত করে। তাহারা আমার আএত সকলকে, এবং যদ্দারা ভয় প্রদর্শন করা হইতেছে তাহা সকলকে, উপহাস্য বিষয় গণ্য করিতেছে। ৫৭ ফলতঃ যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকেব (বাণী) আএত সকল দ্বারা উপদিষ্ট হইযাও, তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, এবং তাহার হস্তকৃত কার্য্যের পরিণাম বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহা হইতে অধিক অন্যায়াচরণকারী আর কে হইতে পারে? আমি তাহাদেব হৃদয়েব উপরে (অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাবের) আচ্ছাদন স্থাপন কবিয়াছি, যেন তাহাবা তাহা ধারণা করিতে সক্ষম না হয়, এবং তাহাদের কর্ণের উপরে ভার স্থাপন করিয়াছি (যেন শুনিতে না পায়,) যদি তুমি তাহাদিগকে (সত্য) পথের দিকে আহ্বান কর, তথাপি কস্মিন কালেও পথ প্রাপ্ত হইবে না। ৫৮ তথাপি (হে পয়গম্বর) তোমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, মহাদয়ালু। বরং তাহাদের (শাস্তির) অঙ্গীকৃত সময় আছে, তখন তাঁহাকে ব্যতীত অন্যকে আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে না।

৫৯। এই সকল নগর, (যাহা হে আরববাসিগণ তোমাদের গৃহের অদূরে স্থিত,) তাহাদের অধিবাসিগণ যখন সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, তখন আমি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছি, এবং

তাহাদের বিনাশের জন্ত সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছিলাম, (তোমরাও ইহা হইতে উপদেশ গ্রহণ কর।) ৮। ৬—৫৯

(পৃথিবীতে যাহা ঘটে তাহার গুপ্ত উদ্দেশ্ত আল্লাহ অবগত, মঙ্গল করাই তাঁহার উদ্দেশ্ত। তাঁহার কথায় অন্ধভাবে বিশ্বাস কর্ত্তব্য। প্রকৃত মুর্শিদের কথায় প্রতিবাদ অনুচিত।)

৬০। মূসা তাহার বালক (ঈউষা) কে বলিল, (হে ঈউষা, মহাপুরুষ খিদিরের দর্শন স্থান,) যে স্থানে উভয় সমুদ্র সংমিলিত হইয়াছে, তথায় যাবৎ উপনীত না হই, তাবৎ পথ অতিক্রম করিতে আমি বিরত হইবনা, অথবা আমি (অশীতি বৎসরের) এক যুগ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে থাকিব। ৬১ আরপর যখন তাহারা উভয় সমুদ্রের সঙ্গম স্থানের মধ্যস্থ ভূভাগে উপস্থিত হইল, (তখন এক খণ্ড প্রস্তরের উপরে হজরত মূসা নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন ; জাগ্রত হইয়াই আবার খিদিরের অনু-সন্ধানে অবিলম্বে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে আহারার্থে যে দগ্ধ মৎস্ত লওয়া হইয়াছিল সেই) মৎস্ত (সম্বন্ধে) বলিতে ঈউষা ভুলিয়া গেল। (যখন হজরত মূসা নিদ্রিত ছিলেন, ঈউষা নদী তীরে গিয়াছিলেন। দগ্ধ) মৎস্ত (সজীব হইয়া, নদীর জলে লাফাইয়া পড়িল এবং) সমুদ্রাভিমুখে জলের মধ্যস্থিত শুষ্ক পথ অবলম্বন করিল।

৬২। তারপর যখন তাহারা (বহুদূর) অতিক্রম করিয়া গেল, তখন (মূসা) তাহার বালককে বলিল, আমাদের প্রাতঃকালের খাদ্য উপস্থিত কর, এই যাত্রায় আমি বহু কষ্ট ভোগ করিলাম।

৬৩। ঈউষা বলিল, অহো, যখন আমরা প্রস্তরের উপরে বিশ্রাম করিতেছিলাম, তখন (যাহা ঘটিয়াছিল তাহা) কি আপনি অবগত আছেন? নিশ্চয় আমি মৎস্ত (সম্বন্ধে আপনাকে

বলিতে) ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তৎ সম্বন্ধে আপনাকে বলিতে শয়তান ব্যতীত ভুলাইয়া দেয় নাই, এবং আশ্চর্য্যভাবে তাহা সমুদ্রের দিকে পথ অবলম্বন করিয়াছিল। ৬৪ মূসা বলিল অহো আমি এই ঘটনারই অনুসন্ধান করিতেছিলাম, (যথায় দগ্ধ মৎস্য সজীব হইবে তথায় মহাপুরুষ খিদিবের সহিত দেখা হইবে, প্রত্যাদেশ-ক্রমে আমাকে জ্ঞাত করা হইয়াছে।) তখন উভয়ে বালুকার উপর তাহাদের পদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে পুনঃ পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। ৬৫ তদনন্তর আমার আজ্ঞাবহ দাসগণের মধ্যে একজন আজ্ঞাবহের সহিত তাহাদের দেখা হইল। তাহাকে আমি আমার অসীম অনুগ্রহে অনুগৃহীত করিয়াছিলাম, এবং তাহাকে স্বয়ং আমার দত্ত জ্ঞানে জ্ঞানী করিয়াছিলাম। ৬৬ মূসা বলিল, (হে মহাজ্ঞানী খিদিব,) যে মঙ্গলপ্রদ জ্ঞানে আপনাকে শিক্ষিত করা হইয়াছে, তাহা হইতে আমাকে কিছু প্রদান জন্য আমাকে আপনার অনুবর্ত্তী হইতে দেউন। ৬৭ খিদির বলিল (মূসা) নিশ্চয় তুমি আমার কার্য্যে ধৈর্য্য ধারণ করিতে সক্ষম হইবা না। ৬৮ এবং কি প্রকারেই বা তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিবা? কারণ তুমি (যাহা দৃষ্টি করিবা) তৎ সম্বন্ধে কোনও জ্ঞানলাভ করিয়া তাহা তোমার জ্ঞান সীমার অন্তর্গত কর নাই। ৬৯ মূসা বলিল, যদি আল্লাহর অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল প্রাপ্ত হইবেন, এবং কোনও বিষয় আমি আপনার অবাধ্যাচারী হইবা না। ৭০ খিদির বলিল, যদি তুমি আমার অনুসরণ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, যাবৎ আমি স্বয়ং তোমাকে কোনও বিষয়ের তত্ত্ব অবগত না করি, তাবৎ তৎসম্বন্ধে আমার সহিত প্রতিবাদ করিও না। ৯।১২=৭০

৭১। তৎপর তাহারা উভয়ে চলিতে লাগিল, (এক নদীর তীরের নিকটস্থ নৌকায় দেখিল, বহুযাত্রী তাহাতে আরোহণ করিয়াছে।) তাহারা উভয়ে ঐ নৌকায় আরোহণ করিল। (নৌকা কতক পথ অতিক্রম করার পর মহাপুরুষ খিদির গোপনে তাহাতে) ছিদ্র করিয়া দিল। (ইহা দেখিযা মূসার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, তাহার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেল, সবিস্ময়ে বলিল,) অহো, (এত প্রাণীপূর্ণ) নৌকা ছিদ্র করিয়া দিলেন? (আরোহিগণ যে জলমগ্ন হইবে?) নিশ্চয় আপনি অতি গুরুতর কার্য্য করিলেন। ৭২ খিদির বলিল, অহো, আমি কি ইতি-পূর্ব্বেই বলি নাই তুমি আমার কার্য্য দেখিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিবা না? ৭৩ মূসা বলিল, (এই ভয়ঙ্কর কার্য্য দেখিয়া) প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আমাকে তিরস্কার করিবেন না, আমার এই কার্য্যের জন্য আমার সহিত কঠিনাচরণ পরিহার করুন। ৭৪ (অপর কূলের অদূরে নৌকা ডুবিয়া গেল, আরোহিগণ রক্ষা পাইল)। তদনন্তর উভয়ে চলিতে লাগিল, (যাইতে যাইতে) একটি বালককে প্রাপ্ত হইল, (সেটি সমকক্ষ বালকদের সহিত খেলা করিতেছিল, খিদির) তাহাকে (ভুলাইয়া এক নিভৃত স্থানে আনিয়া গলা টিপিয়া) মারিয়া ফেলিল। *

ষোড়শ পারা।

৭৫ (মূসা প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত, মহা ক্ষুব্ধ হইয়া) বলিল, অহো, আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণীকে, যে অন্য প্রাণীর (বধ) জন্য (দণ্ডনীয়) নহে, তাহাকে হত্যা করিলেন? নিশ্চয় আপনি অতি গর্হিত কার্য্যের অবতারণা করিলেন।

---

* এই স্থানে পঞ্চদশ পারা বা অর্দ্ধ কোর্-আন সমাপ্ত হইল।

৭৬। খিদির বলিল আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, আমার সহিত তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে পারিবা না। ৭৭ তখন মূসা বলিল, ইহার পরও যদি আমি আপনাকে কোনও কার্য্যের কারণ জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে আর আমাকে সঙ্গে রাখিবেন না; নিশ্চয়ই (তখন) আপনি আমার নিকট হইতে (আমার সঙ্গ ত্যাগের) কারণ প্রাপ্ত হইবেন। ৭৮ তৎপর উভয়ে চলিতে লাগিল, চলিতে চলিতে তাহারা (আন্ তাকিয়া নামক) এক নগরের অধিবাসীদিগের নিকট আগমন করিল। (তখন সূর্য্যাস্ত প্রযুক্ত, প্রচলিত নিয়ম মত নগর দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের কাকুতি মিনতিতেও দ্বার খোলা হইল না, তাহারা প্রাচীরের বাহিরে মাঠেই পড়িয়া থাকিলেন।) তৎপর দিন তাহারা নগরবাসীদিগের নিকট খাদ্য যাজ্ঞা করিল, কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে খাদ্য দান করিতে অস্বীকৃত হইল; তৎপর (চলিতে চলিতে) তাহারা তাহার মধ্যে একখানা প্রাচীর প্রাপ্ত হইল, তাহা যেন পড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল, তখন উভয়ে তাহা (বহু পরিশ্রমে) সোজা করিয়া দিল। (পূর্ব্ব দিবসের পরিশ্রমে তাঁহারা ক্ষুধায় এবং পিপাসায় কষ্ট পাইতেছিলেন, নগরবাসিগণও ভিক্ষা দিতেছিল না, কাহারও মজুরী করিলে ভিক্ষার্থী হইতে হইত না জন্য) মূসা বলিল আপনি ইচ্ছা করিলে এই কার্য্যের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিতেন। ৭৯ (তখন খিদির বলিলেন, মূসা তোমার প্রতিজ্ঞা মতই) ইহা আমার মধ্যে এবং তোমার মধ্যে (পরস্পরের) সঙ্গত্যাগ। তুমি যৎজন্য ধৈর্য্য ধারণ করিতে অশক্ত হইয়াছিলা, এখন তৎসম্বন্ধে তোমাকে জ্ঞাত করিতেছি।

৮০। সেই যে নৌকা (যাহাতে আমি গোপনে ছিদ্র করিয়া দিয়াছিলাম তাহা) এক দরিদ্র পরিবারের (জীবিকা উপার্জ্জনের উপায়)

(পরিবারস্থ দশ জন পুরুষের মধ্যে পাঁচ জনই চিররোগী, জীবিকার্জ্জনে অক্ষম। সুস্থকায় অপর পাঁচজন সমস্ত পরিবার প্রতিপালন জন্য এই নৌকা) নদীতে চালাইয়া থাকে। (আল্লাহ্র আদেশ ক্রমে) তাহা দোষযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। কারণ, তাহাদের সম্মুখে (অপর তীরের) শাসনকর্ত্তার জন্য (কর্ম্মচারিগণ) বল পূর্ব্বক সমস্ত (নির্দ্দোষ) নৌকা ধৃত করিতেছিল। (এই নৌকার তলদেশ ছিদ্রযুক্ত দেখিয়া তাহারা তাহা লইয়া গেল না, এইরূপে এক নিঃস্ব পরিবারের জীবিকার্জ্জনের উপায় রক্ষা পাইল।) ৮১ এবং সেই বালক; তাহার জনকজননী আল্লাহ্ বিশ্বাসী; এই বালক তাহার অবাধ্যতা এবং ধর্ম্মদ্রোহিতা দ্বারা তাহাদিগকে কষ্টগ্রস্ত করিবে আমার এমত ভয় জন্মিল। ৮২ এজন্য (আল্লাহ্র অভিপ্রায় মতই) আমার ইচ্ছা হইল যে তাহাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ তাহাদিগকে ইহার স্থলে ইহা হইতে পবিত্রতা সম্বন্ধে উত্তম এবং সদয়ব্যবহারে তাহাদের (হৃদয়ের) নিকটবর্ত্তী হইতে পারে এমত (সন্তান) পরিবর্ত্তন প্রদান করুন। (ফলতঃ ভবিষ্যতে তাহাদের একটি এইরূপ কন্যাই জন্মিয়াছিল। (তঃকাঃ) ৮২ আর সেই প্রাচীর; তাহা দুইটি পিতৃহীন দরিদ্র বালকের, তাহারা ঐ নগরেই বাস করে. তাহার ভিত্তিতে তাহাদের জন্য ধন প্রোথিত আছে, তাহাদের পিতা সাধু পুরুষ ছিল। তোমার প্রতিপালক ইচ্ছুক যে ঐ বালকদ্বয় তাহাদের পরিপক্ক বয়সে তাহাদের জন্য সঞ্চিত ধন বাহির করিয়া লউক, তাহা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বশতঃ হউক। আমি আমার ইচ্ছানুযায়ী কোনও কর্ম্ম করি নাই। যাহার জন্য তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে অশক্ত হইয়াছিলা ইহাই তাহার ব্যাখ্যা। ১০।১২=৮২

৮৩। (আল্লাহ্ কর্ত্তৃক তুমি শিক্ষিত হও কিনা, তাহা পরীক্ষার্থে

হে রসুল, য়িহুদিগণ পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উভয় রাজ্য পতি) জুল্‌-কর্‌-নএন (বিশৃঙ্গযুক্ত সম্রাট) সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। তাহা-দিগকে বল তাহার বিবরণ শীঘ্রই তোমাদিগকে শুনাইব। ৮৪ নিশ্চয় আমি তাহাকে (পারস্ত এবং মিডিয়া দুইটি রাজ্য প্রদান করিয়া) পৃথিবীতে শক্তিশালী করিয়াছিলাম, এবং (তাহার অভিপ্রেত) কার্য্য সম্পন্ন করণার্থে তাহাকে সর্ব্ব বিষয়ের উপায় সকল প্রদান করিয়া-ছিলাম। ৮৫ তখন (সে স্বঅভিপ্রেত কার্য্য জন্য) উপায় অবলম্বন করিল, (তাহার রাজ্যের পশ্চিম দিকে অভিযান করিল,) ৮৬ (অব-শেষে) সূর্য্যাস্ত গমনের স্থানে উপস্থিত হইল, উহাকে কর্দ্দমাক্ত নদীর জলে ডুবিতে দেখিল, (এই নদী বহু বিস্তৃত প্রযুক্ত জল ব্যতীত অপর কূল দৃষ্ট হইত না, এজন্য দর্শকেরা মনে করিত নদী গর্ভেই সূর্য্যের অস্ত-গমনের স্থান।) ঐ নদীর নিকট এক জাতিকে প্রাপ্ত হইল, (তাহাদের কেশ রক্ত বর্ণ, শরীর বলিষ্ঠ, চক্ষু নীল, পরিধেয় পশু চর্ম্ম। তাহারা মূর্ত্তিপূজক নাসেক জাতি।) (ওহি যোগে) আমি বলিলাম, (হে উভয় রাজ্যপতি) জুল্‌-কর্‌-নএন, ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে শাস্তিগ্রস্ত করিতে পার, অথবা ইচ্ছা করিলে ইহাদের সহিত সদয় ব্যবহার করিতে পার। ৮৭ (উভয় রাজ্যপতি) বলিল, যে ব্যক্তি অবাধ্যাচারী হইবে, তাহাকে দণ্ডিত করিব, তারপর সে তাহার প্রতি-পালকের নিকট আনীত হইবে, তখন তাহাকে অতি মন্দ শাস্তি প্রদান করিবেন। ৮৮ কিন্তু যে আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং সৎকর্ম্ম করিবে, তাহার জন্য (উভয় লোকে) উত্তম প্রতিদান, এমতস্থলে তাহাদের জন্য আমার শাসনাজ্ঞা সহজ করিব। ৮৯ তদনন্তর (তাহার আর এক কার্য্য জন্য) উপায় অবলম্বন করিল। ৯০ অবশেষে (তাহার রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্তে) সূর্য্য উদয় হওয়ার স্থানে উপনীত হইল। (ঐ

ভূ-ভাগ বৃক্ষ এবং গৃহাদিশূন্য, মৃত্তিকা এমত কোমল যে গৃহভার সহ্য করিতে অক্ষম। মনুষ্যগণ খাদ খনন করিয়া তাহার ভিতর বাস করে। তাহাদের খাদ্য সূর্য্যপক্ক মৎস্য, শরীর নগ্ন। ইহারা মনসেক জাতি।) সূর্য্য এমত এক জাতির উপরে উদয় হইত যাহাদের জন্য তাহার কিরণ ব্যতীত অন্য আবরণ আমি প্রদান করি নাই। ৯১ (তাহাদের সহিত জুল্-কর্-নএন পূর্ব্বমত ব্যবহার করিল।) এইরূপই ঘটিয়াছিল। ফলতঃ তাহার নিকট যে (ধনরাশি) ছিল, আমি অবগত হইয়া তাহা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি।

৯২ তার পর যে উপায় অবলম্বন করিল, (উভয় দিক পতি উত্তর দিকে যাত্রা করিল)। ৯৩ অবশেষে দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উপনীত হইল। তথায় ঐ উভয় পর্ব্বতের এদিকে এক জাতীয় লোকদিগকে প্রাপ্ত হইল। তাহারা (উভয় দিক্‌পতির সৈন্যগণের) কোন কথাই বুঝিতে পারিতেছিল না। ৯৪ (তাহারা আপন ভাষায়) বলিল, হে উভয় দিকপতি ইজাজুজ, মাজুজ, (অগ্নিবল এবং জলবল অথবা অতিকায় এবং মহাকায়) জাতি আমাদের দেশে উপদ্রব করে, আপনি আমাদের এবং তাহাদের মধ্যে এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দেউন, তজ্জন্য আমরা কি আপনার নিকট যাহা ব্যয় হইবে তাহা উপস্থিত করিব? ৯৫ দ্বিশৃঙ্গপতি বলিল, এতৎসম্বন্ধে আমার প্রতিপালক আমাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা অনেক প্রশংসানীয়, অতএব তোমরা আমাকে (তোমাদের শারীরিক) শক্তি দিয়া সাহায্য কর, আমি তোমাদের এবং তাহাদের মধ্যে দৃঢ় প্রতিবন্ধক স্থাপন করিব। ৯৬ আমার নিকট লৌহ খণ্ড সকল আনয়ন কর। (তাহারা লৌহখণ্ড সকল আনিয়া, পর্ব্বতদ্বয়ের যে স্থান দিয়া ইয়াজুজ মাজুজ জাতি দেশে প্রবেশ করিত তথায় স্থাপন করিতে লাগিল) তাবত পর্য্যন্ত (এইরূপ

করিতে থাকিল) যাবৎ (লৌহস্তূপ) উভয় দিকের পর্ব্বতের সমান হইল, তখন দ্বিশৃঙ্গপতি আদেশ করিল, তোমরা (শত শত বৃহৎ ভাতি দিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে) ফুৎকার দিতে থাক। (দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া) তাহারা (লৌহস্তূপকে) অগ্নিতে পরিণত করিল। (তখন দ্বিশৃঙ্গপতি) আদেশ করিল, এখন দ্রবীভূত তাম্র যোগাও, আমি (অগ্নিবৎ লৌহের উপরে) তাহা ঢালিয়া দিব। ৯৭ (এই প্রাচীর) তাহারা লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। তাহারা তাহার মধ্যে সুড়ঙ্গও করিতে পারিবে না।

৯৮। (প্রাচীর যখন তৈয়ার হইল, দ্বিশৃঙ্গপতি জুল্‌-কর-নএন তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া) বলিল, ইহা আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে (তোমাদের জন্য) মহানুগ্রহ ; (এই দুরারোহ দুর্ভেদ্য প্রাচীর ইয়াজুজ অগ্নিবল, মাজুজ জলবল, জাতির উপদ্রব হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে। ইহা পর্ব্বতের ন্যায় অটল কিন্তু) যখন আমার প্রতিপালক আল্‌লাহর অঙ্গীকৃত সময় আগত অর্থাৎ নিকটবর্ত্তী হইবে, তাহা (ইহাকে) ভূমিসাৎ করিয়া দিবে, আমার প্রতিপালকের অঙ্গীকার সত্য। (মহা পয়গম্বরের জীবমানে এই প্রাচীর ভগ্ন হয়, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান।)

৯৯। এবং (হে রসুল) সে কালে, (সেই অঙ্গীকৃত সময়,) আমি তাহাদের এক দলকে বিমুক্ত করিয়া দিব যে তরঙ্গের ন্যায় তাহারা অন্য দলের মধ্যে ধাবিত হইবে। এবং (তৎপর যথাসময়ে) সুরযন্ত্রে ফুৎকার হইবে। (বিশ্ব বিলুপ্ত হওয়ার বহু বহু বৎসর পর এই অস্তিত্ব হীন অবস্থার পর) ইহাদের সকলকে (সশরীরে সচেতন করিয়া কর্ম্মফল ভোগ জন্য কেয়ামত লোকে) সমবেত করিব। ১০০ এবং সে দিবস (সে সময়) আমি ধর্ম্মদ্রোহিগণের সম্মুখে নরক সম্মুখীন করিব।

১০১ তাহারাই (এই ধর্মদ্রোহিগণই) যাহাদের নয়ন আবৃত প্রযুক্ত আমার উপদেশ বাণী (কোর্-আন সত্য) দর্শনে অক্ষম হইযাছিল, এবং (কর্ণ আবৃত থাকায়) শ্রবণ করিতে অশক্ত হইয়াছিল। ১১।১৯ = ১০১ (২১ ৯৬ ব্যা এবং ভূমিকা ২॥০—২৮৶০ পৃঃ দেখুন)।

১০২। (এই পরাক্রান্ত জাতির) যাহারা অবিশ্বাসকারী হইযা আমাকে ত্যাগ করিয়া, আমার আজ্ঞাবহদিগকে (যথা ঈসা এবং মেরীকে) অবলম্বন করিয়াছে, (তাহারা কি ইহার মন্দ পরিণাম এড়াইতে পারিবে)? আমি এই আললাহদ্রোহিগণের জন্য নরকে তাহাদের নিমন্ত্রণ-স্থান করিযাছি। ১০৩ (হে রসুল) তুমি আল্লাহ-দ্রোহিগণকে বল, আমি কি তোমাদিগকে সেই ব্যক্তিগণের স বাদ দিব, যাহারা তাহাদের কর্ম্মের জন্য সর্ব্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। ১০৪ ইহা-রাই যাহাদের চেষ্টা কেবল পার্থিব জীবনেতেই পর্য্যবশিত হইয়াছে, এবং তথাপি যাহারা ভাবে তাহারা উত্তম কার্য্য রত রহিযাছে। ১০৫ এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সকল অগ্রাহ্য করিযাছে এবং তাঁহার সম্মুখে আসিতে হইবে অস্বীকার করিয়াছে।

মর্‌-ই-য়ম (ঈশ্বর-দাসী)।

মক্কাবতীর্ণ ১৯ সংখ্যক সুরা (৪৪)।

এই সুরার মর্ম্ম।

১ম রুকু ঃ—হজরত জকরীয়ার বয়স ৯০ বৎসর হইয়াছিল, তাঁহার স্ত্রীও সেই বয়সের এবং বন্ধ্যা। হজরত মর্‌-ই-য়মের তিনি অভিভাবক ছিলেন, তাঁহার প্রকোষ্ঠে সাময়িক এবং অসাময়িক ফল দেখিতে পাইতেন, অসাময়িক ফল দেখিয়া তিনি আল্‌লাহ্‌র নিকট একটি কুমার প্রার্থনা করিলেন, আল্‌লাহ তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন, উভয়ের সুবৃদ্ধ বয়সে এবং তাঁহার স্ত্রী বন্ধ্যা সত্ত্বেও তাঁহাদের একটি কুমার হইল, স্বয়ং আল্‌লাহ্‌ তাঁহার নাম এহিয়া (জীবন দাতা) রাখিলেন, বাল্যকাল হইতে তিনি সংসারবিরাগী এবং মহাজ্ঞানী ছিলেন ; ইনিই John the Baptist.

২য় রুকু ঃ—উক্ত ঘটনা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, হজরত মর্‌-ই-য়মের গর্ভে হজরত ঈসার জন্মও সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত, আল্‌লাহ্‌ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা কার্য্যে পরিণত হয়, জীব্‌রাইল আকার ধারণ করিয়া হজরত মর্‌-ই-য়মের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে একটি কুমারের সুসংবাদ দিলেন, তিনি গর্ভ ধারণ করিলেন, নিকটস্থ বনে চলিয়া গেলেন, তথায় হজরত ঈসার জন্ম হইল। তাঁহার প্রতি আদেশ হইল মৌন ব্রত অবলম্বন করিতে ; যখন নবজাত শিশুটি সহ স্বগণদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন, শিশুটি তাহাদের সহিত স্পষ্টভাবে কথা বলিতে লাগিল এবং স্ব পরিচয় দিল ; আদমের

মৃত্তিকা নির্ম্মিত শরীরে আল্লাহ্ আত্মা ফুৎকার করিয়া দিয়াছিলেন, তখন মৃত্তিকা শরীর মনুষ্য হইয়াছিল, হজরত মর্-ই-য়মের গর্ভে তদ্রূপ অন্য এক আত্মা ঈসা নাম ধারণ করিয়াছিল, এই দুই দৃষ্টান্তই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, এহিয়ার জন্মও তদ্রূপ; যেমন আদম আল্লাহ্‌র জাত নহে, তদ্রূপ ঈসাও আল্লাহর জাত নহে; স্বয়ং আল্লাও নহে; তাঁহার উপাসনা অকর্ত্তব্য, তিনি স্বয়ং আল্লাহর উপাসনার উপদেশ দান করিয়াছিলেন;

৩য় রুকু :—হে ঈসা-উপাসকগণ, ঈসার উপাসনা ত্যাগ কর, যেমন ইব্রাহীম পূর্ব্ব প্রচলিত অপ্রকৃত উপাস্যের উপাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন তদ্রূপ কর, তাঁহার ন্যায় অনুগৃহীত হইবা, তাঁহাকে পুত্র ইসহাক এবং পৌত্র ইয়াকুব প্রদান করিয়াছিলেন; তাঁহারা উভয়ে নবী ছিলেন; ইঁহারা একমাত্র আল্লাহরই উপাসক ছিলেন; মুসাও একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করিতেন, এবং ইস্মাইল এবং ইদ্‌রিসও তাহাই করিতেন; ইহাদের পর এমত সময় আসিল, যখন অমিশ্রিত একত্ববাদ নষ্ট হইল; ইহার পরিণাম শোচনীয়; কিন্তু যাহারা অবিমিশ্রিত একত্ববাদে অর্থাৎ ইস্লামে ফিরিয়া আসিবে, তাহারা জন্নতের অধিকার প্রাপ্ত হইবে; স্রষ্টা, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ তাঁহার ব্যতীত অন্য উপাস্যের নামের সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারে না।

৫ম রুকু :—যদিও আদমকে পিতা মাতা ব্যতিরেকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, যদিও হাওয়াকেও তদ্রূপ করা হইয়াছে, যদিও ঈসাকে পিতা ব্যতিরেকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, তথাপি আল্লাহ মহাকৌশলজ্ঞ লোকে ইহা ভুলিয়া গিয়াছে; তাহারা বলিতেছে মরণের পর পুনরুত্থান বিশ্বাসের অযোগ্য, অথচ ইহলোকে জন্মিবার পূর্ব্বে তাহারা

এই দৃশ্য জগৎ সম্বন্ধে কিছুই ছিল না; যাহারা পুনরুত্থান বিশ্বাস করে না, তাহাদের পরিণাম মন্দ, সকলকে নরক পার হইতে হইবে; কিন্তু বিশ্বাসস্থাপনকারিগণকে তিনি বাহির করিয়া লইবেন; অন্য উপাস্যগণ, এবং স্বয়ং ঈসাও তাহাদের উপাসনা অস্বীকার করিবে;

৬ষ্ঠ রুকু:—ঈসাকে শফায়াতের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু আল্‌লাহর পুত্র নহে, যাহারা বলে তিনি আল্‌লাহর জাত, তাহারা অতি গুরুতর কথা বলে, আল্‌লাহতে বিশ্বাসীগণের উপরে অন্য ব্যক্তিগণও অনুরক্ত হইবে; আরবের আল্‌লাহদ্রোহিগণ পার্থিব সম্পদের গৌরব করিতেছে, এবং দরিদ্র মুসলমানগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে, কিন্তু ইহাদের হইতেও বিভবশালী আল্‌লাহদ্রোহী বহু জাতিকে আমি এমত ধ্বংস করিয়াছি যে, তাহাদের অনেকের বিষয় কেহই তোমাকে কোনও খবর দিতে পারে না;

মর্‌-ই-য়ম (ঈশ্বর-দাসী)।

মক্কাবতীর্ণ ১৯ সংখ্যক সূরা (৪৪)।

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা

আল্‌লাহর নামে আরম্ভ।

[১।১৯।১৬

১। কাফ্‌, হা, ইয়া, আএন, সাদ, (ক, হ, ই, অ, স, আল্‌লাহ সম্পদদাতা, পথপ্রদর্শক আশ্রয়দাতা, সর্ব্বজ্ঞ, নিষ্কাম)। ২ (হে রসুল,) তোমার প্রতিপালক. তাঁহার দাস জকরীয়ার উপরে যে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহা তাহার প্রসঙ্গ। ৩ (ইহা সে সময়ের কথা,) যখন জকরীয়া তাহার প্রতিপালককে অনুচ্চস্বরে (মনে মনে) আহ্বান করিতেছিল। ৪ সে বলিতেছিল, "হে আমার প্রতিপালক. আমার অস্থিসকল শিথিল হইয়াছে, এবং আমার মস্তক শ্বেত শিখা (শুভ্র কেশ) ধারণ করিয়াছে, এবং হে আমার প্রতিপালক, তোমার নিকট আমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, তাহা হইতে (এই নবতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত) বঞ্চিত হই নাই। ৫ এবং আমার অভাবে আমি ভাবি উত্তরাধিকারী-গণের সম্বন্ধে আশঙ্কান্বিত হইয়াছি, এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা, এমত স্থলেও (হে আমার প্রতিপালক) তোমার নিকট হইতে আমাকে উত্তরাধি-কারী প্রদান কর; ৬ সে (যেন) আমার এবং ইয়াকুবের বংশের (আধ্যাত্ম) উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, এবং হে আমার প্রতিপালক তাহাকে (সকলের) প্রিয় কর। ৭ (তখন আকাশবাণী হইল,) হে জকরীয়া, তোমাকে একটি কুমারের সংবাদ দিতেছি, তাহার নাম এহিয়া (জীবনদাতা,) আমি ইতিপূর্ব্বে (স্বয়ং এই নাম দিয়া)

তাহারই নাম প্রাপ্ত কাহাকেও সৃষ্টি করি নাই। ৮ জকরিয়া বলিল, হে আমার প্রতিপালক কি প্রকারে আমার পুত্র জন্মিবে? (আমি কি অন্য দার গ্রহণ করিব?) আমার ভার্য্যা বন্ধ্যা, এবং আমি যে বৃদ্ধত্বের দীর্ঘ সীমায় উপস্থিত হইয়াছি। ৯ (ঐ বাণী) বলিল, (তোমরা যেমন আছ) এই অবস্থাতেই (তোমার পুত্র জন্মিবে।) তোমার প্রতি-পালক বলিতেছেন ইহা আমার পক্ষে অনায়াসসাধ্য, ফলতঃ ইতিপূর্ব্বে আমি তোমাকে (নাস্তিত্ব হইতে) সৃষ্টি করিয়াছি, তখন যে তুমি কিছুমাত্র ছিলা না। ১০ জকরীয়া বলিল, হে আমার প্রতিপালক, (সেই কুমার গর্ভস্থ হইলে) আমার নিমিত্ত কোন প্রমাণ প্রকাশ করিও। (আল্লাহ্) বলিলেন তুমি সুস্থ শরীরেও কোনও ব্যক্তির সহিত তিন দিবা রাত্রি কথা বলিতে সক্ষম হইবা না ইহাই তোমার জন্য প্রমাণ। ১১ তাহার পর সে (এক প্রাতঃকালে) স্ব প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল, (সে আর কথা বলিতে পারিল না ইঙ্গিতে) বুঝাইয়া দিল, প্রাতঃ এবং সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা বাদ করিতে থাক।

১২। (ইহার পর যথাসময় মহাভাগ এহিয়া জীবনদাতা জন্ম গ্রহণ করিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহাতে বৈরাগ্য ভাব দর্শিত হইতেছিল। সাত বৎসর বয়স হইতেই তিনি বসন ভূষণ ত্যাগ করিয়া চট পরিতে আরম্ভ করিলেন। বালক সঙ্গিগণকে পরিত্যাগ করিয়া, সাধু বিজ্ঞ আল্লাহ ভক্ত বয়োধিক পুরুষগণের সঙ্গে সময় যাপন করিতে লাগিলেন। কোমল বয়সেতেই তিনি বহু জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। যখন আল্লাহ তাঁহাকে নবী পদ প্রদান করিলেন, তখন আদেশ হইল,) হে এহিয়া (তওরাত) গ্রন্থ সম্পূর্ণ শক্তির সহিত অবলম্বন করিয়া থাক। ফলতঃ যখন সে শিশু ছিল, তখনই আমি (বহু) জ্ঞান তাহাকে প্রদান

করিয়াছিলাম ; ১৩ আমার নিকট হইতে সে দয়ালু স্বভাব, এবং পবিত্রাচার প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং সে (চির জীবন) পবিত্রাচারী ছিল। ১৪ সে তাহার জনক জননীর সহিত প্রশংসনীয় ব্যবহার করিত, সে কখনও সীমা লঙ্ঘনকারী বা অবাধ্যাচারী হয় নাই। ১৫ যে দিবস সে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল সে দিবস, এবং যে দিবস সে ইহ দেহ ত্যাগ করিয়াছিল সে দিবস, এবং যে দিবস সে পুনরুত্থিত হইবে সে দিবস, তাহার উপরে মহা কল্যাণ। ১।১৫

ব্যা (১১৬´) (আদি নর আদমের উৎপত্তি সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত। আদি নারীও সাধারণ নিয়ম মত জন্মেন নাই। আদমের অঙ্গ হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। মহাপুরুষ এহিয়া যদিও সাধারণ নিয়ম মত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি ইহা সম্পূর্ণরূপে সাধারণ নিয়ম নহে, তাঁহার জনক জননী উভয়ে সন্তান উৎপাদনের সীমা বহু পূর্ব্বে অতিক্রম করিয়াছিলেন। এমত স্থলে কুমারী মর্‌ইয়মের গর্ভে অজনক মহাপুরুষ ঈসার জন্ম বিশ্ব স্রষ্টার শক্তির বহির্ভূত নহে। হাওয়া পুরুষ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন, আর হজরত ঈসা স্ত্রী শরীর হইতে পৃথক হইয়াছিলেন।)

ব্যা (১১৭´) (হজরত মর্‌ইয়মের মাতা সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে তাহাকে তিনি বয়তুল মুকদ্দসের খাদেমের কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু তাঁহার সেই গর্ভে কন্যা মর্‌ইয়ম জন্ম গ্রহণ করিলেন। পবিত্র গৃহের খাদেমগণ তাঁহাকেই গ্রহণ করিলেন, তাহারা তাঁহাতে অনেক সুলক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। কে তাঁহার অভিভাবক হইবেন, তজ্জন্য খাদেমগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল। তাঁহারা যে লেখনী দ্বারা তওরাত গ্রন্থ লিখিতেন তাহা জরডনের জলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অন্য সাধুপুরুষগণের লেখনী জলমগ্ন হইল, কিন্তু

হজরত জকরিয়ার লেখনী ভাসিয়া উঠিল; এক বাক্যে সকলে তাঁহাকেই কুমারী মর্‌ইয়মের অভিভাবকত্ব প্রদান করিলেন। যখন ইহার বয়স নয় বৎসর, ইহাকে অন্যান্য যাজকগণের ন্যায় একটী প্রকোষ্ঠ প্রদত্ত হইল। অল্প বয়সেই আল্লাহ ইহাকে বহু দৈবশক্তি প্রদান করিয়াছিলেন; ইনি যে প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন, তাহাতে নিত্য বহুবিধ অসাময়িক ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইত।)

১৬। (হে পয়গম্বর,) মর্‌ইয়মের (বিষয়) তুমি (এই) গ্রন্থ (কোর্-আনে) উল্লেখ কর, সে (যখন) পবিত্র গৃহের অধিবাসিগণ হইতে পৃথক হইয়া, (তাহার) পূর্ব্ব দিকস্থ গৃহে উপনীত হইয়াছিল, ১৭ তৎপর (যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার উপাসনায় রত থাকিতে পারে তজ্জন্য) তাহাদের মধ্যে অবরোধ স্থাপন করিয়াছিল। (যখন সে এইরূপে নিভৃত স্থানে উপাসনায় নিযুক্ত ছিল,) তৎপর আমি আমার (এক বিশেষ) আত্মাকে তাহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, তখন (জীবরাইল, সেই আত্মা) অনিন্দনীয় মনুষ্যাকারে প্রকাশিত হইল। ১৮ মর্‌ইয়ম (ভীতা হইয়া) বলিল, (হে মনুষ্য) যদি তুমি পবিত্র চরিত্র হও, তথাপি তোমার (এইরূপ আগমন) জন্য আমি দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। ১৯ জীবরাইল বলিল, নিশ্চয় আমি তোমার রক্ষাকর্ত্তার প্রেরিত দূত, উদ্দেশ্য তোমাকে একটি পবিত্র কুমার দান করি। ২০ মর্‌ইয়ম বলিল, (হে জিবরাইল) কিরূপে আমার পুত্র জন্মিবে? আমাকে এখনও কোনও পুরুষ স্পর্শ করে নাই, এবং আমি চরিত্রহীনাও নহি, (আমি যে কুমারী।) ২১ জীবরাইল বলিল, এইরূপেই (এই কৌমার্য্য অবস্থাতেই, মনুষ্য স্পর্শ ব্যতিরেকেই তোমার কুমার হইবে।) তোমার রক্ষাকর্ত্তা বলিতেছেন, তাহা আমার পক্ষে অনায়াসসাধ্য, উদ্দেশ্য আমি তাহাকে মনুষ্যজাতির জন্য (সে যে

আমার রসুল তাহার) প্রমাণ করিব, এবং তাহাদের জন্য তাহাকে আমার মহানুগ্রহ স্বরূপ করিব। ফলতঃ এই ঘটনা (এইরূপেই হইবে) নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। ২২ তখন (জীবরাইলের ফুৎকার প্রদান মাত্র, মরইয়ম) তাহাকে গর্ভে ধারণ করিল, (তখন প্রসব বেদনা অনুভব করাতে, কুমারী:মরইয়মের মনে নানা আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল, এবং পবিত্র মন্দির হইতে) দূরতর এক স্থানে উপস্থিত হইল। ২৩ প্রসব বেদনা তাহাকে এক (পতিত শুষ্ক) খর্জ্জুর বৃক্ষের মূলের নিকট উপস্থিত করিল, সে (তাহাতে নির্ভর করিয়া) বলিতে লাগিল, হায়! ইহার পূর্ব্বেই আমি মরি নাই কেন? তাহা হইলে এতদিন আমি বিস্মৃত এবং বিলুপ্ত হইয়া যাইতাম। ২৪ (কুমারী মরইয়মের পদ প্রান্তে তখন হঠাৎ এক স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতে লাগিল, শুষ্ক খর্জ্জুর তরু পক্ক ফলগুচ্ছ বহন করিতে লাগিল,) তখন জীবরাইল (ঐ স্রোতস্বিনীর) নিম্ন হইতে মরইয়মকে বলিল, (অয়ি মর-ইয়ম,) আক্ষেপ করিও না, (তুমি এক মহা পয়গম্বরের জননী হইতেছ, নয়ন তুলিয়া দেখ তাঁহার শুভাগমনের প্রারম্ভেই,) তোমার রক্ষা কর্ত্তা তোমার (পদ) নিম্ন দিয়া স্রোতস্বিনী প্রবাহিত করিয়াছেন, ২৫ (আরও দেখ শুষ্ক খর্জ্জুর তরু ফলপুঞ্জ বহন করিতেছে,) তুমি ইহার (শাখার) মূল দেশ তোমার দিকে নত কর (সুরস সুপক্ক, সদ্য খর্জ্জুর পতিত হইতে থাকিবে,) ২৬ অতএব (প্রসবান্তে তাহা) খাও, এবং (এই নির্ঝরিণীর জল,) পান কর, এবং (মহাভাগ কুমারটীকে দেখিয়া) নয়ন স্নিগ্ধ কর। (তুমি মৌনাবলম্বন করণরূপ রোজা অবলম্বন কর,) তারপর যদি কোনও মনুষ্যের সঙ্গে দেখা হয়, তাহাকে (ইঙ্গিতে) বলিও, দয়াময়ের (প্রীতির জন্য আমি মৌন) রোজার সংকল্প করিয়াছি, আমি অন্য কোনও মনুষ্যের সহিত কথা বলিব না।

২৭ তৎপর মরইয়ম শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার স্বগণবর্গের নিকট উপস্থিত হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, অয়ি মর্ইয়ম, তুমি আশ্চর্য্য বস্তু আনিয়াছ! ২৮ হে হারুন ভগিনি, (মহাসাধু) তোমার পিতা অসৎ ছিলেন না, তোমার (সাধ্বী মাতাও) চরিত্রহীনা ছিলেন না। ২৯ তখন, (মর্ইয়ম ঐ শিশুটিকে দেখাইয়া ইঙ্গিতে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে বলিল, তাহারা রাগান্বিত হইয়া) বলিল, ক্রোড়স্থিত যে শিশু তাহার সহিত আমরা কেমন করিয়া কথা বলিব? ৩০ (তখন) ঐ শিশু (স্পষ্ট কথায় স্বয়ং) বলিতে লাগিল, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর আজ্ঞাবহ দাস, তিনি আমাকে গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন, এবং আমাকে নবী করিয়াছেন, ৩১ এবং আমি যে স্থানে থাকি না কেন সেই স্থানেই আমাকে শুভপ্রদ করিয়াছেন, এবং আজীবন উপাসনায় নিযুক্ত থাকিতে, এবং দান করিতে আমাকে উপদেশ করিয়াছেন। ৩২ আমার জননীর সহিত আমাকে সুব্যবহার করার (আজ্ঞা করিয়াছেন,) তিনি আমাকে সীমালঙ্ঘনকারী, এবং সৌভাগ্যহীন করেন নাই। ৩৩ যে দিবস আমি জন্মিয়াছি সে দিবস, এবং যে দিবস আমি (মরণান্তর) পুনঃ উত্থিত হইব সে দিবস, আমার উপর মহাকল্যাণ।

৩৪। এই (শিশুই) মর্ইয়ম নন্দন ঈসা, তাহার সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ হইল তাহাই সত্য। এতৎ সম্বন্ধে মনুষ্যগণ সন্দিগ্ধ হইয়াছে। ৩৫ (ঈসা অজনক কিন্তু আল্লাহর ঔরস জাত নহে)। (মানবীতে উপগত হইয়া) সন্তানের জনক হওয়া আল্লাহর যোগ্যতা সঙ্গত কার্য্য নহে, যখন কোনও বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়া যায়, তখন তাহা হউক, এইরূপ আদেশ ব্যতীত অন্য কিছু করা তাঁহার আবশ্যক হয় না, তখনই তাহা সংঘটিত হয়। ৩৬ (ঈসা স্বয়ং বলিয়াছে,) ইহাই সত্য যে আল্লাহ আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, অতএব

তাঁহারই উপাসনা কর, ইহাই সরল পথ। ৩৭ তথাপি মনুষ্যেরা স্বতন্ত্র মতাবলম্বন করিল। (কেহ তাঁহাকে জারজ এবং মায়াবী বলিতে লাগিল, কেহ তাঁহাকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিল, কেহ তাঁহাকে আল্লাহর পুত্র বলিতে লাগিল।) এমত স্থলে (পাপ বিশ্বাস এবং কুবিশ্বাস, এবং পাপ কর্ম্মের ফল প্রাপ্তির) মহা দিবস উপস্থিত হওয়া যাহারা অবিশ্বাস করে, তাহাদের জন্য আক্ষেপ। ৩৮ যে দিবস তাহারা আমার নিকট (কর্ম্ম ফল জন্য আসিবে,) (সে দিবস) তাহারা যেমন সুস্পষ্ট দেখিবে, এবং সুস্পষ্ট শুনিবে, (তাহা এখন যেমন দেখিতেছে এবং শুনিতেছে তদ্রূপ,) কিন্তু অদ্য এই অন্যায়াচারিগণ প্রকাশ্যতঃ বিপথে রহিয়াছে। ৩৯ (হে রসূল,) তাহাদিগকে সে অনুতাপের কাল সম্বন্ধে সতর্ক কর, তখন (কর্ম্মফল স্বরূপ যাহা ঘটনীয় তাহা) সমস্তই ঘটিবে, কিন্তু তাহারা (অর্থাৎ ঈসায়ীগণ) অসতর্ক ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছে, এবং (সত্য কথায়) অবিশ্বাস করিতেছে। ৪০ ইহা নিশ্চয় যে, যাহা পৃথিবী এবং তাহার উপরে স্থিত, তাহা সমস্তেতে আমারই উত্তরাধিকার, এবং শেষ কালে তাহারা আমারই দিকে প্রত্যাগমন করিবে। ২।২৫ = ৪০

৪১। এবং (হে পয়গম্বর, এই) গ্রন্থে (আরব জাতির আদি পুরুষ) ইব্‌রাহীমেরও উল্লেখ কর, নিশ্চয় ইব্‌রাহীম দৃঢ় বিশ্বাসী নবী ছিল। ৪২ (সে সময়ের কথা বর্ণনা কর) যখন সে তাহার পিতাকে বলিল, হে পিতঃ, যে সকল শুনিতে অশক্ত, দেখিতে অক্ষম, এবং যাহারা তোমার সম্বন্ধে (মঙ্গলামঙ্গল করিতে) অপারগ, তুমি কেন তাহাদের (সেই নক্ষত্র সকলের) উপাসনা কর? ৪৩ হে পিতঃ যাহা তোমার নিকট আগত হয় নাই, আমার নিকট সত্যই এমত জ্ঞান আগত হইয়াছে, অতএব তুমি আমার অনুবর্ত্তী

হও, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাইয়া দিব। ৪৪ হে পিতঃ তুমি (অপ্রকৃত ধর্ম্মে থাকা রূপ) শয়তানের উপাসনা করিও না, সত্যই শয়তান দয়াময়ের অবাধ্যাচারী। ৪৫ হে পিতঃ দয়াময়ের যদি কোনও দণ্ড তোমাকে স্পর্শ করে, তজ্জন্য আমি আশঙ্কান্বিত হইয়াছি, (তখন তুমি পূর্ব্ব অভ্যাস মত) শয়তানের অনুরাগী হইয়া যাইবে * ৪৬ (তাহার পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া) বলিল, রে ইব্রাহীম, তুই কি আমার উপাস্য সকলকে অস্বীকার করিতেছিস? যদি তুই ইহা হইতে নিবৃত্ত না হইস, তাহা হইলে আমি প্রস্তরাঘাতে তোর প্রাণ বধ করিব। দূর হ, (যাবত তোর মতির পরিবর্ত্তন না হয় কোনও দূর দেশে) দীর্ঘকাল বাস কর। ৪৭ ইব্রাহীম বলিল, (আপনি আমাকে দূর করিয়া দিলেন,) আমি বিদায়ের সময়ের (সালাম) মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আপনার পাপ মার্জ্জনার প্রার্থনা করিব; (আমার কোনও ভয় নাই,) নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অনুকূল। ৪৮ এমত স্থলে আমি আপনাদিগকে, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যে সকল পুত্তলিকাকে আপনারা আহ্বান করেন তাহাদিগকে ত্যাগ করিলাম। আমি আমার প্রতিপালক আল্লাহ্‌কেই আহ্বান করিব, তাঁহাকে আহ্বান করিলে আমি দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইব না। ৪৯ তদনন্তর যখন ইব্রাহীম তাহাদিগকে, এবং যাহাদিগকে তাহারা আহ্বান করিত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল, এবং তখন আমি ইব্রাহীমকে (যথা সময়ে) পুত্র ইস্‌হাক, এবং (পৌত্র) ইয়াকুবকে দান করিলাম, এবং তাহাদের প্রত্যেককে নবী করিলাম, ৫০ এবং আমার অনু-

* বিপদ হইতে উদ্ধার জন্য নক্ষত্র সকলের পূজা করিবে।

গ্রহ হইতে তাহাদিগকে অনুগৃহীত করিলাম, এবং তাহাদের জন্য আমি সত্যকথায় বর্ণিত প্রশংসাবাদ উচ্চ করিয়াছি।। ৩।১০=৫০

৫১। (হে নবী এই) গ্রন্থে মূসাকেও স্মরণ কর, সত্যই সে পবিত্র ছিল, এবং (গ্রন্থ প্রাপ্ত প্রযুক্ত) রসুল এবং (বাণী বাহক প্রযুক্ত) নবী ছিল। ৫২ এবং আমি তাহাকে তূর পর্ব্বতের দক্ষিণ দিক্ হইতে আহ্বান করিয়াছিলাম, এবং তাহাকে কথা বলার জন্য আমার নিকট আনিয়াছিলাম, ৫৩ এবং তাহার ভ্রাতা হারূনকে নবী পদ প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছিলাম।

৫৪। এবং এই গ্রন্থে (ইব্রাহীম পুত্র) ইস্মাইলেরও উল্লেখ কর, নিশ্চয়ই সে আপন অঙ্গীকার পালনে অতি সত্যবাদী ছিল, এবং আমার রসুল এবং নবী ছিল, ৫৫ এবং আপন গৃহবাসীগণকে নমাজের এবং জাকাতের আদেশ করিত, তাহার প্রতিপালকের নিকট মনোনীত ব্যক্তি ছিল।

৫৬। এবং এই গ্রন্থে (ধর্ম্মগ্রন্থ শিক্ষাদাতা, জ্যোতিষ্ক সকলের গতি গণনাকারী, সূচি বিদ্যার শিক্ষক, অস্ত্র বিদ্যার আচার্য্য, লিপি-প্রণালীর আবিষ্কারক, আল্লাহতে নিবিষ্টচিত্ত, অমর পুরুষ) ইদ্রিসকেও স্মরণ কর, নিশ্চয় সে সত্যবাদী নবী ছিল। ৫৭ এবং আমি তাহাকে উন্নত স্থানে (সশরীরে) উন্নীত করিয়াছি। ৫৮ ইহারাই যাহাদের উপরে আল্লাহ (প্রকাশ্য এবং গুপ্ত) মহানুগ্রহ করিয়াছিলেন, (ইহারা সকলে) নবী শ্রেণীর অন্তর্গত। (ইহাদের মধ্যে ইদরীস) আদমের সন্তান, এবং (অপরেরা) তাহাদের সন্তান যাহাদিগকে নূহের সহিত নৌযানে বহন করিয়াছিলাম, এবং (কেহ কেহ) ইব্রাহীম এবং ইস্রাইলের সন্তান, এবং ইহারা তাঁহাদের অন্তর্গত যাহাদিগকে আমি পথ প্রদর্শন করিয়াছিলাম, এবং মনোনীত

করিয়াছিলাম। যখন ইহাদের নিকট দয়াময়ের বচনাবলী পঠিত হইত, তখন ইহারা সিজদাতে নিপতিত হইয়া নয়নাশ্রু প্রবাহিত করিত। ৫৯ তদনন্তর এমত পরবর্ত্তীগণ আগমন করিল, যাহারা আল্লাহর উপাসনা বিনষ্ট করিল, এবং মন্দাভিলাষ তৃপ্তির অভিলাষের অনুবর্ত্তী হইল। ইহারা (মন্দস্থানে উপনীতকারী) বিপথের সাক্ষাৎ লাভ করিবে। ৬০ কিন্তু যাহারা ফিরিয়া আসিবে, এবং বিশ্বাস স্থাপনকারী হইবে, তাহারা (বিপথগামী হইবে) না, তৎপ্রযুক্ত তাহা-দিগকে উদ্যানলোকে উপনীত করা হইবে, এবং তাহাদের প্রতি কিঞ্চিতও অন্যায় করা হইবে না। ৬১ (ইহা সেই) চিরস্থায়ী উদ্যান যৎসম্বন্ধে রহমান (দয়াময়) তাঁহার দাসের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, যাহা অদৃশ্য। নিশ্চয় তিনি এমত যে তাঁহার (জন্নত প্রদানের) অঙ্গীকার উপনীত করা হইবে। ৬২ তাহারা সেস্থানে সালাম (কল্যাণ, কল্যাণ ব্যতীত অপ্রীতিকর কথা) শুনিতে পাইবে না, এবং (তথায় যাহা প্রাতঃ এবং সন্ধ্যা বলিয়া গণ্য সেই) প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে তথায় তাহাদের জন্য (তদস্থানোপযোগী) আহার্য্য প্রস্তুত থাকিবে। ৬৩ এই উদ্যান সকলকে আমার দাসগণের মধ্যে যাহারা পাপ পরিহার করিয়াছে, তাহাদিগকে উত্তরাধিকার প্রদান করিব।

৬৪। (হে রসুল,) আমি জিবরাইল তোমার প্রতিপালক আল্লাহর আদেশ ব্যতীত অবতীর্ণ হই না, আমার ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, যাহা আমার পূর্ব্বে ঘটিয়াছে, এবং এই উভয় কাল মধ্যে যাহা ঘটনীয়, তাহা সমস্ত তাঁহার আদেশে সংঘটিত হয়, তোমার প্রতিপালক ইহার কিছুই বিস্মৃত হন না। ৬৫ স্বর্গ লোকের, এবং ভূলোকের, এবং এই উভয়ের মধ্যে যাহা অবস্থিত, তিনি তাহার রক্ষাকর্ত্তা। অতএব তাঁহারই উপাসনা কর, এবং তাঁহার উপাসনার জন্য ধৈর্য্যধারণ করিয়া

থাক। (হে শ্রোতা,) তাঁহার নাম তাঁহার যে শক্তি প্রকাশ করে, সেই নামযুক্ত (সেইরূপ শক্তি সম্পন্ন) আর কাহারও বিদ্যমানতা সম্বন্ধে তুমি কি অবগত আছ? ৪।১৪—৬৫

৬৬ এবং তথাপি মনুষ্য (অবতারিত বাণীর বিরুদ্ধে) বলিতেছে, অহো, যখন আমি মরিয়া যাইব, (তৎপর) নিশ্চয় সচেতন অবস্থায় আমাকে বাহির করা হইবে। ৬৭ মনুষ্য স্মরণ করে না কেন যে আমি কি তাহাকে (এই ভবিতব্য পুনরুত্থানের) পূর্ব্বে (ইহলোকে) অস্তিত্ব প্রদান করি নাই? অথচ সে কিছুই ছিল না। ৬৮ (হে পয়গম্বর,) তোমার প্রতিপালকের শপথ, তাহাদিগকে, এবং (তাহাদের কুশিক্ষা-দাতা) শয়তানগণকে নিশ্চয় আমি একত্রিত করিব, তদনন্তর তাহা-দিগকে জানুর উপর উপবিষ্ট (দীন) অবস্থায় নরকের সান্নিধ্যে উপনীত করিব, ৬৯ তদনন্তর যাহারা দয়াময়ের অবাধ্যাচরণের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে প্রত্যেক দল হইতে পৃথক করিয়া লইব, ৭০ তদনন্তর তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি নরক প্রবেশের সর্ব্বাধিক উপযুক্ত তাহা আমি বিশেষরূপ অবগত। ৭১ তোমাদের মধ্যে এমত কেহই নাই যাহাকে নরক লোকে অবতীর্ণ হইতে হইবে না, তোমার প্রতিপালকের এই নির্দ্ধারিত আদেশ পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছে। ৭২ তদনন্তর পাপ বর্জ্জনকারিগণকে আমি বাহির করিয়া লইব, এবং জানুর উপরে নিপতিত (দীন অবস্থায়) তথায় সীমালঙ্ঘন-কারিগণকে ত্যাগ করিব।

৭৩। যখন (জন্নত সম্বন্ধীয়) আমার আএত সকল অবিশ্বাস-কারিগণের নিকট পঠিত হয়, তাহারা বিশ্বাস স্থাপন কারিগণকে বলে, (হে কুটিরবাসী, সাজসজ্জাহীন অন্নবস্ত্রক্লিষ্ট ভিখারীর দল, চক্ষু তুলিয়া দেখ, তোমাদের এবং আমাদের, এই) দুই দলের মধ্যে কাহার

বাসস্থান উৎকৃষ্ট? এবং কাহাদের সভা সুদৃশ্য? ৭৪ কিন্তু ইহার পূর্ব্বের কত যুগের ব্যক্তিগণকে আমি ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছি ; তাহারা বৈভবে এবং দৃশ্যে (ইহাদের অপেক্ষা) বহু অধিক ছিল। ৭৫(হে পয়গম্বর যাহারা পাপ পরিহারকারী দীন-ব্যক্তিগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছে, যাহাদের বিশ্বাস অজ্ঞতামূলক এবং যাহাদের কর্ম্ম নিন্দনীয় তাহাদিগকে) বল, (হে অজ্ঞানান্ধকার বেষ্টিত গর্ব্বিত ব্যক্তির দল,) যাহারা অন্ধকারে নিমগ্ন রহিয়াছে, তাহাদের জন্য দয়াময় (বন্ধন রজ্জু) পুনঃ পুনঃ শিথিল করিয়া দিতেছেন, তৎপর (যথা সময় তাঁহার) অঙ্গীকৃত শাস্তি, অথবা (শেষ) মুহূর্ত্ত দর্শন করিবে, (তখন) কাহার অবস্থানের স্থান মন্দ, এবং কাহার সঙ্গিগণ দুর্ব্বল তাহা শীঘ্রই জানিতে পারিবে। ৭৬ যাহারা পথ প্রাপ্ত হইয়াছে, আল্‌লাহ্ তাহাদের পথ প্রাপ্তি আরও অধিক করিয়াছেন, নিঃসন্দেহই ইহাদের চিরস্থায়ী পুণ্য কার্য্য আল্‌লাহর নিকট সুফল দানকারী, এবং সুপ্রত্যাগমনকারী স্বরূপ অতি সমাদৃত।

৭৭ হে পয়গম্বর তুমি কি সে ব্যক্তিগণকে দেখিয়াছ, যাহারা আমার আএত সকলকে অবিশ্বাস করে? যাহারা বলে যে (এই স্থানে যেমন সে স্থানেও তেমন) নিশ্চয় আমাদিগকে ধন সন্তান দেওয়া হইবে ; ৭৮ অহো সে কি ভবিষ্যৎ দেখিয়া আসিয়াছে? অথবা সে কি দয়াময়ের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছে? ৭৯ যে সকল কথা সে বলিতেছে তাহা আমি লিপিভুক্ত করিতেছি, এবং (এইরূপ কুবিশ্বাসের এবং অবিশ্বাসের জন্য) আমি তাহার দীর্ঘ যন্ত্রণা দীর্ঘ করিব। ৮০ এবং সে (অবিশ্বাস এবং উপহাস করিয়া) যাহা বলিতেছে, আমি তাহাকে তাহারই (ফলের) উত্তরাধিকারী করিব, এবং সে (ধন জন হইতে বিযুক্ত হইয়া) একক আমার নিকট উপস্থিত হইবে। ৮১ এবং যেন সাহায্যকারী হয় এই জন্য কতকজন আল্‌লাহ্ ব্যতীত অপর উপাস্য

সকলকে অবলম্বন করিয়াছে। ৮২ (এইরূপ সহায় কেহ) নাই, (অপর উপাস্য যথা ঈসা) ইহাদের উপাসনা অস্বীকার করিবে, পরন্তু ইহারাই তাহাদের পরম শত্রু হইবে। ৫।১৭=৮২

৮৩। (হে পয়গম্বর) তুমি কি দেখিতেছ না যে আমি (মন্দ-বুদ্ধিদাতা শয়তানগণকে ধর্ম্মদ্রোহিগণের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি? তাহারা তাহাদিগকে উত্তেজনা দ্বারা উত্তেজিত করিতেছে. ৮৪ এমত স্থলে তাহাদের (শাস্তির) জন্য শীঘ্রতা করিও না, নিশ্চয় আমি তাহাদের জন্য সময় গণনা করিতেছি। ৮৫ সে (কর্ম্ম ফল দানের) দিবস আমি পাপ বর্জ্জনকারিগণকে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তির ন্যায় দয়াময়ের (অর্থাৎ আমারই) নিকট একত্র করিব, ৮৬ এবং দোষীগণকে, তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জহন্নমের দিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইব। ৮৭ যে দয়াময়ের নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছে, (যাঁহাকে তিনি সে যোগ্যতা প্রদান করিয়াছেন,) সে ব্যতীত আর কোনও ব্যক্তিই দোষীদের জন্য অনুরোধ করিতে সক্ষম.হইবে না। ৮৮ (পয়গম্বর উজ, এর এবং ঈসা অনুরোধ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রযুক্ত কতকজন) বলিতেছে যে দয়াময় (জনক স্বরূপ, মানবী গর্ভে) তাহাদিগকে জন্ম দান করিয়াছেন। ৮৯ নিশ্চয় তোমরা এক গুরুতর বিষয় উপস্থিত করিতেছ। ৯০ এমত (গুরুতর কথার) জন্য আকাশ বিদীর্ণ, পৃথিবী দ্বিধা এবং কম্পিত হইতে হইতে পতিত হওয়া অসম্ভব নহে, ৯১ যে তাহারা দয়াময়েতে জনকত্ব আরোপ করিতেছে। ৯২ ফলতঃ (পুরুষের ন্যায়) কাহারও জনক হওয়া দয়াময়ের স্বরূপ বিরুদ্ধ।

৯৩। যাহা কিছু দ্যুলোকে এবং ভূলোকে বিদ্যমান, তাহা সমস্ত তাঁহার নিকট দাস স্বরূপ উপস্থিত হইবে, ৯৪ তাহা সমস্তকে তিনি (স্ব শক্তির বন্ধনে) আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং (কাহাকে কাহাকে

অনুরোধ করার ক্ষমতা দিয়াছেন তাহাও) গণনা করিয়া গণিত করিয়াছেন, ৯৫ কেয়ামতের দিবসে তাহাদের প্রত্যেকে তাঁহার নিকট একক উপস্থিত হইবে। ৯৬ ইহা নিশ্চয়, যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং সৎকর্ম্মার্জ্জনও করিয়াছে, দয়াময় (অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণকেও) তাহাদের অনুরাগী করিয়া দিবেন, (যে অনেকে ইস্‌লাম গ্রহণ করিবে।)

৯৭। (হে পয়গম্বর) এই কোর্-আনকে (অর্থাৎ নিত্য পাঠ্য গ্রন্থকে) আমি তোমার ভাষায় সহজ বোধগম্য করিয়াছি, যেন তুমি তদ্দ্বারা পাপবর্জ্জনকারিগণকে সুসংবাদ শুনাও এবং উদ্ধত দলকে ভয় প্রদর্শন কর। ৯৮ (ইহা কি অনুধাবনের বিষয় নহে যে) এই (আরব দেশীয় ধর্ম্মদ্রোহিগণের) পূর্ব্বে বহু সময়ের (সত্য অগ্রাহ্যকারী) জাতিগণকে আমি বিধ্বংস কবিয়াছি, (জিজ্ঞাসা করি,) তাহাদের কাহাকেও কি তুমি (কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা) অনুভব করিতে পার? অথবা (বিদ্যা, বল, বুদ্ধি, দর্পিত সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত কাহারও) কোনও কথা কি তুমি শুনিতে পাও? (তাহাদের সকলে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত।)

তা, হা,—পবিত্রকৃত।

মক্কাবতীর্ণ ২০ সংখ্যক সূরা (৪৫)।

এই সূরার মর্ম্ম।

১ম রুকু :—তা,হা, অর্থাৎ পবিত্রকৃত নামক পয়গম্বর মোহাম্মদ; কোর্-আনের উদ্দেশ্য মনুষ্যগণকে পাপ-বর্জ্জনকারী এবং ধর্ম্মভীরু করা, কষ্টকর ব্রত এবং বৈরাগ্য ইহার উদ্দেশ্য নহে; ইহা আল্-লাহর অবতারিত, তিনি অতি দয়ালু; তিনি বিশ্বাধীপ, গূঢ়তত্ত্বজ্ঞ, এবং সর্ব্বজ্ঞ; যাহা কর্ত্তব্য তাহাই তিনি আদেশ করিতেছেন, কি কারণে কি কার্য্য করেন তাহার তত্ত্ব তিনিই জানেন, তিনি বিশ্বের সমস্ত কার্য্য চালাইতেছেন, সর্ব্ব বিষয় সম্বন্ধে তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই;

২য় রুকু :—পয়গম্বরগণকে বহু কষ্ট, বহু পীড়ন ভোগ করিতে হয়, আল্-লাহ ওহি যোগে তাঁহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন, তাহার দৃষ্টান্ত মূসা; এক মাত্র আল্লাহই উপাস্য, তাঁহার উপাসনা নমাজ, মরণান্তর কর্ম্মের ফলভোগ এই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য করা হইয়াছিল; তাঁহাকে পয়গম্বরত্ব এবং অলৌকিক শক্তি প্রদান এবং মিসর যাত্রার আদেশ;

৩য় রুকু :—জন্মকাল হইতে পয়গম্বরত্ব প্রাপ্তি পর্য্যন্ত তিনি যে কৌশলে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন; মূসার প্রার্থনা মত হারূণকে তাঁহার সাহায্যকারী রসুল নিযুক্ত কবিলেন; মূসা তথা হইতেই মিসর যাত্রা করিলেন, অনেক দিন পর ফের-অ-উনের দরবারে প্রবেশ লাভ করিলেন, ফের-অ-উন তাঁহাকে চিনিল; কিবত্বী জাতিগণ ফের-অ-উনকে তাহাঁদের প্রতিপালক স্বরূপ পূজা করিত, সেজন্য প্রথমতঃ আল্লাহর বিদ্যমানতার সম্বন্ধে কথা আরম্ভ হইল, তারপর, মৃত্যুর পর কর্ম্মফল সম্বন্ধে কথা হইল;

৪র্থ রুকু:—মৃত্তিকা হইতে তোমাদের শরীর নির্ম্মিত, তাহা মৃত্তিকাতেই পরিণত হইবে; পয়গম্বরত্বের প্রমাণ স্বরূপ ফের-অ-উনকে আল্লাহর দত্ত প্রমাণ দেখান হইল, সে বিশ্বাস করিল না; তাহা ইন্দ্রজাল প্রমাণ জন্য বিজ্ঞ ঐন্দ্রজালিকগণকে সমবেত করিল, মূসার দণ্ড সর্প মূর্ত্তি ধারণ করিত, ঐন্দ্রজালিকগণের নিক্ষিপ্ত দণ্ড এবং রজ্জু সকলও সর্প মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত এবং ফণা ধারণ করিতে লাগিল; তখন মূসা তাঁহার দণ্ড ভূমিতে নিক্ষেপ মাত্র তাহা সর্প মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মায়াবীগণের দণ্ড এবং রজ্জু সকল উদরসাৎ করিল, সুতরাং স্পষ্টই প্রমাণ হইল মূসার কার্য্য অলৌকিক, মায়া নহে। ইন্দ্রজাল বিদ্যার পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারিল মূসার কার্য্য ইন্দ্রজাল হইতে উচ্চশ্রেণীর, তাহারা তৎক্ষণাৎ আল্লাহতে এবং রসুলেতে বিশ্বাস স্থাপন করিল এবং সিজদায় নিপতিত হইল; ফের-অ-উন তাহাদিগকে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া হস্ত পদে কিলক বিদ্ধ করিয়া দেওয়ার আদেশ করিল, কিন্তু এত যন্ত্রণাতেও তাহারা তাহাদের বিশ্বাসে স্থির থাকিল; মরণান্তর তাহারা উচ্চপদ লাভ করিল;

৫ম রুকু:—মূসার প্রতি ইস্রাইল সন্তানগণ সহ পলায়নের আদেশ, পলায়ন, ঐশ্বরিক অনুগ্রহে সমুদ্রগর্ভে পথ প্রকাশ এবং ইস্রাইল সন্তানগণের ঐ পথে অপর পারে অবতরণ; তুর পর্ব্বতে তওরাত গ্রহণ জন্য মূসার গমন, ইতঃমধ্যে ইস্রাইল সন্তানগণের এক দলের গোবৎস পূজারম্ভ; মূসার প্রত্যাগমন এবং তজ্জন্য অনুযোগ করণ;

৬ষ্ঠ রুকু:—হারুণ সাবধান করা সত্বেও তাহারা গোবৎস পূজা আরম্ভ করিল; সামরী নামক ব্যক্তি বলিল, সে জিব্রাইলকে ইস্রাইল সন্তানগণের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে দেখিয়াছে, তাঁহার ঘোড়ার পদচিহ্নের স্থান হইতে বালুকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, সে অলঙ্কার গলাইয়া গোবৎস-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ঐ বালুকা প্রবেশ করিয়া দেওয়াতে ঐ মূর্ত্তি

গোবৎসের ন্যায় শব্দ করিতেছিল ; সে তাহারই পূজা করিতে উপদেশ করিয়াছিল ; তাহা দগ্ধ করিয়া ফেলা হইল ;

৭ম রুকু:—কেয়ামতে দৃষ্ট জগৎ ধ্বংস হইবে, উচ্চ পর্ব্বত সকল বালুকাকণাতে পরিণত হইবে, তারপর যে অজড় জগৎ প্রকাশিত হইবে তথায় সকলে সসম্ভ্রম নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে, যাহাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহারাই কেবল পাপক্ষমার প্রার্থী হইতে পারিবে, সে দিবস কর্ম্মফল ভোগের দিবস ; এই কোর্-আনে জাতীয় এবং ব্যক্তিগত পাপের বিষয় বিস্তৃতরূপে বলা হইয়াছে ; ওহি শেষ হইলে তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিও ; আমি ভুলাইয়া না দিলে তুমি তাহা ভুলিবে না ;

৮ম রুকু:—শয়তান ইচ্ছাপূর্ব্বক অবাধ্যতা করিয়াছিল, আর আদম ভুলিয়া গিয়া অবাধ্যতা করিয়াছিল, শয়তান নানা প্রকার কথা বলিয়া তাহাকে আল্লাহর আদেশ ভুলাইয়া দিয়াছিল, আদম যখন স্বর্গচ্যুত হয়, তখন মনুষ্যজাতির সম্বন্ধে আশা দেওয়া হইয়াছিল যাহারা রসুলগণের কথামত চলিবে তাহাদের মঙ্গল হইবে ; এই আল্লাহদ্রোহী আরবগণ তাঁহার কার্য্য প্রণালীর প্রমাণ স্বরূপ তাহাদের পূর্ব্বগত জাতিগণের পরিণামের বিষয় চিন্তা করে না কেন ? রসুলের কথা অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল ;

৯ম রুকু—যদি দণ্ডের এক নির্দ্দিষ্ট সময় না থাকিত, এই আরবগণ দণ্ডগ্রস্ত হইত ; হে পয়গম্বর তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক, পঞ্চ নমাজ স্থির রাখ, সম্ভবতঃ সন্তুষ্ট হইবা ; আল্লাহ হীন ব্যক্তিগণের সাড়ম্বর জীবনের দিকে দৃক্‌পাত করিও না ; পরিজনবর্গকে নমাজ স্থির রাখার উপদেশ কর ; য়িহুদী এবং ঈসায়ীগণ তোমার পয়গম্বরত্বের প্রমাণ চাহিতেছে, তওরাতে এবং ইঞ্জিলে তোমার সম্বন্ধে কি প্রমাণ নাই ?

তা, হা,—পবিত্রকৃত।

মক্কাবতীর্ণ ২০ সংখ্যক সূরা (৪৫)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দাতাকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ। [১।২০।১৬

১। (হে পয়গম্বর) তা, হা, পবিত্রকৃত, মোহাম্মদ (দঃ), ২ আমি তোমার উপর এজন্য কোর্-আন্ অবতীর্ণ করি নাই যে তুমি (সমস্ত রাত্রি নমাজে, বার মাস রোজাতে, এবং তদনুরূপ কার্য্যে, কষ্ট ভোগ কর। ৩ ইহা সে ব্যক্তির জন্য মহোপদেশ ব্যতীত নহে যে পাপ করিতে ভয় করে, (মনুষ্যগণকে পাপ বর্জ্জনকারী, ধর্মভীরু, করাই ইহার উদ্দেশ্য।) ৪ যিনি (অধঃস্থ) মর্ত্ত এবং উন্নত স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা তাঁহার অবতারিত। ৫। তিনি মহা দয়ালু, (তাঁহার স্বর্গ মর্ত্তব্যাপ্ত) সিংহাসনে আরূঢ়। ৬ যাহা স্বর্গে এবং মর্ত্তে, এবং যাহা তাহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, এবং যাহা পৃথিবীর অধস্থ স্তরে, (তাহা সমস্ত) তাঁহার। ৭ এবং যদি তুমি তোমার কথা প্রকাশ করিয়া বল, এবং যাহা অজ্ঞাত এবং যাহা গুপ্ত, নিঃসন্দেহই তাহাও তিনি জানেন। ৮ আল্লাহ্ ব্যতীত (সর্ব্ব বিষয় সম্বন্ধে) অন্য উপাস্য নাই, সমস্ত উত্তম সংজ্ঞা সকল তাঁহার।

৯। (হে রসুল, পয়গম্বর দিগকে বহু কষ্ট, বহু পীড়ন, উপহাস, বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয়, কিন্তু আল্লাহ্ সতত তাহাদের সহায় থাকেন তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ) তোমার নিকট কি মুসার বিবরণ সমাগত হয়

নাই ? ১০ (ইহা সে সময়ের কথা,) যখন মূসা অগ্নি দেখিতে পাইল, তখন তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে বলিল, তোমরা এই স্থানে অবস্থান কর, বস্তুতঃ আমি অগ্নি দেখিতে পাইতেছি, সম্ভবতঃ তাহা হইতে, তোমাদের জন্য জলন্ত অঙ্গার আনিব, অথবা ঐ অগ্নির সাহায্যে পথ প্রাপ্ত হইব।

[১] (হজরত মূসা মিসর হইতে মধইয়নে পলায়নের পর কাহারও মতে ২৮ বৎসর, কাহারও মতে ১৮ বৎসর গত হইয়া গেল। তিনি পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং আত্মীয়বর্গকে দর্শন জন্য সপরিবারে তাঁহার ছাগ-পাল সহ মিসর যাত্রা করিলেন। কতক দিবসের পর মিসরের পথ ভুলিয়া গিয়া তূয়া নামক প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। তখন রাত্রি হইয়াছিল, এবং হঠাৎ তুষার বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মহা শীতে সকলেই কাতর হইলেন। অনেক চেষ্টাতেও চকমাকি পাথর হইতে অগ্নি বাহির হইল না। এমন সময় হজরত সফুরার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। হজরত মূসাকে বোধ হইল, দূরে যেন অগ্নি দেখা যাইতেছে। তিনি পরিজনবর্গকে তথায় রাখিয়া অগ্নি আনিতে গেলেন। এক বৃক্ষের অদূরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বৃক্ষের শাখা পল্লব দগ্ধ হইতেছে না, অথচ নির্ম্মল অগ্নি তাহা আবৃত করিয়া রহিয়াছে। তখন তাহার আধ্যাত্মিক কর্ণও উন্মুক্ত হইল।)

১১। তদান্তর যখন মূসা তাহার সমীপবর্ত্তী হইল, তখন তাহাকে আহ্বান করা হইল, ১২ হে মূসা নিশ্চয়, আমি, আমিই, তোমার প্রতিপালক (আল্লাহ,) অতএব তোমার পাদকা খুলিয়া ফেল, যথার্থই তুমি পবিত্র তূয়াতে (আগত হইয়াছ।) ১৩ এবং আমি তোমাকে (পয়গম্বর স্বরূপ) নির্ব্বাচিত করিলাম, অতএব যাহা তোমাকে "ওহি" করা হইতেছে, (তোমার মনেতে অর্পিত করা হই-

তেছে) তাহা শ্রবণ কর। ১৪ সত্য সত্যই আমি, আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, অতএব আমারই উপাসনা কর, এবং আমারই স্মরণার্থে নমাজ (রূপ উপাসনা প্রণালী) অবিচলিত রাখ, ১৫ ইহাতে ভুল নাই যে (কর্ম্ম ফলের) মুহূর্ত্ত আগত হইবে, আমি তাহা (ঘটিবার সময়) গোপন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি; (এই কেয়ামতের উদ্দেশ্য) মনুষ্যগণ তাহাদের চেষ্টার বিনিময় প্রাপ্ত হউক, ১৬ অতএব, যে ব্যক্তি তাহাতে বিশ্বাস করে না, এবং তাহার অভিলাষের পশ্চাৎ গমন করে, সে ব্যক্তি তাহা হইতে, (অর্থাৎ কর্ম্ম ফলে বিশ্বাস হইতে,) তোমাকে নিবারিত না করুক। (যদি তুমি তাহাতে অবিশ্বাস কর,) তাহা হইলে বিনষ্ট হইবা। ১৭ (নির্জ্জীব অবস্থা হইতে সজীব হওয়ার দৃষ্টান্ত তুমি দেখ) হে মূসা তোমার দক্ষিণ হস্তে ইহা কি? ১৮ মূসা বলিল, (হে সর্ব্বজ্ঞ,) ইহা আমার যষ্টি, তাহার উপর আমি ভর করি, এবং তাহার আঘাতে আমার ছাগপালের জন্য (বৃক্ষ শাখার পত্র) ভগ্ন করি, এবং তাহার দ্বারা আমার অপর কর্ম্মও সমাধা করি। ১৯ (আল্লাহ আদেশ করিলেন,) হে মূসা তাহা (ভূমির উপরে) নিক্ষেপ কর, ২০ তদনুযায়ী মূসা তাহা নিক্ষেপ করিল, তাহা (সেই নির্জ্জীব কাষ্ঠ সজীব) সর্প হইয়া গেল, তাহা ধাবিত হইতে লাগিল। ২১ আল্লাহ আদেশ করিলেন, ইহাকে ধর, ভয় করিও না, আমি অনতি-বিলম্বে উহাকে উহার পূর্ব্বাবস্থায় পরিণত করিব। ২২ এবং (হে মূসা) তোমার হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া তোমার কক্ষে স্থাপন কর, তাহা নির্দ্দোষ শ্বেত (আলোক বিস্তীর্ণকারী হইয়া) বাহির হইবে, (ইহা তোমার পয়গম্বরত্বের) অন্যতর প্রমাণ। ২৩ (এই যষ্টির দ্বারাই,) আমার (আরও) মহা প্রমাণ তোমাকে দর্শন করাইব। ২৪ (হে

মূসা, আমার রছুলস্বরূপ) তুমি ফের্-অ-উনের দিকে যাত্রা কর, নিশ্চয় সে অবাধ্যাচারী। ১।২৪

ব্যা ১১৯ (পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া মূসা ভীত এবং চিন্তিত হইলেন। তাঁহার মুষ্ঠাঘাতে ফের্-অ-উন বংশীয় এক ব্যক্তি হত হইয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে বধ দণ্ডে দণ্ডিত করিবার পরামর্শ করিতেছিল, তখন তিনি মদইয়ন পলায়ন করিয়াছিলেন। ২৮ বৎসর পর আবার মিসর যাইতেছিলেন। তিনি এইরূপ প্রার্থনা জানাইলেন):-

২৫। হে আমার প্রতিপালক, (যাহাতে তোমার আদেশ সম্পূর্ণ-রূপে প্রতিপালন করিতে পারি তজ্জন্ত) আমার হৃদয় আমার জন্ত উন্মুক্ত করিয়া দাও, ২৬ এবং আমার কার্য্য আমার জন্ত সহজ কর। ২৭ এবং আমার জিহ্বার বন্ধন খুলিয়া দাও, ২৮ যেন (মনুষ্যগণ) আমার কথা বুঝিতে পারে, ২৯ এবং আমারই স্বগণ হইতে এক জনাকে আমার ভারবাহক কর, ৩০ (অর্থাৎ) আমার ভ্রাতা হারুনকে ৩১ আমার পৃষ্ঠপোষক কর, ৩২ এবং আমার কার্য্যে তাহাকে আমার সঙ্গী কর, ৩৩ যেন আমি বহুবার তোমার পবিত্রতার জপ করি, ৩৪ এবং যেন তোমাকে বহুল পরিমাণ স্মরণ করি, ৩৫ নিশ্চয় আমার উপরে তোমার দৃষ্টি রহিয়াছে। ৩৬ আল্লাহ বলিলেন, হে মূসা, তোমার প্রার্থিত যাহা তাহা তোমাকে প্রদত্ত হইল। ৩৭ ফলতঃ (হে মূসা) আরও একবার তোমার প্রতি (ইতিপূর্ব্বে) মহানুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছি। ৩৮ (যখন) তোমার মাতার মনে "ওহি" প্রত্যাদেশ করা হইয়াছিল, যাহা আমি "ওহি" প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম। ৩৯ (অর্থাৎ এইরূপ ভাব মনে অর্পণ করা হইয়াছিল) যে তাহাকে (তোমার শিশুটিকে) একটি সিন্দুকে স্থাপিত কর, তদনন্তর তাহা (নীল) নদীতে স্থাপন কর, তদনন্তর নদী তাহা তীরে নিক্ষেপ করুক, (তখন) আমার

এবং তোমার শত্রু (তৎকালের ফের্-অ-উন) তাহাকে গ্রহণ করুক। এবং তোমার প্রতি (মনুষ্যগণ) অনুরাগী হউক—এই ভাব আমা হইতে তোমাকে অর্পণ করিলাম, এবং যেন তুমি আমার চক্ষুর সম্মুখে প্রতি-পালিত হও।

৪০। (মূসা সে সময়ের কথা শুন,) তারপর যখন তোমার ভগিনী (ঐ সন্দুকের) পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল, তারপর (রাজপুরীতে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল,) যে ইহাকে স্তন দান করিবে তাহার বিষয় কি জ্ঞাত করিব ? তারপর আমি তোমাকে তোমার মাতাকে ফিরাইয়া দিলাম, (তুমি অন্য আর কোনও ধাত্রীরই স্তনে মুখ দিতে ছিলে না,) যেন তোমার মাতার চক্ষু শীতল হয়, এবং যেন সে মনোকষ্ট প্রাপ্ত না হয়। এবং (যৌবনে) তুমি একজন (ইস্রাইল পীড়ক কিব্তীকে হঠাৎ) মারিয়াফেলিয়াছিলা, তারপর তোমাকে মনকষ্ট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, তারপর তোমাকে বিশেষ পরীক্ষায় পরীক্ষা করিয়াছিলাম, তারপর তুমি বহু বৎসর মদ্ইয়ন বাসিগণের সহিত বাস করিয়াছিলা, অবশেষে হে মূসা (তক্দিরের) নির্দ্ধারণ মত তুমি (এখন আমার সম্মুখে) উপনীত হইয়াছে, ৪১ এবং আমার (রসুলের কার্য্য) জন্য আমি তোমাকে নির্ব্বাচিত করিয়াছি। ৪২ তুমি এবং তোমার ভ্রাতা আমার প্রমাণ সহ গমন কর, এবং আমাকে (বহুল পরিমাণ) স্মরণ করিতে বিস্মৃত হইও না। ৪৩ তোমরা উভয় ফের্-অ-উনের অভিমুখে যাত্রা কর, প্রকৃতই সে সীমাতিক্রমকারী হইয়াছে। ৪৪ তদনন্তর তাহাকে কোমল বাক্যে উপদেশ কর যেন সে উপদেশগ্রাহী হয় এবং ভীত হয়। ৪৫ মূসা বলিল, হে আমাদের রক্ষক, সে যদি আমাদের উপরে অত্যাচার করে, বা সীমাতিক্রম করে, আমরা উভয়ে তাহাকে ভয় করিতেছি। ৪৬ আল্লাহু বলিলেন, তোমরা

কোনও ভয় করিও না, যেহেতু প্রকৃতই আমি তোমাদের উভয়ের (রক্ষক স্বরূপ) অবস্থান করিতেছি, এবং উভয়কে শ্রবণ করিতেছি, এবং উভয়কে দর্শন করিতেছি। ৪৮ অতএব তোমরা উভয়ে তাহার নিকট উপস্থিত হও, তখন তাহাকে (ইহাও) বল যে আমরা উভয়ে তোমার প্রতিপালকের রসুল, অতএব ইস্রাইল বংশীয়গণকে আমাদের সহিত (তাহাদের মাতৃভূমি কেন-আ-আনে) প্রেরণ কর, এবং তাহাদিগকে পীড়ন করিও না। প্রকৃতই আমরা তোমার নিকট তোমার প্রতিপালকের প্রমাণ সহ আসিয়াছি। ফলতঃ যাহারা প্রকৃত পথ অবলম্বন করে, তাহাদের জন্য মঙ্গল। ৪৮ সত্যই ইহা আমাদের প্রতি ওহি হইয়াছে, যে ইহা অসত্য ভাবিবে এবং অগ্রাহ্য করিবে, সে শাস্তিগ্রস্ত হইবে।

ব্যা ১২০ (তথা হইতেই হজরত মূসা মিসরের দিকে চলিলেন। হজরত সফুরা ঐ প্রান্তরেই পড়িয়া থাকিলেন। কয়েকদিন পর মদ্‌ইয়ন-বাসী একদল বণিক ঐ স্থানের নিকট দিয়া যাইতেছিল। তাহারা বিবি সফুরাকে হজরত শৈয়বের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল।

যখন হজরত মুসা মিসরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তাঁহার সহিত সংমিলিত হওয়ার জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হারুণেরও প্রতি ওহি হইল, তিনি বাড়ী ছাড়িয়া ভ্রাতার অনুসন্ধানে মদ্‌ইয়নাভিমুখে চলিলেন। পথে হঠাৎ উভয়ের দেখা হইল। তাঁহারা মিসর সম্রাট ফের-অ-উনের সহিত দেখা করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনও সভাসদ তাঁহাদিগকে ফের-অ-উনের নিকট লইয়া গেল না। এইরূপে সুদীর্ঘ দুই বৎসর গত হইয়া গেল। একদিন একজন পরিষদ বলিতে লাগিল ইস্রাইল বংশের এক ব্যক্তি নিজকে আল্লাহর প্রেরিত বলিয়া প্রচার করিতেছে, কিন্তু ফের-অ-উন ব্যতীত অন্য আল্লাহ

নাই, বোধ হয় সেই ব্যক্তি পাগল। ফের-অ-উনও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাকে সভায় উপস্থিত করার আদেশ করিল। মূসা অতি নম্র বাক্যে ফের-অ-উনকে আল্লাহর বিদ্যমানতাতে বিশ্বাস করিতে আহ্বান করিল, কেয়ামতের বিষয় বলিল। ফের-অ-উন তাঁহাকে চিনিতে পারিল, এবং উপহাস করিয়া)।

৪৯। বলিল ! হে মূসা, (তোমরা উভয়ে যে 'আমাদের প্রতিপালক' 'আমাদের প্রতিপালক বলিতেছ,) অতএব (জিজ্ঞাসা করি,) তোমাদের উভয়েব প্রতিপালক সে কে ? ৫০ মূসা বলিল, সৃষ্ট সমস্তকে যিনি তাহাবা যদ্রূপ তদ্রূপ করিয়াছেন, তদনন্তর (তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃতি অনুরূপ কাজ করিতে) পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনিই আমা- দেব প্রতিপালক।) ফের-অ-উন বুঝিতে পারিল সৃষ্ট সমস্তকে তাহাদের স্বরূপে স্থির রাখার অর্থাৎ তাহাদিগকে রক্ষা করার তাহার শক্তি নাই। আল্লাহব অস্তিত্ব বিষয় তর্ক বিতর্ক করিলে দেশস্থ ব্যক্তিগণ তাহার পূজা পরিত্যাগ করিতে পারে আশঙ্কায় এই বিষয় পরিত্যাগ করিয়া পরকাল সম্বন্ধে)।

৫১। বলিল, (তুমি যে মরণান্তর কর্ম্ম ফল ভোগের বিষয় বলি- তেছ,) তাহা হইলে (সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত) গত সময়ের ব্যক্তিগণের কি অবস্থা হইবে ? ৫২ মূসা বলিল, (তাহারা এবং তাহাদের কর্ম্ম, ধ্বংস হয় নাই,) ইহার জ্ঞান (লওহ্ মহফুজ নামক অবস্থা রূপ) গ্রন্থে আমার প্রতিপালকের নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে। আমার প্রতিপালক ভ্রম করেন না, এবং ভুলিয়াও যান না। ৫৩ (এক অদৃশ্য লোক সৃষ্টি করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে ;) তিনিই (এই দৃশ্য লোক) পৃথিবীকে তোমাদের জন্ম শয্যা (অর্থাৎ অবস্থানের স্থান) করিয়াছেন, এবং তাহার মধ্যে তোমাদের জন্ম (নদ, নদী, উপত্যকা প্রভৃতি) পথ

সফল করিয়াছেন, এবং আকাশ হইতে বৃষ্টি অবতীর্ণ করিয়াছেন, তদ-ন্তর আমি (তোমাদের প্রতিপালক) তদ্দ্বারা বিভিন্ন প্রকার এবং বিসদৃশ উদ্ভিদ সকল বাহির করিয়াছি, ৫৪ তোমরা তাহা ভক্ষণ কর, এবং তোমাদের চতুষ্পদ সকলকে চরাও। যাহারা জ্ঞানবান, নিঃসন্দেহই তাহাদের জন্য ইহাতে (তাঁহার, পরকালের, এবং অন্যান্য বিষয়ের,) প্রমাণ রহিয়াছে। (যিনি এই দৃশ্য জগৎ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি এক অদৃশ্য জগতও প্রকাশ করিবেন এই দৃশ্য জগতই তাহার প্রামাণ।) ২।৩০ = ৫৪

৫৫। (হে মনুষ্যগণ) তাহা হইতেই (এই পৃথিবী হইতেই) আমি তোমাদিগকে (অর্থাৎ মনুষ্যনামধারী তোমাদের শরীরকে) উৎপন্ন করিয়াছি, এবং আমি তোমাদিগকে পুনঃ তাহাতেই আনয়ন করিব, (তোমাদের শরীরের উপাদান সকল তাহাতেই পরিণত হইবে,) এবং আর একবার তাহা হইতেই (তৎকালের পৃথিবী হইতেই) আমি তোমাদিগকে (তোমাদের তৎকালের শরীরকে) নিষ্ক্রান্ত করিব, (তখন তোমাদের কর্ম্ম এবং বিশ্বাসানুযায়ী তোমাদের সু কিম্বা-কু অবস্থা হইবে।)

৫৬। এবং (হে রসুল) আমি (মুসাকে প্রদত্ত) আমার সমস্ত প্রমান ফের-অ-উনকে দেখাইয়াছিলাম, তথাপি তাহাতে সে অসত্যা-রোপ করিয়াছিল, এবং অগ্রাহ্য করিয়াছিল। ৫৭ সে বলিয়াছিল, হে মূসা তুমি কি আমাদের নিকট এজন্য আসিয়াছ যে তোমার ইন্দ্রজাল বলে (প্রভুত্ব লাভ করিয়া) আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দাও? ৫৮ (তুমি যাহা আল্‌লাহ দত্ত প্রমাণ বলিতেছ তাহা ইন্দ্রজাল) প্রমাণ জন্য নিশ্চয় নিশ্চয় তোমার সম্মুখে তাহারই অনুরূপ ইন্দ্রজাল উপস্থিত করিব। ৫৮ অতএব আমার এবং তোমার মধ্যে এক অঙ্গীকৃত সময় স্থির কর, আমি তাহার অন্যথা করিবনা, তুমি

ও তাহার অন্যথা করিওনা। (যাহাতে সকলে দেখিতে পায়, এমত এক) সমতল স্থান (স্থির হউক।) ৫৯ মূসা বলিল, (নব বৎসরের উৎসবের দিবস,) যে দিবস (আমোদ প্রমোদ জন্য রাজ্যস্থ ব্যক্তিগণ বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া) সুশোভিত হয়, সেই দিবস তোমাদের সহিত অঙ্গীকৃত (দিবস হউক,) এবং মনুষ্যগণ দিবামানের পূর্ব্বভাগেই সমবেত হউক। ৬০ তদনন্তর ফের-অ-উন (সভা ভঙ্গ করিয়া মন্ত্রণা গৃহে) ফিরিয়া গেল, তদনন্তর (কতক দিবস পর) তাহার প্রতিশ্রুত প্রতারণা (কারক উপকরণ এবং ইন্দ্রজালিকগণকে) সংগ্রহ করিল, তদনন্তর (নববর্ষের দিবস ঐন্দ্রজালিক পণ্ডিতগণ সহ নির্দ্ধারিত স্থানে) আগমন করিল। ৬১ তাহাদিগকে (অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক পণ্ডিতগণকে) মূসা বলিল, (তোমরা এই বিদ্যায় সুপণ্ডিত, আমি যে প্রমাণ উপস্থিত করিব তাহা ইন্দ্রজাল নহে সহজেই বুঝিতে পারিবে, তাহা আল্লাহর দত্ত প্রমাণ তাহাও স্থির করিতে পারিবে, এমত স্থলে তোমরা সত্য বলিও অসত্য বলিলে,) তোমাদের দুর্ভাগ্য, তোমরা আল্লাহর উপরে মিথ্যা বলার দোষারোপ করিওনা, তাহা হইলে তিনি (বিপদাবতীর্ণ করিয়া) তোমাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিবেন। ফলতঃ যে ব্যক্তি (আল্লাহর প্রমাণ সকলকে তাহা প্রমাণ নহে বলিয়া) মিথ্যা সংস্থাপন করে সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ৬২ তদনন্তর তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য বিষয় পরস্পরের মধ্যে তর্ক বিতর্ক করিল, এবং গুপ্তভাবে পরামর্শ করিল। ৬৩ (সমবেত ব্যক্তিগণ ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিগণকে) বলিতে লাগিল, এই দুই ব্যক্তি নিশ্চয় ঐন্দ্রজালিক, তাহারা ইচ্ছা করিয়াছে যে, তাহাদের ইন্দ্রজাল বলে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দেয়, এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম পদ্ধতি বিলোপ করিয়া দেয়। ৬৪ অতএব (হে পণ্ডিতগণ) তোমরা তোমাদের কৌশল সংমিলিত কর,

তদনন্তর মূসার কথিত প্রমাণ ইন্দ্রজাল প্রমাণ (জন্ম) দলে দলে অগ্রসব হও। ফলতঃ অদ্য যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবে, (রাজানুগ্রহে) তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। ৬৫ ঐন্দ্রজালিকগণ বলিল, হে মূসা, হয় তুমি প্রথমে (তোমার নির্জ্জীব যষ্টি দর্শকগণে সন্মুখে) নিক্ষেপ কর, অথবা আমরাই (নির্জ্জীব বস্তু সকলকে দর্শকগণের সন্মুখে) নিক্ষেপ করিয়া প্রথম নিক্ষেপকারী হই। ৬৬ মূসা বলিল বরং (তোমরাই প্রথমতঃ দর্শকগণের সন্মুখে যষ্টি সকল,) নিক্ষেপ কর, তদনন্তর তাহাদের রজ্জু এবং যষ্টি সকল তাহাদের মায়াবলে মূসাকে সর্পের ন্যায় দেখাইতে লাগিল, যেন তাহাবা ধাবিত হইতেছে। ৬৭ এই জন্য মূসার মনে আশঙ্কা হইল (যে দর্শকগণ তাহাকেও মায়াবী বলিয়া মনে করিতে পারে।) ৬৮ (তখন) আমি (ওহি ক্রমে,) বলিলাম, (হে মূসা) ভয় করিও না, নিশ্চয় নিশ্চয় তুমিই প্রবল হইবা। ৬৯ এবং যাহা তোমার দক্ষিণ হস্তে আছে, তাহা নিক্ষেপ কর, তাহারা যাহা সংঘটিত করিয়াছে তাহা গ্রাস করুক। তাহারা মায়াবীগণের প্রতারণা ব্যতীত সংগঠিত করে নাই। এবং (মায়াবিদ্যায় খ্যাত) যে স্থান হইতেই তাহারা আগত হউক না কেন, মায়াবিগণের মনস্কামনা পূর্ণ হয় না।) (মায়া শক্তি ঐশ শক্তিব উপবে প্রাবল্য লাভ করিতে পারেনা।)

(যখন হজরত মূসা তাঁহার যষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহা সজীব অজগর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঐন্দ্রজালিকগণের সমস্ত রজ্জু এবং যষ্টি সকল সত্য সত্যই উদরস্থ করিয়া ফেলিল। তাহাদের রজ্জু এবং যষ্টি সকল মায়াবলে জীবন্ত সর্পের ন্যায় বোধ হইতেছিল কিন্তু হজরত মূসার যষ্টি প্রকৃতই ঐ সকলকে উদরস্থ করিয়াছিল। দেশস্থ সুদক্ষ ঐন্দ্রজালিকগণ একত্রিত হইয়াছিল, তাহারা বুঝিতে পারিল মূসার কার্য্য ইন্দ্রজাল নহে, ইহা ঈশদত্ত ক্ষমতা। তাহাদের বিশ্বাস জন্মিল মূসা বিশ্বপতির রসুলর।)

৭০। তখন ঐ মায়াবিগণ, সিজদাতে নিপতিত হইল, তাহারা বলিতে লাগিল আমরা হারুন এবং মূসার প্রতিপালনকর্ত্তাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। ৭১ ফের-অ-উন (ক্রুদ্ধ হইয়া) বলিতে লাগিল, অহো, আমি তোমাদিগকে আজ্ঞা প্রদান করিবার পূর্ব্বেই তোমরা তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলা? নিশ্চয় সে তোদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যে তোমা-দিগকে মায়া-বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছে; এজন্য আমি তোমাদের হস্ত এবং পদ (পরস্পরের) বিপরীত দিকেই ছেদন করিব, এবং তোমাদিগকে খর্জ্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিব, এবং তোমরা জানিতে পারিবে, আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তোমাদিগকে কঠিনতর এবং দীর্ঘকালস্থায়ী শাস্তি প্রদান করিতে সক্ষম। ৭২ তাহারা বলিতে লাগিল, প্রমাণের মধ্যে যাহা আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, (তজ্জন্য) এবং যিনি আমাদের স্রষ্টা তাঁহার বিরুদ্ধে, আমরা তোমাকে মান্য করিতে পারি না; অতএব তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ তাহা পূর্ণ কর, তুমি এই পার্থিব জীবনেতেই তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবা ব্যতীত নহে। ৭৩ (যখন তাহাদের হস্ত পদ বিপরীত দিকে ছিন্ন করিয়া হস্তেপদেশূল বিদ্ধ করিযা দিল, তাহারা এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিল,) "আমরা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে আমাদের প্রতিপালকেতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, যেন তিনি আমাদের পাপ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিয়া দেন, এবং (বিশেষতঃ সেই) মায়া (প্রকাশক) কার্য্য জন্য যাহা তুমি তাহার বিরুদ্ধে প্রকাশ জন্য আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছিলে। ফলতঃ আল্লাহ্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বকালস্থায়ী।"

৭৪। যে ব্যক্তি পাপিষ্ঠ স্বরূপ তাঁহার প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হয়, নিশ্চয় তাহার জন্য জহন্নম, সে তথায় মরিয়াও যাইবে না, বাঁচিয়াও থাকিবে না। ৭৫ এবং যে ব্যক্তিগণ বিশ্বাস সহ (তাঁহার নিকট)

আনয়ন করিবে, এবং যাহারা সুকর্ম্মও করিয়াছিল, তজ্জন্য তাহাদের জন্য উচ্চপদ রহিয়াছে। ৭৬ (অর্থাৎ) চিরস্থায়ী স্বর্গোদ্যান, তাহার নিম্ন দিয়া নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহারা তাহাতে সদা সর্ব্বদা অবস্থান করিবে, এবং যাহারা নিজকে পবিত্র করিয়াছে ইহা তাহা-দেরই বিনিময়। ৩।২২ = ৭৬

৭৭। এবং আমি মুসার দিকে ওহি প্রেরণ করিলাম যে, (রাত্রিতেই) আমার দাস (ইস্রাইল সন্তানগণ) সহ গুপ্তভাবে (সমুদ্রাভিমুখে) ধাবিত হও, তদনন্তর সমুদ্র মধ্যে তাহাদের জন্য শুষ্ক পথ বাহির করিয়া লও, (শত্রুগণ কর্তৃক) পশ্চাৎ ধাবিত হওয়ার আশঙ্কা করিও না, এবং (সমুদ্র মধ্যে ডুবিয়া যাওয়ারও) ভয় করিও না। ৭৮ তদনন্তর ফের্-অ-উন তাহার সৈন্য সহ তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল, তখন সমুদ্রের তাহাই তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল যাহা তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া লইয়াছিল। ৭৯ ফলতঃ ফের্-অ-উন তাহার স্বজাতীয়-গণকে পথ ভ্রষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু সৎপথ প্রদর্শন করে নাই। ৮০ হে ইস্রাইল সন্তানগণ, তোমাদের শত্রুগণ হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, এবং তূর পর্ব্বতের দক্ষিণের দিকে (তোমাদিগকে তওরাত প্রদানের) অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, এবং (যখন তোমরা তিহ্না প্রান্তর দিয়া অগ্রসর হইতেছিলা তখন) তোমাদের উপর মান্না এবং সল্‌ওয়া অবতীর্ণ করিয়াছিলাম; ৮১ (আদেশ করিয়াছিলাম,) এই পবিত্র বস্তু যাহা আমি জীবিকা স্বরূপ প্রদান করিতেছি, তাহা আহার কর, এবং এতৎ সম্বন্ধে অবাধ্যতা করিও না, তাহা করিলে তোমাদের উপরে আমার ক্রোধ নিপতিত হইবে; ফলতঃ যাহার উপরে আমার কোপ পতিত হয়, সে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ৮২ এবং যে ব্যক্তি (পাপ পরিহার করিয়া) আমার দিকে ফিরিয়া আসে, এবং

বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং ভাল কার্য্য করে, তৎপর সৎপথে চলিতে থাকে, তাহার জন্য নিশ্চয় আমি অতি পাপ মার্জ্জনাকারী।

৮৩। এবং (যখন মূসা তওরাত গ্রহণ জন্য তুর পর্ব্বতে গমন করিলেন, আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন,) হে মূসা, তোমার স্বজাতীয়-গণকে ত্যাগ করিয়া কি কারণে তুমি ধাবিত হইয়া আসিয়াছ? ৮৪ মূসা বলিল, তাহারাও, (তাহাদের ৮০ জন) আমার অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, এবং হে আমার প্রতিপালক, যেন তুমি প্রসন্ন হও তজ্জন্য আমি অগ্রেই আসিয়াছি। ৮৫ (মূসা চল্লিশ দিবস তুর পর্ব্বতে আল্-লাহর উপাসনায় নিমগ্ন থাকিলেন, চত্বারিংশৎ দিবসে তাঁহাকে তওরাত প্রদত্ত হইল, এবং আল্লাহ) বলিলেন, হে মূসা তোমার (আসার) পর আমি তোমার স্বজাতীয়গণকে বিপদগ্রস্থ করিয়াছি, ফলতঃ সামরী (নামক ব্যক্তি) তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে। ৮৬ তখন মূসা ক্রুদ্ধ এবং দুঃখিত মনে তাহার স্বজাতীয়গণের দিকে যাত্রা কবিল। (তিনি দেখিতে পাইলেন, ইস্রাইল বংশীয় কতক জন, স্বুবর্ণ নির্ম্মিত গো বৎসের পূজা করিতেছে, তাহার চতুর্দ্দিকে তাহারা বাদ্য যন্ত্র বাজাইয়া ভজন গাইতেছে। কতক জন তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানমগ্ন রহিয়াছে।) মূসা বলিল, হে আমার স্বজাতীয়গণ, আল্লাহ কি (তোমাদিগকে তওরাত প্রদান করিবার) অঙ্গীকার প্রদান করেন নাই (যে তোমরা গো বৎস পূজা আরম্ভ করিয়াছ?) অহো, (চল্লিশ দিবস পর ফিরিয়া আসার আমার) অঙ্গীকার কি তোমাদিগকে দীর্ঘ বোধ হইয়াছিল? অথবা তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ তোমাদের উপর পতিত হউক ইচ্ছায়, আমার সহিত তোমাদের অঙ্গীকারের অন্যথা করিলে? ৮৭ তাহারা বলিতে লাগিল, (হে মূসা,) তোমার সহিত আমাদের অঙ্গীকারের সাধ্য মত অন্যথা করি নাই, (কিন্তু কিবৃতী

বংশীয়গণের) যে অলঙ্কার আমরা বহন করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা আমরা (নষ্ট করিবার জন্য) অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সামরীও তদ্রূপ করিয়াছিল। ৮৮ তদনন্তর সেই সকল হইতে, (ছাঁচে ঢালিয়া) সে একটি গো বৎস মূর্ত্তি বাহির করিয়াছিল, তাহা গো বৎসের ন্যায় শব্দ করিতেছিল। তখন সে বলিতে লাগিল ইহাই তোমাদের উপাস্য এবং মূসার উপাস্য ; ফলতঃ মূসা ভুল করিয়া (তূর পর্ব্বতে আল্লাহর সহিত দেখা করিতে) গিয়াছে। ৮৯ (মূসা বলিতে লাগিল,) অহো, (এই গোবৎস পূজকগণ) কি ইহা দেখিতে পাইতেছিল না যে, ঐ গোবৎস তাহাদের কথার উত্তর দিতে বা তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল করিতে পারিতেছিল না ? ৪।১৩—৮৯

৯০। এবং ইহার পূর্ব্বে হারুণ বলিয়াছিল, হে আমার স্বজাতীয়গণ, নিশ্চয় এই (গোবৎস) দ্বারা তোমরা বিপদগ্রস্ত হইতেছ, এবং ইহাতে ভুল নাই যে, তোমাদের প্রতিপালক মহা দয়ালু, (দয়া প্রদর্শনের কোন কার্য্য করার এই গোবৎসের ক্ষমতা নাই)। অতএব আমাব অনুসরণ কর, এবং আমার আদেশের বাধ্য হও। ৯১ তাহারা বলিল, যাবত মূসা আমাদের নিকট ফিরিয়া না আসে, তাবত আমরা ইহার নিকট (পূজা করার জন্য) বসিয়া থাকিতে বিরত হইব না। ৯২ মূসা বলিল, হে হারুণ, যখন তুমি দেখিতে পাইলা যে ইহারা পথভ্রষ্ট হইতেছে, ৯৩ তুমি (তাহাদিগকে শাসন করিতে) আমার অনুসরণ কর, ৯২ তাহা হইতে তোমাকে কে নিবারণ করিয়াছিল ? ৯৩ অহো তুমি আমার আদেশের অন্যথা করিয়াছ। ৯৪ হারুণ বলিল, হে আমার সহোদর, আমার শ্মশ্রু এবং কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করিও না, আমি সত্য সত্যই এই বিষয় ভয় করিয়াছিলাম যে তুমি বলিতে পার যে ইস্রাইল সন্তানগণের মধ্যে তুমি অনৈক্যতা সঞ্চার করিয়াছ, এবং যাহা

বলিয়াছিলাম (যে ঐক্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখিও,) তদনুযায়ী কার্য্য কর নাই। ৯৫ (মূসা জিজ্ঞাসা করিল,) হে সামরী তোমার কি উদ্দেশ্য ছিল? ৯৬ সে বলিল, আমি তাহাই দেখিতে পাইয়াছিলাম, যাহা কেহই দেখিতে পায় নাই, (যে স্বয়ং জিব্‌রাইল অশ্বারোহণে ইস্‌রাইল সন্তানগণের সহিত গমন করিতেছেন,) তখন সেই ফেরেশ্‌তার (অশ্বের) পদ চিহ্ন হইতে এক মুষ্টি (বালুকা) মুষ্টিস্থ করিয়াছিলাম, তদন্তর তাহা (গোবৎস মূর্ত্তির অভ্যন্তরে) স্থাপন করিয়াছিলাম। (ফেরেশ্‌তা জীব্‌রাইল যে অশ্বের উপর আরোহণ করেন, তাহার নাম জীবনদাতা,) এবং আমার অভিলাষ আমাকে ইহাই সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছিল (যে ইহার উপাসনা কর)। ৯৭ মূসা বলিল, অতএব তুমি দূর হও, অতঃপর নিশ্চয় ইহাই (তোমার) জন্য (আদেশ যে) যত দিন তুমি জীবিত থাক, (কেহ তোমার নিকটবর্ত্তী হইলে বলিও) সাবধান যেন স্পর্শিত না হও, (ইহাই তোমার ইহজীবনের শাস্তি) এবং নিশ্চয় তোমার জন্য, (পরলোকে নরকবাসের) অঙ্গীকার অন্যথা হইবে না। এবং তোমার উপাস্য যাহার নিকট উপবিষ্ট থাকিতে, তাহার দিকে দেখ, নিশ্চয় আমরা তাহা দগ্ধ করিয়া ফেলিব, তারপর তাহা জলে ভাসাইয়া দিব। ৯৮ নিঃসন্দেহই, তোমাদের উপাস্য আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নাই, এবং তিনি স্বজ্ঞানে সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন।

৯৯। (হে পয়গম্বর,) যাহা গত হইয়া গিয়াছে, তাহার বিবরণ এইরূপে (প্রত্যাদেশ ক্রমে) আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি। ফলতঃ আমার নিকট হইতে আমি তোমাকে উপদেশ দান করিয়াছি। ১০০ যে ব্যক্তি তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, সে নিশ্চয় নিশ্চয় কেয়ামতের দিবস (পাপের) ভার বহন করিবে। চিরকাল তাহারা

সেই ভারবাহী হইয়া থাকিবে। ১০১ কেয়ামতের দিবস তাহারা যাহা বহন করিবে, তাহা অতি মন্দ। ১০২ যে দিবস সূর যন্ত্রে ফুৎকার প্রদান করা হইবে, এবং আমি পাপাচারীদিগকে একত্র করিব, সে দিবস তাহাদের চক্ষু নীল বর্ণ হইবে, ১০৩ তাহারা অনুচ্চস্বরে (পরস্পরকে) বলিবে, (কবরলোক বাসের তুলনায়,) তোমরা পৃথিবীতে দশ দিবস ব্যতীত বাস কর নাই। ১০৪ তাহারা যাহা বলিবে, তাহা আমি বিশেষ করিয়া জানি। যখন তাহাদের মধ্যে, যে সর্ব্বাধিক পথ প্রাপ্ত হইয়াছিল সে বলিবে, (বরং তৎতুলনায়) তোমরা এক দিবসের অধিক (পৃথিবীতে) বাস কর নাই। ৫।১৫ = ১০৪

১০৫। এবং (হে পয়গম্বর কেয়ামতে) উচ্চ পর্ব্বত সকলের (কি হইবে তৎ তৎ) সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, অতএব বলিয়া দাও, আমার প্রতিপালক তৎসমস্তকে ধূলিসাৎ করিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দিবেন, তদনন্তর পৃথিবীকে (পর্ব্বত) শূন্য সমতল করিয়া দিবেন, ১০৭ তুমি তাহার কোনও স্থানে বক্রতা বা উচ্চতা দেখিতে পাইবা না। ১০৮ সে দিবস মনুষ্যগণ, আহ্বানকারী (আসরাফীলের) দিকে ধাবিত হইবে, কেহই তাহার অন্যাভিমুখী হইতে পারিবে না, রহমান (দয়াময়কে সম্ভ্রম প্রদর্শন) জন্য সকলেরই স্বর নিম্ন হইবে, তজ্জন্য তুমি অস্ফুট শব্দ ব্যতীত শুনিতে পাইবা না। ১০৯ যাহাকে রহমান অনুমতি প্রদান করিবেন, এবং যাহার কথা তিনি মনোনীত করিবেন, তাহার ব্যতীত অন্যের অনুরোধ সে দিবস লাভবান করিবে না। তাহাদের সম্মুখে কি আছে, এবং পশ্চাৎ কি আছে, তাহা (সমস্ত) তিনি অবগত, এবং কোনও ব্যক্তি তাহা তাহার জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করিতে পারে না। ১১১ এবং যিনি চিন্ময়, চিরস্থায়ী, তাঁহার সম্মুখে বদন সকল অবনত হইবে, এবং যে ব্যক্তি পাপ বহন করিবে তাহার সর্ব্বনাশ

হইবে। ১১২ এবং যে বিশ্বাসস্থাপনকারী, এবং সুকর্ম্মকারী, সে অত্যাচারের এবং মন কষ্টের ভয় না করুক।

১১৩। এবং (হে রসুল,) এইরূপে, (যেমন এই আএত সকলকে অবতীর্ণ করিতেছি, তদ্রূপে) এই গ্রন্থকে আমি আরবী ভাষায় কোর্-আন অবতীর্ণ করিতেছি, এবং তাহাতে আমি দণ্ডের বিষয় বিস্তীর্ণরূপে বর্ণনা করিয়াছি, যেন পাপ পরিহার করে, অথবা এই উপদেশের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখে। (নঃ আঃ) ১১৪ ফলতঃ আল্লাহই বিশ্বাধিপতি, পরিবর্ত্তনরহিত, অতি মহৎ। এবং (হে রসুল,) যাবৎ তোমার দিকে প্রেরিত ওহি শেষ না হয়, তাবৎ কোর্-আন পাঠ করিতে ত্বরা করিও না, এবং প্রার্থনা করিও, হে আমার প্রতিপালক আমার জ্ঞান, (ওহি প্রদান করিয়া,) বৃদ্ধি করিতে থাক। ১১৫ এবং (আমি ভুলাইয়া না দিলে তুমি কোর্-আন বিস্মৃত হইবা না।) ইতিপূর্ব্বে আমি আদমের নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম, তদনন্তর সে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল, ফলতঃ সে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা করিয়াছিল আমি তাহাকে এমত প্রাপ্ত হই নাই। ৬।১১=১১৫

১১৬ (আজাজীল ইচ্ছা পূর্ব্বক আল্লাহর আজ্ঞা অমান্য করিয়াছিল, এবং আদম বিস্মৃতি প্রযুক্ত তাঁহার আজ্ঞার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছিল। ইহা সে সময়ের কথা,) যখন আমি মলাএকগণকে বলিয়াছিলাম, তোমরা আদমকে সিজ্‌দা কর, তখন ইব্‌লিস ব্যতীত সকলে সিজ্‌দা করিয়াছিল, সে সিজ্‌দা করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। ১১৭ তখন আমি বলিয়াছিলাম, হে আদম এই ব্যক্তি তোমার শত্রু, এবং তোমার ভার্য্যার শত্রু, অতএব তোমাদের উভয়কে সে যেন স্বর্গোদ্যান হইতে বাহির করিয়া না দেয়, তাহা হইলে তুমি কষ্টে পতিত হইবা। ১১৮ নিশ্চয়ই এখানে তুমি ক্ষুধাগ্রস্ত হও না, এবং বস্ত্রহীন হও না, ১১৯ এবং

পিপাসাগ্রস্তও হও না এবং রৌদ্রেতেও সন্তাপিত হও না। ১২০ তদনন্তর শয়তান তাহার মনে মন্দ বাসনা অর্পণ করিল। শয়তান বলিল, হে আদম যে বৃক্ষ চিরস্থায়িত্ব প্রদান করে, পুরাতন হইয়া যায় না এমত রাজত্ব প্রদান করে, (অর্থাৎ চির জীবন, চির যৌবন প্রদান করে) তাহা কি দেখাইয়া দিব? ১২১ তখন তাহারা উভয়ে (পূর্ব্ব নিষেধাজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া) তাহা হইতে কিছু আহার করিল। (তখনই) তাহাদের নিকট তাহাদের উভয়ের নগ্নত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িল, এবং তাহারা উভয়ে স্বর্গোদ্যানের পত্র তাহাদের উপরে স্থাপন করিতে লাগিল। ফলতঃ আদম (বিস্মৃতিবশতঃ) তাহার প্রতিপালকের অবাধ্যাচরণ করিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত পথভ্রষ্ট হইয়াছিল। ১২২ তদনন্তর (যথা সময়) তাহার প্রতিপালক তাহাকে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে পথপ্রদর্শক করিয়াছিলেন। ১২৩ এবং (তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘনের পর) তিনি আদেশ করিয়াছিলেন, তোমরা সকলই এইস্থান হইতে বাহির হইয়া যাও, তোমাদের কতকজন অন্য কতক জনার সহিত শত্রুতাচরণ করিবে। তদনন্তর যখন আমার নিকট হইতে তোমাদের নিকট পথপ্রদর্শক সমাগত হইবে, তখন যাহারা ঐ পথপ্রদর্শককে মান্য করিবে তৎপ্রযুক্ত সে পথ ভ্রষ্ট হইবে না, এবং কষ্টগ্রস্ত হইবে না। ১২৪ এবং যে ব্যক্তি আমার উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে, সে নিন্দিত জীবন অতিবাহিত করিবে, কেয়ামতের দিবস আমি তাহাকে দর্শনহীন করিয়া একত্রিত করিব। ১২৫ সে বলিবে, হে আমার প্রতিপালক (রব্) আমাকে অন্ধ করিয়া কেন উত্থিত করিলা? অথচ আমি দর্শনক্ষম ছিলাম। ১২৬ আল্লাহ্ বলিবেন এইরূপই (তুমি অন্ধ ছিলা,) তোমার নিকট আমার প্রমাণ আসিয়াছিল, (যথা পয়গম্বর, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, চন্দ্র সূর্য্য ইত্যাদি দৃশ্য জগৎ) কিন্তু

তুমি তাহা (যেমন উচিত তেমন ভাবে দেখিতে) ভুলিয়া গিয়াছিলা, তদ্রূপ আজি তোমাকেও ভুলিয়া যাওয়া হইয়াছে। ১২৭ ফলতঃ যে ব্যক্তি অতিশয়াচরণ করিয়াছিল, এবং তাহার প্রতিপালকের প্রমাণ বিশ্বাস করে নাই, তাহাকে আমি এইরূপ বিনিময় প্রদান করি, এবং নিশ্চয়ই পরকালের শাস্তি বহু গুরুতর এবং দীর্ঘস্থায়ী। ১২৮ ইহা (এই ঘটনা) যে তাহাদের পূর্ব্বে গত কত যুগের ব্যক্তিগণকে আমি ধ্বংস করিয়াছি, তাহা তাহাদিগকে (আরবের এই আল্লাহদ্রোহীদিগকে) পথ প্রদর্শন করে না কেন? তাহারা তাহাদের গৃহে (অর্থাৎ লূত, আদ, সমূদগণের বাসস্থানে বাণিজ্যোপলক্ষে বহু সময়) যাতায়াত করে, (তাহাদের পরিণাম হইতে আরবের অধিবাসীগণকে উপদেশ সংগ্রহ করা উচিত।) যাহারা জ্ঞানবান নিশ্চয় ইহাতে তাহাদের জন্য, (বিশ্বপতির কার্য্য প্রণালীর,) প্রমাণ বিদ্যমান, (যে পয়গম্বরের উপদেশ অমান্যকারীগণের ব্যক্তিগত এবং জাতীয় বিনাশ হয়।) ৭।১১৩—১২৮

১২৯। এবং (হে রসুল,) যদি ইতঃপূর্ব্বেই (এই পৌত্তলিক আরবদের সম্বন্ধে) তোমার প্রতিপালকের আদেশ হইয়া না যাইত, এবং (দণ্ডের) এক সময় নির্দ্ধারিত না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় দণ্ড উপনীত হইত। ১৩০ অতএব তাহারা যাহা বলিতেছে, (তাহা শুনিয়াও,) তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক, এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে (ফজরের নমাজে,) এবং তাহা অস্তগমনের পূর্ব্বে (আসরের নমাজে,) প্রশংসাবাদের সহিত তোমার প্রতিপালকের পবিত্রতাবাদ করিতে থাক। এবং রাত্রির সময় সকলেতেও (মগ্‌রেবের এবং এশার নমাজেতে তাঁহার গুণানুবাদ কর,) পুনশ্চ দিবসের প্রান্তভাগে (জোহরের সময়, যাহা দিবসের প্রথমার্দ্ধের শেষ, এবং শেষার্দ্ধের আরম্ভ তখনও) তাঁহার পবিত্রতাবাদ কর; সম্ভবতঃ (তৎপ্রযুক্ত) তুমি সন্তুষ্ট হইবা।

১৩১ এবং তাহাদের কতক শ্রেণীর ব্যক্তিকে আমি যাহা দিয়া লাভবান করিয়াছি, যাহা এই পৃথিবীর জীবনের সৌন্দর্য্য, তাহার দিকে তুমি নয়ন দীর্ঘ করিও না, উদ্দেশ্য যে তদ্দ্বারা আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করি। ফলতঃ তোমার প্রতিপালকের (প্রতিশ্রুত) ঐশ্বর্য্য ইহা হইতে উৎকৃষ্ট এবং স্থায়ী। ১৩২ এবং (হে পয়গম্বর) তোমার পরিজনবর্গকে নমাজের জন্য আদেশ কর, এবং তাহাতে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক। আমি তোমার নিকট (তাহাদের) জীবিকা চাহিতেছি না, (বরং) আমি তোমাকেও জীবিকা প্রদান করি। ফলতঃ পরকাল পাপ পরিবর্জ্জনের উপর নির্ভর করে।

১৩৩। এবং (গ্রন্থধারী য়িহুদী এবং ঈসায়ীগণ) বলিতেছে, আমরা তাহার (অর্থাৎ রসুলের) নিকট যেমন প্রমাণ চাহিতেছি, তাহার প্রতি-পালকের নিকট হইতে তেমন প্রমাণ আনে না কেন? অহো, পূর্ব্বগ্রন্থ সকলেতে কি তাহাদের নিকট (পয়গম্বর এবং কোর্-আন্ সম্বন্ধে) প্রমাণ আগত হয় নাই? ১৩৪ ফলতঃ যদি আমি ইহার পূর্ব্বে তাহা-দিগকে কোন আপদ দ্বারা ধ্বংস করিতাম, তাহা হইলে ইহারা বলিত, হে আমাদের প্রতিপালক তুমি আমাদের নিকট (তোমার প্রতিশ্রুত) রসুলকে কেন প্রেরণ কর নাই? তাহা হইলে আমরা হীনতা প্রাপ্ত হওয়ার, এবং লজ্জাগ্রস্ত হওয়ার, পূর্ব্বেই তোমার প্রমাণ মান্য করিতাম। ১৩৫ তুমি তাহাদিগকে বল, সকলে অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে, তোমরাও অপেক্ষা করিয়া থাক, তদনন্তর শীঘ্রই জানিতে পারিবা কোন্ ব্যক্তি প্রকৃত পথের পথিক, এবং কে পথ প্রাপ্ত হইয়াছে। ৮।৭—১৩৫

(ইহা বিশেষ অনুধাবন করার বিষয় যে কোর্-আনে, ইস্লামের প্রথম অবস্থাতেই বহুবার বলা হইয়াছে যে তওরাত এবং ইঞ্জিলে হজরত পয়গম্বরের উল্লেখ আছে।)

আম্বিয়া—সংবাদবাহকগণ।

মক্কাবতীর্ণ ২১ সংখ্যক সুরা (৭৩)।

এই সুরার মর্ম্ম।

১ম রুকু :—এই আল্লাহদ্রোহী আরবগণ অসতর্ক হইয়া রহিয়াছে, অথচ কর্ম্মের ফল প্রাপ্তির সময় সন্নিকট; তাহারা নবগ্রন্থ এবং নব পয়গম্বরকে অগ্রাহ্য করিতেছে, ইহা পূর্ব্বাপর হইয়া আসিতেছে; পয়-গম্বরকে কেহ কবি কেহ পাগল বলিতেছে, এবং তাঁহার সম্বন্ধে গোপনে পরামর্শ করিতেছে; পয়গম্বর ওহি ক্রমে তাহা জানিতে পারিয়া বলি-লেন, আল্লাহ গুপ্ত এবং প্রকাশ্য সমস্ত অবগত; ইহাদের জানা উচিত যে, মনুষ্যের মধ্যে মনুষ্যকে রসুল করিয়া পাঠান আল্লাহর প্রথা, তাহারা সর্ব্বপ্রকারে মানুষের ন্যায় ছিল; আল্লাহ রসুলের সহায় এই কথা সত্য হইয়াছিল, এবং রসুল মোহম্মদের জন্যও সত্য হইবে;

২য় রূকু :—পাপাচারীদেশ সকলকে ধ্বংস করা হইয়াছিল, তাহাদের কাতর প্রার্থনা আর শুনা হয় নাই, পৃথিবীকে উদ্দেশ্যশূন্যভাবে সৃষ্টি করি নাই, কার্য্যকারণের সম্পর্ক সর্ব্বত্র বিদ্যমান, জাতীয় পাপে জাতীয় বিনাশ এবং পরকাল মন্দ, এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে, অসত্যকে সত্য ধ্বংস করে; ঈসা, উজ্এর, ফেরেশ্তাদেবিগণ আল্লাহর পুত্র কন্যা এই অসত্য চূর্ণ জন্য কোর্-আন; সকলই তাঁহার উপাসনা করে, স্বর্গে মর্ত্তে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকিত, তাহাদের বিদ্য-মানের প্রমাণ দৃষ্ট হইত, এবং স্বর্গ মর্ত্তও উভয়ের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইত; আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, কোর্-আনই তাহার প্রমাণ; সমস্ত পয়গম্বরগণ এক কথাই শিক্ষা দিয়াছেন, "তিনি ব্যতীত সত্য·

সত্যই অন্য উপাস্য নাই" ; তথাপি ঈসায়ী, য়িহুদী, আরবের পৌত্তলিক-গণ ঈসা, উজ্জএর ফেরেশতার পূজা করিতেছে, ইহার বিনিময় পরকালে শোচনীয় পরিণাম ;

৩য় রুকু :—আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, তাহার কারণ প্রদর্শন :—ঈসা প্রভৃতি কেহই জগতের উদ্ভাবন-কর্ত্তা, নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে আনয়ন-কর্ত্তা, পর্ব্বত নদ নদী প্রকাশ-কর্ত্তা হইতে পারে না ; শূন্যে দৃশ্য জগৎ বিলুপ্ত ছিল, ঈসা প্রভৃতি কেহ তাহা প্রকাশ করিতে পারে না ; ইহা কি বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির কথা ? যথা সময় কেয়ামত প্রকাশিত হইবে , যিনি এই জগৎ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি কেয়ামত লোকও প্রকাশ করিবেন ;

৪র্থ রুকু :—এই পৌত্তলিক আরবগণকে আমিই রক্ষা করিতেছি, এতদিন পর্য্যন্ত রক্ষা করিতেছি, কিন্তু আরবদেশের প্রান্ত হইতে ইস্লাম ইহাদিগকে গ্রাস করিতেছে ; আল্লাহর বাণী শ্রবণ করার ইহাদের ক্ষমতা নাই ; ন্যায়ের তুলাযন্ত্র দ্বারা ইহাদের বিচার হইবে ; ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র কর্ম্মেরও তৌল হইব ; যাহারা অদৃশ্য আল্লাহর নিকট তাঁহার আজ্ঞা পালনরূপ দৈন্য প্রকাশ করে, এবং কর্ম্মফল ভয় করে, তাহারাই ধর্ম্ম-ভীরু ; আমি এই মঙ্গলদায়ক কোর্-আন্ অবতীর্ণ করিয়াছি, আশ্চর্য্য যে এমত স্থলেও আল্লাহদ্রোহিগণ ইহা বিশ্বাস করিতেছে না ;

৫ম রুকু :—আরবজাতির পিতা ইব্রাহীম স্বয়ং একমাত্র আল্লাহর উপাসক ছিলেন, বাবলবাসী নক্ষত্র মূর্ত্তিপূজকগণের মূর্ত্তি সকল ভগ্ন করিয়া-ছিলেন , তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, কিন্তু ঐশ্বরিক আদেশে অগ্নির দাহিকা-শক্তি লুপ্ত হইয়াছিল, তৎপর তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র লূত দেশত্যাগী হইয়া প্রাচুর্য্যপূর্ণ শাম দেশে এবং এখন মরুসাগর যথায় তথায় চলিয়া গিয়াছিলেন ;

৬ষ্ঠ রুকু :—রসুলগণের শত্রুধ্বংস হয় সত্য সম্বন্ধে, নূহের বিষয় স্মরণ কর, তাঁহাকে এবং তাহার মতাবলম্বিগণকে উদ্ধার এবং শত্রুগণকে ধ্বংস করা হইয়াছিল; পয়গম্বর দাউদ এবং সোলএমানকে রাজ্যপতি, বহুজ্ঞানে জ্ঞানী, মহা ক্ষমতাশালী করিয়াছিলেন; নিষ্পাপ ব্যক্তিও নানাপ্রকার বিপদে পতিত হয়, তাহাদিগকে তিনি মুক্ত করিয়া অনুগৃহীত করেন; পয়গম্বর আয়ুব দৃষ্টান্ত; পয়গম্বর ইস্‌মাইল, ইদ্‌রীস, জুল্‌ফিকৃলকেও ধৈর্য্য এবং ভক্তির জন্য অনুগৃহীত করিয়াছিলেন; জুন্‌নুন, অর্থাৎ পয়গম্বর ইউনসকে বিপদ হইতে উদ্ধার এবং অনুগৃহীত করিয়াছিলেন, জকরিয়া পয়গম্বরকে অসময়ে পুত্র প্রদান করা হইয়াছিল; ইহারা সকলে সুকার্য্যের দিকে ধাবিত এবং আগ্রহের এবং ভয়ের সহিত দয়াময়কে আহ্বান করিত; চিরকুমারী সাধ্বী মর-ই-য়ম, এবং তাহার অ-জনক সুত, আল্‌লাহর "কুন্"বানী, তাঁহার অসীম ক্ষমতার নিদর্শন; ইঁহারাও তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন;

৭ম রুকু :—পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত সকল প্রমাণ করিতেছে, মহাপ্রভু পুণ্যকার্য্যের সমাদর করেন; পুণ্যার্জ্জন জন্য পুনর্জ্জন্ম হইবে না, কেয়ামত পর্য্যন্ত আত্মাসকল কবরলোকে অর্থাৎ পিতৃলোকে বাস করিবে, তৎপর কেয়ামত লোকে পূর্ণ কর্ম্মভোগ; কেয়ামতের অর্থ বিশ্বধ্বংসের পর নরক বা বৈকুণ্ঠ প্রবেশ পর্য্যন্ত কাল; কেয়ামত আরম্ভের এক চিহ্ন ইয়াজুজ মাজুজ (অগ্নিবল, জলবল,) জাতির আধিপত্য; এই জাতি উচ্চস্থান সকল হইতে আসিয়া অন্য জাতিগণের উপরে আধিপত্য স্থাপন করিবে; কেয়ামত হঠাৎ আরম্ভ হইবে; পুনরুত্থানে বহু ঈশ্বর উপাসক এবং উপাস্যগণকে নরকে প্রবেশ করিতে হইবে, কিন্তু যাহাদিগকে মহাপ্রভু অঙ্গীকার প্রদান করিয়াছেন তাহারা নরকে প্রবেশ করিবে না; পুস্তকের একটি পত্রকে অন্যটির নিম্নে ক্রমাগত জোড়

দেওযা হইত এবং প্রথম পৃষ্ঠাটি একখণ্ড দণ্ডে জোড় দেওয়া হইত, তাহা ঘুরাইলে ঐ দণ্ডে তাহা লেপ্‌টিয়া যাইত, এইভাবে পুস্তক রক্ষা করার রীতি ছিল। যেমন দণ্ডেতে পুস্তকের পত্র সকল জড়াইলে অক্ষর সকল দৃষ্ট হয় না অথচ বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ বিশ্ব অদৃশ্য হইযা যাইবে; যেমন এই বিশ্বকে অস্তিত্বশূন্য অবস্থা হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত অস্তিত্বশূন্য অবস্থা হইতে কেয়ামত লোকেব বিশ্ব বিকাশ করা হইবে, এই অঙ্গীকার তিনি সত্য করিবেন, নিশ্চয ইহা হইবে; তওরাতের এবং জব্বুরের বাণী যে "আমার সাধুদাস অর্থাৎ মুস্‌লেমগণ পৃথিবী অর্থাৎ আরবদেশ, অথবা জেরুজেলম, অথবা পৃথিবীব বহুদেশ অধিকাব প্রাপ্ত হইবে" সত্য হইবে, কিন্তু তাহা কখন হইবে আমি (পয়গম্বব) তাহা জানি না।

আম্বিয়া—সংবাদবাহকগণ।

মক্কাবতীর্ণ ২১ সংখ্যক সুরা (৭৩)।

অসীম অনুগ্রহকারী সীমাতীত দানকর্ত্তা

আল্লাহর নামে আরম্ভ। [১।২১।১৭

সপ্তদশ পারা।

১। মনুষ্যগণের, (অথবা আরব দেশস্থ অবিশ্বাস কারিগণের) হিসাব দেওয়ার সময়, (কেয়ামত, অথবা বদরের যুদ্ধ,) নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, অথচ তাহারা অসতর্ক অবস্থায় অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে। ২ আল্লাহর নিকট হইতে মনুষ্যগণের নিকট নূতনভাবে যে উপদেশ আগত হইতেছে, তাহা (যেন) আমোদের বিষয় এইভাবে তাহারা তাহা শ্রবণ করিতেছে; ৩ তাহাদের হৃদয় (পৃথিবীতে) আসক্ত। এবং মন্দকর্ম্মে লিপ্ত এই ব্যক্তিগণ, গোপনে পরামর্শ করিতেছে, অহো এই ব্যক্তি কি তোমাদেরই মত মনুষ্য ব্যতীত নহে? আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এমত স্থলেও তোমরা দেখিতে পাইয়াও (কোর্-আন) মন্ত্র (সংহতি) র অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে? ৪ (ওহি ক্রমে ইহা জানিতে পারিয়া পয়গম্বর) বলিল, স্বর্গেতে এবং পৃথিবীতে যে কথা (হয়) আমার প্রতিপালক তাহা জানেন, ফলতঃ তিনি (প্রকাশ্য এবং গুপ্ত সর্ব্ব বিষয়ের) শ্রোতা এবং সর্ব্বজ্ঞ। ৫ (সেই গুপ্ত পরামর্শকারিগণ) বলিতেছে বরং (কোর্-আন) বিশৃঙ্খল স্বপ্ন কথা; (কতকজন বলিতেছে,) বরং (মোহাম্মদ ইহা আল্লাহর

বাণী বলিয়া অন্যের দ্বারা) কৃত্রিম করিয়া লইয়াছে ; (অন্য একদল পরামর্শদাতা বলিতেছে,) বরঞ্চ মোহাম্মদ একজন (অনুকরণাতীত) কবি, যদি তাহা নহে, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তীগণের নিকট যেমন প্রমাণ আসিয়াছিল, তেমন প্রমাণ আমাদের নিকট উপস্থিত করে না কেন? ৬ যে সকল দেশকে আমি (ইহাদের পূর্ব্বে) ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছি, (যখন তাহাদের নিকট প্রমাণ আসিয়াছিল তখন,) তাহাতে তাহারাও বিশ্বাস স্থাপন করে নাই, ইহারা কি বিশ্বাস করিবে? (তাহারা যেমন অবিশ্বাস করার স্বভাব পাইয়াছিল, এই আরবগণও সেইরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।)

৭। ফলতঃ (হে পয়গম্বর) তোমার পূর্ব্বেও আমি মনুষ্যগণকে ব্যতীত অন্যকে (রসুল স্বরূপ) প্রেরণ করি নাই, (বিশেষ এই যে,) আমি তাহাদের অভিমুখে "ওহি" প্রেরণ করিতাম; (হে অবিশ্বাসকারী অজ্ঞ আরবগণ,) যদি তোমরা অবগত নহ, (যে মনুষ্য মধ্যে মনুষ্যকে পয়গম্বর প্রেরণ করা চিরন্তন ঐশ্বরিক বিধান,) তাহা হইলে যাহারা, (যে য়িহুদী এবং ঈসায়ীগণ অবতারিত গ্রন্থ ক্রমে) উপদেশ প্রাপ্ত, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। ৮ এবং অন্ন ভক্ষণ করা আবশ্যক হইত না, আমি এমত শরীর তাহাদিগকে প্রদান করি নাই, এবং তাহারা অমরও ছিল না। ৯ তদনন্তর তাহাদিগকে প্রদত্ত অঙ্গীকার, (যে আল্লাহ্ রসুলগণের সহায়,) সত্য করিয়াছিলাম, তৎপর তাহাদিগকে, এবং অন্য যাহাদিগকে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে, উদ্ধার করিয়াছিলাম, এবং যাহারা সীমাতিক্রমকারী তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলাম। ১০ (হে পৌত্তলিক আরবগণ,) আমি প্রকৃতই তোমাদের অভিমুখে গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি, তোমাদের জন্য তাহাতে হিতকথা আছে, এমত স্থলেও তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ না কেন? ১।১—১০

১১। এবং কতই দুষ্কৃত দেশকে আমি ধ্বংস করিয়াছি, এবং ঐ ধ্বংসের পর অন্য (রূপ কর্ম্মকারী) দলকে তথায় দণ্ডায়মান করিয়াছি। ১২ যখন তাহারা (ঐ দুষ্কৃতগণ) আমার শাস্তি অনুভব করিয়াছিল, তখন তথা হইতে পলায়ন করিতেছিল। (তাহাদিগকে অবস্থারূপ বাক্য দ্বারা) বলা হইয়াছিল, (হে পাপিষ্টগণ) পলায়ন করিও না, (তোমরা উদ্ধার প্রাপ্ত হইবা না।) তোমরা যাহাতে আনন্দ প্রাপ্ত হইতা, তাহাতে (তোমাদের আপন আপন দলে,) এবং তোমাদের গৃহ সকলেতে, (যথায় তোমাদের পাপ জীবন অতিবাহিত করিতা তথায়) ফিরিয়া যাও, যেন তোমরা (এখন) জিজ্ঞাসিত হও। ১৪ তাহারা বলিতেছিল, সত্য সত্যই আমরা পাপানুষ্ঠান করিতাম, (আমা-দিগকে এখন উদ্ধার করুন।) ১৫ যাবত আমি তাহাদিগকে কর্ত্তিত ক্ষেত্রের ন্যায়, অথবা (দাহিকা-শক্তি লুপ্ত) অঙ্গারের ন্যায় করি নাই, তাবত তাহাদের এইরূপ আহ্বান নিবৃত্ত হয় নাই। ফলতঃ স্বর্গ এবং মর্ত্ত, এবং যাহা তাহাদের মধ্যেস্থিত তাহা আমি ক্রীড়া করণ অবস্থায় সৃষ্টি করি নাই। ১৭ যদি আমি তাহা ক্রীড়া করিবার জন্য, (আমোদ প্রমোদ জন্য) সৃষ্টি করিতাম, আমি তাহা ক্রীড়ার ন্যায় (খেলার বস্তুর মত করিয়া) সৃষ্টি করিতাম। ১৮ বরং সত্যকে আমি অসত্যের উপর নিক্ষেপ করি, তদনন্তর তাহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলি, তখন তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। ফলতঃ (হে পৌত্তলিক আরবগণ,) তোমরা (আল্‌লাহর সম্বন্ধে যেরূপ) বর্ণনা করিতেছ, (যে তাঁহার পুত্র কন্যাগণ উপাস্য,) তজ্জন্য তোমাদের জন্য আক্ষেপ। ১৯ ফলতঃ যাহা কিছু স্বর্গে ও মর্ত্তে বিদ্যমান, এবং যাহারা তাঁহার নিকট অবস্থান করে, (যথা হজরত ঈসা প্রভৃতি পয়গম্বরগণ এবং মহা ফেরেশতাগণ,) তাহারা তাঁহার উপাসনা করিতে কখনই অগ্রাহ্য করে না, এবং শ্রান্তও হয় না;

২০ দিবা রাত্রি তাহারা পবিত্রতাবাদ করিতে থাকে, এবং (তাহাতে) শৈথিল্য করে না। ২১ অহো, তাহারা কি (যাহাদিগকে) মৃত্তিকা হইতে নির্ম্মিত করিয়া স্থাপিত করিয়াছে, তাহাদিগকেই উপাস্য অবলম্বন করিয়াছে? তাহারা কি সৃষ্টি করিতে সক্ষম? ২২ যদি আল্লাহ্ ব্যতীত স্বর্গ মর্ত্ত মধ্যে অন্য উপাস্য থাকিত তাহা হইলে স্বর্গ মর্ত্ত উভয়ে অনর্থে জড়িত হইত; (কিন্তু প্রাকৃতিক কার্য্যে এমত সামঞ্জস্য আছে যে, তাহা সর্ব্বশক্তিমান একজন পুরুষের কার্য্য ব্যতীত বহু পুরুষের কার্য্য হইতে পারে না।) এমতস্থলে যিনি সিংহাসনের (তাঁহার বিশ্বের) রক্ষক, তিনি তাহারা তাঁহার যেমন বর্ণনা করে, তাহা হইতে পবিত্র। ২৩ যাহা তিনি করেন, তজ্জন্য তিনি জিজ্ঞাসিত হন না; কিন্তু তাহারা যাহা করে তজ্জন্য জিজ্ঞাসিত হয়। ২৪ অহো, তাঁহাকে ব্যতীত অন্য উপাস্যবর্গকেও কি অবলম্বন করিয়াছে? (যে তাহারাও মঙ্গলামঙ্গল কর্ত্তা?) তাহাদিগকে বল, তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর, (আমি আমার প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি তাহা) এই উপদেশক (কোর্-আন,) যাহা আমার সহিত আছে, এবং (সেই সকল) উপদেশক (যাহা) আমার পূর্ব্ব হইতে (বিদ্যমান।) বরং তাহাদের অধিকাংশই সত্য বুঝিতে অক্ষম, তজ্জন্য অন্যাা হইতেছে। ২৫ এবং (হে রসুল,) তোমার পূর্ব্বে আমি যত রসুল প্রেরণ করিয়াছি, তাহাদের (সকলের) অভিমুখে ওহি করিয়াছি যে সত্য সত্যই, তিনিই, তিনি, (অর্থাৎ আমিই) ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, অতএব আমারই উপাসনা কর। ২৬ এবং (তথাপি তাহারা) বলিতেছে, দয়াময় রহমান, সন্তান অবলম্বন করিয়াছেন, (তাহারাই উপাস্য, তিনি নির্গুণ;) সমস্ত পবিত্রতা তাঁহার, (তিনি স্ত্রী জাতিতে উপগত হওন রূপ অপবিত্রতা হইতে পবিত্র,) বরং (তাহাদের কথিত

ঈসা এবং উজএর এবং ফেরেশতাগণ, তাঁহার) সম্মানিত আজ্ঞাবহ। ২৭ তাহারা কখনই তাঁহার পূর্ব্বে কোনও আজ্ঞা প্রদান করে না, বরং তাঁহারা তাঁহার আজ্ঞামত কার্য্য করে। ২৮ তাহাদের সম্মুখে যাহা আছে, এবং তাহাদের পশ্চাৎ যাহা আছে, (অর্থাৎ ঘটিয়া গিয়াছে,) তাহা তিনি জানেন, (কিন্তু ইহাদের সে শক্তি নাই,) এবং তাহারা কাহারও জন্য অনুরোধ করে না, কিন্তু তাহারই জন্য (অনুরোধ করে,) যাহাকে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছে, এবং তাহারা তাঁহার (অপ্রসন্নতার) ভয়ে দৈন্য প্রকাশ করে। ২৯ এবং যে বলে যে আল্লাহ ব্যতীত আমিও উপাস্য, তাহাকে আমি জহন্নম বিনিময় প্রদান করিব, অন্যায়-কারীগণকে আমি এইরূপ পরিবর্ত্তন দিয়া থাকি। ২।১৯=২৯

৩০। যাহারা অবিশ্বাসকারী, (অর্থাৎ যাহারা বলে যে আল্লাহ ঈসার এবং উজ্এরের, এবং ফেরেস্তাদেবীগণের জনক,) তাহারা এ বিষয় (চিন্তা করিয়া) দেখে না কেন যে, স্বর্গ এবং মর্ত্ত উভয়ে (অপৃথক ভাবে) সংমিলিত ছিল, তদনন্তর ঐ উভয়কে আমি পৃথক পৃথক করিলাম, এবং (শক্তি) জলের দ্বারা আমি সমস্ত বস্তুকেই প্রাণযুক্ত করিলাম? এমত স্থলেও তাহারা বিশ্বাস করিতেছে না কেন? (যে ঈসা এবং উজএর এবং তাহাদের কথিত দেবীগণ তাঁহার জাত হইতে পারে না, কারণ সৃষ্টিকর্ত্তাস্বরূপ, তাঁহার স্বরূপের কিছুই ইহাদিগেতে নাই। তিনি ব্যতীত সৃষ্টির অন্য উদ্ভাবন-কর্ত্তা নাই।)

৩১। এবং (যে পৃথিবী আকাশে সমষ্টিভাবে বিলুপ্ত ছিল, এবং তাহাতে আবার পৃথিবীস্থ সমস্তই সমষ্টিভাবে বিলুপ্ত ছিল, সেই পৃথিবীর উপরে) আমি (সেই বিলুপ্ত) পর্ব্বতশ্রেণী সৃষ্টি (অর্থাৎ প্রকাশিত) করিয়াছি, যেন তাহাসহ পৃথিবী কম্পিত হইতে না থাকে, এবং তাহার মধ্যে (আবার আমি উপত্যকারূপ) বিস্তীর্ণ পথ প্রস্তুত করিয়াছি,

উদ্দেশ্য যেন মনুষ্যগণ (গম্যস্থানের) পথ প্রাপ্ত হয়। ৩২ এবং আকাশকে (পৃথক করিয়া) সুরক্ষিত ছাদ (স্বরূপ) করিয়াছি, এবং এমতস্থলেও তাহারা আমার (সম্বন্ধীয় এই) প্রমাণ সকল হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেছে। ৩৩ এবং (আকাশেতে বিলুপ্ত) চন্দ্র এবং সূর্য্য প্রকাশিত করিয়াছি, (নভস্থ) সমস্তই (তাহাদের স্ব স্ব) পথে ভ্রমণ করিতেছে। (অপ্রকৃত উপাস্যগণের ইহা করা ক্ষমতাতীত।)

৩৪। এবং (হে পয়গম্বর,) তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও মনুষ্যকেই আমি অমর করি নাই, এমতস্থলে (বিপক্ষগণের ইচ্ছামত) যদি তুমি মরিয়া যাও, তাহা হইলে তাহারা কি চিরজীবী হইয়া থাকিবে? ৩৫ (ইহাই আমার প্রবর্ত্তিত নিয়ম) যে সমস্ত প্রাণী মরণের স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং আমি দুঃখের এবং সুখের পরীক্ষা দ্বারা পরীক্ষা করিতেছি, এবং (অবশেষে কর্ম্মফল ভোগ জন্য) আমারই দিকে তোমরা ফিরিয়া আসিবে। (আমি অস্তিত্বহীন অবস্থা হইতে সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছি, তাহাতেই তাহা লুপ্ত ছিল। কেয়ামতও তদ্রূপ লুপ্ত রহিয়াছে। তোমাদিগেতেই তোমাদের ভবিষ্যৎ সংগুপ্ত রহিয়াছে, যথা সময় তাহা নানা আকারে প্রকাশিত হইবে।) ৩৬ এবং (এমতস্থলেও) অবিশ্বাসকারিগণ, যখন তোমাকে দৃষ্টি করে, তখন তোমাকে উপহাস করিতে আরম্ভ করে যে (এই ব্যক্তি জিনগ্রস্ত হইয়াছে, ইহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে ইত্যাদি।) আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই ব্যক্তিই তোমাদের উপাস্যবর্গ সম্বন্ধে আলোচনা করে। ইহারা মহা দয়ালু রহমান সম্বন্ধে বিশ্বাস করে না, (ইহারা বলে বিশ্বপতি দয়াময় আমরা স্বীকার করি না।) ৩৭ মনুষ্যগণকে (যেন) শীঘ্রতা হইতে উৎপন্ন করা হইয়াছে, (ইপ্সিত বিষয় তৎক্ষণাৎ ঘটুক তাহাদের এইরূপ স্বভাব। হে মনুষ্যগণ তোমরা অপেক্ষা কর,) আমি শীঘ্রই (মরণের পরই) তোমাদিগকে

আমার প্রমাণ প্রদর্শন করিব। অতএব (কেয়ামত) অনতিবিলম্বে ঘটুক আমার নিকট প্রার্থনা করিও না। (মরণের পর হইতেই মৃত-ব্যক্তির কেয়ামত আরম্ভ হয়।) ৩৮ এবং তাহারা বলিতেছে যদি তোমরা সত্যবাদী, এই প্রতিশ্রুত ঘটনা কখন ঘটিবে (তাহা বলিয়া দাও।) ৩৯ অবিশ্বাসকারিগণ যদি তাহা দেখে, তখন তাহাদের মুখ (সম্মুখ,) এবং পৃষ্ঠ (পশ্চাৎ,) হইতে (যন্ত্রণা) নিবারণ করিতে পারিবে না, এবং (তদর্থে কাহারও) সাহায্যও প্রাপ্ত হইবে না। ৪০ এবং ইহা (মরণরূপে) তাহাদের নিকট হঠাৎ উপস্থিত হইবে, তখন তাহা-দের বুদ্ধি লোপ করিয়া দিবে, তখন তাহারা ইহা রহিত করিতে পারিবে না, এবং তাহাদিগকে অবসরও দেওয়া হইবে না। ৪১ ফলতঃ (হে পয়গম্বর) তোমার পূর্ব্বেও পয়গম্বরগণ উপহসিত হইয়াছিল, তৎপর যৎসম্বন্ধে (যে নরক আদি সম্বন্ধে) তাহারা উপহাস করিত, তাহারাই উপহাসকারিগণকে ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল। ৩।১২=৪১

৪২। (হে পয়গম্বর) জিজ্ঞাসা কর (মহা বদান্য) রহমানের (কোপ) হইতে দিবাভাগে এবং রাত্রিতে কে তোমাদিগকে রক্ষা করে? (নিশ্চয় এমত কেহ নাই। এতদ্বিষয় অনুধাবন করা দূরে থাকুক,) বরং তাহারা আল্লাহকে স্মরণ করা হইতেও বিমুখ। ৪৩ আমি ব্যতীত ইহাদের কি অন্য উপাস্য আছে যে ইহাদিগকে রক্ষা করিতেছে? অন্য উপাস্যেরা নিজকেই সাহায্য করিতে অক্ষম, এবং আমার বিরুদ্ধে অন্য কেহই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সক্ষম নহে। ৪৪ বরং নিশ্চয়ই, ইহাদিগকে এবং ইহাদের পিতাগণকে আমিই ভোগসামগ্রী প্রদান করিয়াছি, এত অধিক সময় পর্য্যন্ত যে তাহাদের (জাতীয়) জীবন দীর্ঘ হইয়াছে, কিন্তু ইহারা দেখে না কেন যে, আমি ইহাদের দেশকে প্রান্ত প্রদেশ হইতে সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছি; অহো এমত স্থলেও কি

ইহারা প্রবল হইতে পারে? ৪৫ (হে পয়গম্বর) তুমি তাহাদিগকে (এই আরবের পৌত্তলিকগণকে) বল, (আমি তোমাদিগকে ওহি বিশ্বপতি হইতে প্রাপ্ত জ্ঞানের) দ্বারা সতর্ক করিতেছি ব্যতীত (আমার মন কল্পিত কিছু বলিতেছি) না, কিন্তু যখন উপদেশ করা হয়, বধির আহ্বান শুনিতে পায় না, ৪৬ ফলতঃ তোমার প্রতিপালকের শাস্তির এক আঘাতও যদি তাহাদিগকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় বলিয়া উঠিবে "আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরাই পাপচারী।" ৪৭ এবং কেয়ামতের দিবস আমি তুলাযন্ত্র ন্যায়ের সহিত স্থাপিত করিব, তখন কোনও প্রাণ কিঞ্চিৎও অত্যাচারিত হইবে না। এবং যদি শর্ষপের বীজের পরিমাণও (কর্ম্ম) থাকে, আমি তাহাও উপস্থিত করিব, এবং এই হিসাব জন্য আমিই প্রচুর। ৪৮ ফলতঃ (মনুষ্যগণের ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গলের জন্য এই কোর্-আনের ন্যায়) আমি মূসা এবং হারূণকে (পাপপুণ্য) পৃথককারী গ্রন্থ, এবং (পথ প্রদর্শী) আলোক, এবং পাপ বর্জ্জনকারিগণের জন্য উপদেশ (অর্থাৎ তওরাত) প্রদান করিয়াছিলাম। ৪৯ তাহারাই পাপ বর্জ্জনকারী, যাহারা তাহাদের অদৃশ্য প্রতিপালকের নিকট দৈন্য প্রকাশ করে, এবং যাহারা (কেয়ামতের) মুহূর্ত্তকেও ভয় করে। ৫০ এবং এই উপদেশক (কোর্-আন) মঙ্গলদায়ক, আমি ইহা অবতীর্ণ করিতেছি, আশ্চর্য্যের বিষয়, অতঃপরও তোমরা (হে আরববাসিগণ,) তাহা অস্বীকার করিতেছ। ৪।৯=৫০

৫১। এবং ইতঃপূর্ব্বে (এই আরবজাতির পিতা) ইব্রাহীমকে আমি তাহার পবিত্রতা, (অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করার পবিত্র জ্ঞান,) প্রদান করিয়াছিলাম, এবং তাহার সম্বন্ধে আমি (সমস্ত) অবগত ছিলাম। ৫২ (ইহা তাহার বাল্যকালের কথা) যখন সে তাহার পিতা এবং স্বগণবর্গকে বলিল, এই (দেব দেবী নক্ষত্র, গ্রহ,

চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদির) পুত্তলিকা, যাহাদের (সম্মুখে) তোমরা উপবিষ্ট থাক, তাহারা কি ? ৫৩ তাহারা বলিল, আমরা আমাদের পিতাগণকে ইহাদেরই উপাসনা করিতে প্রাপ্ত হইয়াছি। ৫৪ ইব্রাহীম বলিল, নিশ্চয়ই তোমরা এবং তোমাদের পিতাগণ প্রকাশ্যতই বিপথে রহিয়াছ। ৫৫ তাহারা বলিতে লাগিল, অহো (বালক,) তুমি কি (নূতন) সত্য আমাদের নিকট আনিয়াছ ? অথবা (অপরিপক্কতা জন্য) কৌতুক করিতেছ ? ৫৬ ইব্রাহীম বলিল, বরং (সত্য কথা) এই যে, স্বর্গ-মর্ত্তের পালন কর্ত্তাই তোমাদের পালনকর্ত্তা, তিনিই যিনি এই সকল (এই চন্দ্র সূর্য্যাদি) সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং আমি তোমাদের নিকট তৎসম্বন্ধে একজন সাক্ষী। ৫৭ (পৌত্তলিকগণ বলিল,' কল্য এই পুত্তলিকা সকলের পূজার বাৎসরিক মহোৎসব হইবে, আমরা এই উপলক্ষে মাঠেতে উৎসব করিতে যাইব, তুমিও আমাদের সহিত আসিও। সে মনে মনে বলিল,) আল্লাহর শপথ, তোমরা (পুত্তলিকা সকলের দিকে) পৃষ্ঠ করিয়া অন্যাভিমুখী হইলেই আমি তোমাদের পুত্তলিকা সকলের সম্বন্ধে কৌশল অবলম্বন করিব। ৫৮ (যখন পুত্তলিকা সকলকে বসন ভূষণে শোভিত করিয়া, ঢাক ঢোল ইত্যাদি বাজাইয়া, নানাবিধ মিষ্টান্ন পাত্র তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়া, পূজা প্রণালী শেষ করিয়া তাহারা উৎসব স্থানে গেল,) তখন তাহাদের মধ্যে (যে মূর্ত্তি) অতি বৃহৎ তাহাকে ব্যতীত অপর সকলকে (ইব্রাহীম এক কুড়ালি দ্বারা) চূর্ণ বিচূর্ণ করিল, উদ্দেশ্য যে যেন তাহারা তাহার (ঐ বৃহৎ পুত্তলিকার) নিকট ফিরিয়া আসে, (এবং ইব্রাহীমের কথামত জিজ্ঞাসা করে পূজা ভাগ প্রাপ্ত অন্য মূর্ত্তি সকলের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে সে সংহার করিয়া ফেলিয়াছে, অথবা অন্য কেহ তাহা করিয়াছে।) ৫৯ (তাহারা ফিরিয়া

আসিয়া এই কাণ্ড দেখিয়া) বলিতে লাগিল, যে ব্যক্তি আমাদের উপাস্য-বর্গকে এইরূপ করিয়াছে, নিশ্চয় সে অত্যাচারী মধ্যে গণ্য। ৬০ তাহারা বলিতে লাগিল, একজন বালক যাহাকে ইব্রাহীম বলিয়া ডাকে, তাহাকে আমাদের দেবতাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে শুনিয়াছি। ৬১ তাহারা বলিতে লাগিল, তাহাকে মনুষ্যগণের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত কর, সম্ভবতঃ তাহারা তাহাকে চিনিতে পারিবে। ৬২ তাহারা (তাহাকে চিনিতে পারিয়া) বলিতে লাগিল, ওরে ইব্রাহীম, তুই আমাদের দেবতাদের সম্বন্ধে এই কার্য্য করিয়াছিস্ ? ৬৩ (ইব্রাহীম বলিল,) বরং (বলিতে হয় যে) তাহাদের মধ্যে বৃহৎ ঐ মূর্ত্তি (পূজা ভাগ প্রাপ্ত ক্ষুদ্র মূর্ত্তিগুলির উপর এই অত্যাচার) করিয়াছে। যদি তাহাদের কথা বলার শক্তি থাকে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর। ৬৪ তখন তাহারা তাহাদের মনের মধ্যে ভাবিতে লাগিল, এবং (মনে মনে) বলিতে লাগিল নিশ্চয় তোমরাই মন্দ কর্ম্ম করিতেছ। ৬৫ তদনন্তর (ইহাই পৈতৃক এবং রাজধর্ম্ম জন্য) তাহাদের মস্তকের উপরে (পূর্ব্ব অপবিত্রতাতে) পুনঃ পড়িয়া গেল, এবং (বলিতে লাগিল,) তুমি নিশ্চয়ই জান যে ইহারা কথা বলিতে পারে না। ৬৬ (তখন ইব্রাহীম) বলিল, আশ্চর্য্য যে তোমরা এমতস্থলেও আল্লা-হকে ত্যাগ করিয়া তাহাদের উপাসনা করিতেছ, যাহারা তোমাদিগকে (একটি কথা বলিয়াও) লাভবান করিতে পারে না, এবং তোমাদের কোনও ক্ষতিও করিতে পারে না। ৬৭ তোমাদিগকে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাহাদের উপাসনা করিতেছ, তাহাদিগকে ধিক, আশ্চর্য্য যে এমত স্থলেও তোমরা বুঝিতেছ না। ৬৮ তাহারা বলিতে লাগিল, যদি তোমরা তোমাদের উপাস্যবর্গকে সাহায্য করিতে চাহ, তাহা হইলে তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেল। ৬৯ (যখন তাহারা রাজ আজ্ঞায়

তাহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল,) আমি আদেশ করিলাম, হে অগ্নি, তুমি শীতল হইয়া যাও, এবং ইব্রাহিমের জন্ম নিরাপদ হও। ৭০ ফলতঃ তাহারা তাহার সহিত মন্দ ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল, তদনন্তর আমি (ইব্রাহিমকে উদ্ধার করিয়া) তাহাদিগকেই ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিলাম। (নঃ আঃ) * ৭১ এবং তাহাকে এবং (তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র) লূতকে আমি (নমরূদের রাজ্য বাবল হইতে) উদ্ধার করিয়া যে (শাম দেশকে) মনুষ্যগণের জন্য বৃদ্ধিশীল করিয়াছি, তাহার দিকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। (হজরত ইব্রাহিম যিরূজিলমে, এবং হজরত লূত তথা হইতে এক দিবস এক রাত্রির পথ দূর মরু-সাগরের নিকট বাস করিতেন।) ৭২ এবং আমি তাহাকে (সারার গর্ভজাত) ইস্‌হাককে, এবং তদতিরিক্ত (তাহার পৌত্র) ইয়াকুবকে দান করিয়াছিলাম, এবং (তাহাদের) সকলকেই নিষ্পাপ করিয়াছিলাম। ৭৩ এবং তাহাদিগকে আমি ধর্ম্ম নেতা (ইমাম) করিয়াছিলাম, তাহারা আমার আদেশ মত পথ প্রদর্শন করিত, এবং আমি তাহাদের মনে সুকর্ম্ম করার, এবং নমাজ স্থির রাখার এবং দান করার ওহি (প্রত্যাদেশ) অর্পণ করিয়াছিলাম, এবং তাহারা

---

* আধুনিক ইংরেজী তফসীরকারিগণ ইহার রূপক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন যে শত্রুগণের পীড়নরূপ অগ্নি হইতে হজরত ইবরাহীমকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন অগ্নিতে ফুল ফুটিয়াছিল, নদী বহিয়াছিল ইহা কোনও হাদিসে নাই। ইঁহারা সমস্ত অসাধারণ ঘটনাকে নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন, কিন্তু মহাপ্রভু অসাধারণ ঘটনা ঘটাইবার শক্তি মহাপুরুষগণকে প্রদান করিয়াছেন। হজরত পয়গম্বরের বহু অলৌকিক শক্তির চাক্ষুস প্রমাণ হদিসে বিদ্যমান, তাঁহার অঙ্গুলির সংযোগস্থল হইতে, এবং ওজুর ক্ষুদ্র পাত্র হইতে এমত জল স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল যে, এক বৃহৎ বাহিনী এবং শত শত উষ্ট্র তাহা পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিয়াছিল। (মিস্‌কাত।)

আমারই উপাসনা করিত। ৭৪ এবং লুতকেও আমি (পয়গম্বরত্বের) ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলাম, (নঃ আঃ) এবং জ্ঞান দান করিয়াছিলাম, এবং তাহাকে সেই দেশ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম—যাহার অধিবাসিগণ অপবিত্র কার্য্য করিত, নিঃসন্দেহই সেই দেশবাসিগণ দুষ্কৃতের এবং সীমাতিক্রমকারীর-দল ছিল। ৭৫ এবং তাহাকে আমি আমার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলাম, সে নিঃসন্দেহই নিষ্পাপ ছিল। (হে নবী, ইহাদের পীড়নে যদি তোমাকে দেশত্যাগ করিতে হয় তাহা হইলেও ভালস্থান পাইবা।) ৫।২৫—৭৫

৭৬। এবং নূহের (বিষয় স্মরণ কর) যখন (লূতের বহু বহু) পূর্ব্বে সে তাহার প্রতিপালককে (তাহার দুষ্কৃত স্বজাতীয়গণের বিরুদ্ধে) আহ্বান করিয়াছিল, তখন আমি তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছিলাম, তখন তাহাকে এবং তাহার গৃহস্থিত ব্যক্তিগণকে মহা পীড়ন হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম, ৭৭ এবং তাহার যে স্বজাতীয়-গণ আমার প্রমাণ সকলকে অবিশ্বাস করিত, তাহাদের বিপক্ষে আমি তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম, নিঃসন্দেহই তাহারা মন্দ (ব্যক্তিগণের) দল ছিল, তজ্জন্য তাহাদের সকলকেই আমি জলমগ্ন করিয়াছিলাম। (তদ্রূপ হে নবী তোমারও শত্রুগণ ধ্বংস হইবে।)

৭৮। এবং (হে রসুল, যদি কনিষ্ঠগণ জ্যেষ্ঠগণের দোষ বাহির করে, তাহা হইলে উচিত যে কনিষ্ঠের বাক্য অবহেলা না করে। তোমার পূর্ব্ব পুরুষ আরবগণের ভ্রম তুমি দেখাইয়া দিতেছ, এমতস্থলে পৌত্তলিক পূর্ব্ব পুরুষগণের মন্দ দৃষ্টান্ত আরবগণের ত্যাগ করা উচিত। এতৎ সম্বন্ধে) দাউদ এবং (তাহার পুত্র) সোলেমানের (বিষয় তাহাদিগকে অবগত কর) যখন তাহারা উভয়ে ক্ষেত্রের (ক্ষতিপূরণ) সম্বন্ধে (ভিন্ন ভিন্নরূপ) বিচার করিয়াছিল, যখন একদল লোকের ছাগ পাল

(অন্য এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে) প্রবেশ করিয়াছিল। (হজরত দাউদ তৎ সম্বন্ধে প্রচলিত প্রথামত নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন যে, ক্ষেত্রস্বামী মেষ পাল প্রাপ্ত হইবে, এবং মেষপাল-স্বামী ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইবে। হজরত সোলেমান তাহা শ্রবণ করিয়া পিতা দাউদের নিকট নিবেদন করিলেন যে, যাবত মেষপালস্বামিগণ ক্ষেত্র পূর্ব্বমত করিয়া না দেয়, তাবত ক্ষেত্রস্বামী মেষপালের দুগ্ধ এবং লোম গ্রহণ করিবে। হজরত দাউদ এইরূপই নিষ্পত্তি করিলেন, পূর্ব্ব প্রথা স্থির রাখিলেন না।) এবং (তখন) আমি তাহাদের বিচার দেখিতেছিলাম। ৭৯ তখন আমি সোলেমানকে (ইলহাম অর্থাৎ মনে কথা অর্পণ করিয়া) বুঝাইয়া দিয়াছিলাম, এবং আমি উভয়কে শাসন ক্ষমতা এবং জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলাম। এবং আমি পর্ব্বত সকলকে (অথবা পাষাণবৎ হৃদয় ব্যক্তিগণকেও) দাউদের বশীভূত করিয়াছিলাম, (তাঁহার সুললিত ঐশ প্রেম-সঙ্গীতে তাহারাও যোগ দিত,) তাহারাও তাহার সহিত আমার পবিত্রতাবাদ করিত, এবং বিহঙ্গম সকলও (অর্থাৎ তাঁহার মহিমাগীত গায়কগণও বা পাখী সকলও তাহার সহিত তাঁহার পবিত্রতার গান গাইত) ফলতঃ আমি ইহা সমস্ত করিতে সমর্থ। ৮০ এবং আমি তাহাকে তোমাদের জন্য লৌহ পরিধেয় প্রস্তুত করার কৌশল শিক্ষা দিয়াছিলাম, যেন তাহা তোমাদিগকে যুদ্ধে রক্ষা করে; অতএব তোমরা কি অনুগ্রহ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছ? ৮১ এবং প্রচণ্ড বায়ুকে সোলেমানের (আজ্ঞাধীন করিয়াছিলাম। এখন যেমন জল, বায়ু, বিদ্যুৎ কৌশলক্রমে বৈজ্ঞানিকের বশীভূত, কৌশলক্রমে হজরত সোলেমানও তদ্রূপে বায়ুকে আজ্ঞাধীন করিয়াছিলেন। এই বুদ্ধি বিশ্বপতি তাঁহার মনে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন। অনুবাদক) তাহার আদেশক্রমে, (কৌশল বলে,) সেই বায়ু (তাঁহার বায়বীয় যানসহ শাম

সিরীয়া দেশ) যে দেশকে আমি প্রাচুর্য্য পূর্ণ করিয়াছি, তাহার দিকে প্রবাহিত হইত। ফলতঃ আমি সর্ব্ব বিষয় অবগত, (এইরূপ কৌশল বুদ্ধি আমিই প্রদান করিয়াছিলাম।) ৮২ এবং (অমানুষিক শক্তি প্রাপ্ত মানুষ) অপদেবতাগণের কতকজন, তাহার ব্যবহারার্থে (মুক্তাদি উত্তোলন জন্য সমুদ্র গর্ভে) নিমগ্ন হইত, এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য (দুষ্কর) কার্য্য করিত; এবং আমিই তাহাদিগের জন্য রক্ষক ছিলাম। (এই অপদেবতা জিনগণ প্রকৃতই অপদেবতা হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে, বরং অন্য কতকস্থল হইতে প্রকাশ যে, ইহারা প্রকৃতই অপদেবতা ছিল। যেমন বিচার শক্তি, ক্ষমতা, প্রাধান্য, তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, তদ্রূপ নবীকেও প্রদান করা হইবে তাহার রূপক ভবিষ্যৎ বাণী (অনুবাদক।)

৮৩। এবং (হে পয়গম্বর, আল্লাহ্ নিষ্পাপ ব্যক্তিকেও বিপদ-গ্রস্ত করেন, পরীক্ষার্থে এইরূপ করিয়া থাকেন, নির্য্যাতনগ্রস্ত মুসলমান-গণকে তৎ সম্বন্ধে) আয়ুবের (দৃষ্টান্ত দাও।) যখন আয়ুব তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিতেছিল, (হে দয়াময়,) আমাকে বিপদ আক্রমণ করিয়াছে, (আমার সন্তানগণ মরিয়া গেল, আমার মেষ উষ্ট্র নষ্ট হইল, এবং আমিও যন্ত্রণাদায়ক ঘৃণ্য কুষ্ঠরোগে পীড়িত, তোমারই উপর আমার নির্ভর;) ফলতঃ তুমি মহা দয়াবান হইতেও দয়াবান। ৮৪ তখন আমি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলাম, এবং সে যে সকল আপদগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে মুক্ত করিয়াছিলাম, এবং তাহাকে তাহার পরিবারবর্গ (পুনঃ স্ত্রী পুত্র, কন্যা,) প্রদান করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের সহিত তাহার অনুরূপ (আরও যথা গৃহপাল্য পশুপাল, ফল শস্য পূর্ণ উদ্যান) প্রদান করিয়াছিলাম। ইহা আমার অনুগ্রহ, এবং আমার উপাসকবর্গের জন্য উপদেশ।

ব্যা (১২২) (হজরত আই-য়ুব হজরত ইব্-রাহীমের অধঃস্তন পৌত্র।. ইহাকে আল্লাহ্ সর্ব্ব বিষয়ে সুখী করিয়াছিলেন। ধন জন কোনও বিষয়ের অভাব ছিল না। তদ্ব্যতীত তিনি পয়গম্বরও ছিলেন। বজ্রপাতে তাঁহার উষ্ট্র পাল নষ্ট হইল, জল প্লাবনে তাঁহার মেষপাল ভাসিয়া গেল। তাঁহার উদ্যান অনুর্ব্বর এবং ফল শস্যহীন হইল। গৃহের ছাদ পড়িয়া তাঁহার সাতটি পুত্র, তিনটি কন্যা মরিয়া গেল। ভার্য্যাগণের মধ্যে কেবল বিবি রহীমা জীবিত থাকিলেন। অবশেষে তিনি স্বয়ং গলিত কুষ্ঠগ্রস্ত হইলেন। বিবি রহীমা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার কুষ্ঠক্ষত সকল ধৌত করিয়া দিতেন, শারীরিক পরিশ্রম করিয়া উদরান্ন যোগাইতেন। কয়েকবার তাঁহার মস্তকের কেশ বিক্রয় করিয়া উদরান্ন যোগাইতে হইয়াছিল। এইরূপে সাত বৎসর কাটিয়া গেল। আবার তিনি (আল্লাহ) প্রসন্ন হইলেন। হজরত আই-য়ুব রোগমুক্ত হইলেন, বাগান প্রচুর ফল শস্য প্রদান করিতে লাগিল। এই দীর্ঘকাল তিনি একদিনও ধৈর্য্যচ্যুত, একদিনও দয়াময়কে বিস্মৃত হন নাই। তিনিই সুখ দুঃখের বিধান কর্ত্তা ইহা সর্ব্বদা তাঁহার মনে জাগরিত থাকিত।) ৮৫ এবং ইস্মাইল, এবং ইদ্রিস, এবং জুল্‌কিফর, সকলেই ধৈর্য্যশীল ছিল, ৮৬ এবং তাহাদিগকে আমি আমার অনুগ্রহে উপনীত করিয়াছিলাম। নিশ্চয় তাহারা সকলেই পুণ্যার্জ্জন কারী ছিল। (হজরত ইস্মাইল ফল শস্য শূন্য মক্কানগরে আজীবন ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। হজরত ইদ্রীস দীর্ঘকাল তাঁহার স্বজাতীয়গণের পীড়ন এবং নির্য্যাতন ভোগ করিয়াও ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই, একজনার জামিন ছিলেন জন্য দীর্ঘকাল তাঁহাকে কারাক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। জুল্-কিফল অর্থ দ্বিগুণ গুণবান্। তাঁহার সমসাময়িকগণ হইতে উত্তম বিষয়ে তিনি দ্বিগুণ অধিক ছিলেন। ইনি

কাহারও মতে আল্‌ইয়াস্, কাহারও মতে হউষা, কাহারও মতে জকরীয়া। ইনি তহজ্জুদ নমাজ কোনও রজনীতেই পরিত্যাগ করেন নাই, দিবসেতে কখনও রোজা ভঙ্গ করেন নাই, কখনও কাহারও উপরে রাগ করেন নাই।)

৮৭। (তিনিই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন তৎসম্বন্ধে) জুন্নুনের (উল্লেখ কর,) যখন সে ক্রুদ্ধ হইয়া (নিনিভী নগর হইতে) চলিয়া গিয়াছিল, তখন তাহার এমত অনুমান হইয়াছিল যে, সে তাহাকে (নিনিভীবাসিগণ হইতে) রক্ষা করিতে সক্ষম হইব না। তদনন্তর (যখন মৎস্য তাহাকে উদরস্থ করিল) তখন (মৎস্যের উদরের) অন্ধকার মধ্যে আমাকে অহ্বান করিতে লাগিল. (হে দয়াময়,) তুমি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, সমস্ত পবিত্রবাদ তোমার, নিশ্চয় আমি দোষীগণের অন্তর্গত। ৮৮ তখন আমি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম; এবং তাহাকে (স্ত্রী এবং পুত্রদ্বয়ের বিচ্ছেদের) শোক হইতেও উদ্ধার করিলাম। ফলতঃ আস্থাবানদিগকে আমি এইরূপে উদ্ধার করি। (ইনি পয়গম্বর খির কাইনের একজন সঙ্গী পয়গম্বর, অতি অনুরাগের সহিত উপাসনায় রত থাকিতেন। ইঁহার বৈরাগ্য অতি প্রবল ছিল। নিনিভীনগরে গমন জন্য তাঁহার প্রতি আদেশ হইল, তাহারা তখন মূর্ত্তি পূজায় আধ্যাত্ম ভাব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল এবং বহুবিধ অপকার্য্য করিত। ইহার অপর নাম ইউনস। নিনিভীবাসিগণ ইহার উপদেশ গ্রাহ্য করিল না, পরন্তু ইহাকে পীড়ন এবং নির্য্যাতন করিতে লাগিল। তিনি তিন দিবস মধ্যে তাহাদের উপরে বিপদাবতীর্ণ হওয়ার অভিসম্পাত করিলেন, এবং স্বয়ং ঐ নগর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিলেন। যখন ঐশাদেশে ইনি নিনিভীতে আসিতেছিলেন, পথে এক নদী পার হইতে হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে ইহার স্ত্রী এবং দুইটি

পুত্র ছিল। নদীতে স্রোত অতি প্রখর ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে এপারে নদীর তীরে থাকিতে বলিলেন, কনিষ্ঠ পুত্রটিকে স্বয়ং স্কন্ধে লইলেন, এবং স্ত্রীর হাত ধরিয়া নদী পার করাইতে লাগিলেন। হঠাৎ অগাধ জলে গিয়া পড়িলেন, তাঁহার স্ত্রী হস্তচ্যুত হইয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল, কনিষ্ঠ পুত্রটি স্কন্ধ হইতে পড়িয়া গেল, এবং তীরস্থ পুত্রটি ব্যাঘ্র ব্যাঘ্র বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি তীরের দিকে সন্তরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দেখিতে দেখিতে চক্ষুর সম্মুখ হইতে তিন জনই অন্তর্হিত হইলেন।

নিনিভীনগর বাসিগণ বিপদাগমনের পূর্ব্ব চিহ্ন সকল দর্শন করিয়া অনুতপ্ত হইল, তাহারা সর্ব্ববিধ মন্দ কার্য্য ত্যাগ করিয়া জুন্নুনের উপদেশ মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের দৃঢ় সংকল্প করিল, এবং অতি দীন ভাবে দয়াময়ের দয়ার ভিখারী হইল। তিনিও তাহাদের সবল অনুতাপ গ্রাহ্ করিলেন। নগরের উপরে আর বিপদাবতীর্ণ হইল না।

জুন্নুন, (হজরত ইউনস) শুনিতে পাইলেন, তিন দিন গত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নগরবাসিগণ নিরাপদে জীবনাতিবাহিত করিতেছে। তাঁহার মনে হইল তাঁহাকে মিথ্যাবাদী প্রতারক ভাবিয়া নগরবাসিগণ আর তাঁহাকে গ্রাহ্ করিবে না। তিনি ঐশ্বরিক প্রেরণা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বেই ঐ স্থান হইতে পলায়ন করিয়া, উদ্দেশ্য বিহীনভাবে সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইলেন, এবং সমুদ্রগামী এক জাহাজে আরোহণ করিলেন। জাহাজ কতক দূর গিয়া আটকিয়া গেল, অনেক যত্নেতেও আর চলিতে লাগিল না। সকলেই অবধারণ করিল কোনও কুলক্ষণযুক্ত ব্যক্তি জাহাজে চড়িয়াছে। সুরক্তিখেলায় ইউনসের নামের কাগজ বাহির হইল, তখন তাঁহাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইল। একটা বৃহৎ সামুদ্রিক মৎস্য তাঁহাকে গিলিয়া ফেলিল। তখন তিনি অতি অনুতপ্ত

চিত্তে একাগ্রভাবে তাঁহাকেই ডাকিতে লাগিলেন। মৎস্য তাঁহাকে তীরের নিকট উদ্গীরণ করিয়া দিল। তিনি এক অলাবুলতার বৃহৎ পত্র সকলের ছায়ায় বিশ্রাম করিয়া, এক বন্য হরিণীর দুগ্ধ পান করিয়া, পথ চলার উপযুক্ত বল লাভ করিলেন। তাঁহাকে আবার নিনিভি-নগরে যাওয়ার আদেশ হইল। পথে হঠাৎ তাঁহার পুত্র দুইটিসহ তাঁহার স্ত্রীর সহিত দেখা হইল। তাঁহার স্ত্রী এবং কনিষ্ঠ পুত্রকে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া গ্রামবাসিগণ তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিল, এবং আগন্তুকব্যক্তিগণের কোলাহলে ব্যাঘ্র জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গিয়াছিল। নিনিভি অভিমুখী জ্যেষ্ঠ পুত্রটির সহিত পথে তাহার মাতার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।)

৮৯। এবং (তিনি প্রার্থনাও পূর্ণ করেন তাহার দৃষ্টান্ত) জকরীয়ার (উল্লেখ কর,) যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিতেছিল, হে আমার প্রতিপালক আমাকে (পুত্রহীন অবস্থায়) একাকী পরিত্যাগ করিও না, (আর যদি তুমি আমাকে কোনও উত্তরাধিকারী প্রদান না কর তথাপি তোমার অনুগ্রহ বিস্মৃত হইব না,) যেহেতু তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উত্তরাধিকারী। ৯০ তদনন্তর আমি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম, এবং তাহাকে (পুত্র) এহ্-ইয়া প্রদান করিলাম, এবং তাহার স্ত্রীকে তাহার উপযুক্ত করিলাম। (হজরত জকরীয়ার বয়স তখন নবতি বৎসর, এবং তাঁহার স্ত্রী বন্ধ্যা ছিলেন।) নিশ্চয় ইহারা সুকার্য্যের দিকে ধাবিত হইত, এবং আগ্রহের এবং ভয়ের সহিত আমাকে আহ্বান করিত, এবং আমার নিকট দৈন্য প্রকাশ করিত এবং (হে রসুল, যাহা আমি ইচ্ছা করি তাহাই হয়, তাহার প্রমাণ স্বরূপ) সেই নারী (শ্রেষ্ঠ মর্‌ইয়মকে স্মরণ কর,) যে তাহার কৌমার্য্য রক্ষা করিয়াছিল, তদনন্তর আমার আত্মা সকলের মধ্যে এক আত্মা তাহার মধ্যে

ফুৎকার করিয়া দিয়াছিলাম, এবং তাহাকে এবং তাহার পুত্রকে মনুষ্য-গণের জন্য আমার প্রমাণ করিয়াছিলাম।

৯২ (হে মনুষ্যগণ,) এই তোমাদের (ভিন্ন ভিন্ন) দল, একই দল (হইতে উৎপন্ন, যাহারা একমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করিত।) এবং (একমাত্র) আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমারই উপাসনা কর। ৯৩ কিন্তু মনুষ্যগণ তাহাদের কর্ত্তব্য (একমাত্র আল্লাহকে উপাসনা করা) তাহাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিল, ফলতঃ (ইহার ফল ভোগ জন্য) সকলকেই আমার নিকট ফিরিয়া আসিতে হইবে। ৬।১৮ = ৯৩

৯৪। এমত স্থলে যে ব্যক্তি সুকর্ম্ম সকলের কোনও সুকর্ম্ম করে, এবং বিশ্বাসস্থাপনকারী হয়, তজ্জন্যই তাহার চেষ্টা কখনও অসমাদৃত হইবে না। নিশ্চয় তাহা লিপিবদ্ধ করার ব্যক্তিও আছে। ৯৫ এবং যে সকল দেশ (বাসিগণ) কেঁ আমি বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, (পুণ্যার্জ্জন জন্য এই পৃথিবীতে) তাহাদের পুনরাগমন নিষিদ্ধ (হইয়াছে,) নিশ্চয় তাহারা ফিরিয়া আসিবে না (পুনর্জ্জন্ম হইবে না।) ৯৬ তাবৎ (পর্য্যন্ত তাহারা কবরলোক পিতৃলোকে থাকিবে যাবৎ পূর্ণ কর্ম্মফল প্রাপ্তির কাল কেয়ামত আগত না হয়, যখন তাহার পূর্ব্ব চিহ্নস্বরূপ) ইয়াজুজ এবং মাজুজ (জাতিগণকে) মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে, এবং তাহারা প্রত্যেক উচ্চ স্থান হইতে প্রধাবিত হইয়া আসিবে। * ৯৭ ফলতঃ সত্য অঙ্গীকার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তদনন্তর যখন সত্য অঙ্গীকার কেয়ামত হঠাৎ (আসিয়া পৌঁছিবে,) তখন অবিশ্বাসকারিগণের চক্ষু স্থির হইয়া থাকিবে, (তাহারা বলিবে) আমাদের দুর্ভাগ্য, ইহা হইতে আমরা অসতর্ক ছিলাম, বরং আমরাই অপরাধী। ৯৮ (হে দুষ্কৃতগণ, হে

* ১ম খণ্ডের ভূমিকা দেখুন।

মন্দকর্ম্মকারিগণ,) তোমরা, এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাকে তোমরা (প্রকৃতই বা ভাবতঃ) উপাসনা কর, তাহারা (সকলই) জহন্নমের ইন্ধন, তোমরা তাহাতে অবতীর্ণ হইবা। ৯৯ ইহারা যদি সত্য সত্যই তোমাদের উপাস্য হইত, তাহা হইলে তাহাতে প্রবিষ্ট হইত না; তোমাদের সকলকেই তথায় চিরকাল থাকিতে হইবে। ১০০ তন্মধ্যে তাহারা চীৎকার করিতে থাকিবে, এবং তথায় তাহারা অন্য কোনও (আশাজনক কথা) শুনিতে পাইবে না। ১০১ যাহাদের জন্য ইতঃপূর্ব্বে আমার নিকট হইতে মঙ্গল (প্রদত্ত হইয়াছে,) তাহাদিগকে ইহা হইতে দূরবর্ত্তী করা হইবে। ১০২ তাহারা তাহার শব্দ মাত্রও শুনিতে পাইবে না, এবং তাহাদের মন যাহা অভিলাষ করিবে, তাহারা তাহা সর্ব্বদা ভোগ করিবে। ১০৩ সে মহা ভয় তাহাদিগকে আশঙ্কান্বিত করিবে না, এবং মলাএকগণ তাহাদের সহিত মিলিত হইবে; (এবং বলিবে হে সুভাগ্যগণ,) যে দিবসের সম্বন্ধে তোমাদের নিকট অঙ্গীকার করা হইয়াছিল ইহাই সেই (শুভ) দিবস।

১০৪ এক দিবস আমি (চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ সহ এই) আকাশকে পুস্তকের পত্র সকল পুস্তক রক্ষায় দণ্ডে জড়াইবার ন্যায় জড়াইয়া লইব। (বহু বহু যুগ এই অস্তিত্বহীন অবস্থার পর,) যেমন আমি প্রথম বার তাহা (অস্তিত্ব শূন্য অবস্থা হইতে) প্রকাশ করিয়াছিলাম, তদ্রূপ পুনর্ব্বার (তৎকালোপযোগী অবস্থায়) প্রকাশ করিব। এই অঙ্গীকার (সত্য করা) আমার উপর, নিশ্চয়ই আমি তাহা করিব। (যেমন জড়াইয়া লওয়া পুস্তকের পত্রে অক্ষর সকল বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু দৃষ্ট হয় না, বিলুপ্ত বিশ্ব তদ্রূপ নাস্তিত্ব অবস্থায় অবস্থান করিবে।)

১০৫। এবং আমি উপদেশক (তওরাতের) পর জবুরে লিখিয়াছি যে, আমার সুকর্ম্মকারী দাসগণ, পৃথিবীতে উত্তরাধিকার

প্রাপ্ত হইবে। ১০৬ যে ব্যক্তিগণ উপাসনা রত, তাহাদের জন্য ইহাতে মনস্কামনা প্রাপ্তি। ১০৭ (হে রসূল,) আমি তোমাকে মনুষ্য জাতির জন্য অনুগ্রহ স্বরূপ ব্যতীত প্রেরণ করি নাই। ১০৮ তুমি ঘোষণা কর, নিশ্চয় আমার অভিমুখে ওহি হইতেছে যে নিশ্চয় তোমাদের উপাস্য, একমাত্র উপাস্য আল্লাহ। অতএব জিজ্ঞাসা করি তোমরা কি (মুস্লেম) আত্ম-সমর্পণকারী হইয়াছ? ১০৯ হে পয়গম্বর ইহার পরও যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে তুমি বলিয়া দাও, তোমাদের সকলকেই আমি ইহা উচ্চস্বরে সমানভাবে শুনাইয়া দিলাম। এবং যে বিষয় তোমাদের নিকট প্রতিশ্রুতি হওয়া গেল, (যে আমার উপাসনা রত ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে অর্থাৎ আরব এবং অন্যান্য দেশ উত্তরাধিকার স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে,) তাহা নিকট কি দূর আমি জ্ঞাত নহি। ১১০ নিঃসন্দেহই যে কথা প্রকাশ্যভাবে বলা যায় তাহা তিনি জানেন, এবং যাহা তোমরা গোপন কর তাহাও তিনি জানেন। ১১১ এবং তাহা (অর্থাৎ তোমাদের আধিপত্যের সময়) তোমাদের পরীক্ষার কাল, অথবা এক নির্ণীত সময় (কত কাল) পর্য্যন্ত তোমরা (সম্পদ) ভোগ করিবা তাহাও আমি জানি না। ১১২ (তখন ইস্লামদ্বেষী গণের কথা শুনিয়া পয়গম্বর) বলিল, হে আমার প্রতিপালক, ন্যায্য আদেশ প্রদান কর। এবং (হে বিদ্বেষীর দল,) তোমরা যাহা বলিতেছ, তৎসম্বন্ধে আমাদের প্রতিপালক মহা দয়াবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইযাছে (যে, ইস্লাম সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী তিনি সত্য করুন।)

(৯৫ আএত পুনর্জ্জন্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, পুনর্জ্জন্ম কাল্পনিক এবং যুক্তি বিরুদ্ধ। মহাদার্শনিক হজরত ইমাম গজ্জালি, বা কোনও তত্ত্বজ্ঞ মুসলমান মহাপুরুষ, যথা হজরত ইবনে আরবী, যাঁহার অসাধারণ

দার্শনিক, আধ্যাত্মিক, শক্তি জগৎ বিখ্যাত, তাঁহারা কেহই আত্মার পুনঃ মনুষ্য শরীরে জন্মগ্রহণ করা শিক্ষা দেন নাই। পুনর্জ্জন্মবাদিগণ স্বীকার করেন যে, নিষ্পাপ ব্যক্তির পুনর্জ্জন্ম হয় না, পাপীর জন্ম পশু শরীরেও হয়, উদ্ভিদ এবং জড় শরীরেও হয়। যদি ইহা সত্য, তাহা হইলে পৃথিবীতে পাপী ব্যতীত অন্যে আসে না, এমত পাপ পূর্ণ স্থানে পুণ্যার্জ্জন অসম্ভব। আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি, যে ব্যক্তি আজীবন শুদ্ধাচারী, পুণ্য ব্রতী, তাহাকেও আজীবন নানা প্রকার কষ্টভোগ করিতে হইতেছে; আবার যে ব্যক্তি আজীবন পাপাচারী, সে আজীবন সুখ, স্বাস্থ্য, ধন, ভোগ করিতেছে, যাহা যাহা বাঞ্ছনীয় তাহা সমস্ত তাহার আছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মে তাহা হইলে পাপী ছিল সন্দেহ নাই, তাহা হইলে তাহার শুদ্ধাচার, পুণ্যব্রত, ধর্ম্মভাবের পূর্ব্ব কারণ কি? সে আজীবন কষ্টভোগ করিল, তাহা হইলে বলিতে হইবে সে পূর্ব্ব জন্মে পাপাচারী ছিল। শেষোক্ত ব্যক্তি চিরজীবন পাপার্জ্জন করিল, এবং চিরজীবন সুখ ভোগ করিল, তাহাকে তো চিরজীবন কষ্ট ভোগ করা উচিত ছিল? সুতরাং ইহজীবনের সুখ দুঃখের, রোগ শোক, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, সম্পদের, পূর্ব্ব কারণ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম বলা যাইতে পারে না, এই ধারণা ভ্রম শূন্য হইতে পারে না। আর পাপী ব্যক্তি, বা পাপ বশতঃ যাহারা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বা উদ্ভিদরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা জানেনা যে পূর্ব্ব জন্মে তাহারা কি ছিল, এবং কোন্ পাপে তাহারা হীন বা ইতর জীবরূপে জন্মিয়াছে, সুতরাং তাহাদের পুণ্যলাভ-স্পৃহা কিরূপে জন্মিবে? ফলতঃ পুনর্জ্জন্ম একেবারেই যুক্তি বিরুদ্ধ কল্পনা। আবার যদি পাপীর পৃথিবীতে পুণ্যার্জ্জন জন্য আগমন হয়, তাহা হইলে যে প্রস্তরখণ্ড হইয়া জন্মগ্রহণ করিল, তাহার ভোগের এবং অর্জ্জনের কোনও

উপায়ই নাই। লোকের বিভিন্ন অবস্থার, বিভিন্ন প্রকার স্বভাবের কারণ তাহার তক্দির (অদৃষ্ট), তাহার আত্মাতে বিশ্বস্রষ্টা যাহা যাহা অর্পণ করিয়াছেন, তাহার বিকাশ, ইহাই সম্ভবপর এবং সত্য।

থিওসোফিষ্টদের বিশ্বাস যে, এমত কতক পুরুষ আছেন যাঁহারা মৃত আত্মার গতি দেখিতে পান! হজরত ইব্নে আরবী, হজরত বড় পীর সাহেব (কোদ্দা), হজরত খাজা ময়ীনুদ্দীন চিশতি (কোদ্দা), প্রভৃতি অমানুষিক শক্তি সম্পন্ন ওলি, আউলিয়া, কুতুবগণের কেহই পুনর্জ্জন্ম শিক্ষা দেন নাই। আএতের বিকৃত অর্থ করিয়া আরিয়া (আর্য্য সমাজী) গণ কোর্-আন হইতে পুনর্জ্জন্ম প্রমাণের বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। ইউরোপীয় কতক পণ্ডিতের মত বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে এই মত হিন্দুধর্ম্মে গৃহীত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম নিরীশ্বর বাদ। পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে ২১।৯৫, ২৩।৯৯, ১০০, ৩২।১২ ; ৪২।৪৪ দেখুন।

হজ—কাবাতীর্থ দর্শন।

মদীনাবতীর্ণ ২২ সংখ্যক সূরা (১০৪)।

এই সূরার মর্ম্ম।

১ম রুকু :—কেয়ামত অর্থাৎ বিশ্ব ধ্বংস, তৎপব অজড নব বিশ্বেব প্রকাশ, তৎপর পবলোকগত আত্মা সকলেব আবির্ভাব, পার্থিব জীবনেব কর্ম্মের শেষফল নির্ণয়, এই সকল ঘটনা নিশ্চয় নিশ্চয ঘটিবে, অনেকে এই সকল সম্বন্ধে তথাপি অবিশ্বাসী ; পুনরুত্থান তাঁহাব শক্তি বহির্ভূত ঘটনা নহে ; আহার্য্য পদার্থেব মূল উপাদান ক্ষিতি, তাহা হইতে তিনি রেতঃ উৎপন্ন কবেন, ঐ রেতঃ মাতৃগর্ভে প্রথমতঃ একখণ্ড বক্তপিণ্ড, তৎপর ভ্রূণ, তৎপর শিশুর আকাব ধাবণ কবে, তৎপব গর্ভলোক হইতে ইহলোকে আগমন কবে, শুষ্ক ক্ষেত্রে তদ্রূপ বৃষ্টিপাতে, শস্য বীজ অঙ্কুরিত এবং পুষ্ট হইয়া ক্ষেত্র শস্য পূর্ণ হয়, ইহা যেমন, তদ্রূপ আর একলোকে, শরীর ত্যাগী আত্মাব সমুত্থান, মবণেব পর অবস্থা যেন আত্মাব মাতৃগর্ভে অবস্থান, সমুত্থান তাহাব এক নবলোকে জন্ম ; সকল কার্য্যই তাঁহাব ক্ষমতাব অন্তর্গত ; তিনিই বলিযা দিতেছেন কর্ম্ম ফলভোগ সত্য ;

২য় রুকু :—আল্লাহর উপাসনা আবম্ভ কবিয়া যদি সুখে থাকে তাহা হইলে কতকজন তাহাতে স্থিব থাকে, যদি দুঃখ কষ্ট হয়, মনে করে তিনি অপ্রসন্ন, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কল্পিত ধনদাতা, সুখদাতা স্বাস্থ্যদাতা প্রভৃতির উপাসনা আরম্ভ করে ; মরণেব পরই এই ভ্রম দূর হইবে, তাহার অবলম্বিত উপাস্য তাহাকে নরক হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না ; তাহা অতি যন্ত্রণার স্থান ;

৩য় রুকু :—বিশ্বাসস্থাপনকারী সুকর্ম্মকারিগণ সুস্থান প্রাপ্ত হইবে, এবং সুখে জীবনাতিবাহিত করিবে; যে মক্কাবাসী আল্লাহ্ দ্রোহিগণ মুসলমানগণকে কাবার মসজিদ হইতে নিবারিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং তন্মধ্যে অন্য উপাস্যের উপাসনা করণরূপ ধর্ম্মদ্রোহিতা করিতেছে, তাহাদের পরিণাম শোচনীয়;

৪র্থ রুকু :—ইব্রাহীম এই কাবা মসজিদে, একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন; ইহার হজ্ জন্য হে পয়গম্বর মনুষ্যগণকে আহ্বান কর, তাহারা দূরবর্ত্তীস্থান হইতেও আসুক; যাহা ধর্ম্ম পদ্ধতির অঙ্গ যথা কুর্-বানী, হাজী, মসজিদ, কোর্-আন তাহার সম্মান করিও; যাহা বৈধ এমত চতুষ্পদ কুর্-বানী করিও; আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যের উপাসনা করিও না; যে ব্যক্তি তাহা করে সে যেন স্বর্গ হইতে পড়িয়া গিয়াছে, মাংসাসী পাখী সকল (অর্থাৎ অপ্রকৃত উপাস্যের আচার্য্যগণ) তাহার মাংস ছিঁড়িয়া খাইতেছে; ধর্ম্মের চিহ্নের সম্মান মনের পবিত্রতা জ্ঞাপক;

৫ম রুকু :—প্রত্যেক উম্মতের জন্য ধর্ম্ম-পদ্ধতি স্থির করিয়া দিয়াছেন, শান্ত প্রকৃতি চতুষ্পদ কুর্-বানী দেওয়া ধর্ম্ম পদ্ধতির অঙ্গ; কুর্বানী অর্থ সান্নিধ্য লাভ করণ; উষ্ট্র ও কুর্-বানীর পশু; কুর্-বানীর মাংস খাও এবং দরিদ্রগণকে, অভাব গ্রস্তকে খাওয়াও, তাহার রক্ত মাংস তাঁহার নিকট পৌঁছে না, কিন্তু তোমাদের মনের ধর্ম্ম ভীরুতা তাঁহার নিকট পৌঁছে; যাহারা সবিশ্বাস সদৈন্য কুর্-বানী করে, তিনি তাহাদিগের অমঙ্গল দূরীভূত করেন;

৬ষ্ঠ রুকু :—মুসলমানদের উপর যে অত্যাচার হইতেছে তাহা নিবারণ জন্য জেহাদের অনুমতি হইল; ধর্ম্ম স্থাপন জন্য একদল লোকের দ্বারা অন্য দলের বিনাশ আবশ্যক; যাহারা প্রাণ দিয়া আল্লাহকে সাহায্য

করে, তাহাদিগকে তিনি সাহায্য করেন; ইস্লামকে সবল করিলে তাহারা সুকর্ম্ম করিবে, এবং সুপ্রথা রক্ষা করিবে; হে পয়গম্বর, পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গম্বরগণকে যেমন সাহায্য, এবং তাহাদের বিরোধীদলকে ধ্বংস করা হইয়াছিল, তোমার সম্বন্ধেও তাহা করা হইবে; এই আল্লাহদ্রোহী আরবদের হৃদয় বুঝিতে অক্ষম জন্য, শাস্তি প্রাপ্ত জাতি-গণের দেশ সকল দৃষ্টি করিয়াও জ্ঞান লাভ করিতে অক্ষম;

৭ম রুকু:—আল্লাহর রসুল জ্ঞাত করিতেছেন, বিশ্বাস স্থাপন-কারী পুণ্য কর্ম্মকারিগণের জন্য পাপের মার্জ্জনা এবং সম্মান জ্ঞাপক জীবিকা; রসুলগণ কখনও কখনও ভ্রম করেন, কিন্তু ওহি সম্বন্ধে ভ্রম হয় না; কেয়ামতের দিবস তাঁহার আজ্ঞা হইবে:—বিশ্বাস স্থাপনকারী সুকর্ম্মকারিগণের জন্য জন্নত, ধর্ম্মদ্রোহিগণের জন্য জহীম;

৮ম রুকু:—যাহারা ধর্ম্ম প্রতিপালন জন্য দেশত্যাগী হইয়া মরিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে (পরলোকে) উত্তমরূপে লাভবান করিবেন; যাহারা জীবিত, যেস্থান তাহাদের মনোনীত হইবে তেমন স্থানে (যথা মদীনাতে তাহাদিগকে) স্থান প্রদান করিবেন; হে মুসলমানগণ, যখন তোমরা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবা, তখন শত্রুগণকে অতিরিক্ত শাস্তি দিও না; অতিরিক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিলে তাহারাই অনুগৃহীত এবং তোমরাই দণ্ডিত হইবা; এইরূপ সীমাতিক্রম তাঁহার নিকট অন্যায়, তিনি আল্লাহ ভক্ত দোষীকেও দণ্ড এবং আল্লাহদ্রোহী নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও অনুগ্রহ করেন; তিনি আল্লাহ ভক্ত এবং আল্লাহ দ্রোহী উভয়কে স্নেহ করেন, উভয়ের তত্ত্ব গ্রহণ করেন; স্বর্গ মর্ত্তস্থ সমস্তই তাঁহার;

৯ম রুকু:—আমি প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্য ধর্ম্ম-পদ্ধতি স্থির করিয়া দিয়াছি, হে পয়গম্বর, তুমি সেই পদ্ধতিমত তাঁহাকে আহ্বান

করিতে থাক; এতদ্বিষয় তাহাদের ঝগড়া লোহ মহফুজ গ্রন্থে লিখিত হইতেছে; কর্ম্ম বিনষ্ট হইতেছে না; আল্লাহ দ্রোহিগণ তাঁহার আএত শুনিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়, নরকাগ্নি ইহা হইতেও মন্দ;

১০ম রুকু:—অন্য উপাস্য সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত, তাহারা সকলে মিলিয়া যদি চেষ্টা করে, একটি মক্ষিকাও সৃষ্টি করিতে পারিবে না, মক্ষিকাটিকে তাহাদের শরীর হইতে কিছু লইয়া যাইতে তাহারা নিবারণ করিতে অক্ষম, আর ঐ মক্ষিকা যাহা লইয়া গিয়াছে, তাহা ফিরাইয়া লইতেও অক্ষম; আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যগণ, এবং তাহাদের উপাসকগণ, উভয় এক সমান দুর্ব্বল; তিনি মনুষ্যগণের ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত অবগত; হে আস্থাবানগণ তাঁহাকে রুকু এবং সিজদা প্রদান কর, তাঁহার উপাসনা কর, সুকর্ম্ম কর, তোমাদের কামনা পূর্ণ হইবে; তোমাদের ধর্ম্মকে তিনি পূর্ণতা প্রদান করিয়াছেন, ইহা ইব্রাহীমের ধর্ম্ম, ইতঃপূর্ব্বে ইব্রাহিম তোমাদিগকে মুস্লেম অর্থাৎ আত্ম সমর্পিত আখ্যা প্রদান করিয়াছে, এবং এই মহা গ্রন্থেতেও সেই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, অতএব নামাজ পড়, জাকাত দাও, আল্লাহর উপাসনাতে অবিচলিত থাক।

হজ—কাবাতীর্থ দর্শন।

মদীনাবতীর্ণ ২২ সংখ্যক সূরা (১০৪)

অসীম অনুগ্রহকারী সীমাতীত দানকর্ত্তা

আল্লাহর নামে আরম্ভ। [১।২২।১৭

১। হে মনুষ্যগণ, তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, নিশ্চয়ই কেয়ামতের ভূমিকম্প মহা ঘটনা। ২ যে দিবস তাহা দর্শন করিবা, সে দিবস, স্তন দাতৃগণ যাহাদিগকে স্তন্য প্রদান করে, তাহাদের সকল-কেই বিস্মৃত হইবে, এবং যাহারা গর্ভভার বহন করিতেছে, তাহাদের সকলের ভার স্খলিত হইবে। এবং তুমি মনুষ্যগণকে মাদক সেবিত অবস্থায় (অসংলগ্ন কথা বলিতে, উত্থিত পতিত ভাবে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে, যথা তথা আশ্রয় গ্রহণ করিতে) দর্শন করিবা, অথচ তাহারা মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে নাই, কিন্তু আল্লাহর যন্ত্রণা অসহনীয়। ৩ ফলতঃ মনুষ্যগণের কতকজন, মূঢ়তা বশতঃ আল্লাহর (কথার) সম্বন্ধে বাক বিতণ্ডা করে, (যে কেয়ামত মিথ্যা,) এবং প্রতাড়িত প্রত্যেক শয়-তানের অনুসরণ করে ; ৪ তাহার সম্বন্ধে লিখিত হইযাছে, যে তাহাকে বন্ধু স্বরূপ গ্রহণ করে, নিশ্চয় সে তাহাকে বিপথগামী করে, এবং তাহাকে অগ্নির যন্ত্রণার দিকে পথ প্রদর্শন করে। ৫ হে মনুষ্যগণ, যদি পুনরুত্থান সম্বন্ধে তোমাদের সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে, (চিন্তা করিয়া দেখ যে) আমি তোমাদিগকে, (অর্থাৎ দৃশ্যমান তোমাকে, প্রথমতঃ ক্ষিতি) মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি, (যাহার উপাদান জড় পদার্থ প্রথমতঃ তাহা হইতে রেতঃ উৎপন্ন করিযাছি,) তদনন্তর রেতঃ

বিন্দু হইতে, তৎপর মাংস পিণ্ড হইতে, তৎপর পূর্ণ অথবা অপূর্ণ ভ্রূণ হইতে (তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি ;) উদ্দেশ্য যে তোমাদের নিকট (অবস্থারূপ বাক্য দ্বারা) বিস্তারিতরূপে বলিয়া দেই (যে এইরূপ পরিবর্ত্তন সকল অতিক্রম করাইয়া তোমাদিগকে মনুষ্যাকার প্রদান করা, তোমাদের আত্মাকে দৃশ্যমান শরীর প্রদান করা আমার শক্তির অন্তর্গত। তদ্রূপ মরণান্তর পুনঃ যথা সময় তোমাদের আত্মাকে যথা যোগ্য শরীর প্রদান করিয়া উত্থিত করাও আমার ক্ষমতার বহির্ভূত নহে।) ফলতঃ এক নির্ণীত সময় পর্য্যন্ত আমি গর্ভ মধ্যে (পুত্র, কি কন্যা, কি ক্লীব) যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে স্থির করিয়া রাখি, তদনন্তর তোমাদিগকে শিশুর আকারে বহির্গত করি, তদনন্তর (পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন হইয়া) যেন তোমরা পূর্ণতা প্রাপ্ত হও, তদনন্তর তোমা-দের কতকজন (বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে, শৈশবে বা যৌবনে) মরিয়া যাও, এবং কতকজনাকে এমত ঘৃণ্য বয়সেতে (চলৎ শক্তিরহিত, দর্শন শ্রবণ শক্তি ক্ষীণ, দন্তহীন, স্মরণ শক্তিহীন অবস্থাতে) পুনরানীত করা হয় যে, সে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিল তাহা যেন কিছুই জানিত না। (তোমাদের শরীরের অস্তিত্ব মাত্র ছিল না। ভুক্ত দ্রব্য হইতে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ক্রমে পিতৃ এবং মাতৃ শরীরে পদার্থ বিশেষ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার উপাদান ছিল মৃত্তিকা। তারপর তাহার সংমিশ্রণে মাংসপিণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা দিয়া ভ্রূণ হইল, তারপর যখন আত্মা ফুৎকার করিয়া দেওয়া হইল তখন একটি সুন্দর সজীব পুত্তলিকা দৃশ্য জগতে প্রবেশ করিল। এই ভ্রূণাবস্থাকে গর্ভলোক বলিতে পার, তারপরের অবস্থাকে ইহলোক বল। ইহা সমস্ত সংঘটিত করা একজন চিন্ময়, জ্ঞানময়, মহাশক্তি-মান পুরুষের বিদ্যমানতার প্রমাণ। মরণান্তর আর এক লোকে

তোমাকে উত্থিত করা কি তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত? তিনিই বলিয়া দিতেছেন, অঙ্গীকাব করিতেছেন যে, মরণান্তর পুনঃ তোমাকে সমাধি লোকে, তৎপর কেয়ামত লোকে দাঁড়াইতে হইবে। মরণের পর কেয়ামতে উত্থান পর্য্যন্ত কালকে গর্ভলোকের সহিত তুলনা করিতে পারেন।) এবং (আর একটি বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ, গ্রীষ্মকালে,) তুমি পৃথিবীকে শুষ্ক অবস্থায় দর্শন কর, তদনন্তর যখন আমি তাহার উপর জলাবতীর্ণ করি, (তখন শস্য ক্ষেত্র সকল মৃদু মৃদু বায়ুতে) হেলিতে থাকে, এবং (তৎপূর্ব্বে জল সিক্ত হইয়া তাহা) স্ফীত হয়, (তখন) সর্ব্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ্ সকল উৎপন্ন করে। ইহা এজন্য (হয়,) যে আল্লাহ্, (সর্ব্বশক্তিমান) তাহা সত্য, (ইহা অন্ধ, চেতনা শূন্য, প্রকৃতির কায্য হইতে পাবে না,) এবং তিনিই প্রাণহীনকে প্রাণ দান করেন, এবং সকল বিষয়েব উপব তাঁহার ক্ষমতা রহিয়াছে। ৭ এবং ইহাও যে মুহূর্ত্ত অবশ্যই উপস্থিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং ইহাও যে যাহারা (কবরে) সমাধি লোকে আছে, তাহাদিগকে আল্লাহ্ (কেয়ামত লোকে) উত্থিত করিবেন। ৮ অথচ মনুষ্যগণের মধ্যে কতকজন অজ্ঞতা বশতঃ, এবং প্রকৃত পথ প্রদর্শিত না হওয়া প্রযুক্ত এবং আলোক পূর্ণ গ্রন্থাভাবে, আল্লাহর (প্রকাশিত সত্য) সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করে, ৯ (এবং তৎকালে উদ্ধতভাবে) তাহার বস্ত্রের প্রান্তভাগ, সম্বরণ করিতে থাকে, (যেন তর্ক যুদ্ধ হইতে হস্ত যুদ্ধ আরম্ভ করিবে,) উদ্দেশ্য সে যেন (শ্রোতাগণকে) আল্লাহর পথ হইতে বিপথগামী করে। এইরূপ ব্যক্তির জন্য পৃথিবীতেও অপদস্থতা, এবং কেয়ামতের দিবস আমি তাহাকে অগ্নির যন্ত্রণার আস্বাদ প্রদান করিব। ১০ (তাহাকে প্রকাশ্য বাক্যে, বা অবস্থারূপ বাক্য দ্বারা বলা হইবে,) ইহা তজ্জন্য যাহা ইতঃপূর্ব্বে তোমার হস্ত প্রেরণ করিয়া-

ছিল; ফলতঃ আল্লাহ্ তাঁহার তুচ্ছ দাসগণের উপর অত্যাচার করেন না। ১।১০

১১। এবং মনুষ্যগণের কতকজন তটস্থভাবে আল্লাহর উপাসনা করে, যদি তাহার নিকট মঙ্গল আগত হয়, সে সান্ত্বনা লাভ করে, এবং যদি তাহার নিকট অমঙ্গল আগত হয়, তখন মুখ অন্য দিক করিয়া ফিরিয়া যায়; এই ব্যক্তি পৃথিবীর (ইহকালের,) এবং পরকালের ক্ষতি করে, ইহাই প্রকাশ্য ক্ষতি। ১২, সে (তখন) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে আহ্বান করে, যে তাহার কোনও অনিষ্টও করে না, এবং কোনও ইষ্টও করে না; ইহাই বিপথে বহুদূর অগ্রসর হওন। ১৩ তাহারা তাহাকেই আহ্বান করে, যাহার অপকার উপকার হইতে অধিক নিকটবর্ত্তী, নিশ্চয়ই (তাহার অবলম্বিত) বন্ধুও মন্দ, এবং অনুগামীও মন্দ। ১৪ যাহারা বিশ্বাসবান, এবং পুণ্যকর্ম্মী, নিশ্চয় আল্লাহ তাহা-দিগকেই উদ্যান সকলেতে উপনীত করেন, তাহার নিম্ন দিয়া (আল্লাহর অগণিত অনুগ্রহের) নদী সকল প্রবাহিত; নিঃসন্দেহই আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন, (যথা পুণ্যবানের জন্য স্বর্গ এবং পাপীর জন্য নরক) তাহাই করেন। ১৫ যে ব্যক্তি অনুমান করে যে, আল্লাহ তাহাকে পৃথিবীতে এবং পরকালে সাহায্য করে না, (তজ্জন্য অন্য উপাস্য অবলম্বন করে, যে তাহারা তাহাকে সাহায্য করিবে,) তাহা (সত্য কি না জানিবার) জন্য তাহার উচিত যে সে আকাশের দিকে, (উপরে ছাদেতে) একখণ্ড রজ্জু লম্বা করিয়া দেউক, তদনন্তর (গলায় ফাঁস লাগাইয়া, রজ্জু) ছিন্ন করিয়া দেউক, তারপর (এইরূপে আত্মহত্যা করিয়া) দেখুক, যাহা তাহাকে ক্রুদ্ধ করিয়াছিল (যে এই আল্লাহ মহাশয় আমার প্রতি বিরূপ) তাহা, (তাহার অন্য উপাস্য গ্রহণরূপ) কৌশল দূরীভূত করিয়া দেয় কি না; (সে পরকালে দেখিতে পাইবে যে তাহার দেব

দেবী অবলম্বন বরং তাহাকে বিনষ্ট করিয়াছে।) * ১৬ ফলতঃ এইরূপেই, আমি ইহাকে (এই কোর্‌-আনকে) প্রকাশ্য প্রমাণ করিয়া অবতীর্ণ করিয়াছি, (যে যাহা ইহাতে আছে তাহা সত্য। সুতরাং ইহা এই কথারও প্রমাণ যে সুখ দুঃখ কোনও অবস্থাতেই তাঁহার উপাসনা ত্যাগ করা অকর্ত্তব্য।) ফলতঃ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আল্‌লাহ্‌ পথ প্রদর্শন করেন। ১৭ ইহাই সত্য যে, বিশ্বাস স্থাপন-কারিগণের, যিহুদিগণের, নক্ষত্র-পুজকগণের, ঈসায়ীগণের, অগ্নি পূজক-গণের, এবং বহু ঈশ্বরপূজকগণের মধ্যে আল্‌লাহ্‌ কেয়ামতের দিবস নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন, (যে কে মঙ্গলের পথে ছিল।) নিশ্চয়ই আল্‌লাহ্‌ সমস্ত বিষয়ের উপরে সাক্ষী স্বরূপ রহিয়াছেন। ১৮ (হে শ্রোতা,) তুমি কি জান না, যাহা কিছু স্বর্গে এবং যাহা কিছু মর্ত্তে, এবং সূর্য্য, এবং চন্দ্র, এবং নক্ষত্র সমূহ এবং পর্ব্বত শ্রেণী, এবং বৃক্ষবাজি, এবং পশুজাতি, এবং বহুমনুষ্য তাঁহার সিজদাতে, (আজ্ঞা পালনে) প্রণত রহিয়াছে? এবং মনুষ্যগণের বহু ব্যক্তির সম্বন্ধে শাস্তি সত্য; ফলতঃ যাহাকে আল্‌লাহ্‌ সম্মানহীন করেন, তাহাকে সম্মানদাতা কেহ নাই, নিশ্চয়ই আল্‌লাহ্‌ (জন্নত দ্বারা সম্মানিত এবং জহীম দ্বারা সম্মানহীন করণরূপ) যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করেন। ১৯ (আল্‌লাহ্‌ উপাসক একদল, এবং অপ্রকৃত উপাস্য উপাসক অন্য দল,) এই দুই বিরোধীদল, তাহাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিবাদ করিয়া আসিতেছে; তাহাদের (মধ্যে দ্বিতীয় দলের পরিধেয়) বস্ত্র অগ্নি হইতে ছিন্ন করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাদের মস্তকের উপর হইতে, তাহাদের উপরে উষ্ণজল সিঞ্চন করা হইবে; ২০ তাহা যাহা তাহাদের উদরে আছে, এবং তাহাদের চর্ম্ম, দ্রবীভূত করিয়া ফেলিবে; এবং

* নানারূপ অর্থ।

তাহাদিগকে চূর্ণ করিবার জন্য লৌহদণ্ডও থাকিবে। ২২ মনস্তাপ প্রযুক্ত যখনই তাহারা তাহা হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিবে, তখনই তাহাদিগকে তাহাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে, (এবং বলা হইবে) দগ্ধ হওয়ার যন্ত্রণার আস্বাদ গ্রহণ করিতে থাক।

২৩। যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং পুণ্য কার্য্যও করিয়াছে, নিশ্চয় তাহাদিগকে আল্লাহ উদ্যানে উপনীত করিবেন, তাহার নিম্নে নদী প্রবাহিত হইতেছে। তথায় তাহাদিগকে স্বর্ণ কঙ্কন এবং মুক্তা দ্বারা ভূষিত করা হইবে, এবং তাহাদের পরিধান বসন (সুকোমল) হরির হইবে। ২৪ যেহেতু, যাহা পবিত্র কথা, তাহার দিকে তাহারা পথ প্রদর্শিত হইয়াছিল, এবং যে পথ প্রশংসিত তাহারই দিকে পথ প্রদর্শিত হইয়াছিল। ২৫ যে ধর্ম্মদ্রোহিগণ, সেই স্থান বা অন্যস্থান বাসিগণকে আল্লাহর পথ এবং সম্মানিত মসজিদ হইতে, যাহা সকলেরই জন্য আমি সমান করিয়াছি, নিবারিত করিয়া রাখে, এবং যাহারা তৎসম্বন্ধে ধর্ম্মদ্রোহিতার এবং অন্যায়াচরণের ইচ্ছা করে, নিশ্চয় আমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ প্রদান করিব। ৫।৩=২৫

২৬। এবং (হে রসুল এই সম্মানিত মসজিদ সম্বন্ধে পূর্ব্বের কথা স্মরণ কর,) যখন আমি ইব্রাহীমকে কাবা মসজিদের স্থান দেখাইয়াছিলাম, (এবং আদেশ করিয়াছিলাম) যে আমার সহিত কাহাকেও উপাস্য স্বরূপ সঙ্গী করিও না; এবং আমার গৃহকে প্রদক্ষিণকারিগণের জন্য, এবং যাহারা নমাজে দণ্ডায়মান হয়, এবং রুকু দেয়, এবং সিজদা করে, তাহাদের জন্য পবিত্র রাখিও।

২৭। অতএব (হে রসুল) মনুষ্যগণকে এই গৃহের হজ করণ জন্য আহ্বান কর। তাহারা পদব্রজে, এবং প্রত্যেক দূরবর্ত্তীস্থান হইতে

আগমনকারী, (পথক্লান্তিকাতর) দুর্ব্বল উষ্ট্র সমূহের উপরে, তোমার নিকট সমুপস্থিত হউক ; ২৮ (এবং) যেন তাহাদের লাভ দর্শন করে ; এবং যে শান্ত প্রকৃতি পশু দ্বারা তাহাদিগকে আল্লাহ্ লাভবান করিয়াছেন, নির্ণীত সময়েতে তাহাদের উপরে যেন (কুর্-বানীর জন্য) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে ; তদনন্তর তাহা হইতে আহার কর ; এবং ক্ষুধিত সম্বলহীন ব্যক্তিকেও আহার করাও। ২৯ তদনন্তর (মস্তক, ওষ্ঠ, কক্ষ, শরীরের কেশরূপ) মল পরিষ্কার করিয়া ফেলুক, এবং তাহাদের সঙ্কল্প পূর্ণ করুক, এবং আল্লাহর প্রাচীন গৃহ (কাবা) প্রদক্ষিণ করুক। ৩০ ইহা সকলকে, এবং যাহা আল্লাহ্ সম্মানিত করিয়াছেন তাহা সকলকে, যে ব্যক্তি সম্মানিত করে, তাহা তাহার জন্য আল্লাহর নিকট মঙ্গলজনক। এবং যাহা তোমাদিগকে পাঠ করিয়া শুনান হইয়াছে (সেই) সমস্ত শান্ত প্রকৃতির চতুষ্পদ তোমাদের জন্য বৈধ। অতএব পুত্তলিকার বেদীর অপবিত্রতা (অর্থাৎ পুত্তলিকা উপাসনা) পরিহার করিও, এবং মিথ্যা বাক্য কথনও পরিহার করিও। ৩১ আল্লাহর দিকে একাভিমুখী হইয়া থাকিও, তাঁহার সহিত কাহাকেও উপাসনা ভাগী করিও না। ফলতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত উপাসনা ভাগী সংযোগ করে, (দেবদেবীর উদ্দেশে বলিদান করে) সে তাহার সদৃশ যে স্বর্গ হইতে পড়িয়া গিয়াছে, তদনন্তর (কাক, চিল শকুনী প্রভৃতি মাংসাশী) পাখী সকল, (অর্থাৎ তাহার শিক্ষাদাতাগণ যাহারা তাহাকে বিপথগামী করিয়াছে তাহারা) তাহাকে (ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া) লইয়া যাইতেছে ; অথবা বায়ু তাহাকে কোনও দূরবর্ত্তী স্থানে নিক্ষেপ করিয়াছে। ৩২ ইহাই (প্রকৃত,) কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর (আদিষ্ট) ধর্ম্মের চিহ্নের (যথা কুরবানীর পশু, হজ, হাজী, রোজা, নমাজ, জাকাত, সত্য, মস্‌জিদ ইত্যাদির) সমাদর করে,

তাহা হইলে তাহা মনের পবিত্রতা মধ্যে গণ্য। ৩৩ (যে পশুকে কুরবানী কর,) এক নির্ণীত সময় পর্য্যন্ত তাহা তোমাদিগকে লাভবান করে, তদনন্তর প্রাচীন গৃহের নিকট তাহার কুর্‌বানীর স্থান। ৪।৮=৩৩

৩৪। এবং আমি (পয়গম্বরগণের) প্রত্যেক উম্মতের অর্থাৎ অনুবর্ত্তীগণের জন্য ধর্ম্মপদ্ধতি স্থির করিয়া রাখিয়াছি। যে সকল শান্ত প্রকৃতির চতুষ্পদ তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছি, তাহার উপরে আল্‌-লাহর নাম উচ্চারণ করিয়া যেন তাহাদিগকে কুর্‌বানী করে ; এমত স্থলে তোমাদের সকলেরই উপাস্য—একমাত্র উপাস্য আল্‌লাহ, অতএব তাঁহাকেই আত্মসমর্পণ করিয়া দাও, (তাঁহারই সান্নিধ্য লাভ জন্য কুরবানী কর,) এবং যাহারা (কুর্‌বানীকালে) দৈন্য প্রকাশ করে তাহা-দিগকে সুসংবাদ দাও ; ৩৫ যাহাদের হৃদয় আল্‌লাহর নাম উল্লেখ মাত্র (ভয় এবং ভক্তিতে) কম্পিত হয়, এবং যাহারা বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করে, এবং যাহারা নমাজ স্থির রাখে, এবং যাহা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে দান করে, (তাহাদিগকেও ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গলের সুসংবাদ দাও।) ৩৬ এবং উষ্ট্রকেও আমি (কুর্‌বানী স্বরূপ) তোমাদের জন্য আল্‌লাহর ধর্ম্ম পদ্ধতির চিহ্ন করিয়াছি, তাহা হইতে তোমরা বহুবিধ উপকার প্রাপ্ত হও ; অতএব (কুর্‌বানী কালে) শ্রেণী বদ্ধরূপে দণ্ডায়মানাবস্থায়, তাহার উপরে আল্‌লাহর নাম পাঠ কর, (বিস্‌মিল্‌লাহ আল্‌লাহ হো আকবর উচ্চারণ করিয়া নহর নামক অস্ত্র, বা তীক্ষ্ণ বলম দ্বারা বিদ্ধ কর ;) তদনন্তর যখন তাহার পার্শ্বের উপরে পতিত হয়, (এবং প্রাণত্যাগ করে,) তখন তাহার মাংস ভক্ষণ কর ; এবং (যাহারা যাচ্ঞা করে, এমত) সন্তুষ্টচিত্ত, এবং (যাহারা যাচ্ঞা করে এমত) অভাবগ্রস্থগণকে তাহা ভক্ষণ করাও ; (যেন সহজে

কুর্বানী করিতে পার,) আমি তাহাকে এইরূপ বশীভূত করিয়াছি, উদ্দেশ্য তোমরা উপকার স্বীকারকারী হও। ৩৭ তাহার মাংস, কিম্বা রক্ত, আল্লাহর নিকট উপস্থিত হয় না; কিন্তু তোমাদের ধর্ম্মভীরুতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়; এই (বর্ণিত) রূপে (যেমন বর্ণনা করা হইল আমি) তাহাকে তোমাদের বশীভূত করিয়াছি। তোমাদিদকে যে পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে, (যে ধর্ম্ম পদ্ধতি তোমাদের জন্য আদেশ হইয়াছে,) তাহা দ্বারা যেন তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা কর: এবং (হে পয়গম্বর, যাহারা কুর্বানী করণ প্রভৃতি সুকর্ম্ম করে সেই) সুকর্ম্মকারীগণকে সুসংবাদ প্রদান কর। ৩৮ যাহারা (কুর্-বানীতে) বিশ্বাস স্থাপনকারী, নিশ্চয়ই তাহাদের নিকট হইতে আল্লাহ্ (মন্দ) দূরীভূত করিয়া রাখেন। নিশ্চয়ই, (ধর্ম্ম পদ্ধতিতে) অপচয়কারী অনুগ্রহ অস্বীকারকারীকে আল্লাহ ভালবাসেন না। ৫।৫ — ৩৮

৩৯। যাহাদের, (যে মুসলমানদের,) সহিত যুদ্ধ করা হইতেছে, যেহেতু তাহারা অত্যাচারিত হইয়াছে, তাহাদিগকে (যুদ্ধার্থে) অনুমতি প্রদান করা হইল। ফলতঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান করিতে সক্ষম, (ইস্লাম প্রচারারম্ভ হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর গত হইয়া গেল। এয়োদশ বৎসরে হজরত মদিনায় হেজরত (দেশত্যাগ) করিতে বাধ্য হইলেন। এই তের বৎসর মুসলমানগণ নীরবে নানা-প্রকার পীড়ন, নির্য্যাতন, সহ্য করিলেন। হেজরতের ২য় বৎসরও মক্কাবাসীগণ মদিনা হইতে মুসলমানগণের উষ্ট্র লুণ্ঠন করিয়া আনিল। পয়গম্বরের প্রাণবধেরও চেষ্টা করিল। তখন এই বৎসরই, এই আএত দ্বারা তাহাদিগকে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হইল।) ৪০ ন্যায্য কারণ ব্যতিরেকে ইহাদিগকে ইহাদের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত

করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কেবল (ইহাই প্রচুর কারণ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল) যে, ইহারা বলিত আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ; ফলতঃ আল্লাহ যদি একদল দ্বারা, অন্য দলকে নিপাত না করিতেন, তাহা হইলে, (আল্লাহ পরায়ণ ঈসায়ীগণের) উপাসনা গৃহ (গির্জ্জা,) এবং (আল্লাহ পরায়ণ য়িহুদীগণের) উপাসনা গৃহ, এবং (আল্লা-হতে আত্মসমর্পিত মুসলেমগণের) মস্‌জিদ, যাহার মধ্যে বহুল পরিমাণ আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, তাহা সমস্ত উৎপাটিত হইত; ফলতঃ (যাহারা তাঁহার আদেশ পালন করিয়া) তাঁহাকে সাহায্য করে, নিশ্চয় আল্লাহও তাহাদিগকে সাহায্য করেন, নিশ্চয় তিনি মহাশক্তি সম্পন্ন, সর্ব্ব বিষয়োপরি ক্ষমতাবান। ৪১ যদি আমি ইহাদিগকে পৃথিবীতে শক্তিমান করি, ইহারা নমাজ স্থির রাখিবে, জাকাত দান করিবে, এবং উত্তম কার্য্যে আদেশ করিবে, এবং মন্দ কার্য্য করিতে নিষেধ করিবে; ফলতঃ সমস্ত কার্য্যের পরিণাম আল্লাহর উপরে নির্ভর করে, (যে ইহারা কতদিন প্রবল থাকিবে।)

৪২। এবং (হে পয়গম্বর এমতস্থলেও) যদি তাহারা (বিপক্ষদল) তোমার প্রতি (মরণের পর জীবন এবং কর্ম্মফল ভোগ সম্বন্ধে) মিথ্যা বলাব দোষারোপ করে, তাহা হইলে (মনে রাখিও) তাহাদের পূর্ব্বে নূহ, এবং আদ, এবং সমূদের বংশীয়গণও (তাহাদের পয়গম্বরের উপর ঐ সকল কথা সম্বন্ধে) অসত্যবাদী হওয়ার দোষারোপ করিয়াছিল; ৪৩ এবং ইব্‌রাহীমের, এবং লুতের বংশীয়গণও, ৪৪ এবং মদ্‌ইয়ন' বাসি-গণও (তদ্রূপ করিয়াছিল;) এবং মূসাকেও মিথ্যাবাদী বলা হইয়া-ছিল। তদনন্তর ধর্ম্মদ্রোহিগণকে আমি অবসর প্রদান করিয়াছিলাম; তদনন্তর তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিলাম; (তোমরা কি জান না তখন শাস্তি) কেমন হইযাছিল? ৪৫ ফলতঃ এমত বহু প্রদেশ আছে,

যাহার অধিবাসিগণকে আমি বিনষ্ট করিয়াছি, তাহারা পাপ করিতে-ছিল; তৎপর সেই দেশ সকল তাহাদের (অট্টালিকার) ছাদের উপরে নিপতিত রহিয়াছে; এবং বহু কূপ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, এবং বহু উচ্চ রাজপ্রাসাদ (জনশূন্য অবস্থায়) পতিত রহিয়াছে। ৪৬ অহো, ইহারা (এই আরবগণ সেই সকল) দেশে ভ্রমণ করিতে যায় না কেন? তদনন্তর তাহাদের যদি বুঝিবার মত হৃদয় থাকিত, অথবা (তাহাদের পরিণাম) কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিতে পারিত, এবং তাহাদের চক্ষুও দর্শনহীন নহে, (যাহা স্বচক্ষে দেখিল তদ্বিষয় অনুধাবন করিত, তাহা হইলে ভাল হইত,) কিন্তু (তাহাদের প্রাপ্ত স্বভাব মতই) তাহাদের যে হৃদয় বক্ষের মধ্যে আছে, তাহাই অন্ধ। ৪৭ এবং (এমতস্থলেও) তোমাকে (পাপের) শাস্তি শীঘ্র অবতীর্ণ করিতে বলিতেছে, অথচ আল্লাহ্ কখনই তাঁহার অঙ্গীকারের অন্যথা করেন না; ফলতঃ তোমা-দের গণনার সহস্র বৎসর তোমাদের প্রতিপালকের নিকট এক দিবসের সমান। ৪৮ এবং (ইহাও মনে রাখা উচিত যে) পাপাচারী বহু-নগরকে আমি (দীর্ঘ) সাবকাশ প্রদান করিয়াছিলাম; তদনন্তর (তজ্জন্য নির্ণিত সময়ে) আমি তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছিলাম; এবং (বিচারার্থে) তাহাদিগকে আমারই দিকে ফিরিয়া আসিতে হইবে। ৬।১০ = ৪৮

৪৯। (হে পয়গম্বর, মনুষ্যগণকে) বল, তোমাদের জন্য আমি নিশ্চয় সতর্ককারী। ৫০ এমতস্থলে, (জ্ঞাত হও যে,) যাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী হইয়াছে, এবং পুণ্যকার্য্যও করিয়াছে, (তাহাদের পূর্ব্বকৃত পাপ) তাহাদের জন্য মার্জ্জনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহারা সম্মানিত জীবিকালাভ করিবে (ভবিষ্যৎবাণী,)। ৫১ এবং যাহারা আমার আএত অর্থাৎ কোর্-আনকে হেয় করিবার চেষ্টা করে, তাহারা

নরকবাসী। ৫২ এবং (হে রসুল) তোমার পূর্ব্বে আমি এমত রসুল বা নবী প্রেরণ করি নাই, যখনই সে অভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া কিছু ইচ্ছা করিত, তখনই শয়তান তাহার অভিলাষের মধ্যে (ভ্রম) সঞ্চার করিয়া দিত না; তননন্তর যাহা শয়তান মনে অর্পণ করিত, আল্লাহ তাহা তিরোহিত করিয়া দিতেন, তখন আল্লাহ তাঁহার আএত (যাহা পয়গম্বরের মনে স্বয়ং অর্পন করিতেন তাহা) স্থিরতর রাখিতেন। ফলতঃ আল্লাহ সর্ব্বজ্ঞ এবং (বিহিত) আদেশ কর্ত্তা। ৫৩ উদ্দেশ্য যে যাহা শয়তান অর্পন করিত, তাহা যাহার, (যে শ্রোতার,) মনে ব্যাধি আছে, তাহার জন্য যেন পরীক্ষার বিষয় হয়। (ব্যা ১২৩ হজরত পয়গম্বর মদিনায় হেজরত অর্থাৎ (প্রস্থান করিবার) পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, তিনি যেন খর্জ্জুর উদ্যান শোভিত কোনও নগরে বাস করিতেছেন। তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, হয় হেজ্‌র দেশে, নয় এমামাতে তাঁহাকে বাস করিতে হইবে; কিন্তু তাঁহাকে খর্জ্জুর উদ্যান-পূর্ণ মদিনাতে বাস করিতে হইয়াছিল। এইরূপ ভ্রম শয়তান সঞ্চার করিয়া দেয়। এইরূপ ভ্রম জন্য দুর্ব্বল চিত্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার পয়গম্বরত্বে সন্দেহ করিয়াছিল।) ফলতঃ তাহাদের হৃদয় অতি কঠিন, (যুক্তিপূর্ণ কথা তাহাদের হৃদয়গ্রাহী হয় না।) ফলতঃ নিশ্চয়ই অন্যায়াচরণ-কারিগণ, (যে ভ্রমে) বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, সেই ভ্রম মধ্যেই রহি-য়াছে। ৫৪ এবং (ইহাও) উদ্দেশ্য যে জ্ঞানবানগণ যেন জানে যে ওহি সত্য, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে আগত হইয়াছে, অতএব তাহাতে যেন বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং তজ্জন্য তাহাদের হৃদয় যেন আল্লাহর নিকট নত হয়। যাহারা বিশ্বাসস্থাপনকারী, তাহা-দিগকে আল্লাহ অবক্র পথের দিকে পথ প্রদর্শন করেন।

৫৫। এবং যাহারা (প্রাপ্ত স্বভাব জন্য) অবিশ্বাসকারী, যাবৎ

তাহাদেব নিকট হঠাৎ কেয়ামতেব মুহূর্ত্ত আগত না হয়, অথবা ধ্বংস-কারী দিবসের শাস্তি অবতীর্ণ না হয়, তাবৎ তাহাবা কোর্-আনে বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। ৫৬ সে দিবস আধিপত্য আল্লাহব, তাহাদের মধ্যে তিনি স্বমীমাংসা প্রচার কবিবেন। (তাঁহার বিচাব হইবে):—যাহাবা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে এবং পুণ্য কার্য্যও কবিয়াছে, তাহারা তজ্জন্য মহাদানপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে বাস করিবে, ৫৭ এবং যাহাবা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে, এবং আমার আএত সমূহে মিথ্যা হওয়াব দোষাবোপ করিয়াছে, তজ্জন্য তাহাদেব জন্য ঘৃণ্য যন্ত্রণা। ৭।৯=৫৭

৫৮ এবং যাহাবা আল্লাহর পথে গৃহত্যাগী হইয়াছে, তদনন্তর যাহাদিগকে (ধর্ম্ম) যুদ্ধে হতাহত কবা হইয়াছে, অথবা যাহাবা মবিয়াছে, আল্লাহ তাহাদিগকে নিশ্চয় উত্তমলাভে লাভবান কবিবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভবান কর্ত্তা। ৫৯ তাহাদিগকে তিনি নিশ্চয় এমত স্থানে উপস্থিত কবিবেন, যাহা তাহাবা মনোনীত কবিবে, ফলতঃ আল্লাহ নিশ্চয় সর্ব্বজ্ঞ (তাহাদেব সমস্ত বিষয় তিনি জ্ঞাত,) তিনি ধৈর্য্যশীল, (সমস্ত পাপ ক্ষমা করিয়া দেন।) ৬০ (তোমবা প্রবল হওয়াব এবং আধিপত্যলাভেব পব পূর্ব্ব শত্রুর সহিত ব্যবহাব সম্বন্ধে মনে রাখিও) ইহাই যে, যে ব্যক্তি (প্রতিশোধস্বরূপ কেবল) তৎপবিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ কবে, যৎপবিমাণ তাহাকে পীড়া দান কবা হইয়াছিল, তৎপব তাহাকে, (ঐ পীড়া প্রদানকাবীকে,) আরও পীড়া প্রদান কবে, তাহা হইলে আল্লাহ এই (অতিবিক্ত শাস্তি প্রাপ্ত) ব্যক্তিকেই নিশ্চয় সাহায্য কবেন, নিশ্চয় আল্লাহ অপরাধ ক্ষমাকাবী, তিনি পাপ মার্জ্জনা-কাবী, (তিনি অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান কবা অন্যায় বিবেচনা করেন।) ৬১ ইহা (অর্থাৎ অতিবিক্ত শাস্তিব জন্য শাস্তি প্রাপ্তকে সাহায্য কবেন) এজন্য যে, আল্লাহ (দুঃখেব) বজনীকে (সুখেব) দিবসেতে পরিবর্ত্তন

করেন, এবং (অতিরিক্ত শাস্তিদাতার সুখের) দিবসকে (তাহার দুঃখের) রজনীতে পরিবর্তন করেন; এবং এজন্যও যে (অতিরিক্ত শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের ক্রন্দন তিনি) শ্রবণ করেন, (এবং কে অন্যায়কারী তাহা তিনি) দর্শন করেন। ৬২ ইহা এজন্যও যে আল্‌লাহ সত্য, (তাঁহার বিদ্যমানতাতে এবং ন্যায়পরায়ণাতে সন্দেহ নাই,) এবং তাঁহাকে ব্যতীত অন্য যাহাকে আহ্বান করা হয়, তাহা অসত্য, (তাহার বিদ্যমানতাই নাই, সুতরাং কাহাকেও সাহায্য করিতে অক্ষম। কিন্তু আল্‌লাহ কি আল্‌লাহ পূজক, কি দেবপূজক কাহারও প্রতি অন্যায় করেন না। আল্‌লাহপূজক দোষীকেও দণ্ড দেন, এবং দেবপূজক নির্দ্দোষীকেও সাহায্য করেন।) এবং ইহা এজন্যও যে আল্‌লাহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ। ৬৩ (তিনি যে সকলের প্রতি স্নেহবান তৎসম্বন্ধে) তুমি দেখিতেছ না যে আল্‌লাহ (সকলেরই আহার যোগাইবার জন্য) আকাশ হইতে বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন, তখন পৃথিবী (শস্যক্ষেত্রাচ্ছাদিত হইয়া) শ্যামলবর্ণ ধারণ করে; (অথচ তৎপূর্ব্বে আকাশেও মেঘ ছিল না, এবং ভূতলেও শস্য ছিল না,) নিঃসন্দেহই আল্‌লাহ অতি স্নেহবান (কি আল্‌লাহ উপাসক কি অন্যের উপাসক কি পাপী কি পুণ্যবান সকলেরই আহার্য্যের যোগাড় করিয়া দেন,) তিনি তত্ত্ব গ্রহণকারী, (তিনি এমত মহৎ যে অতি পাপিষ্ঠেরও তত্ত্ব গ্রহণ করিতে বিস্মৃত হন না।) ৬৪ যাহা কিছু স্বর্গে এবং মর্ত্তে, তাহা তাঁহার; নিঃসন্দেহই আল্‌লাহ অভাবহীন, (সকলেরই অভাব পূর্ণ করন জন্য) প্রশংসিত।, ৮।৭=৬৪

৬৫। তুমি দেখ না কেন, যাহা পৃথিবীতে আছে, তাহা আল্‌লাহ তোমাদের (সকলেরই) জন্য বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং তাঁহারই আদেশে সমুদ্রে (আল্‌লাহদ্রোহী এবং আল্‌লাহপরায়ণের)

জল-যান সকল ভাসিয়া চলে ; এবং আকাশ এমতভাবে ধরিয়া রহিয়াছেন যে, তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত আহার কোনও অংশ (কি পাপী কি পুণ্যবান কাহারও উপর) খসিয়া পড়িতে পারে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ মনুষ্যজাতির প্রতি অতি স্নেহবান, অতি দয়াবান। ৬৬ এবং তিনিই যিনি তোমাদিগকে প্রাণ দান করেন এবং তৎপর তোমাদের প্রাণ হরণ করেন, তদনন্তর (যথা সময়) সজীব করিবেন। তথাপি মনুষ্যগণ নিশ্চয় অনুগ্রহ অস্বীকার করে। (সমুদ্রে সময় সময় নির্ম্মল আকাশ হইতে সুবৃহৎ উল্কা পতিত হয়। অনেক জাহাজের কোনও খবর পাওয়া যায় নাই, সম্ভবতঃ তাহাদের কতকের উপরে উল্কাপাত অর্থাৎ আকাশ খসিয়া পড়িয়াছিল। অনুবাদক।)

৬৭। প্রত্যেক নবীর উম্মতগণের জন্য আমি ধর্ম্ম পদ্ধতি স্থির করিয়া দিয়াছি ; ঐ উম্মত তাহা মান্য করিয়া চলে, এমতস্থলে (বিপক্ষ মতাবলম্বীগণের উচিত যে) এই (ইস্‌লাম ধর্ম্মপদ্ধতি) বিষয় তোমার সহিত কলহ না করুক, এবং (তৎ প্রযুক্ত) তুমি তোমার প্রতিপালককে (স্বধর্ম্ম পদ্ধতিমতে) আহ্বান করিতে থাক, নিশ্চয়ই তুমি অবক্র পথের উপর চলিতেছ। ৬৮ এবং যদি তাহারা তোমার সহিত (তোমার ধর্ম্ম পদ্ধতি জন্য) ঝগড়া করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বল যে, তোমরা যাহা করিতেছ তাহা আল্লাহ সবিশেষ জানিতে পারিতেছেন, ৬৯ এবং তোমরা যৎ বিষয় বিরুদ্ধাচরণ করিতেছ তৎসম্বন্ধে কেয়ামতের দিবস আল্লাহ তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবেন। ৭০ (হে রসুল,) তুমি কি ইহা জান না যে, যাহা স্বর্গে এবং মর্ত্তে, তাহা আল্লাহ জানেন, নিঃসন্দেহই ইহা (অর্থাৎ বিরুদ্ধাচারীদের বাক্ বিতণ্ডা অদৃশ্য লোকরূপ) গ্রন্থে (বিদ্যমান থাকিবে ;) নিঃসন্দেহই ইহা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ। ৭১ এবং (অপ্রকৃত উপাস্যের

উপাসকগণ,) আল্লাহ ব্যতীত অপরের উপাসনা করে, এতৎ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ অবতীর্ণ করা হয় নাই, এবং এতৎ সম্বন্ধে তাহাদের নিকট কোনও প্রমাণও নাই, ফলতঃ অন্যায়কারিগণের কোনও সাহায্যকারী নাই। ৭২ এবং যখন তাহাদের নিকট আমার আএত সমূহ (অর্থাৎ কোর্-আন) পঠিত হয়, তখন অবিশ্বাসকারীগণের মুখে (এমত) অসন্তোষের চিহ্ন দেখিতে পাও যে, যাহারা তাহাদের নিকট আমার আএত পাঠ করে, তাহাদিগকে যেন আক্রমণ করিতে উদ্যত। (হে রসুল) তাহাদিগকে বল, ইহা (এই অসন্তোষ) হইতে যাহা মন্দ, তৎ সম্বন্ধে কি আমি তোমাদিগকে অবগত করিব? তাহা নরকাগ্নি, যে ধর্ম্মদ্রোহী, তাহারই জন্য আল্লাহ তাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, ফলতঃ তাহা বাসস্থান স্বরূপ অতি মন্দস্থান। ৯।৮—১২

৭৩। হে মনুষ্যগণ, একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে, অতএব তাহা শ্রবণ কর, (যথা,) আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাহাকে তাহারা আহ্বান করে, নিশ্চয়ই তাহারা একটি মক্ষিকাও সৃজন করিতে পারে না, এবং যদিও তজ্জন্য ঐ সকল উপাস্য সমবেত হয়, (তথাপি তাহা করিতে পারিবে না।) অপর পক্ষে তাহাদের (শরীর) হইতে মক্ষিকা কিছু হরণ করিলে, তাহা হইতে তাহারা তাহা প্রতি গ্রহণ করিতে অক্ষম। অহো, যাহারা উপাসক, এবং যাহারা উপাস্য, (উভয়ই) দুর্ব্বল। ৭৪ যদ্রূপভাবে আল্লাহকে ধারণা করা উচিত, তাহারা তাঁহাকে তদ্রূপ ভাবে ধারণা করে না, নিঃসন্দেহই আল্লাহ সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান। ৭৫ আল্লাহ ফেরেশতাগণের মধ্যে কোনও কোনও ফেরেশতাকে তাঁহার আজ্ঞাবাহক স্বরূপ নির্ব্বাচন করেন, এবং মনুষ্যগণের মধ্য হইতেও (তাহা করেন। এমতস্থলে বিশ্বাসকারী এবং অবিশ্বাসকারিগণ যাহা বলে এবং করে, তাহা তিনি দেখেন এবং

শ্রবণ করেন, যেহেতু তিনি) শ্রোতা এবং দ্রষ্টা। ৭৬ মনুষ্যগণেব সম্মুখে যাহা (আগত হইবে,) এবং তাহাদের পশ্চাৎ যাহা (গত হইয়া গিয়াছে,) তাহা সমস্ত তিনি জানেন, এবং (সমস্ত কার্য্য সকলেব) আদেশ সকলকে তাঁহারই দিকে প্রত্যার্পণ করা হয়। ৭৭ হে আস্থাবান ব্যক্তিগণ, রুকু প্রদান কর, এবং সিজদা প্রদান কর, এবং তোমাদেব প্রতিপালকের উপাসনা কর, এবং সুকর্ম্ম কর, তাহা হইলে তোমাদেব মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে। ৭৮ এবং আল্লাহর নিমিত্ত (শক্রতা-চরণকারী ধর্ম্মদ্রোহীগণের সঙ্গে, এবং পাপকার্য্যে প্রবর্ত্তক কুপ্রবৃত্তি সকলের সহিত,) যদ্রূপ উচিত তদ্রূপ যুদ্ধ কর, তিনি (হে আত্ম সমর্পণকারিগণ,) তোমাদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছেন, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও বিষয় তোমাদের জন্য অসম্পূর্ণ রাখেন নাই; ইহা তোমাদেব পিতা ইব্রাহীমের ধর্ম্ম পদ্ধতি, তিনি ইতঃপূর্ব্ব হইতে তোমাদিগকে আত্ম-সমর্পণকারী "মুস্লেম" নাম প্রদান করিয়াছেন, এবং এই গ্রন্থেও (সেই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে,) যেন রসূল (আত্ম সমর্পণ সম্বন্ধে) তোমাদের উপর সাক্ষী হন, এবং তোমরাও যেন মনুষ্যগণের উপরে সাক্ষীস্বরূপ হও। অতএব তোমরা নমাজ স্থিব রাখ, এবং জা, কা, ত দান কর, এবং আল্লাহকেই অবলম্বন করিয়া থাক, তিনিই তোমাদের বন্ধু, ফলতঃ তিনি সর্ব্বোত্তম বন্ধু, এবং সর্ব্বোত্তম সহায়। ১০।৬ = ৭৮

মোওমেনুন—আস্থাবান।

মক্কাবতীর্ণ ২৩ সংখ্যক সুরা (৭৪)।

এই সুরার মর্ম্ম।

১ম রুকু :—যে আস্থাবানগণ নমাজে দৈন্য প্রকাশ করে, বিফল কথা বলে না, জাকাত প্রদান করে, ইন্দ্রিয় যথাস্থল ব্যতীত অন্যত্র সংযত রাখে, গচ্ছিত বস্তু অর্পণ এবং অঙ্গীকার পালন করে, এবং নমাজ নষ্ট হইতে দেয় না, তাহারা জন্নতের উত্তরাধিকারী ; তিনিই মনুষ্যের অর্থাৎ শরীরধারী আত্মার সৃষ্টিকর্ত্তা ; যাহা আহার করা যায় তাহার সার হইতে রেতঃ জন্মে, ঐ রেতঃ জরায়ুতে রক্তপিণ্ড হয়, ঐ রক্তপিণ্ড ভ্রূণ হয়, ইহাই মনুষ্য শরীর, তাহাতে আত্মার সঞ্চার হয়, তখন সে গর্ভলোক হইতে দৃশ্য জগতে প্রবেশ করে, তদ্রূপ মরণান্তর আবার তিনি তাঁহাকে মাতৃগর্ভ স্বরূপ কবরলোক হইতে, ইহজগতরূপ কেয়ামতলোকে উত্থিত করিবেন, সে তখন তাহার কর্ম্মানুযায়ী জন্নত প্রাপ্ত অবস্থায়, বা নরকপ্রাপ্ত অবস্থায় অবস্থান করিবে, ইহা তাঁহার ক্ষমতা এবং কৌশলের অতীত নহে ; তিনি গ্রহ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা ; সূর্য্য তাহার পথ অতিক্রম কালে ঋতুর আবির্ভাব হয়, বর্ষাকালে জল পতিত হয়, নানাপ্রকার উদ্ভিদ, শস্য, ফল জন্মে, পশু সকল দুগ্ধ দান করে ; যাহা আহার করা হয়, তাহা হইতে শরীরের মূল রেতঃ উৎপন্ন হয় এবং জীব সকল জন্মে ; তাঁহার কৌশল ক্রমে, তোমাদের অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তুও উৎপন্ন হয় ; যিনি স্রষ্টা, আবশ্যকীয় বস্তুদাতা, সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই উপাস্য।

২য় রূকু :—লোক হিতার্থে রসুল প্রেরিত হয়, সকল রসুলই একমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করিতে শিক্ষা দেয়, যথা নূহ; তাহাকে অবিশ্বাস উপহাস করিল, অবশেষে ঐ উপদেশ অগ্রাহ্যকারী জাতিকে জলমগ্ন করিয়া বিনষ্ট করা হইল; তৎপরের ব্যক্তিগণ যখন পথভ্রষ্ট হইল, তখন পয়গম্বর প্রেরিত হইল, সকলেই ঐরূপ উপদেশ করিল এবং উপদেশ অগ্রাহ্যকারী জাতি ধ্বংস হইল;

৩য় রূকু :—তদ্রূপ সমূদগণের পয়গম্বরের উপদেশ যে, আল্লাহরই উপাসনা কর, এবং মন্দ কর্ম্মের ফল মরণের পর ভোগ করিতে হইবে, অগ্রাহ্য করিয়া ভূমিকম্পে তাহারা বিনষ্ট হইল; তৎপর যে দলের আবির্ভাবের যে সময় ছিল, ঠিক সেই সময় সেই দল আবির্ভূত এবং তাহাদের রসুল আসিয়াছিল, তাহাকে তাহার উম্মত ভ্রম শিক্ষাদাতা বলিয়াছিল, তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া, গল্পভুক্ত জাতিতে পরিণত হইয়াছিল; যাহারা পয়গম্বরের উপদেশ মান্য করে না, তাহাদের নিকট হইতে কল্যাণ দূরীভূত হয়; তারপর মূসা এবং হারূণ আবির্ভূত হইয়াছিল, উপদিষ্ট ফের্-অ-উনের জাতি সগর্ব্বে তাহাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তাঁহার মহাশক্তির প্রমাণ ঈসা এবং মর্-ই-য়ম আসিয়াছিল, শত্রুর পীড়নে তাহাদিগকে দেশত্যাগী হইতে হইয়াছিল।

৪র্থ রূকু :—সকল রসুলগণ সৎভাবে উপার্জ্জিত এবং অনিন্দনীয় বস্তু আহারের, এবং সুকর্ম্ম করণের, এবং একমাত্র আললাহরই উপাস্য, এই উপদেশ করিয়াছেন; তাহাদের উপদেশ উপেক্ষা করিয়াও যাহারা সুখে সম্পদে থাকে, তাহা তাহাদের জন্য মঙ্গলসূচক নহে, তদ্দ্বারা তাহাদের পাপ গুরুতর করা হয়; যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাঁহার প্রদত্ত প্রমাণ ধর্ম্মগ্রন্থ, পয়গম্বর প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে, যাহারা

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করে না, যাহারা দান করে, পর-কালের হিসাবের মন্দ ফলকে ভয় করে, তাহারাই প্রকৃত মঙ্গলের দিকে ধাবিত হয়; এই আল্লাহদ্রোহী আরবগণকে যথাসময় ধৃত করা হইবে, তাহারা হত, লুণ্ঠিত, বন্দী, পরাজিত হইবে।

৫ম রুকু:—যিনি এই পার্থিব ইন্দ্রিয় সকল প্রদান করিয়াছেন, এই পার্থিব চেতনা প্রদান করিয়াছেন, তিনি কি মরণের পর আবার চেতনা প্রদান করিতে অক্ষম? ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ভূতলস্থ সমস্তের, এবং আকাশস্থ গ্রহাদিরও স্রষ্টা তিনি, এমত স্থলে পুনরুত্থান কি অসম্ভব? পয়গম্বর সত্যসহ পৌত্তলিক আরবদের নিকট আসিয়াছে যে, এক আল্লাহ ব্যতীত একাধিক উপাস্য নাই, তাঁহার সমকক্ষতাপন্ন কেহ নাই।

৬ষ্ঠ রুকু:—ইস্লাম নির্য্যাতনকারিগণের সম্বন্ধে অঙ্গীকৃত শাস্তি নিশ্চয় সত্য হইবে; তুমি ইহাদের মন্দ ব্যবহারকে ভাল ব্যবহার দ্বারা দূর কর; যখন তোমরা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবা, তখন তোমাদের সুব্যবহারে যেন ইহারা মন হইতে শত্রুতা দূর করে, আর যদি প্রতিফল স্বরূপ অতিরিক্ত শাস্তি দিতে শয়তান উত্তেজিত করে, তৎবিরুদ্ধে তাঁহারই আশ্রয়প্রার্থী হইও; আল্লাহদ্রোহিগণ মরণের পরই সুকর্ম্মার্জ্জন জন্য পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে চাহিবে; কিন্তু পৃথিবীতে কর্ম্মার্জ্জন জন্য মরণের পর আর জন্ম হয় না; কবরলোকে বাস, অর্থাৎ পুনরুত্থান পর্য্যন্ত সময়, এত দীর্ঘ যে, তৎতুলনায় ইহজীবন যেন দিবসের এক ক্ষুদ্র ভাগ মাত্র; এই হ্রস্ব পার্থিব জীবনের কর্ম্মভোগ অতি দীর্ঘ।

মোওমেনুন—আস্থাবান।

মক্কাবতীর্ণ ২৩ সংখ্যক সুরা (৭৪)।

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা

আল্লাহর নামে আরম্ভ। ১।২৩।১৮

অষ্টাদশ পারা।

১। বিশ্বাস স্থাপনকারী অর্থাৎ ভক্তিমানগণের কামনা নিশ্চয় পূর্ণ হইয়াছে, ২ (অর্থাৎ) যাহারা তাহাদের নমাজে দৈন্য প্রকাশ করে, ৩ এবং যাহারা বিফল বাক্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় ৪ এবং যাহারা জাকাত প্রদান করে, ৫ এবং যাহারা, ৬ তাহাদের পত্নী কিম্বা তাহাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার অধিকারী, (এতজ্জন্য তাহারা নিন্দনীয় নহে,) এমত স্থল ব্যতীত অন্যত্র তাহাদের ইন্দ্রিয় সংযত রাখে, ৭ কিন্তু যাহারা ইহা ব্যতীত (ইন্দ্রিয় তৃপ্তির) অন্য উপায় অনুসন্ধান করে, তৎপ্রযুক্ত তাহারা সীমাতিক্রমকারী, ৮ এবং যাহারা তাহাদের নিকট যাহা (আল্লাহ্ কর্ত্তৃক যথা ধন, স্বাস্থ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতাদি, এবং মনুষ্য কর্ত্তৃক যথা ধনাদি,) গচ্ছিত তাহার, এবং (কর্ত্তব্য পালন করণ জন্য আল্লাহর সহিত, এবং কোনও বিষয় মনুষ্যের সহিত,) তাহাদের অঙ্গীকারের প্রতি দৃষ্টি রাখে, ৯ এবং যাহারা তাহাদের নমাজ রক্ষা করে, ১০ তাহারাই (জন্নতের) উত্তরাধিকারী, ১১ তাহারাই উত্তরাধিকার ক্রমে (মহা জন্নত) ফেরদোস প্রাপ্ত হইবে; (ইহাদেরই কামনা পূর্ণ হইয়াছে,) ইহারা তাহাতে সর্ব্বদা বাস করিবে।

১২ এবং (ফের্‌-দৌসের এবং জহীমের ভবিষ্যৎ স্বামী এই) মনুষ্যকে, (অর্থাৎ তাহারা মনুষ্য শরীরকে,) আমি বস্তুতঃই মৃত্তিকার সার (আহার্য্য বস্তু) হইতে নির্ম্মাণ করিয়াছি; ১৩ তদনন্তর তাহা রেতঃ (ঐ পরিস্রুত আহার্য্য দ্রব্যকে,) এক রক্ষিত পাত্রে (জরায়ূতে।) স্থাপন করিয়াছি; ১৪ তদনন্তর ঐ রেতবিন্দুকে রক্তপিণ্ডে পরিবর্ত্তিত করিযাছি, তদনন্তর ঐ রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিবর্ত্তিত করিয়াছি, তদনন্তর ঐ মাংসপিণ্ডকে (অংশতঃ) অস্থিতে পরিবর্ত্তিত করিয়াছি; তদনন্তর ঐ অস্থি সকলকে মাংসে আবৃত করিয়ছি; তদনন্তর (তাহাতে আত্মা অর্পণ করিয়া যথাসময়) এক অন্য সৃষ্টিতে এই পৃথিবীতে (মনুষ্য স্বরূপ) দণ্ডায়মান করিয়াছি। (তিনি মাতৃগর্ভে তাহাকে জড়, উদ্ভিদ, প্রাণী রাজ্য অতিক্রম করাইয়া মনুষ্য রাজ্যে উপনীত করিযাছেন। মরণের পর তাহাকে আত্মা রাজ্যে ফের্‌-দওসে উপনীত করা কি তাঁহার পক্ষে অসম্ভব? তাহার ফের্‌-দওসে উপনীত হওয়ার কারণ সমূহের মধ্যে তাহার আল্‌লাহ্‌ পরায়ণতা একটি কারণ,) অতএব (হে মনুষ্যগণ তোমরা ঘোষণা কর,) মহা প্রশংসিত সৃষ্টিকর্ত্তা আল্‌লাহ্‌ মহা কল্যাণের অধিপতি। ১৫ ইহার (এই জন্ম গ্রহণের।) পর নিশ্চয় তোমরা মরিয়া যাইবে, ১৬ তারপর কেয়ামতের দিবস তোমাদিগকে দণ্ডায়মান করা হইবে।

১৭। এবং (তাঁহার ক্ষমতা যে অসীম তৎসম্বন্ধে আকাশের দিকে দৃষ্টি কর,) বস্তুতঃ আমিই তোমাদের উর্দ্ধে (সপ্তগ্রহের) সপ্ত পথ সৃষ্টি করিয়াছি, ফলতঃ আমি আমার সৃষ্টি সম্বন্ধে অসতর্ক নহি, (আমার চরম উদ্দেশ্য সাধন জন্য যদ্রূপ উচিত তদ্রূপ সৃষ্টি করিয়াছি।) ১৮ এবং আমিই আকাশ হইতে জলাবতীর্ণ করি, (যত আবশ্যক তৎ) পরিমাণ মত; তদনন্তর তাহা পৃথিবীগর্ভে সঞ্চিত রাখি, এবং নিশ্চয় আমি তাহা

অপহরণ করিতেও সক্ষম। ১৯ তদনন্তর তদ্বারা তোমাদের জন্য খর্জ্জুরের এবং আঙ্গুরের বাগান দণ্ডায়মান করি, তন্মধ্যে তোমাদের জন্য বহুল পরিমাণ ফলও উৎপন্ন হয়, এবং তাহা হইতে তোমরা আহার কর। ২০ এবং (ঐ বৃষ্টির সাহায্যে) তূরসীনা পর্ব্বতে জয়তুন নামক বৃক্ষ বহির্গত হয়, তাহা ভক্ষণকারীদের জন্য তৈল এবং ব্যঞ্জন উৎপন্ন করে। ২১ এবং (হে মনুষ্য জাতি) তোমাদের চতুষ্পদ জন্তু সকলেতেও তোমাদের জন্য উপদেশ রহিয়াছে। তাহাদের উদরে যাহা থাকে, তাহা হইতে আমি, তোমাদিগকে (দুগ্ধ) পান করাই, এবং পশু সকল হইতে তোমরা বহু লাভও প্রাপ্ত হও, এবং তাহাদিগের কতককে ভক্ষণও করিয়া থাক। ২২ তাহাদের উপরে (স্থলে,) এবং জলযানের উপরে (জলে,) তোমাদিগকে বহন করা হয়, (ইহা সমস্ত অন্যের অসাধ্য।) ১।২২

(যদিও তিনি মঙ্গলময়, এবং মানব জাতির ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গল জন্য রসুল প্রেরণ করেন, কিন্তু মনুষ্যগণ তাহাদিগকে গ্রাহ্য করে না, পরিণাম মন্দ, যথা :—)

২৩। নিশ্চয়ই আমি নূহকে তাহার স্বজাতীয়গণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, তখন সে তাহাদিকে বলিয়াছিল, হে আমার স্বজাতীয়গণ, আল্লাহর উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ তোমাদের উপাস্য নহে, আশ্চর্য্যের বিষয় যে তোমরা এমত স্থলেও (অপ্রকৃত উপাস্যের উপাসনা করিতে, ভীত হইতেছ না। ২৪ তদনন্তর তাহার স্বজাতীয়গণের অস্বীকারকারী প্রধান ব্যক্তিগণ, বলিতে লাগিল, এই ব্যক্তি তোমাদেরই মত মনুষ্য ব্যতীত নহে, সে ইচ্ছা করিয়াছে যে সে তোমাদের উপরে প্রাধান্য লাভ করে, যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করিতেন, নিশ্চয় ফেরেশতা-গণকে অবতীর্ণ করিতেন। (আমরা তোমাদের অপেক্ষ অনেক বিজ্ঞ

কিন্তু) এই সকল সম্বন্ধে, আমরা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতাগণের নিকট কিছুই শ্রবণ করি নাই। ২৫ নিঃসন্দেহই সে এমত একজন, যে অপ-দেবতাগ্রস্থ হইয়াছে, অতএব তাহার সম্বন্ধে কতক দিবস অপেক্ষা কর। ২৬ নূহ বলিতে লাগিল, হে আমার প্রতিপালক, তাহারা যে আমার কথায় অসত্যারোপ করিতেছে, (যে তাহারা প্লাবনে ধ্বংস হইবে না,) এমত স্থলে তুমি আমার সাহায্য কর। ২৭ তখন আমি তাহার অভিমুখে ওহি প্রেরণ করিলাম যে (হে নূহ,) আমার চক্ষের সম্মুখে তুমি নৌকা তৈয়ারি কর, এবং আমি যেমন শিখাইয়া দিই (তদনুরূপ কর,) তদনন্তর যখন আমার আদেশ সমুপস্থিত হইবে, তখন তন্দুরের ভিতরেও জল উছলিয়া উঠিবে, তখনপ্রত্যেকের যুগল তাহাতে গ্রহন কর। ফলতঃ তাহাদের মধ্যে যাহাদের সম্বন্ধে (আমার) বাক্য (অর্থাৎ আদেশ) হইয়া গিয়াছে, তাহারা ব্যতীত অপর সকলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে; (এবং হে নূহ,) যাহারা দুস্কৃত, তাহাদের সম্বন্ধে আমার নিকট প্রার্থনা করিও না, নিশ্চয় তাহাদিগকে জলমগ্ন করা হইবে। ২৮ তারপর যখন তুমি এবং তোমার সঙ্গিগণ তাহাতে আরোহণ কর, তখন বলিতে থাক, যিনি আমাদিগকে পাপিষ্ঠগণের দল হইতে উদ্ধার করিলেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ। ২৯ এবং (হে নূহ) এইরূপ প্রার্থনা করিতে থাক, হে আমার প্রতিপালক আমাকে মঙ্গলপ্রদ স্থানে অবতীর্ণ কর, ফলতঃ তুমিই সর্ব্বা-পেক্ষা উত্তম অবতীর্ণকারী। ৩০ (পাপাচারী জাতির সহিত আল্লাহ কিরূপ ব্যবহার করেন,) নিশ্চয় ইহাতে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। ফলতঃ আমি মনুষ্যগণকে পরীক্ষা করিয়া থাকি, (যে তাহারা ধ্বংসের বা রক্ষার উপযুক্ত)। ৩১ তদনন্তর পরবর্ত্তীকালের ব্যক্তিগণকে তাহাদের স্থলে দণ্ডায়মান করিয়াছিলাম; ৩২ তদনন্তর তাহাদেরই মধ্য হইতে তাহাদের নিকট রসুল পাঠাইয়াছিলাম, (এই মূল শিক্ষা প্রদানের

জন্য) যে আল্লাহেরই উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত অপর কেহ তোমাদের উপাস্য নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এমত স্থলেও তোমরা ভয় করিতেছ না; (তাঁহার আদেশবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছ।) ২।১০ = ৩২

৩৩। এবং তাহাদের, (অর্থাৎ সমূদগণের,) স্বজাতীয়গণের প্রধান ব্যক্তিগণ, যাহারা অবিশ্বাসকারী হইয়াছিল, এবং পরকালের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াকে মিথ্যা বলিয়াছিল, এবং পার্থিব জীবনে যাহাদিগকে আমি পরিতৃপ্ত করিয়াছিলাম, বলিতে লাগিল, এই ব্যক্তি তোমাদের ন্যায় মনুষ্য ব্যতীত নহে, তোমরা যাহা খাও, সেও তাহা খায়, এবং তোমরা যাহা পান কর, সেও তাহাই পান করে। ৩৪ এমত স্থলে যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মনুষ্যকে (সে যাহা শিক্ষা দিতেছে, তৎসম্বন্ধে তাহার কথা) মান্য কর, নিশ্চয় তখন তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে গণ্য হইবে। ৩৫ আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এ ব্যক্তি তোমাদের নিকট অঙ্গীকার করিতেছে যে, যখন তোমরা মরিয়া যাইবে এবং মৃত্তিকাতে এবং অস্থিতে পরিণত হইবে, নিশ্চয় তখন তোমাদিগকে বাহির করা হইবে। ৩৬ যে বিষয় তোমাদের নিকট অঙ্গীকার করা হইয়াছে, তাহা (সত্য হইতে) অতি দূর, অতি দূর। ৩৭ ইহা পার্থিব জীবন ব্যতীত নহে, আমরা মরিয়া যাই এবং (তৎপূর্ব্বে) জীবিত হই, ফলতঃ (মরণের পর আর) আমাদিগকে পুনরায় উত্থিত করা হইবে না। ৩৮ এ ব্যক্তি আল্লাহর উপর (এতৎসম্বন্ধে) অসত্যার্পণ ব্যতীত করিতেছে না; ফলতঃ আমরা (তোমাদের মধ্যে মান্যগণ্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ,) তাহাকে বিশ্বাস করিতেছি না। ৩৯ তখন (পয়গম্বর) বলিল, হে আমার প্রতি-পালক, ইহারা যে আমাকে অসত্যবাদী বলিতেছে, তদবিষয় আমাকে সাহায্য কর। ৪০ আল্লাহ বলিলেন, কিঞ্চিৎ কাল পর ইহারা

লজ্জান্বিত হইয়া যাইবে। ৪১ তখন ন্যায়তঃই তাহাদিগকে মহাশব্দ আক্রমণ করিয়াছিল, তখন আমি তাহাদিগকে তৃণবৎ ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলাম, (ইহাই আমার নিয়ম); অতএব অন্যায়াচরণকারী জাতির নিকট হইতে (মঙ্গল) দূরীভূত হউক। ৪২ তদনন্তর তাহাদের পর আমি পরবর্ত্তী কালের ব্যক্তিগণকে দণ্ডায়মান করিয়াছিলাম। ৪৩ কোন দলেরই (আবির্ভাব এবং তিরোভাবের) সময়, (তদর্থে নির্দ্ধারিত সময়ের) পূর্ব্বে আগত হয় না, এবং পশ্চাৎবর্ত্তীও হইয়া থাকে না। ৪৪ তৎপর আমি পর পর রসুলগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। যখনই কোনও জাতির নিকট তাহার রসুল আসিয়াছিল, তাহাকে তাহারা অসত্যবাদী বলিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত এক জাতির (উন্নতি, অবনতি, ধ্বংসের পর) অন্য জাতিকে (তাহার) পরবর্ত্তী করিয়াছিলাম, এবং তাহাদিগকে, (ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিকে,) আমি উপাখ্যান মাত্র করিয়াছিলাম। এমত স্থলে যে জাতি (পয়গম্বরের উপদেশে,) বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাহার নিকট হইতে (কল্যাণ) দূরীভূত হউক। ৪৫ তদনন্তর মূসা এবং তাহার ভ্রাতা হারুণকে আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম, আমার প্রকাশ্য প্রমাণ এবং ক্ষমতাসহ, ৪৬ ফের্-অ-উন এবং তাহার প্রধান ব্যক্তিগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। তখন তাহারা স্বগুরুত্ব প্রকাশ করিতে লাগিল, ফলতঃ তাহারা অতি গর্ব্বিত জাতি ছিল, (অর্থাৎ ন্যায় এবং সত্যকে তুচ্ছ করিত।) ৪৭ তখন তাহারা বলিতে লাগিল, অহো, আমরা কি আমাদের ন্যায় দুই জন মনুষ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিব, পরন্তু তাহাদের স্বজাতীয়গণ আমাদের দাসত্ব করে। ৪৮ তদনন্তর তাহাদের উভয়কে তাহারা মিথ্যাবাদী বলিতে লাগিল, তখন তাহারাও (তদর্থে লিখিত সময়ে) ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের অন্তর্গত হইল। এবং যথার্থই

আমি মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম, উদ্দেশ্য তাহারা যেন পথ প্রাপ্ত হয়। ৫০ এবং আমি মর্-ইয়ম পুত্র ঈসা, এবং তাহার জননীকে, আমার (ক্ষমতার) নিদর্শন করিয়াছিলাম এবং তাহাদের উভয়কে আমি (শত্রু হইতে রক্ষার জন্য) এক উচ্চ স্থানে আশ্রয় দান করিয়াছিলাম, তথায় বাসোপযোগী স্থান ছিল, এবং নদীও ছিল, (অর্থাৎ মিসর দেশে, নীল নদীর তীরে, রমলা নামক স্থানে তিনি কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন।) ৩।১৮—৫০

৫১। (সমস্ত রসুলগণকে এইরূপ আদেশ করা হইয়াছে,) হে রসুলগণ, যাহা অনিন্দনীয় তাহা ভক্ষণ কর, এবং সুকর্ম্ম করিতে থাক, তোমরা যাহা কর, নিঃসন্দেহই আমি তাহা অবগত। ৫২ এবং ইহাও যে, এই তোমাদের অনুবর্ত্তী (উম্মত) গণ, (মূলতঃ) একই ধর্ম্মাবলম্বী (ছিল,) এবং আমিই তোমাদের সকলেরই প্রতিপালক, অতএব আমাকেই ভয় কর। ৫৩ তদনন্তর তাহারা (অর্থাৎ অনুবর্ত্তীগণ,) তাহাদের করণীয় বিষয়, (একমাত্র আল্লাহর উপসনা)কে পরস্পরের মধ্যে ছিন্ন করিয়া (বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া মূলতঃ একই ধর্ম্মকে) বিভিন্ন করিয়া ফেলিল। (এখন) প্রত্যেক দল, যাহা তাহাদের নিকট আছে, (তাহা ভ্রমপূর্ণ হইলেও,) তাহাতেই আনন্দিত রহিয়াছে। ৫৪ অতএব (হে রসুল মোহাম্মদ (দঃ)) এক নির্ণীত সময় পর্য্যন্ত, তাহাদের অসতর্কতাতেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর। ৫৫ তাহারা কি এইরূপ গণনা করিতেছে যে, আমি তাহাদিগকে ধনে এবং সন্তানে বৃদ্ধি প্রদান করিতেছি? ৫৬ আমি কি তাহাদিগকে মঙ্গলের দিকে ত্বরান্বিত করিতেছি? কিন্তু তাহারা বুঝিতেছে না। ৫৭ যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের (অসন্তোষভাজন হওয়ার) ভয়েতে ভীত থাকে, ৫৮ এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের প্রমাণেতে (গ্রন্থে, পয়গম্বরে,)

বিশ্বাস স্থাপন করে, ৫৯ এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের সহিত উপাসনা ভাগকারীর সংযোগ করে না, ৬০ এবং যাহারা যাহা দান করিতে সক্ষম, তাহা দান করে, এবং তাহাদের প্রতিপালকের নিকট (হিসাব দিতে) ফিরিয়া যাইতে হইবে ভয়ে যাহাদের হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে, ৬১ তাহারাই মঙ্গলের দিকে ধাবিত হয়, এবং তাঁহার দিকে অগ্রসর হয়। ৬২ ফলতঃ কোনও প্রাণীকে, (তাহার সাধ্যাতীত বিষয় আদেশ করিয়া) তাহার শক্তির অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়া হয় না, এবং (সে যাহা করে,) আমার নিকট (তাহার) গ্রন্থ আছে, তাহা যাহা সত্য তাহাই প্রকাশ করে, এবং তাহাদের প্রতি (পুরস্কার হ্রাস করিয়া, বা শাস্তি অধিক করিয়া,) অত্যাচার করা হইবে না। ৬৩ কিন্তু তাহাদের (অর্থাৎ অবিশ্বাসকারী আরবদের) হৃদয় ইহা হইতে অসতর্ক রহিয়াছে, এতদ্ব্যতীত তাহাদের (ভবিষ্যৎ) কর্ম্মও আছে। ৬৪ তাহারা সে পর্য্যন্ত (তাহা করিতে থাকিবে) যাবৎ তাহাদের সচ্ছল ব্যক্তিগণকে ধৃত না করি; তখন তাহারা কাতরতা প্রকাশ করিবে। ৬৫ (তাহাদিগকে অবস্থারূপ বাক্য দ্বারা বলা হইবে,) তোমরা (এখন বৃথা) মনস্তাপ করিও না, নিশ্চয়ই অদ্য তোমাদিগকে আমার পক্ষ হইতে কোনও সাহায্য করা হইবে না। (এই ভবিষ্যৎবাণীর বদর প্রভৃতি যুদ্ধে সত্য হইয়াছিল।) ৬৬ নিঃসন্দেহই আমার আএত তোমাদের নিকট পঠিত হইত, কিন্তু তোমরা পদপ্রান্তের উপরে (পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া) ফিরিয়া যাইতে, ৬৭ তাহার প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে, এবং তাহা গল্প ভাবিতে, (তৎসম্বন্ধে) নির্ব্বোধের ন্যায় কাজ করিতে। ৬৮। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, (কোর্-আনের) কথার (সত্যতা সম্বন্ধে) তাহারা অনুধাবন মাত্র করে না, অথবা তাহাদের নিকট এমত কি আসিয়াছে, যাহা তাহাদের (পূর্ব্ববর্ত্তী) পিতাগণের নিকট

আসে নাই? ৬৯ তাহারা কি তাহাদের রসুল (মোহাম্মদ)কে চিনিতে পারিতেছে না যে, তাহাকে অস্বীকার করিতেছে? ৭০ অথবা তাহারা কি (সবিশ্বাস) বলিতেছে, তাহাতে উন্মাদ (দৃষ্ট হইতেছে?) বরং ইহাই সত্য যে, (পয়গম্বর) সত্যসহ তাহাদের নিকট আগত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই যাহা সত্য তাহা অপ্রিয় ভাবিতেছে। ৭১ ফলতঃ যাহা সত্য তাহা যদি তাহাদের অভিলাষের অনুসরণ করিত, তাহা হইলে আকাশ, এবং পৃথিবী, এবং যাহা কিছু এই উভয়ের মধ্যে আছে, তাহাতে বিশৃঙ্খলা ঘটিত। ফলতঃ তাহাদের জন্য উপদেশসহ, আমি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তদনন্তরও তাহারা তাহাদের উপদেশ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেছে। ৭২ (হে পয়গম্বর) তুমি কি পারিশ্রমিকের যাচঞা করিতেছ? কিন্তু তোমার প্রতিপালকের (অঙ্গীকৃত) পারিশ্রমিকই সর্ব্বোত্তম, এবং তিনি জীবিকাদাতা স্বরূপও সর্ব্বোত্তম। ৭৩ ফলতঃ (হে পয়গম্বর,) তুমি তাহাদিগকে অবক্র পথের দিকে আহ্বান করিতেছ, (অথচ কোনও প্রকার বিনিময়ের প্রত্যাশী নহ,) ৭৪ কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাহারা পথভ্রষ্ট। ৭৫ এবং যদি আমি তাহাদিগের প্রতি সদয় হই, এবং তাহাদিগকে বিপদ হইতে মুক্ত করি, তাহা হইলেও তাহারা (তাহাদের অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব মতই) অবাধ্যাচরণে অন্ধভাবে অগ্রসর হইতে থাকিবে। ৭৬ এবং আমি তাহাদিগকে বিপদ দ্বারা ধৃত করিয়াছিলাম, তথাপি তাহারা (তাহাদের প্রাপ্ত স্বভাব মতই) তাহাদের প্রতিপালকের নিকট কাতরতা প্রকাশ করে নাই, মনস্তাপও প্রকাশ করে নাই। ৭৭ যাবৎ আমি ইহাদের উপরে (হত, পরাজয়, দাসত্ব, লুণ্ঠনরূপ, মহা শাস্তির,) দ্বার অবারিত করিয়া দেই নাই, (তাবত

তাহাদের ঔদ্ধত্ব ভাব দূর হয় নাই।) (যখন তাহা অবারিত হইয়াছিল,) তখন তাহারা তজ্জন্য আশাহীন হইয়াছিল। ৪।২৭—৭৭

৭৮। এবং তিনিই যিনি তোমাদের জন্য কর্ণ এবং চক্ষু এবং হৃদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, (কিন্তু ইহাদের সংব্যহার করিয়া) তোমরা অতি অল্প অনুগ্রহ স্বীকার কর। ৭৯ এবং তিনিই যিনি তোমাদিগকে, পৃথিবীতে বিস্তৃত করিয়াছেন, এবং তাঁহারই নিকট তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে। ৮০ এবং তিনিই যিনি তোমাদিগকে প্রাণ দান করেন, এবং তোমাদের প্রাণ হরণ করেন, এবং তাঁহারই বিধান মত রাত্রি এবং দিবসের পরিবর্তন হয়, এমত স্থলেও তোমরা বুঝ না কেন (যে এই পার্থিব চেতনার পর, এই নিশাবসানের পর, তিনি আর এক মহা চেতনা প্রদান করিতে এবং আলোক পূর্ণ দিবস আনয়ন করিতে পারেন।) ৮১ কিন্তু ইহারা ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের মত বলিতেছে, ৮২ "আশ্চর্য্যের বিষয় যে যখন আমরা মরিয়া যাইব, এবং মৃত্তিকা এবং অস্থিতে পরিবর্ত্তিত হইব, আশ্চর্য্যের বিষয় যে (পুনঃ) নিশ্চয়ই আমাদিগকে উত্থিত করা হইবে, ৮৩ আমাদিগকে এবং আমাদের পিতাগণকেও (উত্থিত করা হইবে,) সত্য সত্যই ইতিপূর্ব্বেও ইহাই অঙ্গীকার করা হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণের গল্প ব্যতীত নহে।" ৮৪ (হে পয়াগম্বর তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমারা মহা জ্ঞানবান, (তাহা হইলে আমাকে) বলিয়া দাও এই পৃথিবী এবং তাহাতে যাহা আছে (তাহা) কাহার? ৮৫ (কতক জন) উত্তর করিবে (নিশ্চয় তাহা) আল্লাহর। তুমি বল তাহা হইলে উপদেশগ্রাহী, হইতেছ না কেন? ৮৬ (পুনঃ) তুমি জিজ্ঞাসা কর, সপ্ত স্বর্গের এবং মহা সিংহাসনের পালনকর্ত্তা কে? ৮৭ (সম্ভবতঃ কতক জন) বলিবে, তিনি আল্লাহ। (এখন) জিজ্ঞাসা কর, (এমত স্থলেও তাঁহার সতর্ক করণ অগ্রাহ্য করিতে) ভয় কর না

কেন ? ৮৮ (হে রসুল) তুমি জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা জ্ঞানবান, (তাহা হইলে বলিয়া দাও) কাহার হস্তে প্রত্যেক বিষয়ের আধিপত্য ? এবং যিনি আশ্রয়দাতা, কিন্তু যাহার বিরুদ্ধে আশ্রয়দাতা নাই, তিনি কে ? ৮৯ (সম্ভবতঃ কতক জন) বলিয়া উঠিবে, তিনি আল্লাহ ; (এখন জিজ্ঞাসা কর,) তাহা হইলে তোমরা কোন্ স্থান হইতে প্রতারিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে ? ৯০ (হে রসুল তাহারা তাঁহার উপাসনা করণ, তাঁহার একত্ব, পরকাল, রসুল প্রভৃতি কোর-আনের শিক্ষা অসত্য বলিতেছে,) বরং আমি সত্যসহ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, এবং নিঃসন্দেহই তাহারা মিথ্যা বলিতেছে। ৯১ আল্লাহ কোনও পুত্রাবলম্বন করেন নাই, এবং তাঁহার সহিত অন্য উপাস্য ও নাই, যদি তাহা হইত তাহা হইলে প্রত্যেক উপাস্য তাহার সৃষ্টি পৃথক করিয়া লইত, এবং একজন আর একজনার উপর প্রাধান্য সংস্থাপন করিত। (অপ্রকৃত উপাস্যাবলম্বন কারিগণ,) তাঁহার যেরূপ বর্ণনা করে, তাহা হইতে তিনি পবিত্র। ৯২ তিনি যাহা গুপ্ত এবং যাহা প্রকাশ্য তাহা জানেন, (তিনি সর্ব্বজ্ঞ ;) এবং যাহাদিগকে তাহারা তাঁহার সহ উপাসনাভাগী বিশ্বাস করে তাহাদিগের হইতে তিনি বহু উন্নত। ৫।১৫ = ৯২

৯৩। (হে রসুল, তুমি এইরূপ) প্রার্থনা কর, (হে আমার প্রতিপালক, তুমি (ইস্লাম নির্য্যাতন দূর করার) যে অঙ্গীকার করিয়াছ, যদি তাহা আমাকে দেখাও, ৯৪ (তাহা হইলে) হে আমার প্রতিপালক, আমাকে (শাস্তিতে) পাপাচারিগণের দলভুক্ত করিও না।" ৯৫ ফলতঃ (হে রসুল,) তাহাদের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছি তাহা তোমাকে দেখাইতে নিশ্চয় আমি সক্ষম, (ফলতঃ পয়গম্বরের জীবমাত্রেই আরব দেশের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ইস্লাম বিস্তৃত হইয়াছিল।)

৯৬। (হে রসুল যদি তোমার সহিত কেহ মন্দ ব্যবহার করে তাহা হইলে সেই) মন্দকে, যাহা প্রশংসনীয় এমত কার্য্য দ্বারা দূরীভূত কর। তাহারা তোমার যেরূপ বর্ণনা করিতেছে, (যথা তুমি জিনগ্রস্ত, বিকৃত মস্তিষ্ক, মায়াবী ইত্যাদি,) তাহা আমি উত্তম করিয়া জানি; ৯৭ এবং (যদি অযথা প্রতিশোধ গ্রহণ জন্য তোমার মন উত্তেজিত হয়, তাহা হইলে তুমি এইরূপ) প্রার্থনা কর, "হে আমার প্রতিপালক আমি শয়তানের উত্তেজনা হইতে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, ৯৮ এবং হে আমার প্রতিপালক, (যদি সে আমার নিকট) উপস্থিত হয় তাহা হইতেও তোমার আশ্রিত হইলাম। ৯৯ (এই পীড়নকারী অবিশ্বাসকারীগণ, মন্দকার্য্য করিতে নিরস্ত হয় না,) কিন্তু যখন তাহাদের কাহারও নিকট মৃত্যু সমাগত হয়, তখন (যাহা তাহার দৃষ্টি গোচর হয় তাহা দেখিয়া) বলে, হে আমার প্রতি-পালক, আমাকে (পৃথিবীতে) ফিরাইয়া দাও, ১০০ তাহা হইলে যে স্থানকে আমি ছাড়িয়া আসিয়াছি, তথায় সম্ভবতঃ পুণ্য কার্য্য করিতে পারি। (ইহাকে বলা হইবে) তাহা কখনই হইবে না। এই ব্যক্তি যাহা বলিতেছে তাহা কথা মাত্র। ফলতঃ, যে দিবস তাহাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে, সে দিবস পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎ অবরোধক রহিয়াছে। ১০১ তদনন্তর যখন সুরযন্ত্রে ফুৎকার প্রদান করা হইবে, (অর্থাৎ কেয়ামতের পুনরুত্থানে,) তাহাদের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক থাকিবে না, (কেহ অপরের সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসিত হইবে না। ১০২ তদনন্তর যাহাদের (পুণ্যের) পাল্লা গুরুতর হইবে, তাহারা মঙ্গল লাভ করিবে; ১০৩ এবং যাহাদের (পুণ্যের) পাল্লা লঘু হইবে, তাহারা জহন্নমে চিরকাল থাকিবে। ১০৪ অগ্নি তাহাদের মুখ দগ্ধ করিবে, এবং তাহাতে তাহাদের মুখ বিকৃত হইয়া যাইবে। ১০৫

(তাহাদিগকে বলা হইবে) তোমাদের নিকট কি আমার আএত পঠিত হইত না? তদস্থলেও তোমরা তাহা মিথ্যা বলিতে। ১০৬ তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের উপরে প্রাবল্য লাভ করিয়াছিল; ফলতঃ আমরাই পথভ্রষ্ট-গণের দল। ১০৭ হে আমাদের প্রতিপালক, ইহা হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া লও, তারপরও যদি আমরা (এখানে) ফিরিয়া আসি, তাহা হইলে, নিশ্চয় আমরা মন্দকর্ম্মকারী। ১০৮ আল্লাহ্ আদেশ করিবেন, (তোমরা) নরকেতেই দূরীভূত হইয়া যাও, এবং আমার নিকট কোনও প্রার্থনা করিও না। ১০৯ আমার দাসগণের এমত এক দল ছিল যাহারা বলিত, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, অতএব আমাদের পাপ মার্জ্জনা করিয়া দাও, এবং আমাদের প্রতি দয়া কর, এবং তুমি সকল দয়াবান হইতে দয়াবান। ১১০ তদনন্তর তোমরা তাহাদিগকে উপহাস্ত ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলা, (তাহাদিগকে এতদূর) পর্য্যন্ত (উপহাস উৎপীড়ন করিতা যে) তাহারা তোমাদিগকে আমাকে স্মরণ করা পর্য্যন্ত ভুলাইয়া দিয়াছিল। এবং তোমরা (চিরজীবন) তাহাদিগকে উপহাস করিতেছিলে, (তোমাদের পাপ জীবন এইরূপে শেষ হইয়াছিল।) ১১১ তোমাদের নির্য্যাতনে তাহারা যে ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিল, তজ্জন্য অদ্য আমি তাহাদিগকে (তাহার) বিনিময় প্রদান করিয়াছি। নিঃসন্দেহই ইহারাই মনস্কামনা লাভ করিয়াছে। ১১২ (আল্লাহ্ নরকবাসিগণকে) জিজ্ঞাসা করিবেন, (তোমরা সমাধি লোকে, আলমেবর্‌জখে যতদিন ছিলা, তাহার তুলনায়) পৃথিবীতে বৎসরের গণনায় তোমরা কত দিন ছিলা? ১১৩ (হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা বলিতাম মরণের পর আর জীবন নাই, কিন্তু এই সমাধি লোকে মরণের

পব নবকে প্রবেশ করা পর্য্যন্ত যতকাল ছিলাম, তাহার তুলনায় পৃথিবীতে) হয় একদিন, কিম্বা তাহার এক অংশ মাত্র বাস করিয়া ছিলাম, (কিন্তু নিশ্চয় কত কাল ছিলাম) তাহা গণনাকারী ফেবেশ্‌তাগণকে জিজ্ঞাসা করুন। ১১৪ আল্লাহ্‌ বলিলেন, তোমরা তথায় অতি অল্প কাল ব্যতীত বাস কব নাই। যদি তোমবা ইহা বুঝিতে পারিতা, (পার্থিব জীবনের পর, সুদীর্ঘ আলমেবরজখের অর্থাৎ কবব লোকের জীবন, তাহা হইলে মঙ্গল হইত।)

১১৫। (হে মনুষ্যগণ,) তোমরা কি গণনা করিতেছ যে, আমি তোমাদিগকে উদ্দেশ্যহীন ভাবে সৃজন কবিয়াছি ? যে নিশ্চয়ই তোমরা (কর্ম্মফল ভোগ জন্য) আমাব দিকে পুনরুত্থিত হইবে না ? ১১৬ ফলতঃ প্রকৃত অধিপতি আল্লাহ্‌, অতি মহৎ সম্মানিত সিংহাসনেব অধিপতি, তিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই। ১১৭ ফলতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ সহ অন্য উপাস্যকে আহ্বান কবে, তদ্রূপ কবিবাব নিমিত্ত তাহার নিকট কোনও প্রমাণ নাই, এমতস্থলে তাহার প্রতিপালকের নিকট তাহার বিচাব হইবে। নিশ্চয়ই তিনি ইহার অঙ্গীকাবকাবীকে মুক্তি প্রদান করেন না। ১১৮ (হে মহা পয়গম্বব,) তুমি (এইরূপ) প্রার্থনা কর, "হে আমাব প্রতিপালক আমাকে মার্জ্জনা কর, আমাব প্রতি দয়া কর, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।" ৬। ২৬=১১৮

নূর—জ্যোতিঃ।

মক্কাবতীর্ণ ২৪ সংখ্যক সূরা (১০)

এই স্বরার মর্ম্ম।

১ম রুকু:—এই স্বরাতে অবতীর্ণ আদেশ সকল পালন করা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য; ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিণীর দণ্ড শত কষাঘাত; এইরূপ পুরুষ এবং স্ত্রী, পবিত্রাচারিনী এবং পবিত্রাচারী মুসলমানের অগ্রহনীয়; যাহারা পবিত্র চরিত্রার দুর্ণাম রটনা করে, কিন্তু চাক্ষুষ সাক্ষী দ্বারা তাহাদের কথা প্রমাণ করিতে পারে না, তাহাদের শাস্তি অশিতি সংখ্যক কষাঘাত; স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি পরপুরুষ গমনের অভিযোগ উপস্থিত করে, এবং চারিজন সাক্ষী না থাকে, তাহা হইলে আল্লাহর নামসহ স্বামী চারিবার প্রমাণ দিলে, এবং পঞ্চম বারে বলিলে যে সে মিথ্যাবাদী হইলে যেন আল্লাহর কোপ তাহার উপর নিপতিত হয়, তাহা হইলে আল্লাহর নামে শপথ করিয়া চারিবার যদি ঐ স্ত্রী ঐ অভিযোগ অস্বীকার করে, এবং পঞ্চমবার বলে যে সে মিথ্যাবাদিনী হইলে আল্লাহর কোপ যেন তাহার উপরে পড়ে, তাহা হইলে দণ্ড হইতে মুক্ত হয়;

২য় রুকু:—যাহারা হজরত আয়েশার মিথ্যা দুর্ণামরূপ বাত্যা উত্থিত করিয়াছে, তাহাদের যে যৎ পরিমাণ দোষী, সে তৎ পরিমাণ শাস্তি পাইবে, এবং তাহাদের মধ্যে যে ইহা গুরুতর করিয়াছে, তাহার পরকালে গুরুতর শাস্তি; কাহাকেও এই দুর্ণাম সত্য মনে করা উচিত ছিল না;

৩য় রুকু:—হে মুসলমানগণ, শয়তানের অর্থাৎ আব্দুলাহ-বিন্-উবইর মতে চলিও না; এবং দণ্ড স্বরূপ দরিদ্র ব্যক্তির সাহায্য স্থগিত করিও না; পবিত্র চরিত্রার কলঙ্ক রটনায় পার-লৌকিক দণ্ড অতি গুরুতর;

৪র্থ রুকু :—অনুমতি গ্রহণ না করিয়া, এবং অভিবাদন না করিয়া, অন্যের গৃহে প্রবেশ করিও না ; যে গৃহে কেহ বাস করে না, এবং যথায় তোমাদের দ্রব্য আছে, তথায় প্রবেশে দোষ নাই ; মুসলমান নরনারীর উচিত যে যাহা দর্শন করা উচিত নহে, তাহা যেন দর্শন না করে, তাহাদের ইন্দ্রিয় যেন সংযত রাখে, স্ত্রীলোকগণ যে অঙ্গে ভূষণ পরিধান করে, তাহা তাহাদের স্বামী প্রভৃতি কতক জন ব্যতীত অন্যের দৃষ্টি হইতে গোপন রাখুক, অলঙ্কারের শব্দ হইতে না দেউক, বক্ষের উপর চাদর বিস্তৃত করিয়া দেউক ; বিধবাদের বিবাহ দিও ; গোলাম বান্দিরও বিবাহ দিও ; গোলাম নিজের মুক্তি জন্য চুক্তি-পত্র চাহিলে চুক্তি-পত্র লিখিয়া দিও, এবং চুক্তির অর্থ উপার্জ্জন জন্য অর্থ সাহায্য করিও ; দাসীগণকে মন্দ কার্য্য করিতে বাধ্য করিও না ;

৫ম রুকু :—আল্‌লাহ্ স্বর্গের এবং মর্ত্তের জ্যোতিঃ, সেই জ্যোতিঃ পবিত্র মনুষ্যগণের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, তাহারা সাংসারিক কার্য্যে নির্লিপ্তভাবে নিযুক্ত থাকে ; যাহারা ইস্‌লামে আস্থাহীন তাহাদের সুকর্ম্ম মরীচিকার মত, অর্থাৎ তাহা পারলৌকিক ফল প্রদান করিবে এমত বোধ হয়, কিন্তু দৃষ্টিভ্রম প্রযুক্ত মরীচিকা যেমন জলের রকম দেখায় তদ্রূপ তাহাও সুকর্ম্ম নহে ; ইস্‌লামে আস্থাহীন ব্যক্তি সমুদ্র গর্ভের গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় ; সে বহু অন্ধকারে বেষ্টিত ; তাহার নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত দেখিতে অক্ষম ;

৬ষ্ঠ রুকু :—কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাঁহার সম্বন্ধীয় প্রমাণ স্বর্গে, মর্ত্তে, তাহার মধ্যস্থ স্থানেও দেখিতে পায়, প্রত্যেকে তাহার অবস্থা রূপ বাক্যে তিনিই উপাস্য, সর্ব্বদোষরহিত, তাহা ঘোষণা করিতেছে ; সর্ব্বত্র তাঁহারই কর্ত্তৃত্ব ; যথা শীলাবাহী মেঘ সকল কোনও স্থানের উপরে শীলা বর্ষণ করে, কোনও স্থানের উপর দিয়া চলিয়া যায় ; তাঁহার

কৌশলে দিবা রাত্রি হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে; পদহীন, দ্বিপদ, চতুষ্পদ, শতপদ, বহু প্রকার জীব সৃষ্টি করিয়াছেন; সকলেই একজন চিন্ময় জ্ঞানময়, সৃষ্টি, পালন, সংহারকর্ত্তার বিদ্যমানতা ঘোষণা করিতেছে; তাঁহার রসুল তাঁহারই পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তথাপি কতকজনের বিশ্বাস কেবল মৌখিক, তাহারা তাঁহার আদেশ শুনিতে ইচ্ছুক নহে;

৭ম রুকু:—কিন্তু ভক্তিমান ব্যক্তিগণ সর্ব্ব বিষয় তাঁহারই মীমাংসা প্রার্থী হয়; কপটাচারীগণ যুদ্ধ করার আজ্ঞা প্রার্থী হইয়াছে, কে আজ্ঞাবহ কার্য্য হইতে প্রকাশ হয়; আরবদেশবাসিগণের যাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী, সুকর্ম্মকারী, তাহারা আরবদেশের অধিকার প্রাপ্ত হইবে, এবং অবিশ্বাসকারীগণ তাহাদিগকে দণ্ড প্রদান কার্য্যে ভূপৃষ্ঠে আল্লাহ্‌কে অশক্ত করিতে পারিবে না; তিনি ইস্‌লামকে দৃঢ় এবং নিরাপদ করিবেন; তাহারা কেবল তাঁহারই উপাসনা করিবে; তৎপর যাহারা কুফ্‌র অথাৎ ইস্‌লাম বিরুদ্ধ কার্য্য করিবে, তাহারা পাপাচারী;

৮ম রুকু:—ফজরের পূর্ব্বে, দ্বিপ্রহরের পর, যখন বিশ্রাম কর, এবং এসার পর, গোলাম, বান্দী, অল্পবয়স্ক সন্তানগণ গৃহে প্রবেশের পূর্ব্বে তিনবার অনুমতি প্রার্থী হউক, অন্য সময় অনাবশ্যক; অল্পবয়স্ক সন্তানগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উক্ত সময় সকলেও অনুমতি প্রার্থনা আবশ্যক, গৃহে অবস্থান কালে যদি বৃদ্ধা স্ত্রীগণ অতিরিক্ত বস্ত্র খুলিয়া রাখে দোষ নাই; প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অন্ধ, খঞ্জ, পীড়িত ব্যক্তির সহিত আহার করিতে দোষ নাই; আত্মীয় স্বজনের গৃহেও আহার করিতে দোষ নাই; একত্রে বা স্বতন্ত্র ভাবে আহার করিতে পার;

৯ম রুকু:—পয়গম্বরের অনুমতি ব্যতীত সভা ত্যাগ করিও না; পয়গম্বর আহ্বান করিলে তাহা অবশ্যই পালন কর্ত্তব্য;

নূর—জ্যোতিঃ।

মদীনাবতীর্ণ ২৪ সংখ্যক সূরা (১০৩)।

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ।

[১।২৪।১৮

১। এই সূরাকে আমি অবতীর্ণ করিলাম, এবং তাহা মান্য করা অপরিহার্য্য করিয়া দিলাম, এবং ইহাতে সহজ বোধগম্য আএত সমূহ অবতীর্ণ করিলাম, উদ্দেশ্য যেন তোমরা উপদেশগ্রাহী হও। ২ (তাহা এই যে) পরপুরুষ গমনকারিণী, এবং পরস্ত্রী গমন কারক, প্রত্যেককে (হে বিচারকগণ,) তোমরা একশত কষাঘাত কর, এবং যদি তোমরা আল্লাহতে এবং পরকালেতে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে আল্লাহর (আদিষ্ট) ধর্ম্ম (পালনকার্য্যে) তাহাদের অনুকূলে স্নেহভাবে তোমাদিগকে আক্রমণ না করুক। এবং মুসলমানগণের একদল যেন তাহাদের শাস্তি দর্শন করে। ৩ পর স্ত্রী গমনকারী ব্যক্তি, পর পুরুষ গমনকারিণী, বা বহু উপাস্য অবলম্বনকারিণী (মুশ্‌রেকা,) ব্যতীত অন্যকে দাম্পত্যে গ্রহণ না করুক; এবং পরপুরুষ গমনকারিনী নারীকে, পর স্ত্রী গমনকারী, কিম্বা বহু উপাস্যাবলম্বনকারী পুরুষ ব্যতীত অন্য দাম্পত্যে গ্রহণ না করুক; ইহা মুসলমানের জন্য হারাম (অবৈধ) করা হইল। ৪ যাহারা পবিত্র চরিত্রা স্ত্রীকে দুর্ণাম প্রদান করে, তৎপর চারিজন সাক্ষী সহ উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে তাহা দিগকে অশীতি সংখ্যক কষাঘাত কর; এবং কখনও তাহাদিগকে সাক্ষীস্বরূপ গ্রহণ করিও না। ইহারাই যাহারা পাপাচারী। ৫ কিন্তু যাহারা ইহার পর তওবা করে, (এইরূপ

কার্য্য জন্য অনুতপ্ত হইয়া ইহা পরিত্যাগ করার দৃঢ় সংকল্প করে,) এবং নিজকে সংশোধন করে, তজ্জন্য নিঃসন্দেহই আল্লাহ পাপমার্জ্জনাকারী, দয়াবান, (পরকালে তাহাদিগকে দণ্ডিত করেন না, কিন্তু ইহকালের শাস্তি হইতে তাহারা রক্ষা প্রাপ্ত হয় না।) ৬ এবং যাহারা তাহাদের ভার্য্যাগণের উপরে দোষারোপ করে, কিন্তু তাহারা স্বয়ং ব্যতীত তাহাদের অন্য সাক্ষী না থাকে, তাহা হইলে আল্লাহর শপথ করিয়া তাহাদের একজনার চারিবার (এইরূপ) সাক্ষ্য (হওয়া উচিত) যে সে নিশ্চয় (এতদ্বিষয়) সত্যবাদী; ৭ এবং পঞ্চমবার (সাক্ষ্য) এই যে যদি সে মিথ্যাবাদী, তাহা হইলে তাহার উপরে আল্লাহর অভিসম্পাত। ৮ এবং তৎপর (অভিযুক্তা ভার্য্যা) যদি আল্লাহর নাম সহ চারিবার সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয় সেই ব্যক্তিই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্গত, ৯ এবং পঞ্চমবারের সাক্ষ্য, যদি সেই পুরুষ সত্যবাদীদের অন্তর্গত তাহা হইলে আল্লাহর শাস্তি তাহার নিজের উপরেই পতিত হউক, তাহা হইলে সে স্ত্রীর উপর হইতে শাস্তি দূর হয়। ১০ এবং যদি আল্লাহর অনুগ্রহ, এবং অনুকম্পা, তোমাদের উপর না হইত, (তাহা হইলে নিয়ম আরও কঠিন হইত,) কিন্তু আল্লাহ মার্জ্জনাপ্রার্থীকে মার্জ্জনা করেন, এবং তিনি মহাজ্ঞানী।

ব্যা (১২৪´) (উক্ত আএত সকল অবতীর্ণ হওয়ার পর কতক দিবস গত হইয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে পর্দ্দা সম্বন্ধের আএত ও অবতীর্ণ হইয়াছিল। হজরত বিশ্বস্ত সূত্রে বনী মস্তলকগণের মদিনাক্রমণের সংবাদ পাইয়া, তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন, সঙ্গে হজরত আয়েশাকে লইলেন। বনী মস্তালিক পরাজিত হইল। মদিনা প্রত্যাগমনকালে একস্থানে শিবির সংস্থাপিত হইল, এবং রাত্রিতেই সৈন্যগণকে মদিনা যাত্রার আদেশ হইল। প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বেই

মুসলেম মাতা আয়েশা আবশ্যকীয় কার্য্য সমাধা জন্য বস্ত্রাবাসের সন্নিকটস্থ জঙ্গলে গেলেন, ফিরিয়া আসিয়া টের পাইলেন তাঁহার হার নাই। তিনি তাহা তল্লাসের জন্য পূর্ব্বস্থানে গেলেন। তখন তাঁহার বয়স বার বৎসর মাত্র। হার লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখেন উষ্ট্রচালকগণ হাউদা সহ তাঁহার উষ্ট্র লইয়া চলিয়া গিয়াছে। চালকগণ হাউদা তৈয়ার করিয়া উষ্ট্রের নিকটেই রাখিয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল আবৃত হাউদার ভিতরে মাতা আয়েশা প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি মনে করিলেন চালকগণ তাহাদের ভ্রম জানিতে পারিলে ফিরিয়া আসিবে, তখন চাদরে মুখ ঢাকিয়া সেই স্থানেই শুইয়া থাকিলেন। এমন সময় সৈন্যগণের পশ্চাৎরক্ষক সফ্-ও-য়ান তথায় আসিয়া পৌছিলেন। তিনি হজরত আয়েশাকে তাঁহার উষ্ট্র দিলেন, স্বয়ং পদব্রজ যাত্রা করিলেন। কতক্ষণ পর সকলেই মদিনাতে পৌছিলেন। এই ঘটনাটিকে নানারূপে সজ্জিত করিয়া মুনাফেক দলপতি আবদুল্লাহ-বিন-উবাই হজরত সফ্-ও-য়ানের সহিত তাঁহার কলঙ্ক রটনা করিতে লাগিল। অবদুল্লাহ-বিন-উবাই মুনাফেক (কপট) মুসলমানদিগের নেতা। হজরতের মদিনায় আগমনের পূর্ব্বে মদিনাবাসিগণের মধ্যে ইঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহারা ইঁহাকেই তাঁহাদের নেতৃত্ব অর্পণ করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার যোগ্যতার জন্য তাঁহার মস্তকে মুকুট পরাইয়া দেওয়ার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু হজরতের মদিনা পদার্পণ ইঁহার সুখ্যাতি মলিন করিয়া দিল। তিনিই সর্ব্বসম্মতিক্রমে মদিনাবাসিগণের নেতা হইলেন। এইরূপে পাঁচ বৎসর গত হইয়া গেল, কিন্তু আবদুল্লাহ-বিন-উবাই ইহা বিস্মৃত হইলেন না। তাঁহার সহিত জএদ-বিন্-রফায়া, কবি হেসান-বিন্-সাবেদ, হজরত আবুবকরের মাতার ভগিনী পুত্র মসতহ-বিন-

আনাসা, এবং মুসলমান মাতা জয়নবেরর ভগিনী হম্না প্রভৃতি যোগ দিল। এই দুর্ণাম ক্রমে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল, অল্প কয়েকজন ব্যতীত আর কেহই ইহা বিশ্বাস করিল না। তাঁহার সপত্নীগণও ইহা বিশ্বাস করিলেন না, বরং তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হজরত আয়েশার নয়ন জল আর থামিল না, তিনি শয্যা-শায়িনী হইলেন। তারপর কোর্-আনে আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হইয়া ইঁহার গৌরব নিত্য পাঠ্য করিয়া দিল)।

১১। যাহারা বাত্যা উত্থিত করিয়াছে, তাহারা তোমাদেরই একদল, (হে পয়গম্বর, এবং হে মিথ্যা দুর্ণামগ্রস্তা আয়েশে, এবং সফ্-ওয়ান,) তাহা তোমাদের জন্য মন্দ গণ্য করিও না, বরং তাহা তোমাদের জন্য মঙ্গল। তাহাদের, (অর্থাৎ দুর্ণামকারীগণের দলের,) প্রত্যেক জন, (যে) যে পরিমাণ পাপার্জ্জন করিয়াছে, সে তৎপরিমাণ দণ্ড ভোগ করিবে, এবং তাহাদের যে ব্যক্তি তাহা গুরুতর করার কার্য্য করিয়াছে, (অর্থাৎ আবদুল্লাহ-বিন্-উবাই,) তাহার জন্য গুরুতর শাস্তি রহিয়াছে। (উবাই ব্যতীত অপর চারি জনাকে দুর্ণাম দেওয়ার শাস্তি কষাঘাত ভোগ করিতে হইয়াছিল। আবদুল্লার জন্য গুরুতর শাস্তির আদেশ, এজন্য তাহাকে পার্থিব শাস্তি দেওয়া হয় নাই। কবি হসনেব হস্ত অবশ, চক্ষু অন্ধ হইয়াছিল, এবং মস্তহও দর্শনহীন হইয়াছিল।) ১২ (হে কতিপয় সন্দেহান্বিত মুসলমান নরনারীগণ,) তোমরা যখন তাহা শ্রবণ করিয়াছিলা, তখন মুসলমান পুরুষ এবং মুসলমান নারীগণ তাহাদের মনের মধ্যে ভাল ভাবে নাই কেন? এবং বলে নাই কেন স্পষ্টতঃ ইহা মহাবাত্যা? ১৩ দুর্ণাম দাতাগণ তৎসম্বন্ধে চারিজন সাক্ষী উপস্থিত করে নাই কেন? যে হেতু যখন মিথ্যা প্রযুক্ত সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারিবে না, তখন আল্লাহর

নিকট ইহারাই মিথ্যাবাদী। ১৪ ফলতঃ যদি পৃথিবীতে এবং পর-কালে আল্লাহর অনুগ্রহ এবং অনুকম্পা তোমাদের উপরে না হইত, তাহা হইলে তোমরা যৎবিষয় চর্চ্চা করিতেছিলে, তজ্জন্য মহা শাস্তি তোমাদিগকে ধৃত করিত, ১৫ (তখনই ধৃত করিত) যখন তোমরা তোমাদের জিহ্বা দ্বারা তাহা বিস্তার করিতেছিলা, এবং যাহা তোমরা জানিতা না তোমাদের মুখে তাহা বলিতেছিলা, এবং তাহা তোমরা লঘু মনে করিতেছিলা, অথচ আল্লাহর নিকট তাহা অতি গুরু। ১৬ এবং যখন তোমরা তাহা শ্রবণ করিয়াছিলা, তখন তোমরা বল নাই কেন, আমাদের এমত যোগ্যতা নাই যে, আমরা এমত কথা বলি। (হে আল্লাহ) তুমি পবিত্র, (তোমার পয়গম্বর পত্নী অপবিত্র হইতে পারেন না।) ইহা নিশ্চয় মহাবাত্যা। ১৭ আল্লাহ তোমাদিগকে উপদেশ করিতেছেন, যদি তোমরা মুসলমান, তাহা হইলে একপ কার্য্য পুনরায় করিও না। ১৮ ফলতঃ আল্লাহ আএত সকল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিলেন, ফলতঃ আল্লাহ সর্ব্বজ্ঞ, (যথা যোগ্য) আদেশকর্ত্তা। ১৯ যাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারিগণের মধ্যে যাহাতে লজ্জাকর বিষয়ের চর্চ্চা হয় ভাল বাসে, তাহাদের জন্য পৃথিবীতে এবং পরকালে মহাশাস্তি তাহা নিশ্চয়, ফলতঃ (সত্য মিথ্যা সমস্ত) আল্লাহ অবগত, কিন্তু তোমরা জান না। ২০ এবং যদি আল্লাহ অনুগ্রহ এবং অনুকম্পা না করিতেন, তাহা হইলে (তোমরা শাস্তিগ্রস্ত হইতা।) কিন্তু নিশ্চয়ই আল্লাহ কৃপাময়, দয়ালু। ২।১০=২০

২১। হে বিশ্বাস স্থাপনকারিগণ, তোমরা শয়তানের পদচিহ্নের অনুসরণ করিও না, ফলতঃ যে ব্যক্তি শয়তানের পদচিহ্নের উপর দিয়া চলে, তৎপ্রযুক্ত নিশ্চয়ই সে, যাহা নিন্দনীয়, এবং মন্দ, তাহা করার আদেশ করে; আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ এবং দয়া

না করিতেন, তোমাদের একজনও কখনও পবিত্র হইত না, কিন্তু যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আল্লাহ পাপবিমুক্ত করেন, এবং আল্লাহ্ (অনুতপ্তের পাপ মার্জ্জনার প্রার্থনা) শুনেন, এবং (বিশুদ্ধ মনে তাহা করা হইয়েছে কি না তাহাও) জানেন। ২২ এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা জ্ঞানবান, এবং যাহাদের প্রাচুর্য্য আছে, (যথা হজরত আবুবকর,) তাহারা শপথ না করুক যে, তাহারা তাহাদের সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিকে, এবং দরিদ্র ব্যক্তিকে, এবং আল্লাহর পথে গৃহত্যাগী ব্যক্তিকে, (যথা দরিদ্র, গৃহত্যাগী, বদরের যুদ্ধে জেহাদকরী মস্তাহাকে,) দান করিবে না, বরং তাহারা (দোষীকে) ক্ষমা করুক, এবং (কোন প্রকার কার্য্য দ্বারা) প্রতিশোধ গ্রহণ না করুক। তোমরা কি আগ্রহ কর না যে আল্লাহ তোমাদিগকে মার্জ্জনা করিয়া দেন? ফলতঃ (স্বয়ং) আল্লাহ্ মার্জ্জনা করেন, এবং অনুগ্রহও করেন। ২৪ যাহারা বিশুদ্ধচরিত্রা মুসলমান নারীর অপবাদ রটনা করে, যে নারী তৎবিষয় (সম্পূর্ণ) অজ্ঞ, নিশ্চয় তাহারা পৃথিবীতে এবং পরকালে নিন্দিত, এবং তাহাদের জন্য কঠিন যন্ত্রণা রহিয়াছে। ২৪ সে দিবস, তাহাদের বিরুদ্ধে, তাহারা যাহা করিতে ছিল, তৎসম্বন্ধে তাহাদের জিহ্বা, এবং তাহাদের হস্ত, এবং তাহাদের পদ সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ২৫ সে দিবস আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায্য কর্ম্মফল পূর্ণ পরিমাণ প্রদান করিবেন, এবং তাহারা নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে আল্লাহ্ প্রকাশ্যতই ন্যায়বান। ২৬ মন্দ (বাক্য) মন্দ ব্যক্তিগণেরই যোগ্য, (অথবা মন্দ নারীগণ, মন্দ পুরুষগণের যোগ্য,) এবং মন্দ ব্যক্তিগণেরই জন্য মন্দ (বাক্য) (অথবা মন্দ পুরুষগণের জন্য মন্দ নারী;) এবং পবিত্র (বাক্য) পবিত্র ব্যক্তিগণের জন্য, (অথবা পবিত্রা স্ত্রীলোকগণ, পবিত্র পুরুষগণের জন্য,) এবং পবিত্র ব্যক্তিগণের জন্য পবিত্র (বাক্য,) (অথবা, পবিত্র

পুরুষগণের জন্য পবিত্রা নারী।) তাহাদের সম্বন্ধে (মন্দ ব্যক্তিগণ যাহা) বলে, তাহা হইতে তাহারা সম্পূর্ণ পবিত্র। তাহাদের জন্য ক্ষমা এবং সম্মান প্রকাশক জীবিকা। ৩।৬—২৬

২৭। হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ, তোমাদের গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে, যাবত ঐ গৃহবাসিগণকে জিজ্ঞাসা না কর এবং সালাম অভিবাদন না কর, তাবত প্রবেশ করিও না। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম, যেন তোমরা এই উপদেশ গ্রহণ কর, (ইহার অন্যথা না কর।) ২৮ যদি ঐ গৃহেতে কাহাকেও প্রাপ্ত না হও, তাহা হইলে, যাবত তোমারা অনুমতি প্রদত্ত না হও, তাবত তাহাতে প্রবেশ করিও না। এবং যদি তোমাদিগকে বলা হয় ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে ফিরিয়া যাইও, তাহাই তোমাদের জন্য নির্দ্দোষ, ফলতঃ তোমরা যাহা কর, আল্লাহ তাহা অবগত হন। ২৯ যে গৃহে কেহ বাস করে না, যাহাতে তোমাদের দ্রব্য আছে, তাহাতে প্রবেশ করাতে তোমাদের দোষ হয় না, ফলতঃ (সৎ কি অসৎ যে অভিপ্রায়ে তোমরা কোনও কর্ম্ম কর) তোমরা যাহা প্রকাশ কর, বা গোপন কর, আল্লাহ তাহা জানেন।

৩০। (হে রসুল) তুমি মুসলমানদিগকে আদেশ কর, তাহাদের দৃষ্টি অবনত করুক, এবং তাহাদের ইন্দ্রিয় সংযত রাখুক, ইহা তাহাদের জন্য পবিত্রকারক, যে কর্ম্ম তোমরা কর, নিশ্চয় আল্লাহ তাহা অবগত হন। ৩১ (হে রসুল) মুসলমান নারীগণকে আদেশ কর, তাহাদের দৃষ্টি নিম্নাভিমুখ করুক, এবং তাহাদের ইন্দ্রিয় সংযত রাখুক, এবং তাহাদের ভূষণ প্রকাশ হইতে না দেউক, কিন্তু ঐ ভূষণের যাহা (সাধারণতঃ) প্রকাশিত হয় (তদ্ব্যতীত অন্য ভূষণ আবৃত রাখুক;) এবং তাহাদের বক্ষঃস্থলের উপর চাদর বিস্তৃত করুক, এবং তাহাদের স্বামী, কিম্বা পিতা, অথবা স্বামীর পিতা, অথবা পুত্র, অথবা

স্বামীর পুত্র, অথবা তাহাদের ভ্রাতা, অথবা ভ্রাতার পুত্র, অথবা ভগিনীর পুত্র, অথবা তাহাদের স্ত্রীলোকগণ, অথবা তাহাদের হস্ত যাহার অধিপতি, কিম্বা নিষ্কাম আজ্ঞাবহ পুরুষগণ, অথবা যে বালকগণ স্ত্রীলোকদের যে সকল অঙ্গ আবৃতকরণ আবশ্যক তদ্বিষয় অবগত নহে, তাহাদের সম্মুখে ব্যতীত, অন্যের নিকট অলঙ্কার স্থান প্রকাশ না করুক। এবং তাহাদের পদদ্বয় এমতভাবে স্থাপন না করুক, যেন তাহাদের যে অলঙ্কার গুপ্ত রহিয়াছে, (তাহার বাদ্যে অন্যে তাহা) জানিতে পারে। এবং হে মুসলমানগণ, (তোমাদের মনে যে সকল কথা উদয় হয় তজ্জন্য সকলই) আল্লাহর নিকট তওবা কর। এই সকল আএত, বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য, উদ্দেশ্য যে যেন তোমরা অভিষ্ট লাভ করিতে পার। ৩২ এবং (হে মুসলমানগণ,) তোমাদের মধ্যে যাহারা স্বামীহীনা, তাহাদিগকে বিবাহে আবদ্ধ কর, এবং তোমাদের সুচরিত্র গোলাম এবং বান্দীদিগকে বিবাহ দিও; যদি তাহারা অভাবগ্রস্ত, আল্লাহ তাঁহার অনুগ্রহে তাহাদিগকে অভাবহীন করিবেন। ফলতঃ আল্লাহই প্রাচুর্য্য প্রদানকারী, এবং অবস্থাজ্ঞ। ৩৩ এবং যাহাদের বিবাহ করিবার সংস্থা নাই, আল্লাহ যাবত তাহাদিগকে প্রাচুর্য্য প্রদান না করেন, তাবত তাহাদিগের ধৈর্য্য ধারণ করা উচিত। এবং তোমাদের দাসগণের মধ্যে যাহারা (মুক্তিলাভের) অঙ্গীকার-পত্র প্রার্থনা করে, যদি তোমরা তাহাদিগকে ভাল বিবেচনা কর, তাহা হইলে তাহাদিগকে অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দাও, এবং আল্লাহ তোমাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন, তাহা হইতে তাহাদিগকে কিছু দান কর। এবং তোমাদের যে দাসিগণ পবিত্র থাকিতে ইচ্ছা করে, এই পার্থিব জীবনের লাভের জন্য তাহাদিগকে মন্দ কর্ম্ম করিতে বাধ্য করিও না। ফলতঃ যে ব্যক্তি তাহাদিগকে (ঐ রূপ কর্ম্ম করিতে)

বাধ্য করে, তাহা হইলে তাহাদের জানা উচিত যে, তাহাদের (এই রূপ) বাধ্য হওয়ার পর, আল্লাহ্ নিশ্চয় পাপ মার্জ্জনা করিয়া দেন এবং দয়া করেন। ৩৪ এবং (কিরূপে পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিতে হয় তজ্জন্য) আমি তোমাদের নিকট বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আএত সকল অবতীর্ণ করিয়াছি, এবং তোমাদের পূর্ব্বে যাহারা গত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টান্ত, (যথা অস্পর্শিতা মর্‌ইয়মের বিষয়,) অবতীর্ণ করিয়াছি, (হজরত আয়শার ন্যায়, হজরত মর্‌ইয়মকেও লোকেরা দুর্ণামগ্রস্তা করিয়াছিল।) ফলতঃ পাপ বর্জ্জনকারীগণের জন্য (এই সকল) উপদেশ। ৪।৮=৩৪

৩৫। আল্লাহ্ দ্যু লোকের এবং ভূ লোকের জ্যোতিঃ। যে জ্যোতির সহিত তাঁহার তুলনা হইল, সেই জ্যোতির দৃষ্টান্ত, (যথা মস্‌জিদ মধ্যে) আলোক রাখিবার একটি তাক, তাহাতে প্রদীপ রহিয়াছে, ঐ প্রদীপ স্ফটিক পাত্র মধ্যে রাখা হইয়াছে, ঐ স্ফটিক পাত্র জ্যোতিষ্মান তারকার ন্যায় উজ্জল; (বহু পয়গম্বরগণের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত) জয়তুন (নামক) মঙ্গলপ্রদ বৃক্ষের তৈল দ্বারা ঐ প্রদীপ প্রজ্জলিত করা হয়, ঐ জয়তুন বৃক্ষ, (পৃথিবীর) পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে জন্মে না, (তাহা অপার্থিব,) ঐ তৈল এমন যে অগ্নি স্পর্শ ব্যতিরেকে প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। জ্যোতির উপর জ্যোতিঃ। যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আল্লাহ্ এই জ্যোতির দিকে পথ দেখান। ফলতঃ মনুষ্য-গণের জন্য আল্লাহ্ এই রূপক বর্ণনা করিলেন। সমস্তই আল্লাহর জ্ঞানগোচর। ৩৬ যে গৃহে তাঁহাকে মহিমান্বিত করা হয়, এবং যথায় তাঁহার নাম স্মরণ জন্য আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন, (সেই মস্‌জিদে পূর্ব্বোক্ত জ্যোতির দিকে পথপ্রদর্শিত) মহাপুরুষগণ (অর্থাৎ পয়গম্বরের সাহাবীগণ,) প্রাতঃ এবং সন্ধ্যা, তাঁহার পবিত্রতা বাদ করিয়া থাকেন।

৩৭ (ইহারা এমন পবিত্র) পুরুষ যে, ইহাদিগকে, ইহাদের (সুবিস্তীর্ণ) বাণিজ্য, এবং ক্রয় বিক্রয় (প্রভৃতি লুব্ধকর সাংসারিক কার্য্যও) আল্লাহকে স্মরণ করায়, এবং নমাজ স্থিরতর রাখার, এবং জাকাত দান করার কার্য্য হইতে অসতর্ক করিতে অক্ষম। ইহারা সে দিবসকে ভয় করে, যে দিবস হৃদয়ের এবং দর্শনের (কল্পনাতীত) পরিবর্ত্তন হইবে। ৩৮ উদ্দেশ্য যে তাঁহারা যাহা করিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে তাহার অতি উত্তম বিনিময় প্রদান করেন, তাঁহার অনুগ্রহ ক্রমে তাহাদিগকে আরও অধিক প্রদান করেন। ফলতঃ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আল্লাহ্ গণনাতীত লাভবান করেন। ৩৯ এবং যাহারা (আত্মসমর্পন) অস্বীকারকারী, তাহাদের সাধু কর্ম্ম (মরুভূমির) মরীচিকার ন্যায়, তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি তাহা জল বলিয়া গণ্য করে, যাবৎ তাহার নিকট আসে (না, তাবৎ তাহা জলই ভাবে. যখন নিকটে আসে তখন তাহাকে) কিছুই প্রাপ্ত হয় না, (উপধর্ম্মবলম্বীগণ তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম নিস্ফল প্রাপ্ত হয়,) এবং (বিচারক স্বরূপ) আল্লাহকে তাহার নিকট প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি (যাহা তাহার প্রাপ্য তাহার) গণনা পূর্ণ করিয়া দেন ; ফলতঃ আল্লাহ (পাপ পুণ্যের) হিসাব অতি শীঘ্র ধার্য্য করিতে সক্ষম। ৪০। অথবা (ইস্লাম অবিশ্বাসকারী ব্যক্তি,) গভীর সমুদ্রের (গর্ভস্থ) অন্ধকারের ন্যায় (অন্ধকারে নিমগ্ন,) তাহাকে উপর দিয়া তরঙ্গ আবৃত করিয়া লইয়াছে যে তরঙ্গের উপরে তরঙ্গ, তাহার উপরে (আবার গাঢ় কৃষ্ণ) মেঘ, এক অন্ধকার অন্য অন্ধকারের উপরে (অবস্থিত ; সুতরাং সেই সাগরতলস্থ অন্ধকার এমত গাঢ় যে,) যখন তাহার হস্ত বহির্গত করে, তখন তাহাও দেখিতে পায় না। ফলতঃ আল্লাহ্ যাহার জন্য আলোক সৃষ্টি করেন নাই, সে কিঞ্চিতও আলোক প্রাপ্ত হয় না।

(সে মহান্ধকারে নিমগ্ন, তাহার বিশ্বাস গাঢ় অন্ধকারের ন্যায় কিছুই দেখাইতে পারে না।)

৪১। (হে চিন্তাশীল,) তুমি কি (এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি) কর নাই, যে যাহা কিছু স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যে, এবং উড্ডীয়মান পাখী সকল, (অথবা নক্ষত্রাবলীও) (প্রকাশ্য এবং অবস্থারূপ বাক্য দ্বারা,) আল্লাহর পবিত্রতার জপ করিতেছে, (যে যিনি সর্ব্ব দোষ হইতে পবিত্র,) প্রত্যেকে তাঁহার উপাসনা এবং পবিত্রতাবাদ জানে, এবং তাহারা যাহা করিতেছে আল্লাহ্ তাহা অবগত; ৪২ এবং স্বর্গের এবং মর্ত্তের আধিপত্য তাঁহার; এবং তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন? ৪৩। (হে ভাবুক তুমি কি এ বিষয়) দৃষ্টি কর নাই যে, আল্লাহ্ মেঘ সকলকে (যথাস্থলে) সঞ্চালিত করেন, তদনন্তর মেঘ খণ্ড সকলকে পরস্পর সংমিলিত করেন; তদনন্তর তাহাদিগকে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করেন, তখন তুমি দেখিতে পাও যে তাহাদের মধ্য হইতে জলধারা বিনিঃসৃত হইতেছে। এবং শিলা সকলের পর্ব্বত যে মেঘ সকলের মধ্যে (লুক্কায়িত থাকে,) তদনন্তর তাহা হইতে তাহা (অর্থাৎ কতক মেঘকে,) যাহার উপরে ইচ্ছা তাহার উপর উপনীত করেন, এবং যাহার উপর হইতে ইচ্ছা তাহা ফিরাইয়া দেন, সেই (মেঘের) বিদ্যুতের চমক এমত যে দর্শনশক্তি প্রায় ধ্বংস করিয়া ফেলে *। ৪৪। আল্লাহ্ রাত্রি এবং দিবসে পরিবর্ত্তন সংঘটিত করেন, (শীত কালের রাত্রিমানের কতক অংশকে গ্রীষ্ম কালের দিবামানে, এবং গ্রীষ্ম কালের দিবামানের কতক অংশকে শীত কালে রাত্রি মানে, অথবা সুখের

---

* রূপক স্বরূপ অর্থ—নির্য্যাতনক্লিষ্ট মুসলেমগণ কেহ হবশে, কেহ মদীনায় পলায়ন করিল, মদীনায় সকলে একত্র হইল, তখন বারি বর্ষণ—ইসলাম বিস্তার আরম্ভ করিল, এবং নির্য্যাতনকারিগণকে শীলা বর্ষিত ক্ষেত্রের ন্যায় দলিত করিল। (অনুবাদক)

সময় দুঃখে পরিবর্ত্তিত করেন;) নিশ্চয়ই চক্ষুষ্মানের জন্য ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে। ৪৫। এবং সমস্ত গমনশীল প্রাণীকে (যাহাকে জল বলা যাইতে পারে সেই) জল হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন; তদনন্তর তাহাদের কতক উদরের উপর দিয়া চলে, এবং তাহাদের কতক দুই পায়ের উপর চলে; এবং তাহাদের কতক চারি পায়ের উপর চলে, (পদহীন, দ্বিপদ, চতুষ্পদ, শতপদ প্রভৃতি) যাহা ইচ্ছা তাহা আল্লাহ সৃষ্টি করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। ৪৬ আমি সহজ বোধগম্য প্রমাণ সকল অবতীর্ণ করিয়াছি, ফলতঃ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আল্লাহ্ অবক্র পথের দিকে পথ প্রদর্শন করেন।

৪৭। এবং (কতক জন) বলে আমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলেতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, এবং আমরা (তাঁহার) আজ্ঞাবহ, ইহার পর ও তাহাদের এক দল অন্যাভিমুখী হয়, ফলতঃ তাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী নহে। ৪৮। এবং যখন তাহাদিগকে আল্লাহ্ এবং রসুলের দিকে আহ্বান করা হয়, (যে তিনি আল্লাহর গ্রন্থ মত) মীমাংসা করিয়া দেউন, তখন তাহাদের এক দল অস্বীকৃত হয়; ৪৯ এবং যদি ন্যায় তাহাদের স্বপক্ষে থাকিত তাহা হইলে তাহারা তাঁহার নিকট ধাবিত হইয়া আসিত। ৫০ তাহাদের হৃদয়েতে কি ব্যাধি রহিয়াছে? অথবা তাহারা সন্দেহ করিতেছে? অথবা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুল তাহাদের প্রতি অন্যায় করিবেন সন্দেহ করিতেছে? বরং নিশ্চয় ইহারাই দোষী। ৬।১০=৫০

৫১। যখন মুসলমানদিগকে তাহাদের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহর দিকে এবং তাঁহার রসুলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন (তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের বিবাদের মীমাংসা শ্রবণ করে, এবং) বলে, আমরা (আপনার

মীমাংসা) শ্রবণ করিলাম, এবং মান্য করিলাম। ইহারাই যাহারা অভীষ্ট লাভ করিবে। ৫২ ফলতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের বাধ্য হইয়া চলে, এবং আল্লাহকে ভয় করে, এবং তাঁহার নিষিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করে, তাহারাই যাহারা সুফল ভোগকারী হয়। ৫৩ এবং (হে পয়গম্বর এই কপটাচারীগণ,) আল্লাহর নাম লইয়া, তাহাদের গুরুতর শপথ করিয়া (বলে যে) যদি তুমি তাহাদিগকে আদেশ কর, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় (যুদ্ধার্থে) বাহির হইবে। তুমি তাহাদিগকে, বল শপথ করিও না, আজ্ঞাধীনতা (কার্য্য দ্বারা) জানা যায় ; তোমরা যাহা কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহা অবগত হন। ৫৪ তাহাদিগকে বল, আল্লাহ্ এবং রসুলের আজ্ঞাবহ হও ; ইহার পরও যদি কেহ মুখ ফিরাইয়া লও, তাহা হইলে, ইহা ব্যতীত নহে যে, সে যাহা বহন করিতেছ, তাহার জন্য তাহার দায়িত্ব ; এবং তোমরা যাহা বহন করিতেছ, তোমাদের উপরে তাহার দায়িত্ব ; এবং যদি তাঁহার আজ্ঞা বহন কর, তাহা হইলে তোমরা পথপ্রাপ্ত হইবা, ফলতঃ (আল্লাহর আদেশ) প্রকাশ্যতঃ উপনীত করিয়া দেওয়া ব্যতীত রসুলের উপর দায়িত্ব নাই। ৫৫ (হে আরব দেশবাসিগণ,) তোমাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিবে, এবং ভাল কার্য্য করিবে, তাহাদিগকে আল্লাহ্ এই বাক্য দান করিতেছেন যে, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী (য়িহুদীগণকে) যেমন (শাম দেশের) উত্তরাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহাদিগকেও, (অবিশ্বাসকারীগণের প্রতিকূলে এই দেশে,) উত্তরাধিকার প্রদান করিবেন। এবং তাহাদের যে ধর্ম্মকে আল্লাহ্ তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, তাহাকে (অর্থাৎ ইস্‌লামকে) দৃঢ়তর করিবেন, এবং তাহাদের ভয়কে ইহার পরে নিরাপদে পরিবর্ত্তিত করিবেন। তাহারা (বিশ্বাস এং কার্য্য

দ্বারা কেবল) আমারই উপাসনা করিবে, আমার সহিত কোনও উপাসনা ভাগী যোগ করিবে না ; এবং ইহার পর যাহারা কুফর অর্থাৎ ইস্লাম-বিরুদ্ধ কার্য্য করিবে, তৎপ্রযুক্ত তাহারাই পাপাচারী হইবে। (এই আএতের ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। *) ৫৬ অতএব (হে মুসলমানগণ) তোমরা নমাজ স্থির রাখ, এবং দান কর, এবং রসুলের আজ্ঞাবহ হও, যেন তোমরা অনুগৃহীত হও। ৫৭ (হে শ্রোতা) তুমি এমত পণ করিও না যে অবাধ্যাচারীগণ, (তাহাদিগকে দণ্ড প্রদান কার্য্যে,) পৃথিবীতে (আল্লাহকে) অশক্ত করিতে পারিবে ; এবং পরকালে তাহাদের অবস্থানের স্থান অগ্নি এবং বাসস্থান স্বরূপ তাহা অতি মন্দ স্থান। ৭।৭=৫৭

৫৮। হে মুস্লেমগণ, তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার প্রভু, (অর্থাৎ তোমাদের গোলাম এবং বান্দী,) এবং তোমাদের যাহারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা, ফজরের পূর্ব্বে, এবং দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা (আবশ্যকীয় বস্ত্র ব্যতীত অপর) বস্ত্র খুলিয়া রাখ, এবং এসার নামাজের পর, (তোমাদের গৃহে প্রবেশ কালে) তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করুক। যে হেতু (এই) তিন (সময়) তোমাদের নির্জ্জনতার সময়। ইহা ব্যতীত (অন্য সময় অনুমতি না লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলে) তোমাদের এবং তাহাদের কোনও দোষ হয় না। তোমাদের এক জনাকে অন্য জনের নিকট যাতায়াত আবশ্যক। আল্লাহ্ আএত সকল এইরূপ বর্ণনা করিলেন, যেহেতু তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং আদেশকর্ত্তা। ৫৯ এবং যখন তোমাদের অল্প বয়স্ক বালকগণ পূর্ণ বয়স্ক হয়, তখন যেমন (পূর্ণ বয়স্কগণ) তাহাদের পূর্ব্বে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল, তদ্রূপ তাহারাও অনুমতি প্রার্থনা করুক। আল্লাহ তোমাদের জন্য এইরূপ আএত

* ৫ম হিজরাবতীর্ণ আএত।

বর্ণনা করিলেন ; আল্লাহ্ সর্ব্বজ্ঞ ও সুবিবেচক। ৬০ এবং যে স্ত্রীলোকগণের (বৃদ্ধত্ব প্রযুক্ত) বিবাহের আশা নাই, তাহারা গৃহে উপবিষ্ট থাকা কালে অলঙ্কার স্থান অনাবৃত না করিয়া তাহাদের বস্ত্র (চাদর) খুলিয়া রাখে, তাহাতে দোষ নাই, কিন্তু যদি সতর্কতা করে তাহা হইলে তাহাদের জন্য ভাল। ফলতঃ (কাহার সম্বন্ধে কি কথা হয় আল্লাহ্ তাহা) শুনেন, এবং (কে কেমন তাহা তিনি) জানেন। ৬১ (প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে তোমরা) অন্ধ ব্যক্তির, বা খঞ্জ ব্যক্তির, অথবা পীড়িত ব্যক্তির, অথবা তোমাদের পরস্পরের সহিত, যদি তোমরা নিজের বাড়ীতে, অথবা তোমাদের পিতাগণের, অথবা মাতাগণের, অথবা ভ্রাতাগণের, অথবা ভগিনীগণের, অথবা পিতৃব্যগণের, অথবা পিতার ভগিনীগণের, অথবা মাতুলগণের, অথবা মাতার ভগিনীগণের, অথবা যাহার চাবি তোমাদের হস্তে অর্পিত সেই, অথবা বন্ধুগণের গৃহে আহার কর, তাহাতে তোমাদের দোষ হয় না। এবং যদি তোমরা একত্রিত হইয়া, অথবা পৃথক্ পৃথক্ আহার কর তাহাতেও দোষ নাই। অতএব যখন তোমরা কোন গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের পরস্পরকে সালাম অভিবাদন করিও। ইহা আল্লাহর প্রদত্ত মঙ্গল প্রার্থনা। ইহা মঙ্গলদায়ক এবং উৎকৃষ্ট প্রথা। তোমরা যেন জ্ঞান লাভ করিতে পার, তজ্জন্য আল্লাহ্ এই আএত সকল তোমাদের নিকট বর্ণনা করিলেন।
৮।৪ — ৬১

৬২। নিশ্চয়ই তাঁহারাই মুসলমান, যাহারা আল্লাহতে এবং তাহার রসুলেতে বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং যখন একত্রিত হইয়া কোনও কার্য্য জন্য তাঁহার সঙ্গে থাকে, তখন যাবত তাঁহার অনুমতি গ্রহণ না করে, তাবত চলিয়া যায় না। নিশ্চয়ই যাহারা তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে, তাহারা আল্লাহতে, এবং তাঁহার রসুলেতে বিশ্বাস স্থাপন-

কারী। অতএব যখন তাহাদের কেহ কোনও কার্য্য জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে, তখন তাহাদের মধ্যে যাহাকে তুমি ইচ্ছা কর তাহাকে, অনুমতি প্রদান কর, এবং আল্লাহর নিকট তাহার জন্য রক্ষা প্রার্থনা করিও। নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মার্জ্জনাকারী, দয়াময়। ৬৩ রসুলের আহ্বানকে, তোমাদের এক জন অন্যজনকে যে আহ্বান করে, (যাহা পালন করা ইচ্ছাধীন,) তদ্রূপ (মনে) করিও না, (তাঁহার আহ্বান পালন করা কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য।) তোমাদের মধ্যে যাহারা গুপ্তভাবে পলায়ন করে, আল্লাহ তাহাদিগকে নিশ্চয় জানেন, (অন্যত্র গমন জন্য অনুমতি গ্রহণও কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য।) অতএব, যাহারা রসুলের আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাদের উচিত যে তাহারা বিপদপাতের অথবা শাস্তিগ্রস্ত হওয়ার ভয় করুক। ৬৪ অহো, যাহা কিছু স্বর্গে এবং মর্ত্তে, তাহা কি নিঃসন্দেহই আল্লাহর নহে? তোমরা যাহার উপরে চলিতেছ, (যেরূপ কর্ম্ম করিতেছ এবং যে বিশ্বাস পোষণ করিতেছ,) তাহা তিনি জানেন, এবং যে দিবস তোমরা তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইবা, সে দিবস তোমাদের কৃত কর্ম্ম তিনি তোমাদিগকে দেখাইবেন; ফলতঃ আল্লাহ সমস্ত বিষয় অবগত। ৯।২—৬৩

ফুর্-কান—পাপপুণ্য পৃথককারী গ্রন্থ।

মক্কাবতীর্ণ ২৫ সংখ্যক সূরা (৪২)।

এই সূরার মর্ম্ম।

১ম রুকু :—মঙ্গলময় আল্লাহ কোর্-আন, পয়গম্বরের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপদেশক স্বরূপ অবতীর্ণ করিতেছেন; তিনি সমস্তের সৃষ্টি কর্ত্তা, তজ্জন্য পুত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই; তাঁহার পুত্র কন্যা হওয়ার উপযুক্ততা কাহারও নাই; সকলেরই উপযুক্ততা তিনি স্থির করিয়া দিয়াছেন; লোকে মঙ্গলামঙ্গল কর্ত্তা জ্ঞানে অন্য উপাস্য অবলম্বন করিয়াছে; তাহারা কোর্-আন এবং পয়গম্বরের নানা প্রকার দোষ বাহির করিতেছে, এইরূপে পথভ্রষ্ট হইয়া পথ বাহির করিতে পারিতেছে না, ইহাদিগকে এতদুপযুক্তই করিয়াছেন;

২য় রুকু :—ধর্ম্মদ্রোহী আরবগণ বলিতেছে, যাহার মধ্যে জল প্রণালী-সকল প্রবাহিত. এমত উদ্যান সকল কেন আল্লাহর পয়গম্বরের নাই? পরকালে তাঁহার জন্য এই পার্থিব উদ্যান সকল হইতেও উত্তম উদ্যান আছে, কিন্তু তাহারা পরকালই বিশ্বাস করে না; ঐ কেয়ামত অবশ্যই ঘটিবে, তখন তাহাদের উপাস্য ফেরেশ্‌তা দেবীগণ তাহাদের উপাসনা অস্বীকার করিবে; যে মন্দ কর্ম্ম করিবে, পরলোকে সে তজ্জন্য কষ্টকর শাস্তি ভোগ করিবে; হে নির্য্যাতনগ্রস্ত মুসলমানগণ, তোমরা ইস্লামে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক, কারণ ইহার বিনিময় পারলৌকিক মঙ্গল।

৩য় রুকু :—অবিশ্বাসকারিগণের আপত্তি, প্রত্যুত্তর, তাহাদের সুকর্ম্ম ধ্বংস, তাহাদের অনুতাপ, প্রত্যেক নবীর মনুষ্য শত্রু হইয়াছে; পয়গম্বর-দ্রোহীর পরিণাম;

৪র্থ রুকু :—পয়গম্বরের উপদেশ অগ্রাহ্যের ঐহিক পরিণামের দৃষ্টান্ত :—মূসার, নূহের, উপদিষ্ট অবিশ্বাসকারী দলকে জলমগ্ন করা হইয়াছিল ; আদ সমূদ এবং বহু অবাধ্যাচারী জাতিকে দণ্ড প্রদান করা হইয়াছিল ; এই আরবগণ কতক ধ্বংস প্রাপ্ত জাতির দেশ দিয়া যাতায়াত করে, তাহাদের উৎসন্ন প্রাপ্ত দেশ দেখিয়া তাহাদের ধারণা হয় কেয়ামতে ইহাদিগকে উত্থিত করা বিশ্বাস অযোগ্য, তুমি কেয়ামত বিষয়ে উপদেশ দান করিতেছ, তোমাকে দেখিয়া তজ্জন্য উপহাস করিতেছে, তাহারা স্বভাবতঃই অবিশ্বাসকারী, যেন পশু স্বভাব প্রাপ্ত ;

৫ম রুকু :—তিনি যে অজ্ঞতা বিস্তীর্ণ করিয়াছেন, তাহা ক্রমশঃ দূর করিতেছেন ; রাত্রি মরণের পরের অবস্থা কবর লোক স্বরূপ, দিবস সমুত্থান স্বরূপ, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা পরকাল সম্বন্ধে অজ্ঞতা দূর করিতেছেন ; কোর-আন্ রূপ সলিল সকলের জন্য বর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু এই অনুগ্রহ অল্প ব্যক্তি স্বীকার করিতেছে ; অবিশ্বাসকারীদের জন্য কোর্-আনেতেই উত্তর পাইবে, তিনিই পুণ্য এবং পাপরূপ দুই সমুদ্র প্রবাহিত করিয়াছেন ; কতক জন সন্তানসন্ততি জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপসনা করে, কিন্তু তাহারা সন্তান দান বা হরণ কিছুই করিতে পারে না ; তিনিই প্রথমতঃ অসাধারণ নিয়মে আদম, এবং তাঁহারই শরীর হইতে হাওয়া, তদনন্তর সাধারণ নিয়ম মত পিতা মাতা হইতে মনুষ্য সৃষ্টি করিতেছেন ; তুমি হে পয়গম্বর, অজ্ঞতা নাশকারী শেষ রসুল ; সন্তান সন্ততি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়, হে মনুষ্য, তাঁহারই উপর নির্ভর কর, তিনিই জীবনদাতা, অমর ; তিনি বিশ্ব তাঁহার ছয় দিবসে প্রকাশ করার পর, পুত্র, কলত্র, ধন, স্বাস্থ্য বিশ্বের দানাদি সমস্ত কার্য্য স্বয়ং পরিচালনা করিতেছেন, সর্ব্বত্র তাঁহার দয়া প্রকাশিত হইতেছে ; কিন্তু বহু ঈশ্বর উপাসকগণ তাঁহার এক নাম দয়াময় তাহাই স্বীকার করে না ;

৬ষ্ঠ রুকু :—তিনি মঙ্গলময়, রাশি চক্রে সূর্য্যকে পরিচালিত করিয়া ঋতু সকলের আবির্ভাব করিয়া প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতেছেন; তিথি, পক্ষ, রাত্রি, দিবা, দ্বারাও তদ্রূপ করিতেছেন; তিনি রহমান মহা দয়ালু; যাহারা ভক্তিমান, তাহাবা দীনভাবাপন্ন, রাত্রিতে তাঁহার উপাসনা-রত, পাপ-ভীরু, পরকালের কল্যানকামী, মিতব্যযী, আবশ্যকীয় ব্যয়ে অকুণ্ঠিত, একমাত্র আল্‌লাহ্‌ব উপাসক, ন্যায় স্থল ব্যতীত প্রাণী হত্যা করে না, ইন্দ্রিয় সংযমকারী, মন্দ কর্ম্মে অনুতপ্ত, মিথ্যা সাক্ষ্য পরিহারকারী, আএত সকলের প্রকৃত অর্থ গ্রহণে চেষ্টিত, সাধু পুত্র অভিলাষী, (কেবল সম্ভোগাভিলাষী নহে ;) ইহারা অমরতের উন্নত স্থানে স্থান প্রাপ্ত হইবে; যাহারা ফুর্‌-কান, পাপপুণ্য পৃথক্‌কারী গ্রন্থ অবিশ্বাস করে, তাহারা নিন্দিত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার উপযুক্ত হয়।

ফর-কান—পাপপুণ্য পৃথক্‌কারী গ্রন্থ।

মক্কাবতীর্ণ ২৫ সংখ্যক সূরা (৪২)।

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্‌লাহর নামে আরম্ভ।

১। যিনি (মঙ্গলকে অমঙ্গল হইতে) পৃথক্‌কারী গ্রন্থ, (কোর্‌-আন,) তাঁহার দাস (মোহাম্মদের দঃ) উপর অবতীর্ণ করিয়াছেন, তিনি মঙ্গলময়; উদ্দেশ্য যে পয়গম্বর পৃথিবীর জন্য উপদেশদাতা হউক। ২ তিনিই (ইহা অবতীর্ণ করিতেছেন) যাঁহার জন্য স্বর্গের এবং মর্ত্তের আধিপত্য। তিনি কোনও পুত্র (সহকারী স্বরূপ) অবলম্বন করেন নাই, এবং এই আধিপত্যে তাঁহার কোন সহকারী অংশী নাই, এবং তিনিই এই সমস্তের সৃষ্টিকর্ত্তা, তদনন্তর তাঁহার (সৃষ্টির প্রত্যেকের) জন্য তাহার পরিমাণ অর্থাৎ উপযুক্ততা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। ৩ (কতক ব্যক্তি তথাপি) তাঁহাকে ব্যতীত অন্য উপাস্য, (যথা তাঁহার কাল্পনিক পুত্র কন্যাগণকে মঙ্গলামঙ্গল কর্ত্তাস্বরূপ,) অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে না, অথচ তাহারাই সৃষ্ট হইয়াছে, (তাহাদের শক্তি পরিমাণবিশিষ্ট করিয়াছেন,) এবং তাহাদের নিজকেই অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিতে, এবং নিজেরই মঙ্গল করিতে, সক্ষম নহে; এবং প্রাণ হরণের এবং প্রাণ-দানের তাহাদের ক্ষমতা নাই; এবং পুনঃ সমবেত করারও (তাহাদের শক্তি নাই।) ৪ এবং যাহারা (কোর্‌-আন) অগ্রাহ্য করিতেছে, তাহারা বলিতেছে এই (গ্রন্থ) মিথ্যা ব্যতীত নহে, মোহাম্মদ (দঃ) তাহা রচনা করিয়া লইয়াছে, এবং অন্য এক দল

তৎসম্বন্ধে তাহাকে সাহায্য করিয়াছে, এইরূপে এই ব্যক্তিগণ নিশ্চয় অন্যায় এবং অসত্য উপস্থিত করিয়াছে। ৫ তাহারা বলিতেছে, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণের গল্প মাত্র, তাহা সে লিখিয়া লইয়াছে, তদনন্তর প্রাতঃ এবং সন্ধ্যা (তাহার নিকট) পঠিত হইতেছে, (যেন সে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলে।) ৬ (হে রসুল তুমি প্রত্যুত্তরে) বল, যিনি স্বর্গের এবং মর্ত্ত্যের গুপ্ত বিষয় জানেন, তিনি ইহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, (ইহা গুপ্ত বিষয় প্রকাশক এবং সত্য ভবিষ্যৎ বাণীপূর্ণ।) (অবিশ্বাসকারীগণকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি প্রদান না করার কারণ,) নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়। ৭ এবং (ইহারা) বলিতেছে, এই রসুলের কি হইয়াছে যে সে (সাধারণ ব্যক্তির ন্যায়) অন্ন ভক্ষণ করিতেছে, এবং বাজারেও ভ্রমণ করিতেছে। (সে যদি পয়গম্বর) তাহা হইলে তাহার সহিত ফেরেশ্‌তো কেন অবতারিত হয় নাই ? তাহা হইলে (তাহারাও) তাহার সহিত উপদেশ প্রদান করিত। ৮ অথবা তাহার দিকে (রাশিকৃত) ধন নিক্ষিপ্ত হয় না কেন ? অথবা তাহার জন্য উদ্যান হয় না কেন ? তাহা হইলে তাহা হইতে ফল সকল খাইতে পারিত। এবং (এই অবিশ্বাস-কারিগণ, বিশ্বাসস্থাপনকারীগণকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে,) তোমরা একজন মন্ত্রমুগ্ধ (বুদ্ধিভ্রষ্ট) ব্যক্তির অনুসরণ ব্যতীত করিতেছ না। ৯ (হে রসুল) তাহারা তোমার সম্বন্ধে কেমন দৃষ্টান্ত দিতেছে তাহা দেখ ; এইরূপেই তাহারা পথহারা হইয়াছে, তারপর আর পথ পাইতে সক্ষম হইতেছে না। ১।৯

১০। তিনি সম্পদদাতা, যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহারা যাহা বলিতেছে তাহা হইতে ও উত্তম, যাহার অভ্যন্তরে জল-প্রণালী সকল প্রবাহিত হইতেছে, (এমত) উদ্যান সকল তোমার জন্য সৃষ্টি করিতে পারেন, এবং তোমার জন্য রাজপ্রাসাদ সকল প্রস্তুত

করিতে পারেন। ১১। কিন্তু তাহারা (কেয়ামতের) মুহূর্ত্তেই অসত্যারোপ করিতেছে, ফলতঃ যাহারা মুহূর্ত্তকে অসত্য বলে, তাহাদের জন্য আমি প্রজ্জলিত অগ্নি প্রস্তুত রাখিয়াছি। ১২ যখন ঐ নরক তাহাদিগকে দূর হইতে দেখিবে, তখন তাহারা তাহার ক্রোধ প্রকাশক গর্জ্জন, এবং (অসন্তোষ প্রকাশক) চীৎকার শুনিতে পাইবে। ১৩ এবং যখন তাহার মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কোনও সঙ্কীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হইবে, তখন তথায় হে মৃত্যু, হে মৃত্যু, বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিবে। ১৪ (তাহাদিগকে বলা হইবে,) অদ্য একবার মাত্র মৃত্যু আহ্বান করিও না, বরং বহুবার মৃত্যুকে আহ্বান কর। ১৫ (হে পয়গম্বর তাহাদিগকে) বল, ইহাই (এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব উদ্যান) কি উৎকৃষ্ট? অথবা যে চিরস্থায়ী উদ্যান পাপবর্জ্জনকারিগণের জন্য অঙ্গীকার করা হইয়াছে তাহাই (উত্তম), (ইহাই) তাহাদের জন্য বিনিময় এবং বাস করিবার স্থান। ১৬ তাহারা তথায় যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহা প্রাপ্ত হইবে; এবং তথায় চিরকাল বাস করিবে, (হে পয়গম্বর,) এই অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করা হইবে। ১৭ এবং সে দিবস বহু উপাস্য অবলম্বনকারিগণকে, এবং আল্লাহ ব্যতীত যাহাদের উপাসনা করিত তাহাদিগকে, সমবেত করা হইবে, তখন তাহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে, অহো, তোমরা কি আমার এই দাসগণকে পথভ্রষ্ট করিয়া ছিলা? অথবা তাহারাই বিপথগামী হইয়াছিল? ১৮ তাহারা বলিবে, (হে আল্লাহ,) পবিত্রতা তোমার, তোমাকে ব্যতীত অন্যকে ইষ্টদাতা স্বরূপ গ্রহণ করার যোগ্যতা আমাদের নাই, কিন্তু তুমি তাহাদিগকে এবং তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণকে ঐশ্বর্য্যবান করিয়াছিলা যে তাহারা উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছিল, এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার উপযুক্ত জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। ১৯ তখন (ঐ অপ্রকৃত

উপাস্যাবলম্বনকারিগণকে বলা হইবে) ইহা নিশ্চয় যে, (তোমাদের উপাস্যবর্গ,) তোমাদিগকে, তোমরা যাহা বলিতা তৎসম্বন্ধে মিথ্যাবাদী হওয়া প্রকাশ করিল, এমত স্থলে তোমরা (ইহার কুফল) ফিরাইয়া দিতে পারিবে না, (যে ইহা মিথ্যা), এবং (পরস্পরকে) সাহায্য করিতে পারিবা না। (হে মনুষ্যগণ,) তোমাদের মধ্যে যে মন্দ কর্ম্ম করিবে, তাহাকে আমি কষ্টকর যন্ত্রণার স্বাদ প্রদান করিব। ২০ এবং (তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে,) তোমার পূর্ব্বে আমি এমত কোনও রসুল প্রেরণ করি নাই, কিন্তু তাহারা অন্ন গ্রহণ করিত, এবং ক্রয় বিক্রয় স্থানেতেও যাইত। ফলতঃ আমি তোমাদের এক জনাকে অন্য জনার পরীক্ষা স্বরূপ করিয়াছি। (এমত স্থলে হে মুসলেমগণ, এই ঐশ্বর্য্যশালী, বিশ্বাসহীন ব্যক্তিগণ যে নানা প্রকারে তোমাদিগকে পীড়ন করিতেছে, তাহাতেও) কি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করিবা না? ফলতঃ তোমাদের প্রতিপালক সমস্ত দর্শন করিয়া রহিয়াছেন। ২।১১=২০

ঊনবিংশ পারা।

২১। এবং যাহারা আমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার আশা করে না, তাহারা বলিতেছে, তাহা হইলে আমাদের নিকট ফেরেস্তাগণ অবতীর্ণ হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে দেখা পাই না কেন? নিশ্চয়ই ইহারা নিজের নিকট নিজকে অতি মহৎ মনে করিতেছে, এবং অত্যধিক ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছে। ২২ যে দিবস তাহারা ফেরেস্তাগণকে দেখিবে, সে দিবস অন্যায়াচরণকারিগণের জন্য কোনও সুসংবাদ নাই; এবং (তাহারা) তখন বলিবে, (হে আল্লাহ, এখন ইহাদের এবং আমাদের মধ্যে) কোনও প্রতিবন্ধক হউক। ২৩ এবং তাহারা যে সকল (সুকর্ম্ম) করিয়াছে, আমি

তাহা সকলের দিকে অগ্রসর হইব, তদনন্তর তাহা আমি ধূলির ন্যায় বিক্ষিপ্ত করিয়া দিব। ২৪ সে দিন, স্বর্গোদ্যানবাসিগণ, অবস্থানকারী স্বরূপ, উত্তম স্থানে অবস্থান করিবে, এবং বিশ্রামকারী স্বরূপ উত্তম বিশ্রাম লাভ করিবে। ২৫ এবং সে দিবস (অর্থাৎ কেয়ামতের বিচারারম্ভের পূর্ব্বে তৎকালের) আকাশ মেঘ বিদীর্ণ হওয়ার পর প্রকাশিত হইবে, (নঃ আঃ) * এবং ক্রমশঃ ফেরেস্তাগণকে অবতীর্ণ করা হইবে। ২৬ সে দিবস প্রকৃত রাজত্ব দয়াময়ের, এবং সে দিবস, অবিশ্বাসকারিগণের পক্ষে অতি দুঃসহ হইবে। ২৭ এবং সে দিবস মন্দ কর্ম্মকারী ব্যক্তি তাহার হস্ত দংশন করিতে থাকিবে, এবং বলিবে, আমার জন্য আক্ষেপ, যদি আমি রসূলের সহিত পথাবলম্বন করিতাম, (আজ আক্ষেপ করিতে হইত না।) ২৮ হায়, আমার দুর্ভাগ্য, যদি আমি অমুক ব্যক্তিকে হিতৈষী (উপদেষ্টা) স্বরূপ গ্রহণ না করিতাম (ভাল হইত।) ২৯ সদুপদেশ আমার নিকট আসার পরেও, সে ব্যক্তি প্রকৃতই আমাকে তাহা হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছে। ফলতঃ (মন্দ শিক্ষাদাতা মনুষ্য) শয়তানগণ, (আবশ্যকতার সময়,) মনুষ্যগণকে ত্যাগ করে। ৩০ এবং রসূল বলিবেন, হে আমার প্রতিপালক, আমার স্ববংশীয়গণ এই কোর-আনকে সুদূর পরিত্যজ্য অবধারিত করিয়াছিল। ৩১ ফলতঃ (হে রসূল,) আমি দুষ্কৃতগণের কোনও কোনও ব্যক্তিকে এইরূপই প্রত্যেক নবীর শত্রু করিয়াছি। ফলতঃ পথ প্রদর্শন এবং সাহায্য করণ জন্য তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট। ৩২ এবং অবিশ্বাসকারিগণ (ইহাও) বলিতেছে, তাহার উপর একত্রিত এক কোর্-আন অবতারিত হয় না কেন? এইরূপেই (অর্থাৎ ক্রমশঃ ইহা আমি

* সেই নব প্রকাশিত আকাশ মেঘাচ্ছাদিত, এবং ঐ মেঘ সরিয়া গেলে সেই আকাশ প্রকাশিত হইবে, (নঃ আঃ)

অবতীর্ণ করিতেছি,) উদ্দেশ্য যে এইরূপে আমি তোমার হৃদয় দৃঢ় করি, এবং (তজ্জন্যই) আমি তাহা অল্পে, অল্পে, ক্রমশঃ (তোমার নিকট) পাঠ করিতেছি। ৩৩ এবং (এমত) কোন দৃষ্টান্তই (তাহারা) তোমার নিকট উপস্থিত করে না, আমি (যাহার) ন্যায্য এবং উত্তম ব্যাখ্যা তোমার নিকট উপস্থিত করি না। ৩৪ (কেয়ামতের দিবস) আমি ইহাদিগকে, ইহাদের মুখের উপরে চলন্ত অবস্থায় জহন্নমের দিকে সমবেত করিব। ইহারাই মন্দ স্থান প্রাপ্ত, এবং অতি পথভ্রান্ত। ৩।১৪=৩৪

(পয়গম্বরের উপদেশ অগ্রাহ্যকারী জাতিগণের, এবং তাহাদের পরিণামের দৃষ্টান্ত।)

৩৫। এবং আমি মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম, এবং তাহার সহিত তাহার ভ্রাতা হারূণকে তাহার ভারবাহী (সাহায্যকারী) করিয়াছিলাম; তখন আদেশ করিয়াছিলাম, তোমরা উভয়ে সেই দলের দিকে গমন কর, যাহারা আমার (সম্বন্ধীয় স্বাভাবিক) প্রমাণ সকলেতে অসত্যারোপ করিয়াছে। (যাহারা এই প্রকাণ্ড প্রমাণ, এই বিশ্ব দর্শন করিয়াও, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী জাতিগণের বিবরণ শুনিয়াও, আল্লাহর বিদ্যমানতা, মরণান্তরও ধ্বংস না হওয়া, দেবদেবীগণ মঙ্গলামঙ্গল করিতে অক্ষম ইত্যাদি সত্যে উপনীত হয় নাই, বরং তৎবিপরীত কার্য্য দ্বারা অসত্য হওয়া প্রকাশ করিতেছে।) (যখন সেই জাতি অর্থাৎ ফের্-অ-উনের জাতি তাহাদের উপদেশ গ্রাহ্য করিল না,) তখন আমি তাহাদিগকে মহা বিনাশ দ্বারা বিনষ্ট করিয়াছিলাম। ৩৭ এবং (তৎপূর্ব্বে) নূহের স্বজাতীয়গণ যখন রসুল (নূহের) উপর মিথ্যাবাদী হওয়ার দোষারোপ করিয়াছিল, তখন তাহাদিগকে আমি জলমগ্ন করিয়াছিলাম, এবং তাহাদিগকে আমি মনুষ্য জাতির জন্য (আমার

এবং আমার কার্য্য প্রণালীর) প্রমাণস্বরূপ করিয়াছিলাম। ৩৮ এবং আদ, এবং সমূদ, এবং কূপপূর্ণ দেশবাসিগণকে এবং ইহাদের মধ্যবর্ত্তী বহু যুগের মনুষ্যগণকে (ধ্বংস করিয়াছি;) ৩৯ এবং (ইহাদের) সকলকেই আমি (পূর্ব্ববর্ত্তী জাতিগণের) দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম, এবং সকলকেই ধ্বংস করিয়া বিধ্বংস করিয়াছিলাম। ৪০ এবং (এই আরবগণ বাণিজ্যোপলক্ষে লূত জাতির) সেই নগর সকলকে অতিক্রম করে, যাহার উপরে (তাহাদের পাপিষ্ঠ জীবনের জন্য) অমঙ্গলের বর্ষণ বর্ষিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্য যে তাহারা (ঐ জাতির জাতীয় পতনের, এবং তৎ পরিণামের প্রমাণ স্বরূপ,) তাহা সকলকে দর্শন করে না। বরং (তাহা দেখিয়া তাহারা ভাবে মরণের পর আর কোনও প্রকার অস্তিত্বই নাই, সুতরাং) পুনঃ সমবেত হওয়ার আশা করে না। ৪১ এবং যখন তোমাকে দর্শন করে, তখন (এই সকল সত্য প্রচার জন্য) তোমাকে উপহাস করে ব্যতীত (কোন জ্ঞান লাভ করে) না। (তাহারা বলে) আশ্চর্য্য এই ব্যক্তি কি সে যাহাকে আল্লাহ রসুল স্বরূপ দণ্ডায়মান করিয়াছেন, (যে পাগলের ন্যায় কথা বলিতেছে?) ৪২ যদি আমরা প্রতিমা পূজাতে ধৈর্য্য ধরিয়া না থাকিতাম, তাহা হইলে এই ব্যক্তি আমাদিগকে তাহা হইতে প্রায় পথভ্রষ্ট করিয়াছিল। ৪৩ (হে পয়গম্বর,) তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখিয়াছ যে তাহার কল্পনাকেই উপাস্য অবলম্বন করিয়াছে? অহো ইহার পরও কি তুমি তাহার পক্ষ সমর্থনকারী হইতে পার? ৪৪ তুমি কি এমত মনে কর যে তাহাদের অনেকেই তোমার উপদেশ শ্রবণ করে? অথবা বুঝে? তাহারা পশু ব্যতীত নহে, বরং তাহারাই সমধিক পথভ্রষ্ট। ৪।১০=৪৪

৪৫ (হে পয়গম্বর,) তুমি কি তোমার প্রতিপালকের (কার্য্য

সকলের) প্রতি দৃষ্টি করিতেছ না? তিনি (অজ্ঞতার) ছায়াকে কেমন.বিস্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন? এবং যদি তিনি ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে তাহা স্থির করিয়া রাখিতেন, (কিন্তু) তদনন্তর (জ্ঞানরূপ) সূর্য্যকে তাহার উপরে পথপ্রদর্শক করিয়াছেন। ৪৬ তদনন্তর সেই (অজ্ঞানান্ধকারের ছায়াকে) আমি (সেই আল্লাহ্) আমার দিকে ক্রমে ক্রমে সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছি। ৪৭ এবং তিনিই যিনি রাত্রিকে তোমাদের জন্য (পরকালের) আবরণ স্বরূপ করিয়াছেন, এবং নিদ্রাকে (মরণের) বিশ্রাম স্বরূপ করিয়াছেন, এবং দিবসকে (কেয়ামত কালের) পুনরুত্থান স্বরূপ করিয়াছেন। ৪৮ তিনিই বায়ুকে তাঁহার অনুগ্রহের সংবাদদাতা স্বরূপ প্রেরণ করেন, এবং (তৎপর) আমি আকাশ হইতে নির্ম্মল জল অবতীর্ণ করি, ৪৯ উদ্দেশ্য যেন তদ্দ্বারা মৃত প্রদেশকে সঞ্জীবিত করি, এবং আমার সৃষ্ট কতক চতুষ্পদ সকলকে এবং বহু মনুষ্য-গণকে তাহা পান করাই। ৫০ এবং নিঃসন্দেহই আমি সেই (জলকে) তাহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেই, যেন তাহারা আমাকে স্মরণ করে, তদনন্তর বহু ব্যক্তি তাহা (অর্থাৎ অনুগ্রহ) অগ্রাহ্য করিল, এবং অস্বীকার ব্যতীত স্বীকার করিল না। (কোর্-আনরূপ বারি আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইল, কিন্তু অল্প ব্যক্তি এই অনুগ্রহ স্বীকার করিল।) ৫১ ফলতঃ (হে পয়গম্বর,) যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তাহা হইলে (অতঃপর) আমি প্রত্যেক প্রদেশে (সময় সময়) সতর্ককারী (রসুল) সমুত্থিত করিতাম, (কিন্তু আমি তোমাকেই সমস্ত পৃথিবীর জন্য শেষ রসুল করিয়াছি।) ৫২ অতএব তুমি কাফের (অর্থাৎ অগ্রাহ্যকারী) গণের কথা মান্য করিও না, এবং তদ্দ্বারা (অর্থাৎ কোর্-আনের দ্বারা) তাহাদের সহিত মহা যুদ্ধ করিতে থাক। ৫৩ এবং তিনিই যিনি উভয় সাগরকে প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহাদের এইটি মিষ্ট তৃষ্ণানিবারক,

এবং এইটি লবনাক্ত, বিস্বাদ; এবং তাহাদের মধ্যে যবনিকা, এবং প্রতিরোধক প্রতিবন্ধক (এমতভাবে রহিয়াছে যে একটি অন্যটির সহিত সংমিশ্রিত হয় না।*) ৫৪ এবং তিনিই যিনি (রেতঃ) জল দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপে তাহার জন্য রাক্তিক সম্বন্ধ (মাতৃপিতৃকুল,) এবং (বৈবাহিক সম্বন্ধ) শ্বশুরকুল করিয়াছেন, ফলতঃ তোমার প্রতি-পালক (ইহা সমস্ত করিতে) সক্ষম। ৫৫ এবং (এমত স্থলেও সন্তান সন্ততি অন্য কতক জন) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করে, তাহা তাহাদিগকে লাভবান করে না, এবং তাহাদের অপকারও করিতে পারে না। ফলতঃ অবিশ্বাসকারিগণ তাহাদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে (পরস্পরকে) সাহায্য করিতেছে। ৫৬ এবং আমি তোমাকে সুসংবাদ দাতা, এবং সতর্ককারী ব্যতীত (অন্য কর্ম্মের জন্য) প্রেরণ করি নাই। ৫৭ তাহাদিগকে বল, তজ্জন্য আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক বাঞ্ছা করিতেছি না, কিন্তু (আমার পারিশ্রমিক) এই যে, যাহার ইচ্ছা সে আল্লাহর দিকে পথাবলম্বন করুক। ৫৮ এবং যিনি সমস্ত জীবনের মূল, যিনি কখনও মরেন না, তুমি তাঁহার উপর নির্ভর কর, এবং তাঁহার গুণকীর্ত্তন সহ তাঁহার পবিত্রতার জপ কর। ফলতঃ তাঁহার দাসগণের পাপের সংবাদ অবগত হওন জন্য তিনিই যথেষ্ট। ৫৯ তিনিই স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য, এবং তাহাদের উভয়ের মধ্যে যাহা আছে, তাহা ছয় দিবসে সৃষ্টি করিয়াছেন। তদনন্তর (বিশ্বব্যাপ্ত) তাঁহার মহা সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট আছেন; তিনি মহা দয়ালু রহমান, অতএব তাঁহার সম্বন্ধে (হে অবিশ্বাসকারিগণ যে তিনি রহমান সত্য) কোনও তত্ত্বজ্ঞকে জিজ্ঞাসা কর। ৬০ এবং যখন ইহাদিগকে বলা হয় সেই (দয়াময়) রহমানকে

* রূপকে এই উভয় সমুদ্র পাপ এবং পুণ্যের সমুদ্র, এই উভয় সমুদ্র কখনই সম্মিলিত হয় না। (অনুবাদক)

সিজদা কর, (তাঁহার কথা মান্য করিয়া চল,) তাহারা বলে রহমানকে ? আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা কি তাহাকে সিজদা করিব (যে রহমান অর্থাৎ দয়াময় নহে,) যাহাকে সিজদা করিতে তুমি আমাদিগকে আদেশ করিতেছ ? ফলতঃ (রহমান নাম ভক্তির পরিবর্ত্তে) তাহাদের বিদ্বেষ বৃদ্ধি করে। ৫।১৬=৬০

৬১। তিনি মঙ্গলদাতা, যিনি আকাশেতে রাশি চক্র সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে (দিবসের মহা) প্রদীপ (সূর্য্য, এবং রাত্রির রমনীয় প্রদীপ) আলোকিত চন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। ৬২ এবং যে ব্যক্তি অনুধাবন করিতে ইচ্ছুক, কিম্বা অনুগ্রহ স্বীকার করিতে ইচ্ছুক, তাহার জন্য তিনি পরস্পরেরর পর পর আগমনকারী দিবা এবং রাত্রি সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬৩ ফলতঃ তাহারাই রহমান দয়াময়ের দাস, যাহারা ভূপৃষ্ঠে দীনভাবে চলে, এবং যখন মূঢ় ব্যক্তিগণ তাহাদের সহিত (মূঢ় ব্যক্তির ন্যায়) কথা বলে, তখন তাহারা তাহাদিগকে তোমাদের 'মঙ্গল হউক' আশীর্ব্বাদ করে ; (শিষ্টাচারের সহিত তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে।) ৬৪ এবং যাহারা সিজ্‌দা প্রদান করা, এবং দণ্ডায়মান থাকা, অবস্থায় (তাঁহার উপাসনাতে) রাত্রি অতিবাহিত করে, ৬৫ এবং যাহারা (নৈশ নমাজান্তে প্রার্থনা কালীন বিগলিত চিত্তে) বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উপর হইতে নরকের যন্ত্রণা ফিরাইয়া দাও, (আমাদের জ্ঞানকৃত, অজ্ঞান কৃত, ত্রুটি, দোষ, পাপ, মার্জ্জনা করিয়া দাও,) নিশ্চয় নরক যন্ত্রণা চিরস্থায়ী, নিশ্চয় তাহা অবস্থানের স্থান স্বরূপ, অথবা বাসস্থান স্বরূপ মন্দ। ৬৭ এবং যাহারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় অথবা কার্পণ্য করে না, বরং এই উভয়ের মধ্যে স্থির থাকে, ৬৮ এবং যাহারা আল্লাহর সহিত অন্য উপাস্যকে আহ্বান করে না, ৬৯ এবং যাহারা ন্যায্য স্থল ব্যতীত অন্য স্থলে

সেই প্রাণীকে বধ করে না যাহাকে বধ করা আল্লাহ্ অবৈধ করিয়াছেন, এবং যাহারা ব্যভিচার করে না, ফলতঃ যাহারা ইহা করে তাহারা আসামা নরকের সাক্ষাৎ লাভ করে, ৭০ তাহাদের জন্য কেয়ামতের দিবস যন্ত্রণা দ্বিগুণিত করা হইবে; এবং তাহারা হীনভাবে তাহাতে চিরকাল বাস করিবে। ৭১ কিন্তু তাহাদের এরূপ হইবে না যাহারা তওবা করিয়াছে, (অনুতপ্ত চিত্তে সৎপথে ফিরিয়া আসিয়াছে,) এবং (আল্লাহর আদিষ্ট ধর্ম্মে সরল) বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, এবং পুণ্যজনক কার্য্য ও করিয়াছে, ইহারাই তাহারা যাহাদের মন্দ কর্ম্মের স্থানে আল্লাহ্ সুকর্ম্ম পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন; ফলতঃ আল্লাহ্ পাপ মার্জ্জনাকারী। ৭২ যে ব্যক্তি তওবা করে, (অনুতপ্ত চিত্তে পাপ ত্যাগ করিয়া আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে,) এবং সাধু কর্ম্ম করিতে থাকে, সে ব্যক্তিই অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহর দিকে ফিরিয়া আসে। ৭৩ এবং তাহারাও (দয়াময়ের প্রকৃত দাস) যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে না, এবং যখন (কোনও) পরিত্যজ্য বিষয় অতিক্রম করে, তখন আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়া যায়, ৭৪ এবং যাহাদিগকে যখন তাহাদের প্রতিপালকের আএত (কোর্-আন) দ্বারা উপদেশ করা হয়, তখন তাহার উপরে বধির এবং অন্ধের ন্যায় পতিত হয় না, (কিন্তু সভক্তি এবং সভয়ে তাহা মান্য করে;) ৭৫ এবং তাহারাও (তাঁহার প্রকৃত দাস,) যাহারা (কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্ত করে না, কিন্তু প্রার্থনা কালে) বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের সন্তান সন্ততিগণ হইতে, আমাদিগকে নয়ন স্নিগ্ধকর (সুসন্তান) গণকে প্রদান কর, এবং আমাদিগকে ধর্ম্মভীরুগণের পথ প্রদর্শক কর। ৭৬ ইহারাই যাহাদিগকে তাহাদের ধৈর্য্যের জন্য জন্নতের উন্নত স্থান বিনিময় দেওয়া হইবে, এবং তথায় তাহাদের প্রতি অমর জীবনের এবং শান্তির সংবাদ

প্রেরিত হইবে। ৭৭ বাস করিবার, এবং অবস্থান করিবার উত্তম স্থানে তাহারা চিরকাল বাস করিবে। ৭৮ (হে রসুল,) (তুমি এই অগ্রাহ্যকারী আরবগণকে) বলিয়া দাও, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে যদি আহ্বান না কর, তাহা হইলেও আমার প্রতিপালকের কোন ক্ষতি নাই। ফলতঃ তোমরা (পাপহইতে পুণ্যকে পৃথককারী কোর্-আনকে) (তোমাদের কার্য্য এবং বাক্য দ্বারা) অসত্য বলিয়াছ, অতএব নিঃসন্দেহই তোমরা (নরকের) উপযুক্ত হইয়াছ। ৬।১৮—৭৮

শূ-উ-রা—কবিকুল।

মক্কাবতীর্ণ ২৬ সংখ্যক সূরা (৪৭)।

এই সূরার মর্ম্ম।

১ম রুকু:—হে পয়গম্বর, সকলে বিশ্বাস স্থাপনকারী হয় না; জন্য দুঃখিত হইও না; অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব বা যাহাকে যদুপযুক্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য ইহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী হইতেছে না; অথচ বিশ্বাস স্থাপন করার প্রবল কারণ বিদ্যমান; যাহা উত্তম বলিয়া গণ্য, তাহার বিবিধ প্রকার তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, এমত স্থলে পয়গম্বর এবং কোর্-আন প্রেরণ তাঁহার মঙ্গলময় স্বরূপ সঙ্গত;

২য় রুকু:—জাতীয় পতন এবং জাতীয় উন্নতির কারণ পয়গম্বর উপদেশ অমান্য করা এবং তাহা মান্য করা, যথা:—মূসা ফের্-অ-উনের নিকট আগমন করিল, এবং পয়গম্বরত্বের প্রমান দেখাইল;

৩য় রুকু:—তাহা অবিশ্বাস করিয়া ফের্-অ-উন স্থির করিল তাহা ইন্দ্রজাল, পারিষদগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ফের-অ-উন সুদক্ষ ঐন্দ্রজালিকগণকে সংগ্রহের জন্য লোক পাঠাইল, যখন তাহারা আসিল, তাহারা তাহাদের নির্জীব যষ্ঠি এবং রজ্জু সকলকে সর্পে পরিণত করিল; মূসার যষ্ঠি সর্পাকার ধারণ করিয়া প্রকৃতই ঐ যষ্ঠি এবং রজ্জু সকল উদরসাৎ করিল; ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বুঝিল, মূসার কার্য্য চক্ষের ভ্রান্তি নহে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা; তাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী হইল; ফের্-অ-উনের আদেশে, হস্তপদে কিলক বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বধ করা হইল;

৪র্থ রূকু :—আল্লাহর আদেশ মত মূসা ইস্রাইল সন্তানগণ সহ পলায়ন করিল, ফের্-অ-উন বংশীয়গণও তাহাদের সুন্দর ভবন, সুন্দর উদ্যান, ছাড়িয়া মূসার পশ্চাৎ ধাবিত হইল, ফের্-অ-উন দল জলমগ্ন হইয়া ধ্বংস এবং ইস্রাইলগণ উদ্ধারপ্রাপ্ত এবং উত্তর কালে ফের্-অ-উনের অধিকারভুক্ত শামদেশের আধিপত্য লাভ করিল ;

৫ম রূকু :—এই আরবগণের পিতা ইব্রাহীম আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের উপাসনার বিরোধী ছিলেন, তিনি পরকাল এবং কর্ম্মফল বিশ্বাসী ছিলেন ; যে ব্যক্তি কেয়ামতের সময় শান্তিপ্রাপ্ত হৃদয় সহ মহা বিচারকের নিকট উপস্থিত হইবে, সেই লাভবান ; আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসকগণ অনুতপ্ত হইবে ;

৬ষ্ঠ রূকু :—নূহ পয়গম্বরের উপদেশ তুচ্ছকারী, বিশ্বাসস্থাপন কারিগণের পীড়নকারিগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, এবং নূহ এবং তাহার অনুবর্ত্তিগণ উদ্ধার প্রাপ্ত হইল ;

৭ম রূকু :—আদগণ তাহাদের রসুল হূদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইল ;

৮ম রূকু :—সমূদগণ সালেহ পয়গম্বরের উপদেশ অমান্য করিয়া বিনষ্ট হইল ;

৯ম রূকু :—লুতের উপদিষ্ট দলেরও তৎকারণে বিনাশ হইয়াছিল ;

১০ম রূকু :—পয়গম্বর শোয়বকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অরণ্যস্বামী (মদ্-ই-যন) বাসিগণ ধ্বংস হইল ;

১১শ রূকু :—এই কোর্-আন অতি বিশ্বাসী ফেরেশ্তা জীব্-রাইল, পয়গম্বর মোহাম্মদের মনে অর্পণ করিতেছে ; তওরাতেও ইহার উল্লেখ বহু শতাব্দী পূর্ব্বে হইয়াছে ; ইহাতে কথিত কেয়ামত অবশ্যই আবির্ভূত হইবে ; সতর্ক করণের পর পাপাচারিগণকে ধ্বংস করা

হইয়াছে; ইহা শয়তানগণ অবতীর্ণ করিতেছে না, ববং তাহাবা ইহা অবতীর্ণের পূর্ব্বে শ্রবণ করিতেও সক্ষম নহে; শয়তানগণ মন্দ কবি, মন্দ লেখকগণের উপর অবতীর্ণ হয়, এবং মন্দ ব্যক্তিগণ তাহার অনুসরণ করে; মন্দ কবিগণ কল্পনার উপত্যকা ভূমিতে ভ্রমণ করিতে থাকে; কিন্তু বিশ্বাস স্থাপন কারী লেখক এবং কবিগণ উত্তম বিষয়েতে মস্তিষ্ক চালনা করে, এবং ভাবতঃ ও প্রকাশ্যতঃ তাঁহাকে বহুল পরিমাণ স্মরণ করে, এবং যখন প্রতিশোধ গ্রহণ জন্য লেখনী চালনা করে, তখন যৎপবিমাণ পীড়া প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎপরিমাণ মাত্র প্রতিশোধ গ্রহণ করে;

হে নবী, তোমাব নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণকে উপদেশ কব যে একমাত্র আল্লাহর উপাসনা করুক, আত্মসমর্পণ কারিগণের সমাদব করিও, এবং সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহর উপর নির্ভর কব, (পয়গম্ববেব উপদেশ মান্যকারী দল উদ্ধার এবং উপদেশ অগ্রাহ্য কারী প্রপীড়কগণ ধ্বংস হইয়াছিল, তদ্রূপ প্রপীড়িত আত্ম-সমর্পণ কারীব দল উদ্ধার এবং সম্মানিত হইবে, এবং পয়গম্বর মোহাম্মদের উপদেশের বিপরীত কার্য্য কারী, ঐশ্বর্য্যশালী দল বিনষ্ট হইবে ইঙ্গিতে তাহার ভবিষ্যৎবাণী; অনুবাদক।)

শূ-উ-রা—কবিকুল।

মক্কাবতীর্ণ ২৬ সংখ্যক সূরা (৪৭)

অসীম অনুগ্রহকারী সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১। তা, সিন্, মীম, (হে পয়গম্বর তোমার আবির্ভাব সম্বন্ধে তুরসীনা পর্ব্বতে মূসার নিকট তওরাতে ভবিষ্যৎ বাণী করা হইয়াছে।) ২ এই সকল আএত স্পষ্ট অর্থযুক্ত গ্রন্থের (অর্থাৎ কোর্-আনের আএত ;) ৩ (সকল ব্যক্তি ইহাতে) বিশ্বাস স্থাপনকারী হয় না জন্য তুমি যেন নিজকে বিনাশ করিবে (এমত দুঃখিত হইয়াছ।) ৪ যদি আমি ইচ্ছা করি, আকাশ হইতে তাহাদের উপরে এমত প্রমাণ অবতীর্ণ করিতে পারি যে, তৎপর উহার নিকট তাহাদের স্কন্ধ সকল দৈন্য প্রকাশ করিতে থাকিবে। ৫ কিন্তু তাহাদের (অর্থাৎ স্বভাবতঃ অবিশ্বাস কারী দলের) নিকট নব প্রকাশিত এমত কোনও উপদেশ মহা দয়াময়ের নিকট হইতে আগত হয় না, যাহা হইতে তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় না ; ৬ এতজ্জন্য তাহারা (তাহাতে) অসত্যারোপ করিয়াছিল, তৎপর তাহাদের নিকট তাহারাই (প্রতিফলের) সংবাদ আসিয়াছিল যাহাকে তাহারা উপহাস করিয়াছিল। ৭ (মনুষ্যগণ) পৃথিবীর উপর দৃষ্টিপাত করে না কেন ? প্রত্যেক প্রকারের উৎকৃষ্ট (যাহা) তাহা আমি তাহাতে উৎপন্ন করিয়াছি। ৮ নিশ্চয় ইহাতে (আমার সম্বন্ধীয়) প্রমাণ রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করিতেছে না, (যে এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর প্রেরণ করা, এবং এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

অবতীর্ণ করা, যিনি যাহা সমস্ত উত্তম তাহার সৃষ্টি কর্ত্তা, তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে।) ৯ ফলতঃ তোমার প্রতিপালক নিশ্চয়ই সকল কার্য্য করিতে সক্ষম, এবং মহা দয়ালু (১। ৯) ১০ এবং (ইতি পূর্ব্বেও তিনি লোকহিতার্থে পয়গম্বর প্রেরণ করিয়াছেন) যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে আহ্বান করিয়াছিলেন যে (হে মূসা,) যে জাতি অত্যাচারী হইয়াছে, তাহার নিকট যাও, ১১ অর্থাৎ ফের্-অ-উনের (স্বজাতীয়গণের নিকট যাও,) আশ্চর্য্যের বিষয় ইহারা (পাপের পরিণামের) ভয় করিতেছে না কেন? ১২ মূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক, আমি ভয় করিতেছি যে তাহারা নিশ্চয় আমাকে মিথ্যাবাদী বলিবে; ১৩ এবং আমার হৃদয় আশঙ্কান্বিত হইতেছে, এবং আমার জিহ্বা স্পষ্ট রূপে (কথা) প্রকাশ করে না; অতএব হারুণের দিকে (দৈবাদেশ) প্রেরণ করুন। ১৪ এবং তাহাদের ধারণা মতে আমার উপর (একজন কিবতীকে বধ করার) পাপ আছে, তজ্জন্য তাহারা আমাকে বধ করিবে তাহার ভয় করিতেছি। ১৫ (আল্লাহ বলিলেবন,) নিশ্চয় এমত হইবে না; অতএব আমার নিদর্শন সহ উভয়ে গমন কর, আমি তোমাদের সহিত (তোমাদের প্রার্থনার) শ্রোতা স্বরূপ উপস্থিত আছি। ১৬ তদনন্তর তাহারা উভয়ে ফের্-অ-উনের নিকট আগমন করিল, তদনন্তর (যথা সময়) বলিল, আমরা উভয়ে সৃষ্টির প্রতিপালকের রসুল। ১৭ (তোমাদের পাপ বৃদ্ধি না করিয়া) ইস্রাইল সন্তানগণকে আমাদের সহিত প্রেরণ কর। ফের্-অ-উন বলিল, (আমি কি তোমার প্রতিপালক নহি?) যখন তুমি শিশু ছিলে তখন কি আমাদের মধ্যে তোমাকে প্রতিপালন করি নাই? এবং তুমি কি তোমার জীবনের (অনেক) বৎসর আমাদের মধ্যে বাস কর নাই? ১৯ এবং তোমার

সেই কার্য্য করিয়াছিলা যাহা তুমি করিয়াছিলা, এবং (এখন) তুমি অনুগ্রহ অস্বীকার কারিগণের দলভুক্ত হইয়াছ (যে বলিতেছ সৃষ্টির প্রতিপালক একজন তোমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।) ২০ মূসা বলিল, আমি তাহা হঠাৎ করিয়া ফেলিয়াছিলাম, এবং তখন আমি ভ্রম করিয়াছিলাম, (আমার শরীরে তত বল আছে জানিতে না পারায় সবলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিলাম) ২১ তারপর যখন আমার ভয় হইল, তোমাদের নিকট হইতে পলায়ন করিলাম, তদনন্তর আমার প্রতিপালক আমাকে (রসুলের) ক্ষমতার্পণ করিলেন, এবং আমাকে রসুলগণের অন্তর্গত করিলেন। ২২ এবং এই অনুগ্রহ যাহা তুমি আমার উপরে অনুগ্রহ করিয়াছ, (তাহা এই) যে, তুমি ইস্রাইল সন্তানগণকে দাস করিয়াছ। ২৩ ফের-অ-উন বলিল, ফলতঃ সৃষ্টির প্রতিপালক (সে ব্যক্তি) কে? ২৪ মূসা বলিল, তিনি স্বর্গের এবং মর্ত্তের এবং এই উভয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহার রক্ষাকর্ত্তা, যদি তোমরা বিশ্বাস কর (তোমাদের মঙ্গল) ২৫ তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণকে ফের্-অ-উন বলিল, তোমরা কি শুনিতেছ না? ২৬ (মূসা সকলকেই উদ্দেশ্য করিয়া) বলিল, তিনি তোমাদেরও এবং তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতাগণেরও রক্ষাকর্ত্তা। ২৭ (ফের-অ-উন তখন) বলিল, তোমাদের রসুল, যাহাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে, নিশ্চয় নিশ্চয় পাগল। ২৮ মূসা বলিল, তিনি পূর্ব্ব পশ্চিম (সমস্ত দিকের মনুষ্যগণের) প্রতিপালক, এবং যাহা কিছু ইহাদের মধ্যে আছে (তাহারও প্রতিপালক;) যদি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতে (ভাল হইত।) ২৯ (ফের্-অ-উন ক্রুদ্ধ ভাবে) বলিল, যদি তুমি আমাকে ব্যতীত অন্যকে (তোমার প্রতিপালক) উপাস্য স্বরূপ অবলম্বন কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে কারারুদ্ধ করিব। ৩০ মূসা

বলিল, যদি আমি (আমার রসুলত্বের প্রমাণ স্বরূপ) তোমার নিকট কোনও স্পষ্ট বিষয় উপস্থিত করি, তাহা হইলেও কি (তুমি আমাকে কারারুদ্ধ করিবা?) ৩১ (ফের্-অ-উন) বলিল যদি তুমি সত্যবাদী-গণের অন্তর্ভুক্ত তাহা হইলে তাহা উপস্থিত কর। ৩২ তখন মূসা তাহার যষ্টি নিক্ষেপ করিল, তখন তাহা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ্যতই অজগর হইয়া গেল। ৩৩ এবং তাহার হস্ত বক্ষ হইতে বাহির করিল, তখন তৎক্ষণাৎ তাহা দর্শকগণের জন্য উজ্জল (কিরণ বিকীর্ণকারী) হইল। (২।২৪—৩৩) ৩৪ (তখন ফের্-অ-উন) তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত প্রধান বর্গকে বলিল, নিশ্চয় এ ব্যক্তি মহাজ্ঞানী ঐন্দ্রজালিক। ৩৫ সে ইচ্ছা করিয়াছে যে তোমাদিগকে তাহার ইন্দ্রজালের বলে তোমা-দের দেশ হইতে বাহির করিয়া দেয়, অতএব তোমরা কি পরামর্শ দিতেছ? ৩৬ তাহারা বলিল, তাহাকে এবং তাহার ভ্রাতাকে ফিরিয়া যাইতে দেউন, এবং নগর সকলেতে সমবেতকারীগণকে প্রেরণ করুন, ৩৭ তাহারা আপনার নিকট সমস্ত জ্ঞানী ঐন্দ্রজালিকদিগকে উপস্থিত করুক। ৩৮ তদনন্তর (সকলেরই) জ্ঞাত এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে ঐন্দ্রজালিকগণকে একত্র করা হইল। ৩৯ এবং (সর্ব্ব সাধারণকে ঘোষণা দ্বারা) বলা হইল, তোমরা কি সমবেত হইবা না? ৪০ যদি তাহারা উভয়ে প্রাবল্য লাভ করে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আমরা এই ঐন্দ্রজালিকদ্বয়ের অনুসরণ করিতে পারি, (তাহা হইলে ফের্-অ-উনের সহিত আমাদের সংঘর্ষণ ঘটিতে পারে।) ৪১ তদনন্তর যখন ঐন্দ্রজালিকগণ উপস্থিত হইল, ফের্-অ-উনকে বলিল, যদি আমরা প্রাবল্য লাভ করি, তাহা হইলে কি আমরা পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইব না? ৪২ (ফের্-অ-উন) বলিল, উত্তম কথা, এবং তাহা হইলে তোমরা আমার নিকটস্থিত প্রধান ব্যক্তিগণের

দলভুক্ত হইবা। ৪৩ মূসা তাহাদিগকে বলিল, যাহা তোমরা (আমাকে যাদুকর প্রমাণ জন্য দর্শকগণের সম্মুখে) নিক্ষেপ করিবা, তাহা নিক্ষেপ কর। ৪৪ তখন তাহাদের যষ্টি সকল এবং রজ্জু সকল নিক্ষেপ করিল, এবং বলিতে লাগিল, ফের্-অ-উনের উচ্চ পদের শপথ, (মূসাকে ঐন্দ্রজালিক, প্রমাণ করিয়া) নিশ্চয় আমরাই প্রাবল্য লাভ করিয়াছি। ৪৫ তদনন্তর মূসা তাহার যষ্টি নিক্ষেপ করিল, তখন তৎক্ষণাৎ তাহা, তাহারা যে প্রতারণা রচনা করিয়াছিল, তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিল। ৪৬ (ঐন্দ্রজালিকগণ বুঝিতে পারিল ইহা চক্ষুর ভ্রম ইন্দ্রজাল নহে,) তখন ঐন্দ্রজালিকগণ সিজ্‌দাতে নিপতিত থাকিল, ৪৭ তাহারা বলিতে লাগিল, আমরা সৃষ্টির পালনকর্ত্তাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, ৪৮ মূসা এবং হারূণের প্রতি-পালকেতে (বিশ্বাস স্থাপন করিলাম।) ৪৯ ফের্-অ-উন বলিতে লাগিল, আশ্চর্য্যের বিষয় যে আমি তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়ার পূর্ব্বেই তোমরা কি তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলা? নিশ্চয় সে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, (তোমাদের গুরু,) যে তোমাদিগকে মায়া বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছে। অতঃপর শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবা (ইহার শাস্তি কেমন হইবে।) নিশ্চয় আমি তোমাদের হস্ত এবং পদ বিপরীত ভাবে ছেদন করিয়া দিব, এবং তোমাদের সকলকেই নিশ্চয় শূলি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া (ঝুলাইয়া) দিব। ৫০ তাহারা বলিল কোনই ক্ষতি নাই, নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়া যাইব, (মরিয়া মাটি হইয়া যাইব না, বরং পুরস্কৃত হইব।) ৫১ নিশ্চয় আমরা এই লোভ করিতেছি আমাদের প্রতি-পালক, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেউন যেহেতু (ইন্দ্রজাল বিদ্যায় সুদক্ষ) আমরাই প্রথমে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। (৩।১৮—৫১)

৫২। এবং আমি মূসার দিকে ওহি প্রেরণ করিলাম যে, আমার দাসগণ সহ রাত্রিকালেতেই চলিয়া যাও, নিশ্চয় (ফের-অ-উন সৈন্ত) তোমার পশ্চাৎ ধাবিত হইবে। ৫৩ তদনন্তর (যখন মূসা ইস্রাইল সন্তানগণ সহ পলায়ন করিল তখন,) ফের-অ-উন নগর সকলেতে (সৈন্ত) সংগ্রহকারিগণকে প্রেরণ করিল। ৫৪ এবং ঘোষণা করিল যে নিঃসন্দেহই ইহারা ক্ষুদ্র দল। ৫৫ এবং ইহারা আমাদিগকে ক্রোধিত করিয়াছে, ৫৬ এবং আমরা বৃহৎ দল। ৫৭ তদনন্তর আমি তাহাদিগকে তাহাদের উদ্যান, এবং জলপ্রণালী, ৫৮ এবং ধন, এবং রম্য বাসস্থান, হইতে বহিষ্কৃত করিলাম। ৫৯ এবং এইরূপই ঘটিয়াছিল, যেমন ঘটা উচিত; (স্ব স্ব গৃহ হইতে বহিষ্কৃত কিবতীগণ সমুদ্র জলে নিমজ্জিত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।) এবং (যথা সময়) আমি (দাউদ এবং সোলয়মানের সময়) ইস্রাইল সন্তানগণকে মীসর দেশের উত্তরাধিকার প্রদান করিয়াছিলাম; ৬০ (অর্থাৎ তাহারা স্ব স্ব গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার) পর সূর্য্যোদয় কালে (কিবতী সৈন্ত) তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিল। ৬১ তদনন্তরে যখন উভয় দল (উভয়কে) দর্শন করিল, তখন মূসার সঙ্গিগণ তাহাকে বলিল, নিশ্চয় আমরা আক্রান্ত হইলাম। ৬২ (মূসা বলিল) কখনই না, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমার সঙ্গে অবস্থান করিতেছেন, তিনি শীঘ্রই (যাহা কর্ত্তব্য তাহা) দেখাইবেন। ৬৩ তখন আমি মূসার দিকে ওহি করিলাম, (তাহার মনে উদয় করিয়া দিলাম,) তুমি তোমার যষ্টি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর, ৬৪ তখন সমুদ্র ভাগ ভাগ হইয়া গেল, তখন প্রত্যেক ভাগ মহা স্তূপের ন্যায় হইল। (এবং যখন ইস্রাইল সন্তানগণ ঐ জল প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী স্থান সকল দিয়া পার হইতেছিল,) তখন অন্য দলকে সেইস্থানে উপনীত করিলাম। ৬৫ এবং মূসা এবং যাহারা তাহার সহিত ছিল তাহাদিগকে

উদ্ধার করিলাম। ৬৬ তদনন্তর অন্যদলকে জলমগ্ন করিলাম। ৬৭ নিশ্চয় ইহাতে (ঐশিক কার্য্য প্রণালীর) প্রমাণ রহিয়াছে, কিন্তু অনেকে বিশ্বাস করিতেছে না। ৬৮ ফলতঃ (হে পয়গম্বর) তোমার প্রতিপালক নিঃসন্দেহই সকল বিষয়ের উপরে ক্ষমতাশালী, এবং মহা দয়াবান। ৪।১৭ = ৬৮

৬৯। এবং (হে নবী,) তাহাদিগকে ইব্রাহীমেরও সংবাদ পাঠ করিয়া শুনাও, (যে হেতু তিনি আরব জাতির পিতা।) ৭০ যখন সে তাহার পিতা এবং স্বজাতীয়গণকে বলিল, তোমরা কাহার উপাসনা করিতেছ? ৭১ তাহারা বলিল, (হে বালক) আমরা (গ্রহ নক্ষত্রাদির) মূর্ত্তি সকলের উপাসনা করি, এবং তখন তাহাদেরই নিকট (মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার প্রার্থনা করিবার জন্য সসম্ভ্রমে) উপবিষ্ট থাকি। ৭২ সে বলিল, যখন তোমরা (তাহাদিগকে প্রার্থনা কালে) আহ্বান কর তখন কি তাহারা তোমাদের আহ্বান শুনে? ৭৩ অথবা তোমাদের কোনও মঙ্গল করে, অথবা কোনও অমঙ্গল করে? ৭৪ তাহারা বলিল (হে বালক) আমরা আমাদের পিতাগণকে এইরূপ করিতে প্রাপ্ত হইয়াছি, (তোমাকেও তোমার গুরুজনগণের ন্যায় ইহাদের পূজা করা উচিত।) ৭৫ ইবরাহীম বলিল, তোমরা কি (বুঝিয়া) দেখিয়াছ, তোমরা কি বস্তুর উপাসনা করিতেছ? ৭৬ তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতাগণও (কাহার উপাসনা করিতেছিল?) ৭৭ অতঃপর নিশ্চয় ইহারা আমার শত্রু, সৃষ্টির পালনকর্ত্তা ব্যতীত (অপর উপাস্যগণের আমি শত্রু।) ৭৮ তিনিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং পথ দেখাইয়াছেন; ৭৯ তিনিই যিনি আমাকে অন্ন দান করেন, এবং জল দান করেন, ৮০ এবং যখন আমি পীড়িত হই তখন তিনি আমাকে স্বাস্থ্য প্রদান করেন; ৮১ এবং তিনিই যিনি আমাকে প্রাণহীন করিবেন, এবং পুনঃ সঞ্জীবিত করিবেন;

৮২ এবং আমি লোভ করি কেয়ামতের দিন তিনিই যিনি আমার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করিয়া দিবেন। ৮৩ হে আমার প্রতিপালক, "আমাকে জ্ঞান দান কর, এবং আমাকে পুণ্যবানগণের সহিত সংমিলিত করিয়া দাও, ৮৪ এবং পরবর্ত্তীগণের বাক্য আমার সরল বিশ্বাসের খ্যাতি প্রকাশ করুক, ৮৫ এবং সদাস্থায়ী স্বর্গোদ্যানের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে আমাকেও একজন উত্তরাধিকারী কর, ৮৬ এবং আমার পিতার পাপ ক্ষমা করিয়া দাও, নিশ্চয় তিনি ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের দলস্থ ৮৭ এবং যে দিবস তুমি সমবেত করিবা সে দিবস আমাকে লজ্জিত করিও না; ৮৮ সে দিবস ধন এবং সন্তান কোনও উপকারে আসিবে না; ৮৯ কিন্তু (যে ব্যক্তিকে তাহার হৃদয় তিরস্কার করে না এমত) শান্তি প্রাপ্ত হৃদয় সহ যে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হইবে সে ব্যতীত (অন্যে) লাভবান হইবে না।" ৯০ এবং পাপ বর্জ্জনকারিগণের জন্য জন্নত সন্নিকটে আনীত হইবে; ৯১ এবং পথভ্রষ্টগণের জন্য জহন্নম প্রকাশিত হইবে, ৯২ এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, আল্লাহকে ব্যতীত অন্য যাহাদিগকে তোমরা পূজা করিতে, তাহারা কোথায়? ৯৩ তাহারা কি তোমাদিগকে (এখন) সাহায্য করিবে? অথবা তোমাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে? (৯৪) তদনন্তর তাহাদিগকে, এবং ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে, ৯৫ এবং ইব্লিসের সমস্ত সৈন্যগণকে তাহাতে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হইবে। ৯৬ তাহারা বলিবে এবং তাহাতে ঝগড়া করিবে, ৯৭ আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় আমরা প্রকাণ্ড বিপথে ছিলাম, ৯৮ যখন আমরা তোমাদিগকে সৃষ্টির পালনকর্ত্তার সমতুল্য ভাবিতাম ৯৯ ফলতঃ মন্দকর্ম্মকারিগণ ব্যতীত অন্যে আমাদিগকে পথ ভ্রষ্ট করে নাই, ১০০ এতজ্জন্য আমাদের জন্য (অদ্য) অনুগ্রহপ্রার্থী কেহ নাই, ১০১ এবং আগ্রহান্বিত বন্ধুও কেহ নাই;

১০২ এমত স্থলে যদি আমাদের জন্ত আর একবার (পৃথিবীতে) ফিরিয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে আমরা বিশ্বাসীগণের দলভুক্ত হইব। ১০৩ নিশ্চয় ইহাতে উপদেশ রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের অনেকেই বিশ্বাস স্থাপন করে না। ১০৪ ফলতঃ (হে শ্রোতা,) নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সর্ব্ব বিষয়ের উপর ক্ষমতাশালী এবং মহা দয়াবান ৫।৩৭=১০৪

১০৫। (হে পৌত্তলিক আরবগণ, নূহর স্বজনগণও তোমাদেরই মত তাহাদের) পয়গম্বরকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, ১০৬ যখন তাহাদের ভ্রাতা নূহ তাহাদিগকে বলিয়াছিল, তোমরা কেন আল্‌-লাহকে ভয় কর না? ১০৭ আমি তোমাদের জন্য সত্যই বিশ্বাসোপযোগী রসুল, ১০৮ অতএব আল্‌লাহকে ভয় কর, এবং আমার কথা মান্য কর। ১০৯ এবং এজন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছি না, সৃষ্টির পালনকর্ত্তা ব্যতীত অন্যের উপরে আমার পারিশ্রমিকের (দায়িত্ব) নাই। ১১০ অতএব আল্‌লাহকে ভয় কর, এবং আমার কথা মান্য কর। ১১১ (তাহাদেরও প্রধান ব্যক্তিগণ) বলিতে লাগিল, আমরা কি তোমার কথা মানিয়া লইব? অথচ (কেবল) ইতর ব্যক্তিগণই তোমার মতে চলিতেছে। ১১২ নূহ বলিল, তাহারা কি (ঘৃণ্য) কাজ কর আমি জানি না; ১১৩ যদি তোমরা বুঝিতে পার, তাহাদের হিসাব গ্রহণের ভার আমার প্রতিপালকের উপর। ১১৪ ফলতঃ (ইতর হইলেও,) আমি (আল্‌লাহতে) বিশ্বাস স্থাপনকারিগণকে তাড়াইয়া দিতে পারি না; ১১৫ আমি একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী ব্যতীত নহি। ১১৬ (প্রধানবর্গ) বলিতে লাগিল, হে নূহ, যদি তুমি নিরস্ত না হও তাহা হইলে প্রস্তরাঘাত দ্বারা দণ্ডিত ব্যক্তিগণের অন্তর্গত হইবে। ১১৭ নূহ প্রার্থনা করিতে লাগিল, হে আমার প্রতি-

পালক, আমার স্বজাতীয়গণ আমাকে, (মহা প্লাবন সম্বন্ধে) মিথ্যাবাদী বলিতেছে ; ১১৮ অতএব তাহা আবির্ভূত করিয়া আমার এবং তাহাদের মধ্যে শেষ নিষ্পত্তি করিয়া দাও ; এবং আমাকে, এবং আমার সঙ্গী বিশ্বাস স্থাপনকারিগণকে, (তাহাদের পীড়ন হইতে,) উদ্ধার কর। ১১৯ তদনন্তর তাহাকে এবং তাহার সঙ্গিগণকে, পরিপূর্ণ নৌকাতে উদ্ধার করিলাম ; ১২০ তদনন্তর তদ্ব্যতীত অবশিষ্টকে জলমগ্ন করিয়া দিলাম। ১২১ নিশ্চয়ই ইহাতে (বিশ্বপতির কার্য্য প্রণালীর) প্রমাণ রহিয়াছে, (যে পয়গম্বরের শত্রু পাপাচারী জাতিকে তিনি ধ্বংস করিয়া ফেলেন,) কিন্তু মনুষ্যগণের অনেকে বিশ্বাস করে না। ১২২ ফলতঃ সত্য সত্যই তোমার প্রতিপালক সর্ব্ব বিষয়ের উপর শক্তিমান, এবং মহা দয়াবান। ৬।১৮=১২২

১২৩ (হে আমার স্বগণ আরবগণ) আদগণও তাহাদের রসুলকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, ১২৪ যখন তাহাদিগকে তাহাদের ভ্রাতা (রসুল) হুদ (আমারই ন্যায়) বলিয়াছিল, কেন তোমরা (আমাকে আল্লাহর রসুল বলিয়া) বিশ্বাস কর না ? ১২৫ সত্যই আমি তোমাদের জন্য বিশ্বাসোপযোগী রসুল ; ১২৬ অতএব আল্লাহকে ভয় কর ; এবং আমার কথা মতে চল ; ১২৭ এবং তজ্জন্য তোমাদের নিকট আমি পারিশ্রমিক চাহিতেছি না, আমার পারিশ্রমিক সৃষ্টির পালনকর্ত্তা ব্যতীত অন্যের উপর দেয় নহে। ১২৮ তোমরা কি ক্রীড়া স্বরূপ প্রত্যেক উচ্চ স্থানে (দেবতার) গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছ ? ১২৯ এবং শিল্পচাতুর্য্য প্রকাশক প্রাসাদ সকল কি এজন্য নির্ম্মাণ করিতেছ যে, তোমরা চিরকাল থাকিবা ? ১৩০ এবং যখন তোমরা আক্রমণ কর, তখন অত্যাচারীর ন্যায় আক্রমণ কর। ১৩১ এতত স্থলে আল্লাহকে ভয় কর, এবং আমার কথা মান্য কর। ১৩২

এবং তোমাদিগকে যিনি, (তোমরা যাহা নির্ম্মাণ করিয়াছ, তজ্জন্ত) সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাকে (অপ্রসন্ন করিতে) ভয় কর, তিনি তোমাদিগকে পশুপাল এবং সন্তানসন্ততি দ্বারাও সাহায্য করিয়াছেন, ১৩৪ এবং উদ্যান সকল এবং জলপ্রণালী সকল (দ্বারাও সাহায্য করিয়াছেন।) ১৩৫ তোমাদের উপরে মহা দিবসে যে শাস্তি হইবে, আমি তাহার আশঙ্কা করি। ১৩৬ তাহারা, (হে আরবগণ তোমাদেরই মত,) বলিতে লাগিল, (হে হূদ,) তুমি উপদেশক হও, বা উপদেশক না হও, (উভয়) আমাদের জন্ত সমান। ১৩৭ ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণের স্বরীতি ব্যতীত নহে। ১৩৮ ফলতঃ (তোমার উপদেশবিরুদ্ধ কার্য্য করণ জন্য আমরা কোনওপ্রকার) আপদাক্রান্ত হইব না। ১৩৯ এইরূপে তাহাকে মিথ্যাবাদী হওয়ার দোষারোপ করিল, তদনন্তর আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিলাম। নিশ্চয় ইহাতে (আল্লাহর কার্য্য প্রণালীর) প্রমাণ রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের (এই আরবগণের) অনেকেই বিশ্বাস স্থাপনকারী নহে। ১৪০ ফলতঃ (হে নবী) তোমার প্রতিপালক নিশ্চয় সর্ব্ব বিষয়ের উপরে নিশ্চয় ক্ষমতাশালী, এবং মহা দয়াবান। ৭।১৮=১৪০

১৪১ (তদ্রূপ) সমূদগণ (ও) পয়গম্বর (সালেহকে) অসত্যবাদী বলিয়াছিল, (যেমন তোমরা আমাকে বলিতেছ ;) ১৪২ যখন তাহাদিগকে তাহাদের ভ্রাতা সালেহ (আমারই ন্যায়) বলিয়াছিল তোমরা কেন আল্লাহকে ভয় কর না ? ১৪৩ আমি সত্যই তোমাদের জন্ত নির্ভরযোগ্য রসুল, ১৪৪, অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান, ১৪৫ এবং তজ্জন্ত আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাইতেছি না, আমার পারিশ্রমিক আল্লাহর নিকট ব্যতিত অন্তের নিকট প্রাপ্য নহে। ১৪৬ তোমরা কি এই স্থানে, ১৪৭ উদ্যান সকলের, এবং

জল প্রণালী সকলের, ১৪৮ এবং ক্ষেত্র সকলের, এবং যাহার ফলপুঞ্জ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এমত খর্জ্জুর বৃক্ষ সকলের, ১৪৬ মধ্যে নিশ্চিন্ত-ভাবে পরিত্যক্ত হইবা? ১৪৮ এবং ইহা মনে করিয়া প্রফুল্লিত চিত্তে পর্ব্বত সকলের গর্ভে প্রাসাদ সকল তৈয়ার করিতেছ? ১৪৯ এমত স্থলে আল্লাহকে ভয় কর, এবং আমার কথা মান্য কর, ১৫০ এবং সীমা-তিক্রমকারিগণের কথামত চলিও না। ১৫১ যাহারা পৃথিবীতে অনর্থ উত্থাপিত করিত, এবং তাঁহার মঙ্গল সাধন করিত না, ১৫২ তাহারা, (হে আরবগণ তোমাদেরই মত,) বলিতে লাগিল, ইহা ব্যতীত নহে যে তুমি মন্ত্রমুগ্ধ ব্যক্তিগণের দলভুক্ত হইয়াছ। ১৫৩ তুমি আমাদের ন্যায় মনুষ্য ব্যতীত নহ, যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্গত তাহা হইলে প্রমাণ উপস্থিত কর। ১৫৪ সালেহ বলিল, এই উষ্ট্রী (সেই প্রমাণ,) নির্দ্দিষ্ট দিবসে, তাহার জন্য (এক দিন) জলের ভাগ, এবং (অন্য দিন) তোমাদের জন্য জলের ভাগ। ১৫৫ এবং তাহাকে মন্দ অভিপ্রায়ে স্পর্শ করিও না, তাহা হইলে তোমাদিগকে ভয়ানক দিবসের যন্ত্রণা আক্রমণ করিবে। ১৫৬ তদ-নন্তর তাহারা তাহার পশ্চাৎ পদদ্বয় কাটিয়া দিল, তখন লজ্জিত হইয়া গেল। ১৫৭ (কারণ) তখন তাহাদিগকে শাস্তি আক্রমণ করিল। সত্যই ইহাতে (বিশ্বপতির কার্য্য প্রণালীর) প্রমাণ বিদ্যমান, কিন্তু মনুষ্যগণের অনেকে বিশ্বাস করে না। ১৫৯ ফলতঃ (হে নবী) তোমার প্রতিপালক সকল বিষয়ের উপরে ক্ষমতাবান, এবং মহা দয়াবান। ৮।১৯=১৫৯

১৬০ লূতের স্বজাতীয়গণও পয়গম্বর লূতকে অসত্যবাদী বলিয়া-ছিল, ১৬১ যখন তাহাদিগকে তাহাদের ভ্রাতা লূত (আমারই ন্যায়) বলিয়াছিল তোমরা কেন (পাপ করিতে) ভয় করিতেছ না?

১৬২ নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য নির্ভরযোগ্য রসুল, ১৬৩ অতএব আল্লাহকে ভয় কর, এবং আমার কথা মান্য কর, ১৬৪ এবং তজ্জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছি না, আমার পারিশ্রমিক সৃষ্টির পালনকর্ত্তা ব্যতীত অন্যের উপর নহে। ১৬৫ আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তোমরা মনুষ্যজাতির মধ্যে পুরুষগণের সন্নিকট-বর্ত্তী হইতেছে, ১৬৬ এবং তোমাদের ভার্য্যাগণের মধ্যে যাহাদিগকে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদিগকে পরিহার করিতেছ, ফলতঃ তোমরা সীমাতিক্রমকারী জাতি। ১৬৭ তাহারা (তোমাদেরই মত) বলিতে লাগিল, হে লুত, যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তাহা হইলে, তুমি দেশ বহিষ্কৃতগণের অন্তর্গত হইবে। ১৬৮ লূত বলিল, আমি তোমাদের কর্ম্মের জন্য, সত্যই ঘৃণাকারিগণের অন্তর্গত। ১৬৯ হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এবং আমার পরি-বারস্থ ব্যক্তিগণকে, ইহারা যাহা করিতেছে, তাহা হইতে উদ্ধার কর। ১৭০ তখন তাহাকে এবং তাহার পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে, ১৭১ কিন্তু তাহার বৃদ্ধা স্ত্রী যে পশ্চাৎগামীদিগের মধ্যে ছিল ব্যতীত, ১৭০ সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলাম; ১৭২ তদনন্তর অপরকে বিনষ্ট করিয়াছিলাম, ১৭৩ এবং তাহাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করিয়াছিলাম, যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল, তাহাদের উপর যাহা বর্ষণ করা হইয়াছিল, তৎপ্রবৃত্ত তাহা অতিমন্দ। ১৭৪ নিশ্চয়ই ইহাতে (বিশ্বপতির কার্য্য প্রণালীর) প্রমাণ রহিয়াছে, কিন্তু মনুষ্যগণের অনেকেই তাহা বিশ্বাস করে না। ১৭৫ ফলতঃ (হে নবী,) তোমার প্রতিপালক সর্ব্ব বিষয়ের উপরে শক্তি-সম্পন্ন, এবং মহা দয়াবান। ৯।১৬—১৭৫

১৭৬ রসুল (শোয়-অবকে) অরণ্য স্বামী (মদ-ঈ-য়ন বাসি) গণ, (হে আরবগণ তোমাদেরই ন্যায়,) অসত্যবাদী বলিয়াছিল, ১৭৭ যখন

শোয়-অব (আমারই ন্যায়।) তাহাদিগকে বলিয়াছিল তোমরা কেন (পাপ করিতে) ভয় কর না ? ১৭৮ সত্য-সত্যই আমি তোমাদের জন্য নির্ভরযোগ্য রসুল। ১৭৯ অতএব আল্লাহকে ভয় কর, এবং আমার কথা মান্য কর। ১৮০ এবং আমি ইহার জন্য তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাহিতেছি না, আমার পরিশ্রমিক আমার প্রতিপালকের উপর ব্যতীত অন্যের দেয় নহে। ১৮১ তোমরা পরিমাপকযন্ত্র পূর্ণ করিয়া দাও, এবং ক্ষতিকারকগণের অন্তর্গত হইও না। ১৮২ তুলাদণ্ড সমান রাখিয়া তৌল করিয়া দাও, ১৮৩ এবং মনুষ্যগণকে তাহাদের বস্তু কম করিয়া দিও না, এবং পৃথিবীতে অনর্থ বিস্তারকারী স্বরূপ ভ্রমণ করিও না. ১৮৪ এবং যিনি তোমাদিগকে, এবং তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে ভয় কর। ১৮৫ তাহারা, (হে আরবগণ তোমাদেরই মত) বলিতে লাগিল, নিশ্চয় তুমি মন্ত্র-মুগ্ধ ব্যক্তিগণের অন্তর্গত, (আমাদের দেবতাগণ তোমাকে পাগল করিয়া দিয়াছে।) ১৮৬ এবং তুমি আমাদের ন্যায় মনুষ্য ব্যতীত নহ, এবং আমরা তোমাকে অসত্যবাদিগণের মধ্যে ব্যতীত গণ্য করি না। ১৮৭ যদি তুমি সত্যবাদী, তাহা হইলে, আকাশের একখণ্ড আমাদের উপর স্খলিত কর। ১৮৮ শোয়-অব বলিল, যাহা তোমরা করিতেছ, আমার প্রতিপালক তাহা ভাল করিয়া জানেন। ১৮৯ তদনন্তর তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিল, তখন তাহাদিগকে, (যে দিবস আকাশে ঘোর মেঘ সঞ্চারিত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছিল (সেই) দিবসের ছায়া আক্রমণ করিল। নিশ্চয় তাহা এক ভয়ঙ্কর দিবসের যন্ত্রণা ছিল। ১৯০ নিশ্চয়, ইহাতে (বিশ্বপতির অনেকেই) কার্য্য প্রণালীর প্রমাণ বিদ্যমান, কিন্তু তাহাদের অনেকেই বিশ্বাস স্থাপন করে না। ১৯১ ফলতঃ তোমার প্রতিপালক, সর্ব্ব বিষয়ের উপরে শক্তিমান, এবং মহা দয়াবান। ১০।১৬—১৯১

১৯২। (হে, রসুল) এই কোর্-আন আল্লাহর নিকট হইতে আগত ১৯৩ মহা বিশ্বস্ত আত্মা (জীব্রাইল,) ১৯৪ প্রাঞ্জল আরবী ভাষায়, ১৯৫ তোমার হৃদয়ের উপর, ১৯২ অবতীর্ণ করিতেছে, ১৯৪ যেন তুমি সতর্ককারিগণের অন্তর্গত হও। ১৯৬ নিশ্চয় পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থে ইহার (উল্লেখ করা হইয়াছে।) ১৯৭ ইস্রাইল সন্তানগণের শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ অবগত হইতে পারে, তজ্জন্য কি তাহাদের জন্য (তওরাতে এই কোর্-আন সম্বন্ধে) প্রমাণ নাই? ১৯৮ ফলতঃ যদি আমি তাহা কোনও বিদেশীর উপরে অবতীর্ণ করিতাম, ১৯৯ তদনন্তর সে তাহা তাহাদের (অর্থাৎ আরব দেশীয়-গণের) নিকট পাঠ করিত, তাহারা তাহা কথনই বিশ্বাস করিত না। ২০০ এইরূপে, (যেমন বর্ত্তমানাবস্থায়,) আমি তাহা (অর্থাৎ অবিশ্বাস) পাপাচারীদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া রাখিয়াছি, ২০১ যাবৎ তাহারা কষ্টদায়ক যন্ত্রণা (মৃত্যু) দর্শন না করে, তাবত তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবে না। ২০২ অতঃপর ইহা তাহাদের নিকট হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইবে, এবং তাহারা (ইহার হঠাৎ আগমন) বুঝিতেও পারিবে না। ২০৩ তখন বলিবে, "এখন কি আমাদিগকে অবসর প্রদান করা হইবে? ২০৪ ইহারা কি আমাদের দণ্ডের জন্য ত্বরা করিতেছে? ২০৫ (হে নবী,) যদি আমি তাহাদিগকে কতক বৎসর পর্য্যন্ত (পৃথিবীতে) লাভ-বান করি, ২০৬ তদনন্তর অঙ্গীকৃত ঘটনা (তাহাদের শাস্তি) তাহাদের নিকট সমাগত হয়, ২০৭ যদ্দ্বারা তাহাদিগকে লাভবান করা হইয়াছে তাহা, (অর্থাৎ তাহাদের ধন,জন আধিপত্য তাহাদিগকে দণ্ড হইতে রক্ষা করিতে) প্রচুর হইবে না, ইহা তুমি কি ভাবিয়া দেখিয়াছ? ২০৮ ফলতঃ যাবত কোনও দেশের জন্য সতর্ককারী হয় নাই, তাবত আমি তাহা ধ্বংস করি নাই। ২০৯ ইহা, মহোপদেশ; বস্তুতই

আমি অন্যায়কারী নহি। ২১০ ফলতঃ তাহা (অর্থাৎ কোর্-আন্) সহ শয়তান অবতীর্ণ হয় না; ২১১ এবং ইহা তাহাদের (যোগ্যতার অতীত প্রযুক্ত তাহাদের ক্ষমতার) যোগ্য কার্য্য নহে, এবং তাহাদের (ঐশ বাণী বহন করার) শক্তিও নাই। ২১২ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে (ঐশ বাণী) শ্রবণ করা হইতেও দূরীভূত করা হইয়াছে। ২১৩ অতএব আল্লাহ সহ অন্য উপাস্যকে আহ্বান করিও না, তাহা হইলে তুমি শাস্তিগ্রস্তগণের অন্তর্গত হইবা। ২১৪ এবং তোমার নিকট সম্পর্কীয় স্বগণদিগকে উপদেশ কর, ২১৫ এবং বিশ্বাসকারীগণের যাহারা তোমার মতাবলম্বী, তাহাদের নিকট মস্তক অবনত করিয়া দাও। ২১৬ তদনন্তর যদি তোমার কথার অন্যথা করে, তাহা হইলে তুমি বলিয়া দাও, তোমরা যাহা করিতেছ তাহার সহিত আমার কোনও সম্পর্ক নাই। ২১৭ এবং তুমি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাশালী, মহা দয়াবানের উপর নির্ভর কর, ২১৮ যিনি যখন তুমি নমাজে দণ্ডায়মান হও তোমাকে দর্শন করেন, ২১৯ এবং সিজদা প্রদানকারীগণের মধ্যে তোমার কার্য্যকলাপ (দর্শন করেন।) ২২০ (এবং তুমি যাহা পাঠ কর, এবং যাহা চিন্তা কর তাহাও অবগত হন,) তিনি শ্রোতা, সর্ব্বজ্ঞ।

২২১। শয়তানগণ কাহাদের উপরে অবতীর্ণ হয় আমি কি তৎবিষয় তোমাকে জ্ঞাত করিব? ১২২ তাহারা সমস্ত মিথ্যাবাদী পাপাচারী (লেখক) গণের উপর অবতীর্ণ হয়। ২২৩ (তাহারা শয়তানের কথা শ্রবণ জন্য) কর্ণার্পণ করিয়া থাকে, এবং তাহাদের অধিকাংশই মিথ্যা-বাদী। ২২৪ ফলতঃ (মন্দ বিষয় বুদ্ধি চালনাকারী) কবিগণকে পথভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ অনুসরণ করে। ২২৫ (হে নবী) তুমি কি দেখিতেছ না যে ইহারা (কল্পনার) প্রত্যেক উপত্যকাতে অসংযত ভাবে ভ্রমণ করিতে থাকে? ২২৬ এবং ইহারা তাহাই বলে যাহা ইহারা করে না।

২২৭ কিন্তু যাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী, এবং (সুবিষয় গদ্য পদ্য লিখিয়া সুকর্ম্মার্জ্জন করে, এবং (তাহাতে প্রকাশ্যতঃ বা ভাবতঃ) আল্লাহ্কে বহুল পরিমাণ স্মরণ করে, এবং (যখন বিদ্রূপাত্মক, বা মন যন্ত্রণাদায়ক, বা অপবাদপূর্ণ, লেখার উত্তর করে, তখন) যৎপরিমাণ পীড়া প্রাপ্ত হয় (তৎপরিমাণ) পরিশোধ প্রদান করে, তাহারা (শয়তান পরিচালিত লেখকগণের মত) নহে। ফলতঃ যাহারা (ধর্ম্ম এবং সুনীতি বিরুদ্ধ, কিম্বা বিদ্রূপাত্মক, বা অপবাদজনক কিছু লিখিয়া) অত্যাচার করে, তাহারা শীঘ্রই (মরণের পর হইতেই) জানিতে পারিবে, ফিরিয়া যাইবার কোন স্থানে তাহারা ফিরিয়া যাইবে। (মরণের পর হইতেই প্রত্যেক ব্যক্তির কেয়ামত অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ আরম্ভ হয়)। ১১।৩৬=২২৭

নমল—পিপীলিকা।

মক্কাবতীর্ণ ২৭ সংখ্যক সূরা (৪৮)

এই সূরার মর্ম্ম।

১ম রুকু :—বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ নমাজ অক্ষুন্ন রাখে, জাকাত দান করে, এবং পরকালে বিশ্বাস করে; যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাহাদের ঐহিক সুকর্ম্ম পরকালে সুফল প্রদান করে না; অথচ পরকাল সত্য, স্বয়ং আল্লাহ্ তাহা কোর্-আনে অবগত করিতেছেন, পয়গম্বর তাহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছেন; পরকালের অবিশ্বাসকারিগণের ঐহিক অমঙ্গলও হয়, যথা পরকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে মূসা পয়গম্বরের কথা অবিশ্বাসকারী ফের্-অ-উন এবং তাহার জাতীয়গণ বিনষ্ট হইয়াছিল;

২য় রুকু :—আল্লাহর রসুলগণ তাঁহার অনুগৃহীত, যথা দাউদ এবং সোলেমান, দাউদের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, সোলয়মান তাহার উত্তরাধিকারী; তাহার আদেশ মত তাহার পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্যগণকে পরিদর্শনার্থে উপস্থিত করা হইল, তাহারা আমুরীয় জাতিগণের দেশে নমলে উপস্থিত হইল; একটি নমল (পিপীলিকা) বা একজন আমুরীয়, অন্য আমুরীয়গণকে সতর্ক করিয়া দিল যে সোলয়মান অক্লেশে তোমাদিগকে পদদলিত করিতে পারে, তাহারা যেন তাঁহার সম্মুখীন না হয়; সোলয়মান আল্লাহকে ধন্যবাদ দিল; তখনও অশ্বারোহিগণ, এবং তাহাদের নেতা হুদ হুদ, তথায় পঁহুছিয়াছিল

না, ইহাতে সোলয়মানের মনে সন্দেহ এবং ক্রোধের উদয় হইল; কিছুক্ষণ পরেই অশ্বারোহী সেনাপতি হুদহুদ আসিয়া বলিলেন, তিনি এমন রাজ্যের সবা নগরের সংবাদ আনিয়াছেন, তথায় একজন রাণী রাজত্ব করেন; তিনি ধনে, সৈন্যে, বুদ্ধিতে সর্ব্বপ্রকারে রাণীর যোগ্যা; কিন্তু ঐ দেশবাসিগণ সূর্য্যের পূজা করে; ঐ রাণীর সিংহাসন অতি মূল্যবান। সোলয়মান একখানা পত্রসহ হুদহুদকে সবার রাণীর নিকট পাঠাইলেন, রাণী সভা আহ্বান করিয়া বলিলেন, সোলয়মানের নিকট হইতে সম্মানিত পত্র আসিয়াছে, রাণীকে তাঁহার নিকট হইতে উপস্থিত হওয়ার আদেশ হইয়াছে।

৩য় রুকু:—রাণী তাহাদিগকে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন, তাহারা বলিল, আপনি যাহা স্থির করিয়াছেন বলুন; রাণী বলিলেন, যখন কোন প্রবল রাজা অন্যের দেশে প্রবেশ করে, তখন অশান্তি উত্থিত করে, এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে নগণ্য করে, অতএব উপঢৌকন সহ সন্ধির জন্য দূত প্রেরণ করা কর্ত্তব্য; দূতগণ উপঢৌকন সহ উপস্থিত হইলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদিগকে অধীনতা স্বীকারের আদেশ করিলেন; সোলয়মানের আদেশ মত একজন গুপ্ত বিদ্যায় পণ্ডিত পারিষদ তাঁহার বিদ্যাবলে, রাণীর সিংহাসন তৎক্ষণাৎ সভায় আনিয়া দিলেন, সোলয়মান তাহা রূপান্তরিত করিতে বলিলেন, উদ্দেশ্য রাণীর ভ্রম প্রদর্শন; যথা সময় স্বয়ং রাণী আগমন করিলেন, রাণী প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলিলেন, যে সিংহাসন তাঁহাকে দেখান হইল, তাহা অবিকল তাহারই সিংহাসনের ন্যায়; রাণীকে একটী প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করার অনুরোধ হইল, রাণীর বোধ হইল, ঐ গৃহের শান জলপূর্ণ, তিনি গুল্ফ পর্য্যন্ত বস্ত্রোত্তোলন করিলেন; সোলয়মান বলিলেন, এই শান স্ফটিক নির্ম্মিত, তজ্জন্য জলের মত দেখাইতেছে;

রাণী বলিয়া উঠিলেন, আমি এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া সূর্য্যের উপাসনা করিয়াছি, নকলকে আসল ভাবিয়াছি ;

৪র্থ রুকূ :—জাতীয় এবং ব্যক্তিগত পাপের, এবং পয়গম্বর অমান্তের পরিণাম জাতীয় অধঃপতন, তাহার দৃষ্টান্ত :—সালেহ পয়গম্বর উপদিষ্ট সমূদজাতি এবং লূত পয়গম্বর উপদিষ্ট লূত জাতি, উভয় জাতি বিনষ্ট হইয়াছিল, অপর পক্ষে দাউদ এবং সোলয়মান পয়গম্বর উপদিষ্ট ইস্রাইলগণ, তাহাদের উপদেশ মান্ত করিয়া জাতীয় উন্নতি লাভ করিয়াছিল ; তাঁহার নির্ব্বাচিত দাস পয়গম্বরগণের উপর কল্যাণ অবতীর্ণ হউক ; আল্লাহর বা অন্য উপাস্যগণের মধ্যে কাহার উপাসনা শ্রেয় ?

৫ম রুকূ :—সৃষ্টিকর্ত্তা স্বরূপ, প্রাণিগণের প্রাণধারণোপায় প্রদানকারী স্বরূপ, বিপদতারণ স্বরূপ, অসাধারণ উপায়ে প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা, তৎপর সাধারণ উপায়ে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টিকর্ত্তা স্বরূপ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নিশ্চয় নাই ; গুপ্ত বিষয় যথা কেয়ামত, ভবিষ্যৎ, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ অবগত নহেন ;

৬ষ্ঠ রুকূ :—এমত স্থলেও উপদিষ্ট আরবগণ বলিতেছে, পুনরুত্থান অসম্ভব, নিশ্চয়ই হইবে না ; এইরূপ অবিশ্বাসের জন্য কত দেশ ধ্বংস হইয়াছে তাহারা দেখিয়া লউক ; সমস্ত গুপ্ত বিষয়, সমস্ত ভবিষ্যৎ ঘটনা তিনি অবগত ; সমস্ত গুপ্ত বিষয় তাঁহার (লওহ মহফুজ) অদৃশ্য জগতে বিদ্যমান ; ঐ কেয়ামত আরম্ভের পূর্ব্ব লক্ষণ স্বরূপ পৃথিবীগর্ভ হইতে এক (পণ্ডিত) পশু বাহির হইবে, সে মনুষ্যগণের সহিত কথা বলিবে ; এবং অবিশ্বাসকারিগণকে প্রকাশ করিয়া দিবে।

৭ম রুকূ :—কেয়ামতের দিবস পাপাচারিগণ পাপের গুরুত্বানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে ; রাত্রি মৃত্যু, এবং দিবস পুনঃ জীবন লাভ, ইহাই কেয়ামতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ; প্রথম সূর নিনাদে কেয়ামত

আরম্ভ হইবে, তখন আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী কতকজন ব্যতীত আর সকলে, দৃশ্য অদৃশ্য উভয় জগতে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে; দ্বিতীয় সুর ফুৎকারে পুনঃ তাহা আকার ধারণ করিবে; পর্ব্বতের ন্যায় গুরুতর বিজ্ঞানে, দর্শনে, তর্কশাস্ত্রে, মীমাংসাতে, কোনও গুরুত্ব থাকিবে না; সুকর্ম্মের বিনিময় সু হইবে; পয়গম্বর আল্লাহর উপাসনা করিতে, আত্মসমর্পণ করিতে, কোর-আন শুনাইতে, আদিষ্ট হইয়াছেন; আল্লাহ তাঁহার প্রতিশ্রুত ইস্লামের আধিপত্য, এবং প্রতিশ্রুত অন্য ঘটনা শীঘ্রই প্রদর্শন করিবেন;

নমল—পিপীলিকা।

মক্কাবতীর্ণ ২৭ সংখ্যক সূরা (৪৮)

অসীম অনুগ্রহকারী সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১। তা, সীন, আল্লাহর পবিত্রতা এবং জ্যোতিঃ। ২ এই সকল আএত কোর্-আনের, এবং আলোকপূর্ণ গ্রন্থের, ৩ বিশ্বাসকারিগণের পথ প্রদর্শক, এবং সুসংবাদদাতা, ৪ (অর্থাৎ) যাহারা নমাজ স্থির রাখে, এবং জাকাত প্রদান করে, এবং যাহারা পরকালেও বিশ্বাস করে। ৫ যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাহাদের (দুষ্ট) কর্ম্মসকল তাহাদের জন্য সুন্দর করিয়াছি, নিশ্চয় তজ্জন্য তাহারা অন্ধের ন্যায় ধাবিত হইতেছে। ৬ ইহারাই যাহাদের জন্য মন্দ যন্ত্রণা, এবং ইহারাই যাহারা পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। ৭ অথচ (পরকাল সম্বন্ধে সংবাদ-দাতা) কোর্-আন নিঃসন্দেহই তুমি মহাজ্ঞানী সর্ব্বজ্ঞ (আল্লাহর) নিকট হইতে প্রাপ্ত হইতেছ।

৮। (আল্লাহতে এবং পরকালে অবিশ্বাসী পাপাচারী জাতি-গণের পরিণাম সম্বন্ধে জ্ঞাত হও,) যখন মূসা তাহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে বলিল, নিশ্চয়ই আমি অগ্নি দেখিতে পাইতেছি, তথা হইতে (মিসর গমনের পথের) সংবাদ, অথবা কয়েকখানা প্রজ্বলিত অঙ্গার, শীঘ্রই লইয়া আসিব, যেন তোমরা অগ্নি সেবন করিতে পার। ৯ তদনন্তর যখন মূসা তাহার নিকট আসিল, তাহাকে

আহ্বান করিয়া বলা হইল, (যাহা) এই অগ্নিমধ্যে এবং ইহার চতুর্দ্দিকে আছে, তাহাদিগকে শুভপ্রদ করা হইয়াছে ; এবং সৃষ্টির পালনকর্ত্তারই পবিত্রতা। হে মূসা, তিনিই আমি আল্লাহ, সর্ব্বোপরি শক্তিমান, কৌশলজ্ঞ। ১১ তোমার যষ্টি নিক্ষেপ কর ; তদনন্তর যখন মূসা তাহা দেখিল, তাহা চলিতেছে, তাহা যেন সর্প, পলায়নপর হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, এবং পৃষ্ঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিল না। হে মূসা ভয় করিও না, আমার সান্নিধ্যে নিশ্চয় রসুলগণ (অনিষ্টের) আশঙ্কা করে না ; ১২ কিন্তু যে পাপ করিয়াছে (সেই আশঙ্কান্বিত হয়।) তদনন্তর মন্দের পর তাহার স্থলে তাহার ভাল বিনিময় প্রদান করিলে, নিশ্চয়ই আমি তাহার পাপ মার্জ্জনা করিয়া দেই, এবং অনুগ্রহও করি। ১৩ এবং তোমার হস্ত তোমার (পিরাণের) গলার ভিতর লইয়া যাও ; তাহা নির্দ্দোষ (উজ্জ্বল) শ্বেত (জ্যোতিঃষ্মান) হইয়া বাহির হইবে। নয়টি প্রমাণ, (যাহার মধ্যে এই দুইটি, তাহা) সহ ফের্-অ-উন এবং তাহার স্বজাতীয়গণের দিকে যাও। নিশ্চয় তাহারা সীমাতিক্রমকারী জাতি। তদনন্তর যখন তাহাদের নিকট আমার স্পষ্ট প্রমাণ আগত হইল, তাহারা বলিতে লাগিল, ইহা নিশ্চয়ই ইন্দ্রজাল ; ১৪ এবং যদিও তাহাদের মন তাহা সত্য জানিয়াছিল, কিন্তু অন্যায় এবং ঔদ্ধত্য পূর্ব্বক তাহারা তৎসম্বন্ধে বিবাদ করিতেছিল। অন্যায়কারিগণের পরিণাম কেমন হইয়াছিল, এখন তাহা দর্শন কর। ১।১৪

পয়গম্বরগণ তাঁহার অনুগৃহীত, তাহাদিগকে মান্য করিলে জাতীয় উন্নতি হয় তাহার দৃষ্টান্ত (দেখ) :—

১৫। আমি দাউদ এবং সোলয়মান (পয়গম্বরদ্বয়কে বিবিধ বিষয়ের) জ্ঞান দান করিয়াছিলাম, এবং তাহারা উভয়ে (কৃতজ্ঞ

হৃদয়ে) বলিত, সর্ব্বপ্রকার প্রশংসাবাদ আল্লাহর, যিনি তাঁহার ভক্তিমান বহু দাসগণ মধ্যে আমাদের উভয়কে শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন।

১৬। এবং (যথা সময়) সোলয়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হইয়াছিল, তখন বলিয়াছিল, হে মনুষ্যগণ, আমাকে পাখিগণের কথা (অথবা পক্ষিগণের ন্যায় পলকে অদৃশ্য হওয়ার ন্যায় দৃষ্টি অতিক্রমকারী অশ্বারোহী সৈন্য চালনার বিদ্যা) শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, এবং আমাকে (ধন, রত্ন, যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতি সম্রাটপদোচিত) প্রত্যেক প্রকার বস্তু প্রদত্ত হইয়াছে।—নিঃসন্দেহই ইহা প্রকাশ্যতঃই মহানুগ্রহ। ১৭ এবং সোলয়মানের (পরিদর্শন) জন্য তাহার মনুষ্য এবং জিন (অথবা মহাকায়, মহাবীর আমলকা জাতির,) এবং পাখীর, (অথবা অশ্বারোহীর,) সৈন্য সমবেত করা হইল, এবং তাহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত করা হইল। ১৮ অবশেষে তাহারা পিপীলিকাগণের উপত্যকাতে, (অথবা আমুরীগণের উপত্যকা নমলে) উপস্থিত হইল। তখন একটি পিপীলিকা (অথবা একজন নমলবাসী) বলিতে লাগিল, হে পিপীলিকাগণ, (হে নমলবাসিগণ,) তোমাদের গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ কর, সোলয়মান এবং তাহার সৈন্য তোমাদিগকে যেন পদদলিত না করে, এবং তাহারা (ইহা করিতেছে) জানিতেও না পারে, (তাহা ধর্ত্তব্য মধ্যে গ্রহণ না করে।) ১৯ তখন তাহার কথাতে সোলয়মান হাসিল, এবং হাসিয়া উঠিল, এবং বলিল, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার উপরে, এবং আমার জনক জননীর উপরে যে অনুগ্রহ করিয়াছ, আমি তজ্জন্য অনুগ্রহ স্বীকার করি, আমাকে এমত ক্ষমতা প্রদান কর, আমি যেন তোমার মনোনীত সৎকর্ম্ম করি, এবং আপন কৃপাতে আমাকে তোমার সাধু দাসগণের মধ্যে ভুক্ত কর।

(বহরুল হকাএক বলেন, "সংসার লোভী ব্যক্তির অসংখ্য অভিলাষই—পিপীলিকা (শ্রেণী)। সতর্ককারী পিপীলিকাটি অনুতাপ। সোলায়মান সৎ পরামর্শদাতা বুদ্ধি, সৈন্য শ্রেণী পঞ্চেন্দ্রিয়। যে ব্যক্তিগণ আল্লাহর প্রেম-সঙ্গীত গায়ক বিহঙ্গম, তাহাদের নিকট ইহার অর্থ স্পষ্ট।" তঃকাঃ)

২০। এবং সোলয়মান পক্ষী সকলের তত্ত্ব গ্রহণ করিল, (বা অশ্বারোহী সৈন্য দল পরিদর্শন করিল,) তখন বলিতে লাগিল, আমার কি হইয়াছে যে আমি হুদহুদকে, (অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি হুদহুদ্ বা হাদাদকে,) দেখিতেছি না? অথবা সে কি অনুপস্থিত (অর্থাৎ বিদ্রোহিগণের) মধ্যে ভুক্ত হইয়াছে? ২১ নিশ্চয় আমি তাহাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করিব, অথবা, (যদি সে বিদ্রোহী হইয়া থাকে,) তাহার কণ্ঠ ছেদন করিব, অথবা তাহাকে আমার নিকট প্রতীতিজনক প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে। ২২ তারপর সোলয়মান ক্ষণেক বিলম্ব করিল, তখনই (হুদহুদ্ আসিয়া) নিবেদন করিল, আপনি যাহা অবগত নহেন, আমি তাহা অবগত হইয়াছি, এবং আপনার নিকট সবা (নগর) হইতে বিশ্বাসোপযোগী সংবাদ সহ উপস্থিত হইয়াছি। ২৩ সত্যই আমি একজন নারীকে তাহাদের উপর আধিপত্য করিতে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাহাকে (আধিপত্য-করণের উপযুক্ত বুদ্ধি, বিবেচনা, সাহস, সৈন্য, মন্ত্রী, ধন) সমস্তই প্রদত্ত হইয়াছে; এবং তাহার এক মহা সিংহাসনও আছে। ২৪ আমি তাহাকে এবং তাহার স্বজাতীয়গণকে আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া সূর্য্যকে সিজদা প্রদান করিতে দেখিয়াছি; এবং শয়তান তাহাদের কর্ম্ম তাহাদের জন্য সুন্দর দৃশ্য করিয়াছে; এইরূপে তাহাদিগকে সত্য পথ হইতে বারণ করিয়া রাখিয়াছে, তজ্জন্য পথপ্রাপ্ত হইতেছে

না। ২৫ আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহারা আল্লাহ্‌কে, যিনি আকাশেতে, এবং পৃথিবীতে যাহা গুপ্ত তাহা প্রকাশিত করেন, তাঁহাকে সিজদা করে না, এবং যাহা তোমরা গোপন বা প্রকাশ কর, তাহাও তিনি জানেন। ২৬ আল্লাহ্—তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, তিনি মহা সিংহাসনের (বিশ্বের) রক্ষাকর্ত্তা। ২৭ সোলয়মান বলিল, আপনি সত্য বলিতেছেন, অথবা অসত্যবাদিগণের অন্তর্গত তাহা আমি শীঘ্রই দৃষ্টি করিব। ২৮ আমার এই লিপিসহ (সবা নগরে) গমন করুন, তদনন্তর তাহা তাহাদের নিকট উপস্থিত করুন, তদনন্তর তাহাদের নিকট হইতে অন্যাভিমুখী হউন, তদনন্তর তাহারা কি উত্তর প্রেরণ করে দর্শন করুন। ২৯ (তারপর যথাসময় রাজ-সভায় রাণী) বলিল, হে শ্রেষ্ঠীবর্গ, আমার নিকট প্রকৃতই এক সম্মানিত লিপি অর্পিত হইয়াছে, ৩০ নিঃসন্দেহই তাহা সোলয়মানের নিকট হইতে (আগত হইয়াছে,) তাহা এই যে, "অসীম অনুগ্রহ-কারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা আল্লাহর নামে। আমার বিরুদ্ধে মহত্ত্ব প্রকাশ করিবেন না, এবং আজ্ঞাবহ হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবেন।" ২।১৭=৩১

৩২। (সবার রাণী) বলিল, হে প্রধানবর্গ, আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমাকে পরামর্শ দিন, যাবত আপনারা আমার নিকট উপস্থিত না হন, তাবত আমি আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করি না। ৩৩ তাহারা বলিল, আমরা বলবান জাতি, মহা রণদক্ষ, ফলতঃ আদেশ আপনার উপর নির্ভর করে; এমতস্থলে আপনি কি আদেশ করিতেছেন, তাহা বিবেচনা করুন। ৩৪ রাণী বলিল, ইহাতে সন্দেহ নাই যে যখন কোনও রাজ্যপতি কোনও দেশে (যুদ্ধার্থে) প্রবেশ করে, তখন তাহাতে অশান্তি উৎপাদন করে, এবং তাহার মান্যগণ্য অধিবাসিগণকে সম্মান-

হান করে, ফলতঃ ইনিও সেইরূপ করিবেন। ৩৫ অতএব আমি তাহাদের নিকট (সন্ধি জন্য) উপঢৌকন প্রেরণ করিতেছি, তদনন্তর দূতগণ কি (সংবাদ) সহ ফিরিয়া আসে তাহা দেখিব। ৩৬ তদনন্তর যখন (রাণীর দূতগণ) সোলয়মানের নিকট উপস্থিত হইল, (তখন সোলয়মান) বলিল, আপনারা কি আমাকে ধন দ্বারা সাহায্য করিতেছেন? কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে যাহা দান করিয়াছেন, তাহা আপনারা যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট, অথচ আপনারা আপনাদের (মহামূল্য) উপঢৌকনের জন্য আনন্দিত হইয়াছেন। ৩৭ (হে দূতগণ) আপনারা তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাউন, অতঃপর আমি তাহাদের নিকট (এমত) সৈন্যসহ উপনীত হইব যে, তাহারা তাহার সম্মুখীন হইতে পারিবে না, এবং তাহাদিগকে তাহাদের দেশ হইতে হীন করিয়া বাহির করিয়া দিব, এবং তাহারা (জেতাগণের নিকট) অধম হইয়া যাইবে। ৩৮ (সোলয়মান) বলিল, হে শ্রেষ্ঠীবর্গ, তাহারা আমার নিকট আজ্ঞাবহ হইয়া আসার পূর্ব্বেই আপনাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি রাণীর সিংহাসন আমার নিকট উপস্থিত করিতে পারেন? ইফ্রিত শ্রেণীর এক জন জিন্, (অথবা মহাকায় আমলকাগণের একজন বীর * বলিল, আপনি আপনার স্থান হইতে গাত্রোত্থান করার পূর্ব্বেই আমি তাহা আপনার নিকট উপস্থিত করিব, এবং এই কার্য্য সম্বন্ধে আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন, এবং আমার তদ্রূপ ক্ষমতাও আছে। ৪০ একজন (পারিষদ,) যিনি গ্রন্থ (তওরাতের গুপ্ত শক্তি সম্বন্ধীয়) বিদ্যা জানিত, বলিল, (কোনও বস্তুর উপর হইতে) আপনার দৃষ্টি ফিরিয়া আনার পূর্ব্বেই আমি তাহা আপনার নিকট

* আধুনিক ব্যাখ্যা বেড় মধ্যে তাহা সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য করা যায় না। আধুনিক ইংরাজি ব্যাখ্যাকারগণ জিন বিশ্বাস করেন না। অনুবাদক।

আনিব। তদনন্তর যখন সোলয়মান (তৎক্ষণাৎ) তাহা তাহার নিকটে স্থাপিত দেখিল, (তখন) বলিয়া উঠিল, ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের অন্তর্গত, উদ্দেশ্য যে তিনি আমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, আমি অনুগ্রহ স্বীকারকারী, অথবা অনুগ্রহ অস্বীকারকারী, (তাঁহার অনুগ্রহের সৎ কি অসৎ ব্যবহার করি।) ফলতঃ যে ব্যক্তি অনুগ্রহ স্বীকার করে সে নিজেরই (মঙ্গল জন্য) করে, এবং যে অনুগ্রহ অস্বীকার করে, (সে নিজের অমঙ্গল জন্যই তাহা করে,) পরন্তু নিঃসন্দেহই আমার প্রতিপালক আকাঙ্ক্ষাহীন এবং অনুগ্রহ-প্রকাশকারী। ৪১ (সোলয়মান) বলিল, রাণীর (ভ্রম প্রদর্শন) জন্য, তাঁহার সিংহাসন রূপান্তরিত কর, আমি দেখিয়া লই রাণী (তাহা চিনিয়া লইবার) পথ প্রাপ্ত হইতেছেন? অথবা যাহারা পথ প্রাপ্ত হয় না তাহাদের অন্তর্গত? ৪২ তদনন্তর যখন (যথা সময় রাণী) আগমন করিল, (তখন অন্যান্য কথার পর) জিজ্ঞাসিতা হইল, ইহারই অনুরূপ কি আপনার সিংহাসন? রাণী বলিল, ইহা যেন (অবিকল) তাহারই মত, এবং (এই বিষয়ের) সংবাদ (যে ইহা অসাধারণ শক্তির বলে এখানে আনীত হইয়াছে) ইহার পূর্ব্বে আমাকে দেওয়া হইয়াছে, এবং তখনই আমি আজ্ঞাধীনা হইয়াছি। ৪৩ ফলতঃ আল্লাহকে ব্যতীত যাহাকে রাণী উপাসনা করিত, তাহা তাহাকে (সত্য জ্ঞান হইতে) বারণ করিয়া রাখিয়াছিল, নিঃসন্দেহই রাণী, (আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, ইহাতে) অবিশ্বাসকারী জাতিগণের একজন ছিল। ৪৪ (তদনন্তর) রাণীকে বলা হইল, (আপনি) এই অট্টালিকায় প্রবেশ করুন; তারপর যখন তাহার (অভ্যন্তর) দর্শন করিল, তখন তাহা (অর্থাৎ তাহার শান) জলপূর্ণ মনে করিল, (তাহাতে ছাদের এবং প্রাচীরের বস্তু এবং চিত্র সকল প্রতিবিম্বিত হইতেছিল,)

এবং তাহার পদগুল্ফ হইতে বসনোত্তোলন করিল; (সোলয়মান) বলিল, বস্তুতই ইহা স্ফটিকনির্ম্মিত প্রাসাদ। রাণী বলিল, হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার আত্মার উপরে অত্যাচার করিয়াছি, (যে এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া সূর্য্যের উপাসনা করিয়াছি,) ফলতঃ আমি সোলয়মানের সহ সৃষ্টির পালনকর্ত্তার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াদিলাম। ৩।১৩ = ৪৪

(সাহেবে তাবিলাত বলিতেছে, হুদ্ হুদ্ চিন্তাশক্তি, সবানগর মনুষ্য শরীর, সোলয়মান বুদ্ধি, সবার রাণী বিল্‌কিস্ অভিলাষ, তাঁহার সিংহাসন স্বভাব। এখন তুমি এই রূপকের অর্থ করিয়া লও।) (তঃকা)

(ভবিষ্যতে ইস্‌লাম সাম্রাজ্যে হজরত দাউদ এবং সোলয়মানের ন্যায় ধর্ম্মবীরগণের এবং আধ্যাত্ম শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইবে তৎপ্রতি ইঙ্গিত। অনুবাদক।)

৪৫ এবং (জাতীয় এবং ব্যক্তিগত পাপের এবং পয়গম্বর অমান্যের পরিণাম জাতীয় অধঃপতন দৃষ্টান্ত :—)

আমি সমুদগণের নিকট তাহার ভ্রাতা সালেহকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, (এই জন্য) যে তোমরা আল্‌লাহর উপাসনা কর, তখন তাহারা দুই দল হইয়া বিবাদ করিতে লাগিল। ৪৬ সালেহ বলিল, হে আমার স্বজাতীয়গণ, সুকর্ম্ম করার পূর্ব্বে তোমরা মন্দ কর্ম্মের জন্য কেন ত্বরা করিতেছ? তোমরা তোমাদের পাপের জন্য আল্‌লাহর নিকট কেন ক্ষমাপ্রার্থী হও না? সম্ভবতঃ তোমাদিগের প্রতি দয়া করিতে পারেন। ৪৭ তাহারা বলিতে লাগিল, (হে সালেহ,) তোমাকে এবং যাহারা তোমাদের সহিত আছে, তাহাদিগকে আমরা অমঙ্গলের চিহ্ন মনে করি। সালেহ বলিল, তোমাদের কুলক্ষণ আল্‌লাহর নিকট, বরং তোমরা পরীক্ষাধীন। ৪৮ এবং ঐ নগরে নয় জন লোক ছিল, তাহারা দেশে

অনর্থ বিস্তার করিত, এবং মঙ্গলজনক কার্য্য করিত না। ৪৯ তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল, তোমরা আল্লাহর নাম লইয়া শপথ কর যে, তাহাকে এবং তাহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে গোপনে হত্যা করিব, তখন আমরা তাহার বন্ধুগণকে বলিব, তাহার পরিবারবর্গকে হত্যা কালে আমরা উপস্থিত ছিলাম না, ফলতঃ আমরা নিশ্চয় সত্যবাদী। ৫০ এবং তাহারাও ছল করিয়া ছল করিল, এবং আমিও ছলনা করিয়া ছলনা করিলাম, এবং তাহারা তাহা জানিতেও পারিল না। (তাহাদের পাপের মাত্রা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত পাপ করিতে দিলাম।) এখন দেখিয়া লও তাহাদের ছলনার পরিণাম কেমন হইয়াছে? নিঃসন্দেহই আমি তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের সমস্ত স্বজাতীয়গণকেও (বিনষ্ট করিয়াছিলাম) ৫২ তৎপর তাহাদের এই গৃহ সকল তাহাদের পাপের জন্য শূন্য রহিয়াছে। নিঃসন্দেহই অনুধাবনকারিগণের জন্য ইহাতে (বিশ্বপতির কার্য্য প্রণালীর) প্রমাণ বিদ্যমান। ৫৩ এবং যাহারা (তাহাদের পয়গম্বর সালেহেতে বিশ্বাস করিয়া নিজকে সংশোধন করিয়াছিল সেই) বিশ্বাস স্থাপনকারী ধর্ম্মভীরুগণকে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম। ৫৪ এবং লূতেরও (স্বজাতীয়গণেরও তদ্রূপ হইয়াছিল,) যখন সে তাহার স্বজাতীয়গণকে বলিতেছিল, আশ্চর্য্য যে তোমরা লজ্জাকর আচরণ করিতেছ, এবং তোমরা তাহা (নিবারণ না করিয়া) দেখিয়া রহিয়াছ? ৫৫ তোমরা কি স্ত্রীলোকদিগকে ত্যাগ করিয়া কামভাবে পুরুষদের নিকটবর্ত্তী হও? ফলতঃ তোমরা মূঢ়তা করিতেছ। ৫৬ তদনন্তর তাহার স্বজাতীয়গণ কি উত্তর দিতেছিল? তাহারা ইহা বলা ব্যতীত (নিজকে সংশোধন) করে নাই যে, (হে নগরবাসিগণ,) লূতের পরিবারবর্গকে তোমাদের নগর হইতে বহির্গত করিয়া দাও, তাহারা এমত লোক যে নিজকে পবিত্র রাখিতেছে। ৫৭ তখন তাহাকে,

এবং তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাহার গৃহবাসিগণকে, আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম, পশ্চাৎ অবস্থানকারিগণের মধ্যে আমি তাহার স্ত্রীর নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলাম; ৫৮ এবং আমি তাহাদের উপরে প্রস্তর বর্ষণ করিয়াছিলাম, তখন যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল, তাহাদিগের উপর যাহা বর্ষিত হইয়াছিল, তাহা অতি মন্দ। ৫৯ (হে পয়গম্বর,) তুমি ঘোষণা কর, সর্ব্বপ্রকার প্রশংসাবাদ আল্লাহর, এবং তাঁহার মনোনীত দাসের উপর সালাম (মঙ্গল) অবতীর্ণ হউক। অহো, আল্লাহ্ উত্তম, অথবা যাহাদিগকে তাঁহার উপাসনাভাগী করিয়াছে, তাহারা উত্তম?
৪।১৪ — ৫৯

বিংশতি পারা।

৬০ তিনি কে যিনি স্বর্গ এবং মর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন? এবং তোমাদের জন্য আকাশ হইতে জলাবতীর্ণ করিয়াছেন? (আমিই তাহা করিয়াছি।) তদনন্তর আমি তদ্বারা তোমাদের জন্য সুদৃশ্য উদ্যান উৎপন্ন করিয়াছি, তোমাদের শক্তি নাই যে তাহার বৃক্ষ জন্মাও, (এমত স্থলেও,) আল্লাহর সহিত কি অন্য উপাস্য আছে? কিন্তু তাহারা এমত একদল যে, (অপ্রকৃত উপাস্যগণকে তাঁহার সহিত) এক সমান করিতেছে। ৬১ তিনি কে যিনি পৃথিবীকে অবস্থানের স্থান করিয়াছেন? এবং তাহার মধ্যে নদী সৃষ্টি করিয়াছেন? এবং তাহার (সমতা রক্ষার) জন্য পর্ব্বত সৃষ্টি করিয়াছেন? এবং দুই সমুদ্রের মধ্যে প্রতিবন্ধকে স্থাপন করিয়াছেন?* এমতস্থলে আল্লাহর সহিত কি অন্য উপাস্য আছে? অথচ তাহাদের অনেকেই ইহা বুঝে না। ৬২ যখন

* সম্ভবতঃ যোজক এবং বদ্বীপ; সমুদ্র মধ্যে উষ্ণ জলের এবং শীতল জলের স্রোত পাশাপাশি প্রবাহিত হয়। (অনুবাদক)

(বিপদ) বিহ্বল ব্যক্তি তাঁহাকে আহ্বান করে, তখন তিনি কে যিনি তাহার উত্তর প্রদান করেন? এবং অমঙ্গল হইতে মুক্ত করেন? এবং তোমাদিগকে পৃথিবীতে অন্যের স্থলাভিষিক্ত করেন? এমতস্থলেও আল্লাহর সহিত কি অন্য উপাস্য আছে? কিন্তু অতি অল্প ব্যক্তিই উপদেশগ্রাহী হয়। ৬৩ তিনি কে যিনি স্থলের এবং জলের অন্ধকার মধ্যে তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন? এবং (বৃষ্টিরূপ) তাঁহার অনুগ্রহের পূর্ব্বে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন? এমতস্থলেও কি আল্লাহর সহিত অন্য উপাস্য আছে? যাহাদিগকে তাহারা আল্লাহর সহিত উপাসনাভাগী করে, তাহাদিগের হইতে তিনি বহুত উন্নত। ৬৪ তিনি কে যিনি (অসাধারণ উপায়ে) এই সৃষ্টি প্রথম বিকাশ করেন? তদনন্তর (সাধারণ উপায়ে) তাহা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করেন, এবং আকাশ ও ভূতল হইতে তোমাদিগকে জীবনধারণোপায় প্রদান করেন? (এমতস্থলেও) আল্লাহর সহিত কি অন্য উপাস্য আছে? তাহাদিগকে বল যদি তোমরা সত্যবাদী, তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। ৬৫ (হে পয়গম্বর তুমি বল, যাহারা স্বর্গে এবং মর্ত্তে আছে, আল্লাহ ব্যতীত তাহারা কেহই যাহা গুপ্ত, (যথা কেয়ামত,) তাহা অবগত নহে, এবং জানে না যে কখন তাহাদিগকে সমবেত করা হইবে। ৬৬ বরং পরকাল সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান অতি অল্প, বরং তাহারা তৎসম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে রহিয়াছে, বরং তাহারা তৎসম্বন্ধে অন্ধ। ৫।৮।৬৬

৬৭ এবং (এমতস্থলেও) অবিশ্বাসকারী আরবগণ বলিতেছে, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যখন আমরা এবং আমাদের পিতাগণ মাটি হইয়া যাইবে, তখন কি আমাদিগকে আবার বাহির করা হইবে? ৬৮ বস্তুতই ইতঃপূর্ব্বেও আমাদের নিকট, এবং আমাদের পিতাদের নিকট, এইরূপ অঙ্গীকার করা হইয়াছে, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিগণের গল্প ব্যতীত

অন্য কিছু নহে। ৬৯ (হে পয়গম্বর তাহাদিগকে) বল, তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর, তখন দেখিয়া লও, (অবিশ্বাসকারী) পাপাচারিগণের পরিণাম কেমন হইয়াছে। ৭০ ফলতঃ ইহাদের জন্য তুমি দুঃখ করিও না, এবং তাহারা যে কৌশল অবলম্বন করিতেছে, তজ্জন্য মন সঙ্কীর্ণ করিও না, (পীড়ন, নির্য্যাতন, উপহাস, বিদ্রূপ, বিদ্রূপাত্মক কবিতা, মিথ্যাপবাদ ইত্যাদি তাহাদের কৌশল জন্য উৎসাহহীন হইও না।) ৭১ এবং তাহারা বলিতেছে তোমরা যদি সত্যবাদী, তাহা হইলে বলিয়া দাও এই অঙ্গীকার কখন (পূর্ণ হইবে?) ৭২ তাহা-দিগকে বল, অসম্ভব নহে যে, (যে সকল আপদ) তোমরা ত্বরিৎ আবির্ভূত হইতে বলিতেছ, তাহার কতক তোমাদের পশ্চাতের অতি নিকটেই রহিয়াছে। ৭৩ কিন্তু তোমার প্রতিপালক মনুষ্যগণের উপরে কৃপাবান, কিন্তু তাহাদের অনেকে অনুগ্রহ স্বীকারকারী হয় না। ৭৪ এবং তাহাদের হৃদয় যাহা গোপন করিয়া রাখে, এবং যাহা প্রকাশ করে, তোমার প্রতিপালক নিশ্চয় তাহা জানেন। ৭৫ স্বর্গে এবং মর্ত্তে এমত গুপ্ত বিষয় নাই যাহা প্রকাশ্য গ্রন্থ, (লওহ্ মহফুজ নামক অদৃশ্য লোকে,) নাই। ৭৬ নিঃসন্দেহই যৎবিষয় ইস্রাইল সন্তানগণ বিভিন্ন মতাবলম্বী, তাহার বহু বিষয়, এই কোর্-আন তাহাদের নিকট বর্ণনা করিতেছে। ৭৭ এবং নিঃসন্দেহই ইহা বিশ্বাস স্থাপনকারিগণের জন্য পথ প্রদর্শক মহানুগ্রহ। ৭৮ নিশ্চয় আল্লাহ তাঁহার আদেশ ক্রমে তাহাদের মধ্যে নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন, ফলতঃ তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান, সর্ব্বজ্ঞ। ৭৯ অতএব (হে নবী,) আল্লাহর উপর নির্ভর করিয়া থাক, নিশ্চয় তুমি যাহা প্রকৃত, প্রকাশ্যতঃ তাহার উপরে আছ। ৮০ তুমি (ধর্ম্ম জগতে) মৃতব্যক্তিগণকে, এবং (তদ্রূপ) বধির ব্যক্তি-গণকে, যখন তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলাইতে থাকে, তখন তোমার

আহ্বান শুনাইতে পার না। ৮১ এবং (তদ্রূপ) অন্ধদিগকেও তাহা-দের ভ্রমের মধ্যে পথ দেখাইতে পার না। যাহারা (তাহাদের প্রাপ্ত স্বভাব মত) আমার প্রমাণে বিশ্বাস করে, তাহাদিগকে ব্যতীত অন্যকে তুমি শুনাইতে সক্ষম নহ, তজ্জন্যই (তাহাদের প্রাপ্ত প্রকৃতি মত) বিশ্বাসকারিগণ আত্ম সমর্পণকারী।

৮২ এবং যখন অঙ্গীকৃত সময় (কেয়ামত) তাহাদের নিকট আসিয়া পৌছিবে, তখন আমি তাহাদের জন্য পৃথিবী হইতে এক পশু বহির্গত করিব, সে তাহাদিগকে বলিয়া দিবে যে মনুষ্যগণ আমার প্রমাণের উপর বিশ্বাস করে না। [এই বাকশক্তি-বিশিষ্ট পশু পণ্ডিতের আবির্ভাব কেয়ামতের পূর্ব্ব লক্ষণ। ভবিষ্যতে ইহার অর্থ প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ইহার আকার, আবির্ভাবের স্থান, এবং অন্য আরও কতক বিষয় ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হইতেছে। মোয়ালিম হজরত আলীর উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে, এই পশু লেজযুক্ত পশু নহে, বরং শত্রুধারী, কিন্তু ইহার বিশ্বাসে এবং উপদেশে পার্থক্য প্রযুক্ত ইহাকে পশু বলা হইয়াছে। (অনুবাদক)] ৬। ১৬=৮২

৮৩ এবং সে (কেয়ামতের দিবস) আমি প্রত্যেক পয়গম্বরের উপদিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হইতে এমত দল সকল সমবেত করিব, যাহারা আমার প্রমাণ সকলেতে অসত্যতারোপ করিত, তদনন্তর তাহাদিগকে [তাঁহাদের মন্দ কর্ম্মের গুরুতানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন] শ্রেণীতে স্থাপন করা হইবে। ৮৪। এপর্য্যন্ত (ঘটিবে যে) যখন তাহারা (তাঁহার নিকট) আগত হইবে, তিনি বলিবেন, যদিও তোমাদের বুদ্ধি তাহা ঘেরিয়া লইতে পারে নাই, (অর্থাৎ ধারণা করিতে সক্ষম হয় নাই,) তথাপি কি তোমরা আমার প্রমাণ সকলেতে অসত্যারোপ কর নাই? যদি তাহা নহে, তবে তোমরা (তৎসম্বন্ধে) কি করিতেছিলা? ৮৫

এবং তাহারা যে মন্দ কর্ম্ম করিতেছিল, তজ্জন্য তাহাদের সম্বন্ধে অঙ্গীকার সত্য হইবে, তদনন্তর তাহারা (তর্ক বিতর্কের) কথা বলিবে না। ৮৬ (তাহারা এই প্রমাণের প্রতি) দৃষ্টি করে না কেন? যে আমি (মৃত্যুরূপ) রাত্রিকে এই জন্য সৃজন করিয়াছি যে, তখন মনুষ্যগণ (সমস্ত প্রকার কর্ম্ম হইতে) বিশ্রাম লাভ করুক, এবং (পুনরুত্থানের অনুরূপ) দিবামানকে আলোক পূর্ণ করিয়াছি? (যেন সচেতন হইয়া স্ব কর্ম্মফল দর্শন করুক।) যে দল বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাদের জন্য ইহাতে নিশ্চয়ই (কেয়ামতের) প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে। ৮৭ এবং যে দিবস সুরযন্ত্রে ফুৎকার প্রদান করা হইবে, তখন যাহারা স্বর্গে এবং মর্ত্তে আছে, তাহারা ভয়বিহ্বল হইবে, কিন্তু যাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ ইচ্ছা করিবেন তাহারা ব্যতীত (সকলে তদ্রূপ হইবে,) এবং দ্বিতীয় (সুর নাদে) তাঁহার নিকট দীনভাবে উপনীত হইবে। ৮৮ এবং (হে শ্রোতা) তুমি পর্ব্বত সকলকে দেখিতেছ, তুমি মনে করিতেছ সে সকল অটল, কিন্তু যেমন মেঘ চলে, তদ্রূপ তাহারা চলিতে থাকিবে। (এই গিরিমালা) আল্লাহর শিল্পকার্য্য, যিনি প্রত্যেককে যেমন উচিত তেমন করিয়াছেন, (এই গিরিরূপ গর্ব্বিত অগ্রাহ্যকারী পাণ্ডিতবর্গের দর্শনে, তর্কে, মীমাংসায় কোনও গুরুত্ব থাকিবে না, তাহাদিগকে মিথ্যা শিক্ষা দেওয়ার পরিণাম ভোগ করিতে হইবে;) তোমরা যাহা করিতেছ, নিঃসন্দেহই তিনি তাহার তত্ত্বগ্রহণ করেন।

৮৯ যাহারা সুকর্ম্মসহ তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিবে, তাহাদের জন্য তাহা হইতে যাহা উত্তম (তাহাই বিনিময়,) এবং সে দিবস অস্থিরতা হইতে তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিবে। ৯০ এবং যাহারা পাপকর্ম্ম সহ আগত হইবে, তাহাদিগকে অধোমুখে অগ্নিতে

ফেলিয়া দেওয়া হইবে। (তাহাদিগকে বলা হইবে) তোমরা যাহা করিয়াছিলা, তাহার বিনিময় ব্যতীত অন্য কিছু কি তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে? (তাহাদের কর্ম্ম এবং বিশ্বাস সন্তাপদায়ক আকারে প্রকাশ হইবে।)

৯১ (হে নবী তুমি ঘোষণা কর) আমি নিশ্চয়ই আদিষ্ট হইয়াছি যে এই নগর, যাহাকে তিনি পবিত্র করিয়াছেন, তাহার রক্ষাকর্ত্তার উপাসনা করি, এবং সমস্ত বস্তুই তাঁহার; আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে আমি আত্ম সমর্পণকারিগণের অন্তর্গত হই। ৯২ এবং (আদিষ্ট হইয়াছি যে) আমি কোর-আন পাঠ করি, (তাহা মনুষ্যগণকে শুনাইয়া দেই,) তদনন্তর যে পথ প্রাপ্ত হয় সে নিজের জন্যই প্রাপ্ত হয়, এবং যে ভ্রান্ত হইয়া যায়, তখন তাহাকে বল, আমি সতর্ককারী ব্যতীত নহি। ৯৩ এবং (ইহাও বল,) সর্ব্ব প্রকার প্রশংসাবাদ আল্লাহর, তিনি শীঘ্রই তোমাদিগকে তাঁহার (ভবিষ্যবাণীর) প্রমাণ প্রদর্শন করিবেন, তখন তোমরা তাহা চিনিয়া লইতে পারিবা (যে তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী হইয়াছিল।) ফলতঃ তোমরা যাহা করিতেছ তৎসম্বন্ধে তোমাদের প্রতিপালক অসতর্ক নহেন। ৭। ১১=৯৩

কসস—আখ্যানমালা।

মক্কাবতীর্ণ ২৮ সংখ্যক সূরা (৪৯।)

এই সূরার মর্ম্ম।

১ম রুকু :—হজরত মোহাম্মদের রক্ষণাধীন উৎপীড়িত আত্মসমর্পণ-কারিগণকে আল্লাহ উদ্ধার করিয়া রাজ্য প্রদান করিবেন, যেমন হজরত মূসার নেতৃত্বাধীনে ইস্রাইল সন্তানগণকে উদ্ধার করিয়া রাজ্যাপ্তি করিয়াছিলেন; তাঁহার কৌশল মনুষ্য বুঝিতে অক্ষম, যে ফের্-অ-উন ইস্রাইল বংশীয় পুত্রগণকে হত করিতেছিল, তাহারই তত্বাবধানে শিশু মূসাকে প্রতিপালন করিলেন;

২য় রুকু :—একজন ফের্-অ-উন বংশীয় ব্যক্তির পীড়ন হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য, হজরত মূসার বংশীয় এক জন ইস্রাইল, তাঁহার সাহায্য-প্রার্থী হওয়াতে, তাঁহার মুষ্ট্যাঘাতে ঐ অত্যাচারকারী মরিয়া গেল, ফের্-অ-উন বংশীয়গণ তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করণ জন্য পরামর্শ করিতেছে শুনিয়া, মূসা ঐ নগর হইতে পলায়ন করিলেন;

৩য় রুকু :—মূসা মদ্-ই-য়নে উপস্থিত হইলেন, তিনি এক কূপের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন, দুইজন বালিকা তাহাদের ছাগপাল সকলকে আটকাইয়া রাখিয়াছে, পুরুষগণ তাহাদের পশু সকলকে জলপান করাইতেছে, মূসা ঐ বালিকাদের ছাগপালকে জলপান করাইলেন, কিছুক্ষণ পর একজন বালিকা আসিয়া তাহার পিতা শোয়বের পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল, তিনি আট বৎসর পর্য্যন্ত হজরত শোয়বের চাকরী করিবেন এই চুক্তিতে তাঁহার কন্যা সফুরাকে বিবাহ করিলেন;

৪র্থ রুকু —প্রতিশ্রুত সময় পূর্ণ হওয়ার পর হজরত মূসা তাঁহার স্ত্রী এবং ছাগপালসহ মাতৃভূমি মিসর যাত্রা করিলেন, কতকদিন পর পথ হারাইয়া তূর্‌ পর্ব্বতের নিকট আসিয়া পৌছিলেন, তখন ঘোর অন্ধকার, এবং বৃষ্টি এবং তুষার আরম্ভ হইল, বিবি সফুরারও প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইল; হজরত মূসা তূর পর্ব্বতের উপরে আলোক দেখিতে পাইলেন, যদি কাহারও সঙ্গে দেখা হয়, তাহা হইলে তাহাকে মিসরের পথ জিজ্ঞাসা করিবেন, এবং অগ্নি আনিবেন অভিপ্রায়ে পর্ব্বতের দিকে চলিলেন; যখন অগ্নির নিকট আসিলেন, তখন দেখিলেন, তাহা অগ্নি নহে, নির্ম্মল আলোক, তাহার ভিতর হইতে আল্‌লাহ তাঁহাকে ডাকিলেন, এবং পয়গম্বরত্ব প্রদান করিলেন, তাঁহার যষ্টিতে সর্প মূর্ত্তি ধারণ করিবার, এবং আরও আটটি শক্তি প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার হস্তে নির্ম্মল আলোক প্রদান করার গুণ প্রদান করিলেন, এই সকল তাঁহার পয়গম্বরত্বের প্রমাণস্বরূপ দান করিলেন, এবং ফের্‌-অ-উন এবং তাহার স্বজাতীয়গণকে উপদেশ করণ জন্য মিসর যাওয়ার আদেশ করিলেন, এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে তাঁহার এমত প্রাধান্য হইবে যে, ফের-অ-উনের স্বজাতিগণ তাঁহার কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না; তিনি তথা হইতেই মিসর যাত্রা করিলেন, এবং এক আল্‌লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, তিনিই সকলেরই প্রকৃত প্রতিপালক, এই ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। মিসরবাসিগণ প্রতিপালক স্বরূপ ফের-অ-উনের পূজা করিত; তাঁহার প্রচারের কথা ফের-অ-উনের কানে গেল: ফের্‌-অ-উন তাঁহাকে চিনিতে পারিল। তিনি ফের্‌-অ-উনকে তাঁহার পয়গম্বরত্বের প্রমাণ দেখাইলেন, কিন্তু ফের্‌-অ-উন এবং তাহার সভাসদ-গণ তাহা ইন্দ্রজাল অবধারণ করিল। আল্‌লাহ ব্যতীত উপাস্য নাই শুনিয়া, সে উপহাস করিয়া, তাহার মন্ত্রীকে আকাশ পর্য্যন্ত উচ্চ এক

অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে বলিল, সে যেন তাহার ছাদ হইতে মূসার প্রতিপালককে দেখিয়া আসে। সে আল্লাহতে, এবং মরণান্তর কর্ম্ম-ফলে, বিশ্বাস করিত না; কাজেই ইস্রাইল বংশীয়গণের উপর নির্য্যাতন চলিতে লাগিল; অবশেষে ঐ অত্যাচারী জাতিকে জলমগ্ন করিয়া বিনাশ করা হইল;

৫ম রূকু:—ফের-অ-উন পর্য্যন্ত পূর্ব্ববর্ত্তী পাপাচারী জাতি সকলকে বিনষ্ট করার পর, মূসাকে পথপ্রদর্শক তওরাত প্রদান করা হইয়াছিল; তখন হে পয়গম্বর তুমি উপস্থিত ছিলা না, মদইয়নেতেও ছিলা না, এবং মূসার অপর কার্য্য সকলও দর্শন কর নাই, কিন্তু এই সকল কথা তুমি ওহি (প্রত্যাদেশ) ক্রমে আরব জাতিকে জ্ঞাত করিতেছ, ইহা তাহাদের প্রতি মহানুগ্রহ; কিন্তু তাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী হইতেছে না; ফলতঃ যাহারা মন্দ কর্ম্ম করার স্বভাবপ্রাপ্ত হইয়া জন্মিয়াছে, তাহাদিগকে তজ্জন্যই আল্লাহ সুপথে আনেন না, যেহেতু তাহাদের বিনাশ আবশ্যক;

৬ষ্ঠ রূকু:—মনুষ্য জাতির হিতার্থে অবিচ্ছেদে রসুল প্রেরিত হইয়াছে; পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের উপদেশ মত, কতক জন য়িহুদী এবং ঈসায়ী আলেম, স্বজাতীয়গণের পীড়ন তুচ্ছ করিয়া ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছে; ইহারা তাহাদের অপব্যবহারের স্থলে সুব্যবহার করে এবং শিষ্টাচারের সহিত তাহাদের বিবাদ পরিত্যাগ করে; ফলতঃ হে নবী তুমি অতি আগ্রহান্বিত হইলেও তোমার প্রিয়জন, তোমার পিতৃব্য আবুলাহাব প্রভৃতিকে পথ প্রদর্শন করিতে পারিবা না, কিন্তু আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে পথ দেখান; কতকজন ভয়ে ইস্লাম গ্রহণ করিতেছে না, কিন্তু নিঃশঙ্ক রাখা তাঁহার ইচ্ছাধীন, এবং জীবনযাত্রার উপায় প্রদান করাও তাঁহার ইচ্ছাধীন;

৭ম রুকু :—যাহারা তাহাদের পরকাল সুখের হইবে অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং যাহারা কেবল পৃথিবীর সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা এক সমান নহে; কর্ম্মফল প্রাপ্তির দিবস উপাসক এবং উপাস্য সকলেই জিজ্ঞাসিত হইবে; পাপাচারিগণের উপরে বিচারের সংবাদ অন্ধকারময় হইবে; তিনি কাহাকেও জন্নতবাসী, কাহাকেও নরকবাসী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; নির্ব্বাচনের ক্ষমতা মনুষ্যের নাই; তিনি সর্ব্বজ্ঞ, উপাস্য; দিবা, রাত্রি করিবার ক্ষমতা অন্য কাহারও নাই; মনুষ্যগণ কর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে;

৮ম রুকু :—যাহাকে কেবল পৃথিবীর সম্পদ দেওয়া হইয়াছে, এমত একজনার ইহকালের পরিণাম,:—কারুণকে তিনি এত ধন দিয়াছিলেন যে, একদল বলবান লোক তাহার ধনাগারের চাবী বহন করিত, সে মূসার উপদেশ মত অন্য ইস্‌রাইলগণের ন্যায় সাধুজীবন অতিবাহিত করিত না; কোন প্রকার সংব্যয় করিত না, কেবল পৃথিবীর সুখ ভোগের জন্য ধন ব্যয় করিত; কতকজন ভাবিত কারুণের জীবন যাত্রার ধরণ যদি আল্‌লাহর সন্তোষজনক না হইত, তাহা হইলে তাহার উন্নতি হইত না; কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিত সাধুচরিত্র ব্যক্তিগণের জন্য পরকালে যাহা আছে তাহা ইহকালের সাড়ম্বর জীবন যাত্রা হইতেও দৃশ্যে মহৎ; তারপর এক দিবস তাহার ধনাগার, ধন, আড়ম্বরের উপ-করণ সহ তাহাকে, আল্‌লাহ ভূমিকম্পে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া দিলেন; যাহারা তাহার মত জীবন অতিবাহিত করিতে অভিলাষী হইয়াছিল, তাহারা বলিতে লাগিল, কি পাপী, কি পুণ্যবান, যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দয়াময় পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য্য প্রদান করেন, কিন্তু ধর্ম্মভীরুগণের পারলৌকিক জীবন মহৎ; তিনি ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ জীবন পছন্দ করেন না, কখন কখন ইহলোকেও শাস্তি দেন।

৯ম রুকু :—যাহারা পৃথিবীতে দীন ভাবে জীবনাতিবাহিত করে; কথা, কার্য্য, দৃষ্টান্ত দ্বারা মন্দ বিস্তার করে না, সুকর্ম্ম করে, ধর্ম্মভীরু হয়, তাহাদের পারলৌকিক বাসস্থান সম্পদ-প্রকাশক? কোর্-আন মত জীবন যাপন করিলে ইহা লাভ হয়; যাহারা আল্লাহ দ্রোহী, তাহাদের পৃষ্ঠপোষক হইও না; আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করিও না, আল্লাহর স্বরূপ ব্যতীত সমস্ত ধ্বংস হইবে।

কসস—আখ্যানমালা।

মক্কাবতীর্ণ ২৮ সংখ্যক সূরা (৪৯)।

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা, আল্লাহর নামে আরম্ভ।

১। তা, সীন, মীম আল্লাহর পবিত্রতা এবং জ্যোতিঃ, অথবা তা, সীন, মীম নামক সূরা। (বিবিধ অর্থ, অথবা ইহার অর্থ কেহ অবগত নহে।) ২ এই সকল আএত স্পষ্টার্থ প্রকাশক গ্রন্থের। ৩ মূসা এবং ফের-অ-উনের সংবাদের কতক সত্য সংবাদ বিশ্বাস স্থাপনকারীগণের জন্য [হে নবী] আমি তোমার নিকট পাঠ করিতেছি, (ইস্‌রাইল বংশীয়গণের ন্যায় আল্লাহ মুসলমানগণকে ধর্ম্মাদ্রোহিগণের উৎপীড়ন হইতে উদ্ধার করিবেন।) ৪ [তাহা এই] যে ফের্‌-অ-উন দেশের মধ্যে উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার অধিবাসিগণকে [দুই] দলে বিভক্ত করিয়াছিল, তাহাদের এক দলকে দুর্ব্বল বিবেচনা করিত, তাহাদের পুত্রগণের কণ্ঠ ছেদন করিয়া দিত, এবং কন্যাগণকে জীবিত রাখিত। নিশ্চয়ই সে অশান্তি বিস্তারকারীগণের অন্তর্গত ছিল। ৫ এবং আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, সেই দেশে যাহাদিগকে দুর্ব্বল মনে করা হইত, তাহাদের উপরে অনুগ্রহ করি, এবং তাহাদিগকেই নেতা করিয়া দেই, এবং তাহাদিগকেই [ঐ রাজ্যের] ভবিষ্যৎ অধিকারী করি। ৬ এবং তাহাদিগকেই দেশে শক্তিশালী করি, এবং ফের্‌-অ-উন, এবং [তাহার প্রধান মন্ত্রী] হামান, এবং তাহাদের উভয়ের সৈন্য-বর্গকে, তাহাই প্রদর্শন করি তাহারা যাহার আশঙ্কা করিত, [যে

ইস্রাইলের সন্তানগণই প্রাধান্ত লাভ করিবে)* ৭ এবং [তজ্জন্ত] আমি মূসার মাতার দিকে ওহি প্রেরণ করিলাম, (যে) শিশুটিকে স্তন্ত প্রদান কর, তদনন্তর তাহার সম্বন্ধে যখন তোমার আশঙ্কা হয় তখন তাহাকে নদীর জলে অর্পণ কর, এবং কোনও ভয় করিও না, এবং মনকে কষ্ট দিও না; নিশ্চয়ই আমি তাহাকে তোমাকে ফিরাইয়া দিব, এবং তাহাকে রসুলগণের মধ্যে একজন করিব। ৮ [মূসার মাতা তাহাই করিল,] তখন ফের-অ-উনের গৃহবাসিগণ তাহাকে তুলিয়া লইল, সে যেন তাহাদের শত্রু এবং তাহাদেব মনোকষ্টের কারণ হয়; নিশ্চয়ই ফের-অ-উন এবং হামান এবং তাহাদের উভয়ের সৈন্ত-বর্গ পাপাচারী ছিল। ৯ এবং ফের-অ-উনের রাণী বলিল, [এই পরম সুন্দর কুমারটি] আমার এবং তোমার নয়ন স্নিগ্ধকারী, ইহাকে বধ করিও না, [যে সকল সুলক্ষণ তাহাতে বিদ্যমান] সে আমাদিগকে লাভবান করিতে পারে, অথবা আমরা তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারি, ফলতঃ [ঐশিক কৌশল] তাহারা বুঝিতে পারিতেছিল না। ১০ এবং প্রাতঃকালে মূসার মাতার হৃদয় শূন্ত হইয়া গেল, এবং আমি যদি তাহার হৃদয়ের উপরে [ধৈর্য্যের] বন্ধন স্থাপন না করিতাম, যে সে [প্রেরিত ওহিতে] বিশ্বাস স্থাপন কারিণী হয় (যে তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে,) তাহা হইলে মূসাব মাতা এই ঘটনা প্রায় প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল। ১১ এবং ঐ শিশুর ভগিনীকে বলিল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাও, তখন ঐ বালিকা তাহাকে দূর হইতে দেখিতেছিল, এবং তাহারা অর্থাৎ অন্ত ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না। ১২ এবং পূর্ব্ব হইতেই আমি ঐ শিশুর জন্ত

*হজরত দাউদ এবং সোলয়মানের সময় ফের্-অ-উনদের রাজ্য ইস্রাইল সন্তানগণের হস্তগত হইয়াছিল।

[অন্য কোনও স্তন্যদাত্রীর] স্তন্য পান নিষেধ করিয়া দিয়াছিলাম, তখন [ঐ শিশুর ভগিনী] বলিল, আমি কি এমত গৃহবাসিগণের সংবাদ দিব যাহারা এইটিকে প্রতিপালন করিবে, এবং ইহার মঙ্গলাভিলাষী হইবে? ১৩ তদনন্তর আমি তাহাকে তাহার মাতাকে দিলাম, যেন তাহার নয়ন স্নিগ্ধ হয়, এবং মন কষ্টপ্রাপ্ত না হয়, এবং ইহা যেন জানে যে আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য; কিন্তু তাহাদের অনেকেই ইহা জানে না (যে তাঁহার অঙ্গীকার সত্য।) ১।১৩।১৪ এবং যখন মূসা তাহার যৌবন এবং পরিপক্কতা লাভ করিল, তখন আমি তাহাকে বুদ্ধি এবং জ্ঞান দান করিলাম, ফলতঃ যাহারা সুকর্ম্মশীল তাহাদিগকে আমি এইরূপে তাহাদের বিনিময় প্রদান করি। ১৫ এবং [এক দিবস] যখন নগর-বাসিগণ [মাধ্যাহ্নিক নিদ্রায়] অসাবধান ছিল, তখন মূসা নগর মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন তথায় দুই জন ব্যক্তিকে পরস্পর বিবাদ করিতেছে অবস্থায় প্রাপ্ত হইল। এক জন তাহার স্ববংশীয় এবং অন্য জন তাহার শত্রু দলের, [এক জন ইস্রাইল বংশীয়, অন্য জন কিব্‌তী।] [ঐ কিব্‌তী ইস্রাইল বংশীয়কে রাজ প্রাসাদে কষ্ঠ বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার আদেশ করাতে উভয়ের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল এবং ইস্-রাইল বংশীয়ের উপর সে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল।] তদনন্তর যে ব্যক্তি মূসার [জাতীয়গণের] দলভুক্ত, সে তাহার শত্রুর বিরুদ্ধে মূসার সাহায্য প্রার্থনা করিল। তখন মূসা তাহাকে [অত্যাচার হইতে নিবারণ জন্য] এক মুষ্ট্যাঘাত করিল। তখন তাহার কালপূর্ণ করিল, [ঐ সাধারণ মুষ্ট্যাঘাতেই তাহার আয়ু শেষ হইল।] মূসা বলিতে লাগিল ইহা শয়তানের কার্য্যান্তর্গত, নিশ্চয় সে মহাশত্রু, প্রকাশ্যতঃ সে পথভ্রষ্টকারী। মূসা বলিতে লাগিল, হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার নিজের উপরে অত্যাচার করিলাম, [আমি

জানিতাম না যে আমার মুষ্ট্যাঘাত সে সহ্য করিতে পারিবে না।) এমত স্থলে আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও, তখন আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন, নিশ্চয় তিনি পাপহারী, কৃপাময়। ১৭ মূসা বলিতে লাগিল, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে অনুগ্রহ স্বরূপ তুমি যে [এত শারীরিক বল] প্রদান করিয়াছ, [যাহা সাধারণ ব্যক্তিগণের বল হইতে অধিক দৃষ্ট হইতেছে] তৎপ্রযুক্ত আমি কখনই অন্যায়াচরণকারিগণের সহায় হইব না। ১৮ তদনন্তর [পর দিবস] প্রাতঃকালে মূসা সংবাদ লইতে লইতে ভীতভাবে নগরে প্রবেশ করিল, তখন যে ব্যক্তিকে পূর্ব্ব দিবস সাহায্য করিয়াছিল সে হঠাৎ তাহাকে [পুনঃ সাহায্যার্থে] ডাকিতে লাগিল। তখন মূসা [ঐ অত্যাচারকারী কিব্তীকে] বলিল নিশ্চয় তুমি প্রকাশ্যতই বিপথগামী (এই নিরীহ ব্যক্তির উপরে অত্যাচার করিতেছ।) ১৯ তদনন্তর যখন মূসা (অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য) তাহাদের উভয়ের যে শত্রু তাহাকে ধরিবার জন্য ইচ্ছা করিল, (তখন অত্যাচারকারী) বলিতে লাগিল, হে মূসা যেমন গত কল্য তুমি এক জনকে মারিয়া ফেলিয়াছ, তদ্রূপ আমাকেও মারিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিয়াছ? তুমি রাজ্যের মধ্যে উপদ্রব ব্যতীত অন্য রূপ বাঞ্ছা করিতেছ না, এবং তুমি (তোমার প্রতিপালকগণের) হিতাকাঙ্খী হওয়ার ইচ্ছুক নহ। ২০ এবং এক ব্যক্তি নগরের দূরবর্ত্তী প্রান্ত হইতে, (যথায় রাজপ্রাসাদ ছিল,) ধাবিত হইয়া আসিয়া বলিল, হে মূসা তোমাকে বধ (দণ্ডে দণ্ডিত) করিবার জন্য শ্রেষ্ঠীবর্গ পরামর্শ করিতেছে, অতএব (নগর ছাড়িয়া) বাহির হইয়া যাও, আমি নিশ্চয় তোমার হিতাকাঙ্খিগণের অন্তর্গত। ২১ তখন তথা হইতে ভীত এবং আশঙ্কান্বিত ভাবে মূসা বাহির হইয়া গেল; (এবং এইরূপ)

প্রার্থনা করিতে লাগিল, হে আমার প্রতিপালক আমাকে অত্যাচারী জাতিগণ হইতে রক্ষা কর। ২। ৮=২১

২২ এবং যখন মূসা, মদ্-ইয়ন অভিমুখী হইল, প্রার্থনা করিতে লাগিল, অসম্ভব নহে যে আমার প্রতিপালক (মদ্-ইয়নের) সরল পথ আমাকে প্রদর্শন করিবেন। ২৩ এবং যখন (আট দিবসের পর) মদ্ ইয়নের জল (কুপের) নিকটবর্ত্তী হইল, তখন তথায় মনুষ্যগণের এক দলকে, (তাহাদের পশুপাল সকলকে,) জল পান করাইতে প্রাপ্ত হইল, এবং তাহাদিগকে ব্যতীত, দুই জন কন্যাকে (তাহাদের ছাগপাল) আটকাইয়া রাখিতে প্রাপ্ত হইল। (মূসা) তাহাদিগকে বলিল, তোমাদের অভিপ্রায় কি (যে ছাগপাল আটকাইয়া রাখিয়াছ?) উভয়ে বলিল, যাবত রাখালগণ (জল পান করাইয়া তাহাদের পশুপাল) লইয়া না যায়, তাবত আমরা জল পান করাইতে পারি না, এবং আমাদের পিতাও অতি বৃদ্ধ, (তিনি এই সকল কাজ করিতে অক্ষম।) ২৪ তখন মূসা তাহাদের উভয়ের পক্ষ হইতে (ছাগপাল সকলকে) জল পান করাইল, তখন ছায়ার দিকে ফিরিয়া গেল, (তখন অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়া) বলিতে লাগিল. হে আমার প্রতিপালক, এ সময় তুমি আমার নিকট উত্তম বস্তুর (অর্থাৎ ক্ষুধা নিবারণ জন্য) যাহাই পাঠাইয়া দাও আমি তাহারই জন্য অতি অভাবগ্রস্ত। ২৫ তাহার কতক্ষণ পর ঐ দুই কন্যার এক জন লজ্জিতা ভাবে পদক্ষেপ করিতে করিতে তাহার নিকট আগমন করিল, এবং বলিল আপনি যে আমাদের (ছাগপালকে) জলপান করাইয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে বিনিময় প্রদান জন্য আমার পিতা ডাকিতেছেন। তদ-নন্তর যখন মূসা তাহার নিকট উপনীত হইল তখন (স্ব)

বিবরণ তাহার নিকট বর্ণণা করিল। শোয়-অব বলিল (এখন আর) ভয় করিও না, অত্যাচারী ব্যক্তিগণ হইতে তুমি উদ্ধার পাইয়াছ। ২৬ তাহাদের উভয়ের মধ্যে এক জন (কন্যা) বলিল, হে পিতঃ তাহাকে আপনি বেতন ভোগী করিয়া রাখুন, আপনি যাহাকে বেতনভোগী করিয়া রাখিবেন সে উত্তম এবং বিশ্বাসোপযোগী। ২৭ শোয়-অব বলিল আমি এই ইচ্ছা করি যে আমার এই দুই জন কন্যার এক জনকে, তুমি আট বৎসর পর্য্যন্ত আমার চাকুরী কর, এই অঙ্গীকারে তোমার সহিত বিবাহিতা করি। তদনন্তর যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর, তাহা তোমার ইচ্ছাধীন, এবং তোমার উপর যাহা কষ্টকর হয় তাহা আমি ইচ্ছা করি না; যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তুমি আমাকে মঙ্গলাকাঙ্খী মধ্যে প্রাপ্ত হইবা। ২৮ মুসা বলিল, এই (অঙ্গীকার) আমার মধ্যে এবং আপনার মধ্যে হইল। আমি এই দুই সময়ের যে সময় পূর্ণ করিতে পারি তৎপর আমার উপর তদতিরিক্ত (দায়িত্ব) নাই। এবং আমি যাহা বলিতেছি তাহার সম্বন্ধে আল্লাহই আমার কার্য্য সম্পাদক। ৩। ৭—২৮

২৯ তদনন্তর যখন মুসা (প্রতিশ্রুত) সময় পূর্ণ করিল, এবং তাহার গৃহবাসিগণ সহ (মিসরে) যাইতেছিল, তখন তুর সীনার দিকে অগ্নি দেখিতে পাইল, (তাহা সঙ্গিগণ কেহ দেখিতে পাইতেছিল না,) তাহার পরিবারবর্গকে বলিল তোমরা (এখানে) থাক, আমি অগ্নি দেখিতে পাইতেছি, সম্ভব যে তথা হইতে তোমাদের নিকট আমি (মিসরের পথের) সংবাদ আনিতে পারি, অথবা অগ্নির প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার আনিতে পারি, যেন তোমরা অগ্নি সেবন কর। ৩০ তার পর যখন অগ্নির নিকট আসিল, তখন মঙ্গলদায়ক ভূমির দক্ষিণ দিকের প্রান্তরস্থ এক বৃক্ষ হইতে আহূত হইল, হে মুসা নিঃসন্দেহই আমি

আল্লাহ্, সৃষ্টির পালনকর্ত্তা, ৩১ এবং (আরও শুনিল) যে তোমার যষ্টি ভূমিতে নিক্ষেপ কর, তদনন্তর যখন ঐ যষ্টিকে দেখিল তাহা চলিতেছে, যেন সর্প, তখন মূসা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া মুখ ফিরাইল, এবং ফিরিয়া দেখিতে ছিল না। (তখন তাহাকে ঐ বৃক্ষ হইতে বলা হইল হে) মূসা, অগ্রসর হও এবং কোনও ভয় করিও না, নিশ্চয় তুমি নিরাপদ ব্যক্তিগণের মধ্যগত। ৩২ তোমার (পিরানের) গলার মধ্যে হস্ত দাও, তাহা নির্দ্দোষ শ্বেত (আলোকময় হইয়া) বহির্গত হইবে, এবং (তোমার মনের) ভয় (দূর করিবার) নিমিত্ত তোমার বাহু তোমার (শরীরের) সহিত সংলগ্ন কর, (তোমার হস্ত পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।) অতএব এই দুই (অসাধারণ ঘটনা) তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে ফের্-অ-উন এবং তাহার শ্রেণীবর্গের জন্য প্রমাণ। নিশ্চয় তাহারা পাপাচারীর দল। ৩৩ মূসা বলিল, হে আমার প্রতিপালক আমি তাহাদের এক প্রাণীকে হত্যা করিয়াছি, তজ্জন্য ভয় হইতেছে তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে। ৩৪ এবং আমার ভ্রাতা হারূণ আমা হইতে কথা প্রকাশ করিতে সুবক্তা. অতএব তাহাকে আমার সহিত সহায়স্বরূপ প্রেরণ কর, যেন সে আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করে, আমার ভয় হইতেছে, নিশ্চয় তাহারা আমাকে অসত্যবাদী বলিবে। ৩৫ আল্লাহ্ (ঐ বৃক্ষ হইতেই) বলিলেন আমি অনতিবিলম্বে তোমার ভ্রাতা দ্বারা তোমার বাহু সবল করিব, এবং তোমাদের উভয়কে (এমত) প্রাধান্য প্রদান করিব (যে) তজ্জন্য তাহারা তোমাদের নিকটেও আসিতে পারিবে না। (আমার প্রদত্ত) প্রমাণ সহ (ফের্-অ-উনের নিকট যাও।) তোমরা উভয়ে, এবং যাহারা তোমাদের মতে চলিবে, তাহারা নিশ্চয় প্রাধান্য লাভ করিবে। তদনন্তর যখন মূসা তাহাদের

নিকট আমার স্পষ্ট প্রমাণ সহ উপস্থিত হইল, তাহারা বলিতে লাগিল, ইহা তাহাদের কৃত ইন্দ্রজাল ব্যতীত নহে, ফলতঃ আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পিতাগণের নিকট এইরূপ (ঘটনা) শুনি নাই। ৩৭ এবং মূসা বলিতে লাগিল, তাঁহার দাসগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি সত্য উপদেশসহ আসিয়াছে তাহা আমার প্রতিপালক ভাল করিয়া জানেন, এবং কাহার জন্য পরকালের গৃহ হইবে তাহাও জানেন। নিঃসন্দেহই তিনি পাপাচারীদিগের উদ্দেশ্য পূর্ণ করেন না। ৩৮ এবং ফের-অ-উন উপহাস করিয়া বলিতে লাগিল, হে শ্রেষ্ঠীবর্গ আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য রক্ষা-কর্ত্তা আছে তাহা আমি জানি না, অতএব হে হামান, আমার নিমিত্ত মৃত্তিকার (অর্থাৎ কর্দ্দমের ইষ্টকের) উপরে অগ্নি প্রজ্বলিত কর, তদনন্তর আমার জন্য (অতি উচ্চ) এক অট্টালিকা প্রস্তুত কর, (তাহা যেন মূসার কথিত আল্লাহর নিকট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়,) আমি যেন তাহার উপর হইতে, (ছাদে চড়িয়া,) মূসার আল্লাহকে দেখিয়া আসি। ফলতঃ নিঃসন্দেহই আমি তাহাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। ৩৯ এবং সে এবং তাহার সৈন্যগণ দেশে অন্যায় পূর্ব্বক ঔদ্ধত্য করিতে লাগিল, এবং ভাবিত যে তাহারা (বিচারের জন্য) আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে না। ৪০ তদনন্তর আমি তাহাকে এবং তাহার সৈন্যগণকে ধৃত করিলাম, তারপর তাহাদিগকে (সমুদ্র) জলে ডুবাইয়া দিলাম। এখন (হে মুসলমান শ্রোতা) তুমি দেখ, অত্যাচারীর পরিণাম কেমন হইয়া থাকে। ৪১ আমি তাহাদিগকে নেতা করিয়াছিলাম, (কিন্তু) তাহারা অগ্নির দিকে আহ্বান করিতেছিল। ফলতঃ কেয়ামতের দিবস তাহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না। ৪২ এই পৃথিবীতে আমি (অসন্তোষস্বরূপ) অভিসম্পাত

সহ তাহাদের পশ্চাৎ রহিয়াছি, এবং কেয়ামতের দিবস তাহারা মন্দাবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের দলভুক্ত হইবে। * ৪।১৪=৪২

৪৩। পূর্ব্ব যুগের মনুষ্যগণকে ধ্বংস করার পর আমি মূসাকে মনুষ্যগণের জন্য আলোক, এবং পথপ্রদর্শক, এবং অনুগ্রহ (অর্থাৎ তওরাত) প্রদান করিয়াছিলাম, যেন মনুষ্যগণ উপদেশগ্রাহী হয়। ৪৪ এবং যখন আমি মূসার সম্বন্ধে আমার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলাম, (অর্থাৎ তাহাকে পয়গম্বরত্ব প্রদান করিয়াছিলাম, তখন হে পয়গম্বর,) তুমি (তূর সিনার) পশ্চিম দিকে ছিলে না, এবং (যখন মূসা তাহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল তখন) তুমি দর্শকগণের মধ্যেও ছিলে না। ৪৫ কিন্তু (তোমার আবির্ভাবের পূর্ব্বে) আমি বহু বংশীয় মনুষ্যগণকে দণ্ডায়মান করিয়াছিলাম, তৎপর তাহাদের (জাতীয়) জীবন কাল দীর্ঘ হইয়াছিল; এবং তুমি মদইয়নবাসীগণের সহিত বাস কর নাই যে তাহাদের নিকট আমার আএত সকল পাঠ করিতে; কিন্তু আমি তোমাকে রসুল্ করিয়াছি (এজন্যই যাহা দেখ নাই, শুন নাই তাহা ওহি যোগে মনুষ্যগণকে জ্ঞাত করিতেছ।) ৪৬ এবং যখন আমি (মূসাকে) আহ্বান করিয়াছিলাম, তখন তুমি তূরের নিকট ছিলে না, কিন্তু তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে অনুগ্রহ যে, যে (আরব জাতির) নিকট ইতপূর্ব্বে (ইস্মাইলের পর পয়গম্বর) আগত হয় নাই তাহাদিগকে তুমি সতর্ক কর, সম্ভব যে তাহারা উপদেশগ্রাহী হইতে পারে। ৪৭ এবং তাহাদের হস্ত পূর্ব্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছে তজ্জন্য যদি কোনও বিপদ সমাগত হয় এবং তখন বলে, হে আমাদের প্রতিপালক তুমি আমাদের

---

* প্রপীড়িত মুসলমানগণকে ইঙ্গিতে বলা হইতেছে যে মক্কার ফের-অ-উন এবং হামানগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

নিকট কেন কোনও রসুল প্রেরণ কর নাই, তাহা হইলে আমরা তোমার আএত সকলের মত কার্য্য করিতাম, এবং বিশ্বাসকারিগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম, (তজ্জন্যই তুমি কোর্-আন সহ তাহাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছ।) ৪৮ অতঃপর যখন আমার নিকট হইতে তাহাদের (অর্থাৎ আরব দেশীয়গণের) নিকট সত্য উপনীত হইল, তখন বলিতে লাগিল, যেমন (প্রমাণ) মূসাকে দেওয়া হইয়াছিল, তেমন কেন (ইহাকে) দেওয়া হয় নাই? অহো! যাহা ইতঃপূর্ব্বে মূসাকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা কি তাহারা অস্বীকার করে নাই? (তাহারা অর্থাৎ ফের্-অ-উন বংশীয় কিব্‌তীগণ কি বলে নাই?) ইহারা উভয়েই মায়াবী, পরস্পরের সাহায্যকারী, এবং বলিয়াছিল আমরা তাহাদের প্রত্যেককে অস্বীকার করিতেছি। ৪৯ (হে নবী) তুমি (ইহাদিগকে) বল যদি তোমরা সত্যবাদী (যে মূসাকে যদ্রূপ প্রমাণ দেওয়া হইয়াছিল তোমাকে তদ্রূপ দেওয়া হয় নাই,) তাহা হইলে এই দুই গ্রন্থ (তওরাত এবং কোর-আন হইতে) অধিক পথ-প্রদর্শক কোনও গ্রন্থ আল্‌লাহর নিকট হইতে লইয়া আস (যেন আমি) তাহার মতে চলি। ৫০ তৎপর যদি ইহারা (এইরূপ গ্রন্থ আনিয়া) তোমাকে প্রত্যুত্তর দিতে না পারে তাহা হইলে জানিয়া রাখ যে তাহারা তাহাদের কল্পনার অনুসরণ ব্যতীত করে না। নিঃসন্দেহই মন্দকর্ম্মকারী জাতিকে আল্‌লাহ্ পথ প্রদর্শন করেন না। ৫।৮—৫০

৫১। ফলতঃ (পয়গম্বরগণের দ্বারা) মনুষ্য জাতির নিকট আমি আমার বাক্য অবিচ্ছেদে প্রেরণ করিয়াছি, উদ্দেশ্য যে তাহারা উপদেশ-গ্রাহী হউক। ৫২ ইহার (অর্থাৎ এই কোর্-আনের) পূর্ব্বে যাহাদিগকে গ্রন্থ প্রদান করা হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্য হইতে (কতক আলেম) ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে, ৫৩ যখন ইহা তাহাদের নিকট পঠিত হয়,

তখন বলে আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলাম, ইহা আমাদের প্রতি-পালকের নিকট হইতে সমাগত সত্য, নিঃসন্দেহই আমরা ইহার পূর্ব্বেই (তওরাত এবং ইঞ্জিল পাঠ করিয়া) ইহাতে বিশ্বাস স্থাপনকারী হইয়াছি। ৫৪ ইহাদিগকে ইহাদের পারিশ্রমিক দুইবার দেওয়া হইবে, যেহেতু (ইহারা ইহাদের পূর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বীগণের পীড়নে) ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিল, এবং তাহারা যে মন্দ (আচরণ) করিত, (তাহা) সুব্যব-হার দ্বারা দূরীভূত করিয়া দিত, এবং আমি যদ্দ্বারা তাহাদিগকে লাভবান করিয়াছি তাহা হইতে দান করিত। ৫৫ এবং যখন তাহাদের (বিদ্রূপ এবং ভৎর্সনা প্রভৃতি) মন্দ কথা শ্রবণ করিত, তখন (তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া) তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইত, এবং বলিত যে আমাদের জন্য আমাদের কর্ম্ম (ফল,) তোমাদিগকে (বিদায় কালের) সালাম, আমরা অজ্ঞদিগকে ভাল বাসি না।

৫৬ (হে পয়গম্বর তোমার ইচ্ছামত) তোমার ভালবাসার ব্যক্তি-গণকে (পিতৃব্য আবুজেহেল, আবুলাহাব প্রভৃতিকে) পথ প্রদর্শন করিতে পার না, কিন্তু যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন, এবং যাহারা পথ প্রাপ্ত হইবে (তদ্রূপ স্বভাবপ্রাপ্ত) তাহাদিগকে তিনি উত্তম রূপে জানেন। ৫৭ এবং (কতকজন) বলিতেছে, যদি আমরা আপনার সহিত উপদেশ (অর্থাৎ কোর্-আন) মান্য করি, তাহা হইলে আমাদের দেশ হইতে আমাদিগকে হঠাৎ নিরুদ্দেশ করা হইবে। তাহারা এ বিষয় অনুধাবন করে না কেন, যে যদিও আরবগণের মধ্যে অনবরত রক্তপাত হইতেছে, তথাপি আমি, কি তাহাদিগকে (অর্থাৎ মদিনাতে পলাতকগণকে) নিঃশঙ্ক স্থানে যথায় তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সর্ব্বপ্রকার ফল আল্লাহর নিকট হইতে প্রেরিত হইতেছে, তথায় বাসস্থান প্রদান করি নাই? কিন্তু তাহাদের (মক্কাবাসিগণের)

অধিকাংশই বুঝিতে পারিতেছে না, (যে নিঃশঙ্ক রাখা বিশ্বপতির ইচ্ছাধীন।) ৫৮ এবং (ইহাও অনুধাবন করে না কেন যে যাহার) প্রাচুর্য্য জন্য (অধিবাসিগণ) উল্লাসিত হইয়াছিল, এমত কত দেশ আমি উৎসন্ন করিয়াছি। তৎপর তাহাদের (নগরের ধ্বংসাবশেষ) সেই গৃহ সকলেতে আর কেহ বাস করে না, কিন্তু অতি অল্প সময়ের জন্য মাত্র (কখনও কখনও কোনও পথিক বা ভ্রমণকারী তথায় আশ্রয় গ্রহণ করে,) এবং আমিই তাহা উত্তরাধিকার ক্রমে এখন অধিকার করিতেছি। ৫৯ ফলতঃ তোমার প্রতিপালক যাবত (মাতৃস্বরূপ) মূল নগরে, তাহাদের নিকট তাঁহার আএত পাঠকারী রসুল উত্থিত না করেন, তাবত কোনও নগর ধ্বংস করেন না, এবং কোনও নগরে অধিবাসিগণ পাপাচারী না হইলে আমি তাহা বিনষ্ট করি না। ৬০ ফলতঃ (হে মনুষ্যগণ) যে সকল বস্তু তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা সমস্ত পার্থিব জীবনের লাভদাতা এবং তাহার সৌন্দর্য্য; কিন্তু (পরকালের জন্য) যাহা আল্লাহর নিকট আছে, তাহা বহু উত্তম এবং বহুকালস্থায়ী, এমত স্থলেও তোমরা বুঝ না কেন? ৬।১০—৬০

৬১ অহো যে ব্যক্তিকে আমি উত্তম অঙ্গীকার প্রদান করিয়াছি, এবং তৎপ্রযুক্ত তাহা (সেই জন্নত) লাভ করিবে, সে ব্যক্তি কি তাহার ন্যায় যাহাকে আমি (কেবল) পার্থিব জীবনের সুখেতে সুখী করিয়াছি? তদনন্তর কেয়ামতের দিবস (দণ্ড গ্রহণার্থে) আনীত ব্যক্তিগণের অন্তর্গত হইবে? ৬২ এবং যে দিবস তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন, তদনন্তর জিজ্ঞাসা করিবেন, যাহাদিগকে তোমরা আমার সহ উপাসনাভাগী মনে করিতে, তোমাদের সেই উপাসনাভাগিগণ অর্থাৎ (নেতাগণ) এখন কোথায়? ৬২ যাহাদের সম্বন্ধে

আল্লাহর) কথা সত্য হইয়াছিল তাহারা (সেই নেতাগণ) বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক এই সকলকে আমরা পথভ্রষ্ট করিয়াছিলাম, আমরা যেমন পথভ্রষ্ট হইয়াছিলাম তেমন তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছিলাম, আমরা (তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া এখন) তোমার অভিমুখী হইতেছি, তাহারা আমাদের উপাসনা করিত না, (কিন্তু তাহাদের অভিলাষের উপাসনা করিত।) ৬৩ এবং (উপাসকবর্গকে) বলা হইবে, (এখন তোমাদের মঙ্গলার্থে) তোমাদের উপাসনা ভাগকারিগণকে (অর্থাৎ নেতাগণকে) আহ্বান কর, তখন তাহারা তাহাদিকে উদ্ধারার্থে আহ্বান করিবে, কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে উত্তর প্রদান করিবে না, এবং পরন্তু (স্বচক্ষে তাহাদের অনুবর্ত্তিগণের) যন্ত্রণা দর্শন করিবে। (যদি এই নেতাগণ পৃথিবীতে রসুলগণ প্রদর্শিত) প্রকৃত পথে চলিত, তাহা হইলে ভাল হইত। ৬৪ এবং সে দিবস আল্‌লাহ্‌ তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন, তৎপর জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা রসুলগণকে কি উত্তর দিয়াছিলা? ৬৫ তৎপর সে দিবসের (বিচারের) সংবাদ তাহাদের উপরে অন্ধকারময় হইবে, তৎপ্রযুক্ত তাহারা পরস্পরকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিবে না। ৬৬ যে ব্যক্তি কিন্তু (এই পৃথিবীতে) অনুতাপগ্রস্ত হইবে, এবং বিশ্বাস স্থাপনকারী হইবে, এবং সুকর্ম্ম করিবে, তাহা হইলে সম্ভব যে সে মুক্তিপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভূক্ত হইবে। ৬৭ ফলতঃ তোমার প্রতিপালক যেমন ইচ্ছা তেমন (স্বর্গ বা নরকবাসী) সৃষ্টি করেন, এবং (যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তজ্জন্য) নির্ব্বাচিত করেন, মনুষ্যগণের জন্য নির্ব্বাচনের (ক্ষমতা) নাই। আল্‌লাহ্‌ (সর্ব্ব দোষ হইতে) পবিত্র, এবং যাহাদিগকে তাহারা উপাসনার ভাগী করে, তাহাদিগের হইতে বহু উন্নত। ৬৮

এবং তাহাদের হৃদয় যাহা গোপন করে, এবং তাহারা যাহা প্রকাশ করে, তোমার প্রতিপালক তাহা জানেন। ৬৯ এবং তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, ইহকালে এবং পরকালে তাঁহারই সমস্ত প্রশংসাবাদ, এবং আজ্ঞা প্রচার করার অধিকার তাঁহার, এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন। ৭০ (হে পয়গম্বর অন্যের উপাসনাকারিগণকে জিজ্ঞাসা কর, যদি আল্লাহ কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত তোমাদের উপর রাত্রি, (দুঃখ, কষ্ট, মন্দাবস্থা) চিরস্থায়ী করিয়া রাখেন তাহা হইলে, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনও উপাস্যকে দেখিযাছ যে তোমাদের নিকট দিবালোক (সুখাবস্থা) আনিতে পারে? আশ্চর্য্যের বিষয় তথাপি তোমরা কেন শুনিতেছ না? ৭১ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, যদি আল্লাহ কেয়ামতের দিবস পর্য্যন্ত তোমাদের উপরে দিনমানকে চিরস্থায়ী করিয়া রাখেন, তাহা হইলে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্যকে কি দেখিয়াছ যে তোমাদের নিকট বিশ্রামদায়িনী রাত্রি আনিতে পারে? আশ্চর্য্যের বিষয়, তথাপি তোমরা কেন (কর্ত্তব্য) দেখিতেছ না? ৭২ ফলতঃ তাঁহার অনুগ্রহ মধ্যে (ইহাও যে) তিনি তোমাদের জন্য রাত্রি এবং দিবস সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন তৎকালে তোমরা বিশ্রাম লাভ কর এবং তাহার অনুগ্রহ সকলের মধ্যে যেন কোনও অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর, এবং যেন অনুগ্রহ স্বীকারকারী হও। ৭৩ ফলতঃ সে দিবস তিনি তাহাদিগকে ডাকিবেন এবং জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা যাহাদিগকে আমার উপাসনাভাগী অনুমান করিয়াছিলা, আমার সেই উপাসনাভাগিগণ কোথায়? ৭৪ এবং (তখন) আমি প্রত্যেক দল হইতে একজন সাক্ষী (তাহার রসুল) পৃথক করিব, তখন বলিব

(হে রসুল অগ্রাহ্যকারিগণ, তোমরা যে প্রমাণের মূলে রসুল অগ্রাহ্য করিয়াছিলা সেই) প্রমাণ উপস্থিত কর। তখন তাহারা জানিতে পারিবে যে নিঃসন্দেহই সত্য আল্লাহর পক্ষে রহিয়াছে, এবং তাহারা যাহা কল্পনা করিয়া লইয়াছিল তাহা সমস্ত তাহাদের নিকট হইতে দূর হইয়া যাইবে। ৭।১৫ = ৭৫

(ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ জীবনাতিবাহিতকারী, আল্লাহর অনুগ্রহের অপব্যবহারকারী, ব্যক্তিগণের এক জনার ঐহিক পরিণাম শ্রবণ কর) :—

৭৬। নিঃসন্দেহেই কারুণ (নামক ব্যক্তি) মুসার স্বজাতীয় (ইস্রাইল সন্তান) গণের মধ্যে একজন (ধনাঢ্য ব্যক্তি) ছিল। তদনন্তর সে তাহাদের সহিত বিদ্রোহিতাচরণ করিতে লাগিল, (কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া অর্থাৎ উশৃঙ্খল ভাবে জীবনাতিবাহিত করিতে লাগিল) যেহেতু আমি তাহাকে এতধন দিয়াছিলাম যে নিশ্চয়ই বলবান একদল ব্যক্তি তাহার কুঞ্জিকাসকল বহন করিত। (সে এমত অসৎ জীবন অতিবাহিতকারী ছিল যে) যখন তাহার স্বজাতীয়গণ তাহাকে বলিতে লাগিল, (ধন যৌবন মদে) বিহ্বল হইও না, ইহাতে ভ্রম নাই যে যাহারা (সম্পদে) বিহ্বল হয়, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন না। ৭৭ বরং যাহা আল্লাহ তোমাকে দিয়াছেন (তাহার সৎব্যবহার করিয়া) তদ্দ্বারা পরকালের গৃহলাভের চেষ্টা কর, এবং পৃথিবী হইতে যাহা তোমাকে ভাগ দেওয়া হইয়াছে, (অর্থাৎ তোমার কফন এবং কবর,) তাহা ভুলিয়া যাইও না এবং আল্লাহ তোমার প্রতি যেমন অনুগ্রহ করিয়াছেন, তুমিও তদ্রূপ অনুগ্রহ কর, এবং পৃথিবীতে (স্ব দৃষ্টান্ত এবং ক্ষমতা দ্বারা) মন্দ বিস্তার করার চেষ্টা করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ মন্দ বিস্তারকারিগণকে ভালবাসেন না।

৭৮ সে বলিত আমার নিকট (রসায়ন শাস্ত্রের যে) বিদ্যা আছে কেবল তজ্জন্যই ইহা আমাকে দেওয়া হইয়াছে, (স্ববলেই সমস্ত করিতে হই-য়াছে।) [হে শ্রোতা] সে কি জানিত না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহার পূর্ব্বে, যথার্থই এমত অনেক যুগের লোকদিগকে উৎসন্ন করিয়া-ছেন, যাহারা তাহা হইতে অধিক শক্তিসম্পন্ন ছিল, এবং যাহাদের সঞ্চিত ধন তাহার ধন হইতেও অনেক অধিক ছিল? ফলতঃ (যখন পাপাচারিগণকে দণ্ডিত করা হয়, তখন) পাপাচারিগণ তাহাদের পাপের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হয় না (যে কখন তোমাদিগকে শাস্তি দিব?) ৭৯ তৎপর (এক দিবস সে) তাহার (অগ্রগামী এবং পশ্চাৎগামী অশ্বা-রোহী, গজারোহী, এবং সুসজ্জিত সহচর, এবং সুসজ্জিতা সহচরিগণ-সহ মহাড়ম্বর প্রকাশক) সজ্জা ধারণ করিয়া, তাহার স্বজাতীয়গণকে দেখাইবার জন্য বহির্গত হইল। যাহারা (কেবল) পার্থিব জীবনের (সুখসম্ভোগের) অভিলাষ করিত, তাহারা বলিতে লাগিল, কারুণকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, তেমন যদি আমাদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে (আমরাও মহাড়ম্বরে নানা সুখ-সম্ভোগ করিতাম।) নিশ্চয়ই কারুণ মহা সৌভাগ্যবান (নিশ্চয়ই সে পুণ্যবান, আল্লাহর প্রিয়।)৮০ কিন্তু যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদত্ত হইয়াছিল, (যাহারা জানিত যে কারুণ যেরূপ অসৎ জীবন অতিবাহিত করিতেছে, তাহার পরিণাম মন্দ,) তাহারা বলিতে লাগিল, তোমাদের দুর্ভাগ্য, যে ব্যক্তি বিশ্বাসস্থাপনকারী, এবং সাধুকর্ম্মকারী, তাহার জন্য আল্লাহর পুরস্কার ইহা হইতে বহুগুণ উত্তম, এবং যাহারা (সর্ব্বাবস্থায় সৎপথে ধৈর্য্য) ধারণ করিয়া স্থির থাকে; তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ তাহা প্রাপ্ত হয় না। ৮১ তদনন্তর আমি (তাহার অসংযত জীবনের জন্য) কারুণকে, (এবং রাশি রাশি স্বর্ণ রৌপ্য রত্নাদি পূর্ণ) তাহার (সমস্ত) গৃহ

সকলকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া দিলাম। তখন আল্লাহ ব্যতীত, তাহার দলের একজনও ছিল না যে তাহাকে সাহায্য করিতে পারিত, বা তাহার পক্ষ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিত, (সে সব বুদ্ধি এবং ধনজনবলে নিজকে রক্ষা করিতে পারিল না।) ৮২ এবং কল্য যাহারা তাহার স্থান ইচ্ছা করিয়াছিল, [অদ্য] প্রাতঃকালে তাহারা বলিতে লাগিল, আমাদিগকে ধিক্কার, তাঁহার দাসগণের মধ্যে [কি পুণ্যবান কি পাপিষ্ঠ] যাহার ইচ্ছা তাহার ধনাগম আল্লাহ বিস্তীর্ণ করিয়া দেন, এবং [কি সাধু, কি অসাধু, যাহার ইচ্ছা তাহার ধনাগম] সঙ্কীর্ণ করিয়া দেন। যদি আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ না করিতেন, তাহা হইলে আমাদিগকে সহ (তাহাকে) প্রোথিত করিয়া দিতেন। আমাদিগকে ধিক্, [আমরা কারুণের ন্যায় আল্লাহর অনুগ্রহের অপব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলাম। যাহারা তাঁহার দান, ধন-বুদ্ধি-বিদ্যা-ক্ষমতার অপব্যবহার করণরূপ অনুগ্রহ অস্বীকারকারী হয়, সেই] অনুগ্রহ অস্বীকারকারিগণ (আল্লাহর শাস্তি হইতে) উদ্ধার প্রাপ্ত হয় না। (ফলতঃ অসংযত জীবন অতিবাহিতকারী বহু জনকে তিনি এখনও নানা প্রকারে প্রোথিত করিয়া দিতেছেন তাহা আমরা নিত্যই দেখিতেছি। অনুবাদক।) ৮১।৮২

৮৩। পরকালের এই গৃহ সকল আমি কেবল তাহাদেরই জন্য করিব, যাহারা পৃথিবীতে উচ্চতা প্রকাশের, এবং মন্দ বিস্তারের ইচ্ছা করে না, ফলতঃ ধর্ম্মভীরুগণের জন্যই সুপরিণাম। ৮৪ যে ব্যক্তি সুকর্ম্ম সহ আগমন করে, তাহার জন্য তাহা হইতে যাহা উত্তম তাহা (বিনিময়,) এবং যে মন্দ সহ আগমন করে, তাহা হইলে তাহার জন্য সে যে মন্দ করিবে তদ্ব্যতীত অন্য বিনিময় দেওয়া হইবে না।

৮৫। (হে পয়গম্বর,) যিনি কোর্-আন (প্রচার) তোমার জন্য

কর্ত্তব্য করিয়া দিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি তোমাকে ফিরিয়া যাইবার স্থানে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন, (তুমি সামীপ্য এবং সাযুজ্য লাভ করিবা, অথবা মদিনাতে স্থান প্রাপ্ত হইবা।) তুমি জ্ঞাপন কর, কোন্ ব্যক্তি পথপ্রদর্শকসহ আগমন করিয়াছে, তাহা আমার প্রতিপালক বিশেষ করিয়া জানেন, এবং কোন ব্যক্তিই বা প্রকাশ্য বিপথে রহিয়াছে (তাহাও তিনি জ্ঞাত,) ৮৬ তুমি (কখনও) প্রত্যাশাও কর নাই যে তোমার অভিমুখে গ্রন্থ (কোর্-আন) অবতারিত হইবে, কিন্তু তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ ব্যতীত নহে (যে তোমার উপরে কোর্-আন অবতীর্ণ হইতেছে,) অতএব ধর্ম্মদ্রোহিগণের পৃষ্ঠপোষক হইও না। ৮৭ এবং তোমার উপরে (আল্লাহর বাণী) অবতীর্ণ হওয়ার পর (কোনও ঘটনাই) তোমাকে আল্লাহর আএত (মত চলা) হইতে নিবারিত না করুক; এবং তুমি (মনুষ্য জাতিকে) তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, এবং আল্লাহর উপাসনাভাগীতে বিশ্বাসিগণের (অর্থাৎ মুশ্রেকগণের) অন্তর্গত হইও না, ৮৮ এবং আল্লাহর সহিত অন্যকে উপাস্যস্বরূপ আহ্বান করিও না, তিনি ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই। তাঁহার আনন ('স্বরূপ') ব্যতীত সমস্তই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে; আজ্ঞা প্রদানের ক্ষমতা তাঁহার, এবং তাঁহারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন। ৯।৬—৮৮

আনকবুত—মাকড়সা।

মক্কাবতীর্ণ ২৯ সংখ্যক সূরা (৮৫)।

এই সূরার মর্ম্ম :—

১ম রুকু :—যাহারা বলে আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারী অর্থাৎ মুসলমান, তৎসম্বন্ধে, পূর্ব্বাপর প্রচলিত নিয়ম মত তাঁহাদের পরীক্ষা হইবে ; তখন সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে ; সৎ বাঅসৎ চেষ্টা নিজেরই মঙ্গল বা অমঙ্গল করে ; বিশ্বাস স্থাপনকারী সুকর্ম্ম কারিগণের পাপ ধ্বংস হইয়া যায় ; পিতা মাতা যদি আল্লাহ্ সহ অন্য উপাস্য যোগ করিতে বলে, তাহা মান্য করিও না ; যাহাদের বিশ্বাস কেবল মুখে, আল্লাহর পথে তাহারা কষ্টগ্রস্ত হইলে, তাহা হইতে উদ্ধার হইবে না মনে করে, কিন্তু যদি কোনও সুঘটনা ঘটে, তখন তাহার সুফল আশা করে, তাহারা কপট মুসলমান ; কেহ অন্যের পাপ বহন করিবে না ; অন্যকে পথভ্রষ্ট করণ জন্য, এবং স্বয়ং পথভ্রষ্ট হওন জন্য, তাহারা স্ব পাপ ভারের অতি-রিক্ত পাপ বহন করিবে ;

২য় রুকু :—পয়গম্বর নূহ তাহার উপদিষ্টগণের জাতীয় জীবন এবং ব্যক্তিগত জীবন, মন্দ হইতে ভালর দিকে আনার জন্য, দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়া উপহসিত এবং প্রপীড়িত হইয়াছিল, তদ্রূপ ইব্রাহীমও হইয়া-ছিল ; হে নবী, বিপক্ষতা অগ্রাহ্য করিয়া তুমিও এই আরবদিগকে উপদিষ্ট করিতে থাক ; তাহারা পুনরুত্থানে অবিশ্বাস করিতেছে, যিনি যেরূপে প্রথমতঃ সৃষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিই সেইরূপে কেয়ামত

কালেও, ধ্বংসের পরও, তাহা প্রকাশিত করিবেন কি অসম্ভব? তিনিই বলিয়া দিতেছেন, কর্ম্মভোগ জন্ম মরণান্তর তোমাদিগকে সমুত্থিত করিবেন;

৩য় রুকু:—যাহারা আল্লাহের বিদ্যমানতার, পুনরুত্থানের, প্রমাণ সকল বিশ্বাস করে না, তাহারা মরণের পর অনুগৃহীত হওয়ারও আশা করে না, সুতরাং কষ্টদায়ক পারলৌকিক জীবন লাভ করে; ইব্রাহীম উক্ত বিষয় সকল সম্বন্ধে উপদেশ করার পর নির্য্যাতন-গ্রস্ত হইলেন, তাঁহার আস্থা এবং সৎকর্ম্মের পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাঁহাকে নবীগণের পিতা করিলেন; লুত ইব্রাহীমের মতাবলম্বী হইয়া দেশত্যাগী হইলেন; তাঁহার উপদিষ্ট দল পাপ ত্যাগ করিল না,

৪র্থ রুকু:—অবশেষে ফেরেশ্তাগণ পাপিষ্ঠ লুতগণকে ধ্বংস করিল; তদ্রূপ মদ-ই-য়ন বাসিগণ, আদগণ, সমূদগণ, ফের্-অ-উন, কারুণ, হামান, পাপ হইতে নিবৃত্ত হয় নাই, এবং পয়গম্বরগণকে উপহাস এবং নির্য্যাতন করিয়া, কেহ ভূমিকম্পে, কেহ জলন্ত প্রস্তর বর্ষণে, কেহ জলমগ্ন হইয়া, কেহ ভূমিতে প্রোথিত হইয়া, বিনষ্ট হইয়াছিল; তাহাদের উপাস্যবর্গ তাহাদিগকে আশ্রয় দিতে পারে নাই; যাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সহায় অবলম্বন করে, তাহারা মাকড়সার জালের ন্যায় গৃহের আশ্রয় গ্রহণ করে;

৫ম রুকু:—হে পয়গম্বর, যাহা অবতারিত হইতেছে, তাহা আবৃত্তি করিতে থাক, নমাজ স্থির রাখ, নমাজ মন্দ এবং দূষনীয় কার্য্য হইতে বারিত রাখে; গ্রন্থপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সহিত শিষ্টাচারের সহিত তর্ক বিতর্ক কর, কিন্তু যদি সীমাতিক্রম করে তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা; তাহাদিগকে বল যাহা আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য অবতারিত হইয়াছে, আমরা তাহা সমস্ত মানি, তোমাদের এবং আমাদের একজনই উপাস্য,

অর্থাৎ আল্লাহ ; গ্রন্থপ্রাপ্ত কতক জন বিশ্বাস করে যে কোর্-আন আল্লাহর অবতারিত, তদ্রূপ মক্কারও কতক জন বিশ্বাস করে; তুমি লিখিতে পড়িতে জান না, এমতস্থলে তাহা আল্লাহরই বাণী তোমার মুখে অর্পিত হইতেছে; ফলতঃ অন্যায়াচরণকারীগণ ব্যতীত ইহা কেহ অবিশ্বাস করে না; তাহারা প্রমাণ চাহিতেছে যে ইহা তাঁহার অবতারিত, কোর্আনই তাহার প্রমাণ ;

৬ষ্ঠ রুকু :—তিনি নবী, কোর্-আন অবতারিত গ্রন্থ ; তৎ সম্বন্ধে তাঁহারই বাক্য সম্পূর্ণ প্রমাণ ; অস্বীকার কারিগণ প্রতিশ্রুত শাস্তি শীঘ্র অবতীর্ণ করিতে বলিতেছে, তাহার এক সময় নির্ণীত হইয়া রহিয়াছে, এখন তাহা অবতীর্ণ হইবে ; কেয়ামতও তাহার নির্ণীত সময় ঘটিবে ; সর্ব্বত্র তাঁহারই উপাসনা কর ; সকলকেই মরিতে হইবে, এবং স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী পারলৌকিক সু বা কু অবস্থা হইবে ; যাহারা শত্রুপীড়নে, অভাবে, দুঃখে, কষ্টে, সকল অবস্থায়, সবিশ্বাস সুকর্ম্ম করে, এবং তাঁহারই উপর নির্ভর করে, তাহারাই পারলৌকিক সম্পদ লাভ করিবে ; তিনিই সকলের অভাব পূর্ণ করিতেছেন, অনেক প্রাণী প্রাণধারণোপায় সঞ্চয় করিয়া রাখে না, তিনি নিত্য তাহাদের আবশ্য-কীয় আহার্য্য যোগাইতেছেন ; তিনি ঊর্দ্ধে আকাশ, নিম্নে পৃথিবী হইতে এবং চন্দ্র সূর্য্যকে রাশিচক্রে সঞ্চারিত করিয়া, ঋতু সকলের আবির্ভাব করিয়া, তোমাদের প্রাণধারণের উপায় প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সুতরাং তিনিই জীবিকা প্রদানকারী কে অস্বীকার করিতে পারে ? তিনিই জল বর্ষণ করেন সকলেরই স্বীকার্য্য, তাহা কোনও স্থানে অধিক, কোনও স্থানে অল্প শস্য জন্মায়, তদ্রূপ তিনি কাহারও জীবিকা প্রশস্ত, কাহারও সঙ্কীর্ণ করেন, কাহাকে কি পরিমাণে দেওয়া মঙ্গলকর, তাহা তিনি জানেন ; এমতস্থলে ধনদাতা, স্বাস্থ্যদাতা, পুত্রদাতা বিশ্বাসে

অন্যের উপাসনা মাকড়সার জালের আশ্রয় গ্রহণ সমান, সমস্ত অভাব পূর্ণকারী স্বরূপ কেবল তিনিই প্রশংসিত;

৭ম রুকু :—পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন; যখন মনুষ্য আমোদ প্রমোদে, নিশ্চিন্ততাতে, জীবন অতিবাহিত করে, তখন আল্লাহকে ভুলিয়া যায়; কিন্তু যখন সমুদ্রে ঝড়ে আক্রান্ত হয়, তখন পরিষ্কৃত মনে তাঁহারই অনুগ্রহপ্রার্থী হয়; তৎপর স্থলে উত্তীর্ণ হইয়া, অবশিষ্ট জীবন কাল্পনিক উপাস্যগণের উপাসনাতে, এবং সুখেতে কাটায়, মরণের পরই ইহার মন্দ পরিণাম জানিতে পারিবে; (মরণের পর হইতেই তাহার কেয়ামত আরম্ভ হয়;) তিনিই সকলের রক্ষাকর্ত্তা, অথচ মক্কার মসজিদে অপ্রকৃত উপাস্যের উপাসনা হইতেছে; যদি তাহাদের ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে আরবের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিত, কিন্তু শান্তি তাঁহার ইচ্ছাধীন; অথচ যখন সত্য গ্রন্থ কোর্-আন এবং পয়গম্বর, ইহাদের নিকট আসিল, ইহারা অস্বীকার করিল যে তাহা আল্লাহর অবতারিত, এবং ইনিই তাঁহার প্রেরিত; যে ব্যক্তি তাঁহাকে পাওয়ার চেষ্টা করে, তিনি এতৎ বিষয় তাহার সহায় হন।

আন্‌কবুত—মাকড়সা

মক্কাবতীর্ণ ২৯ সংখ্যক সূরা (৮৫)

অসীম অনুগ্রহকারী, সীমাতীত দানকর্ত্তা, আল্‌লাহর নামে আরম্ভ।

১। আলেফ, লাম, মীম, (আমি আল্‌লাহ, সূক্ষ্মদর্শী, মহৎ;) ২ মনুষ্যগণ কি ইহাই স্থির করিয়াছে যে, "আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি" বলা প্রযুক্তই, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? এবং তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে না? ৩ ফলতঃ ইহাদের পূর্ব্বে যাহারা গত হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকেও আমি পরীক্ষা করিয়াছিলাম। যাহারা বলিতেছে (আমরা মুসলমান তাহা সত্য কিনা এই পরীক্ষা দ্বারা আল্‌লাহ) তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়া দিবেন; এবং যাহারা মিথ্যাবাদী তাহাদিগকেও প্রকাশ করিয়া দিবেন। ৪ যাহারা মন্দ কর্ম্ম করিতেছে, তাহারা কি ভাবিয়াছে যে, তাহারা আমাকে পশ্চাতে ফেলিয়া পলাইয়া যাইবে? তাহাদের ধারণা অতি মন্দ। ৫ যাহারা আল্‌লাহর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার আশা করে, (তাহারা তজ্জন্য, উল্লাসিত হউক,) কারণ (তজ্জন্য) আল্‌লাহর (নির্দ্ধারিত) সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবে। ফলতঃ তিনি (লোকে যাহা মুখে প্রকাশ করে তাহার) শ্রোতা, এবং (তাহার মনে কি আছে তাহাও জানেন, তিনি) সর্ব্বজ্ঞ। ৬ এবং যে ব্যক্তি (সৎ বা অসৎ) চেষ্টা করে, সে আপন (মঙ্গল বা অমঙ্গলের) জন্যই (তদ্রূপ) চেষ্টা করে, নিঃসন্দেহই আল্‌লাহ

নিশ্চিন্ত, তিনি মনুষ্যগণের উপর নির্ভর করেন না। ৭ ফলতঃ যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সুকর্ম্মও করে, নিশ্চয় আমি তাহাদের পাপ দূর করিয়া দিব, এবং তাহারা যাহা করে, তাহা হইতে উত্তম বিনিময় প্রদান করিব।

৮। এবং আমি মনুষ্যগণকে তাহাদের পিতা মাতার সহিত সুব্যবহার করার আদেশ করিয়াছি; কিন্তু তুমি আমার সহিত উপাসনা বিভাগকারীতে বিশ্বাস করার কার্য্য শিরক কর, যৎ বিষয় তোমার জ্ঞান নাই, তজ্জন্য যদি আমার সম্বন্ধে তাহারা তোমার সহিত দ্বন্দ্ব করে, তাহা হইলে, (এতৎ সম্বন্ধে) তাহাদের বাধ্য হইও না। আমারই দিকে তোমাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইবে, তখন তোমরা যাহা করিতেছিলা তাহা আমি তোমাদিগকে দেখাইব। ফলতঃ যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সুকর্ম্মও করে, আমি নিশ্চয় তাহাদিগকে সুকর্ম্মকারীগণের দলভুক্ত করিব। ১০ এবং মনুষ্যগণের মধ্যে কতক জন বলে, আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি; তদনন্তর যখন আল্লাহর জন্য তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হয়, তখন মনুষ্যগণের উপদ্রবকে তাহারা আল্লাহর শাস্তির ন্যায় মনে করে, এবং যদি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে কোনও সাহায্য তোমার নিকট আগত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সহিত ছিলাম। মনুষ্যগণের হৃদয়েতে যাহা আছে, আল্লাহ কি তাহা উত্তমরূপে অবগত নহেন ? ১১ ফলতঃ যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদিগকে প্রকাশিত করিয়া দিবেন, এবং যাহারা কপটাচারী তাহাদিগকেও প্রকাশ করিয়া দিবেন। (এই সূরার প্রথম একাদশ আএত মদীনাবতীর্ণ।) ১২ এবং অবিশ্বাসকারিগণ বিশ্বাসকারিগণকে বলিতেছে, তোমরা আমাদের পথ অবলম্বন কর, আমরা তোমাদের

পাপ বহন করিব ; ফলতঃ ইহাদের পাপের কিঞ্চিতও তাহারা বহন করিবে না, নিশ্চয় তাহারা অসত্যবাদী। ১৩ পরন্তু তাহারা তাহাদের (আপন) ভার বহন করিবে, এবং তৎসহ আরও ভার বহন করিবে, (যেহেতু অপর ব্যক্তিগণকে তাহারা পথভ্রষ্ট করিয়াছিল।) (পাপ শিক্ষাদাতা, এবং পাপ অনুষ্ঠানকর্ত্তা উভয়) যে অসত্য রচনা করিত তৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে। ১।১৩

হে নবী পূর্ব্ববর্ত্তী রসুলগণকেও লোকে অসত্যবাদী বলিয়াছিল তাহার প্রমাণ এবং পরিণাম :—

১৪ যথা নিঃসন্দেহই আমি নূহকে তাহার স্বজাতীয়গণের নিকট (রসুল স্বরূপ) প্রেরণ করিয়াছিলাম, তদনন্তর নূহ তাহাদের সহিত পঞ্চাশৎ বৎসর ন্যূন এক সহস্র বৎসর (৯৫০ বৎসর) বাস করিয়াছিল। তখন তাহাদিগকে মহাঝড় আক্রমণ করিয়াছিল, এবং তখন তাহারা মন্দ কর্ম্ম করিয়া আসিতেছিল। ১৫ তখন আমি তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম। এবং তাহার নৌকারোহীগণকেও (উদ্ধার করিয়াছিলাম,) এবং এই (ঘটনাকে) মনুষ্যগণের জন্য (আল্লাহ্‌র কার্য্য প্রণালীর) প্রমাণ করিয়াছিলাম। ১৬ এবং (আরববাসীগণের পিতা) ইব্রাহীমের (স্থলেও তাহাই হইয়াছিল,) যখন তাহার স্বজাতীয়গণকে সে বলিতেছিল, আল্লাহ্‌র উপাসনা কর, এবং তাঁহাকে ভয় কর, যদি তোমরা বুঝিতে পার ইহা তোমাদের জন্য মঙ্গল। ১৭ তোমরা আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করিয়া প্রস্তর সকলের উপাসনা করিতেছ ব্যতীত নহে, এবং যাহা অসত্য তাহাই করিতেছ। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যাহার উপাসনা তোমরা করিতেছ, তোমাদিগকে জীবিকা প্রদান করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই. অতএব আল্লাহ্‌রই

* প্লাবনের পরেও জীবিত ছিলেন, সাকুল্যে ১৪০০ বৎসর, কোর। মোঃ

নিকট জীবিকানুসন্ধান কর, এবং তাঁহারই উপাসনা কর, এবং তাঁহাই নিকট অনুগ্রহ স্বীকারকারী হও। ১৮ (এমতস্থলে) হে নবী, যদিও ইহারা, (এই আরবদেশবাসিগণ) তোমার প্রতি অসত্যারোপ করিতেছে, (তুমি স্বকার্য্য করিতে থাক,) তোমার পূর্ব্বেও উম্মতগণ তাহাদের রসুলের উপরে অসত্যা-রোপ করিয়াছিল, (যে পুনরুত্থান মিথ্যা এবং সে পয়গম্বর নহে।) ফলতঃ (আল্লাহর আদেশ) প্রকাশ্যতঃ উপস্থিত করিয়া দেওয়া ব্যতীত রসুলের উপর দায়িত্ব নাই। ১৯ মনুষ্যগণ (পুনরুত্থান সম্বন্ধে) কি এবিষয় অনুধাবন করিয়া দেখে নাই যে, আল্লাহ প্রথমবার সৃষ্টি কেমন করিয়া আবির্ভূত করিলেন? অতঃপর পুনর্ব্বার তাহা (তদ্রূপে কেয়ামতে) প্রকাশিত করিবেন। নিঃসন্দেহই ইহা আল্লাহর নিকট অতি সহজ। ২০ (হে রসুল, তুমি তাহাদিগকে) বল, পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া দেখ, আল্লাহ সৃষ্টি প্রথমতঃ যেমন প্রকাশিত করিয়াছেন, তদ্রূপ আল্লাহ অন্যবার উত্থিত করিবেন। নিঃসন্দেহই আল্লাহ (সৃষ্টির প্রথম বিকাশ করণ, এবং তৎপর কেয়ামত লোকে পুনঃ বিকাশ করণ প্রভৃতি) সর্ব্ব বিষয় ক্ষমতা-সম্পন্ন। ২১ যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তিনি শাস্তি প্রদান করেন, এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে (নগণ্য হইলেও পুণ্যকর্ম্মের জন্য) অনুগ্রহ করেন; ফলতঃ (কর্ম্মভোগ জন্য) তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরিয়া আনা হইবে। ২২ এবং পৃথিবীতে বা স্বর্গেতে তোমরা তাঁহাকে অশক্ত করিতে পারিবা না, ফলতঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহই তোমাদের বন্ধু বা সহায় নাই। ২। ৯—২২

২৩। যাহারা আল্লাহর প্রমাণ সকলেতে, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া (অর্থাৎ পুনরুত্থানে) অবিশ্বাস করে, তাহারাই আমার

অনুগ্রহ (যে সুকর্ম্মের ফল সুঅবস্থা) আশা করে না, তাহাদেরই জন্য কষ্টদায়ক যন্ত্রণা।

২৪। (ইব্রাহীম উপদেশ করিলে) পর তাহার স্বজাতীয়গণের উত্তর এইরূপ ব্যতীত ছিল না যে, তাহারা বলিতে লাগিল, তাহাকে হত্যা কর, অথবা দগ্ধ করিয়া ফেল। তদনন্তর আল্লাহ তাহাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন। যে দল বিশ্বাস স্থাপনকারী, তাহাদের জন্য ইহাতে (আল্লাহর কার্য্যপ্রণালীর) প্রমাণ রহিয়াছে। ২৫ এবং ইব্রাহীম বলিতে লাগিল, তোমরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তর সকলকে অবলম্বন করিয়াছ। তোমাদের (এবং তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের) মধ্যে এই পার্থিব জীবনে যে বন্ধুত্বভাব বিদ্যমান তজ্জন্যই (পূর্ব্ব পদ্ধতি পরিত্যাগ করিতেছ না।) অতঃপর কেয়ামতের দিবস তোমাদের একদল অন্য দলকে পরিত্যাগ করিবে, এবং একদল অন্য দলকে ধিক্কার দিবে, এবং (তোমাদের) উভয়ের অবস্থানের স্থান নরক হইবে, এবং তোমাদের কেহ সাহায্যকারী হইবে না। ২৬ তৎপর (কেবল) লূত তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিল, এবং বলিল, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর পথে (ইব্রাহীম সহ) দেশত্যাগী হইব, নিশ্চয় তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান বিহিত আদেশকর্ত্তা। ২৭ এবং ইব্রাহীমকে আমি (পুত্র) ইস্হাক এবং (পৌত্র) ইয়াকুবকে (পার্থিব পুরস্কার স্বরূপ) দান করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের বংশধরগণ মধ্যে আমি পয়গম্বর এবং গ্রন্থ প্রচলিত রাখিয়াছিলাম, এবং তাহাকে তাহার পারিশ্রমিক পৃথিবীতেও দিয়াছিলাম, এবং পরকালে নিশ্চয় সে সাধুগণের অন্তর্গত। ২৮ এবং লূতের (বিবরণ) যখন সে তাহার স্বজাতীয়গণকে বলিতেছিল, নিঃসন্দেহই তোমরা লজ্জাকর পাপ করিতেছ, মনুষ্য জাতির কেহই তোমাদের পূর্ব্বে ইহা করে নাই। আশ্চর্য্যের

বিষয় যে তোমরা পুরুষগণের নিকটবর্ত্তী হইতেছ, এবং পথভ্রমণকারিগণের ধন লুণ্ঠন করিতেছ। (নঃ আঃ) এবং তোমাদের আহূত ব্যক্তিগণের মধ্যে ঘৃণ্য কার্য্য করিতেছ। তৎপর তাহার স্বজাতীয়গণের উত্তর ইহা ব্যতীত হয় নাই যে, তাহারা বলিতেছিল, যদি তুমি সত্যবাদী তাহা হইলে আল্লাহর দণ্ড আমাদের নিকট লইয়া আইস। ৩০ (লূত) প্রার্থনা করিল, হে আমার প্রতিপালক আমাকে এই অনর্থকারিগণের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। ৩৮।=৩০

৩১। এবং যখন (ইতঃপূর্ব্বে) আমার প্রেরিতগণ সুসংবাদসহ ইব্রাহীমের নিকট আসিল, তাহাকে বলিল আমরা এই নগরবাসিগণকে বিনষ্ট করিব, নিঃসন্দেহই তাহার অধিবাসিগণ পাপ করিয়া আসিতেছে। ৩২ ইবরাহীম বলিল, তাহাতে লূতও বাস করিতেছে, তাহারা বলিল কে কে তাহাতে বাস করে আমরা বিশেষ করিয়া জানি, আমরা নিশ্চয় তাহাকে এবং তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাহার গৃহবাসিগণকে উদ্ধার করিব, তাহার স্ত্রী পশ্চাৎ অবস্থানকারিগণের দলভুক্ত। ৩৩ এবং যখন আমার প্রেরিতগণ লূতের নিকট আসিল, (তখন দেশবাসিগণের মন্দাচরণ স্মরণ করিয়া,) সে অসন্তুষ্ট হইল, এবং (ফেরেশ্তাগণ বলিল) ভীত হইও না, এবং দুঃখিত হইও না, (আমাদের সম্বন্ধে আশঙ্কা করিও না, আমরা ফেরেশ্তা,) নিঃসন্দেহই আমরা তোমাকে এবং তোমার স্ত্রীব্যতীত তোমার গৃহবাসিগণকে উদ্ধার করিব, কিন্তু, তোমার স্ত্রী পশ্চাৎ অবস্থানকারিগণের অন্তর্গত। ৩৪ অবশ্য অবশ্যই আমরা এই নগরবাসিগণের উপরে, তাহারা যে পাপ করিয়া আসিতেছে তজ্জন্য, আকাশ হইতে আপদ অবতীর্ণ করিব। ৩৫ ফলতঃ অনুধাবনকারিগণের জন্য ইহাতে (আল্লাহর কার্য্য প্রণালীর) প্রকাশ্য প্রমাণ পরিত্যাগ করিলাম। ৩৬ এবং মদ্ইয়ন বাসিগণের

নিকট তাহাদের ভ্রাতা শোয়বকে (প্রেরণ করা হইয়াছিল,) তখন শোয়-অব উপদেশ (প্রদান) করিতে লাগিল, হে আমার স্বজাতীয়গণ, আল্লাহরই উপাসনা কর, এবং (সুকর্ম্ম করিয়া) কেয়ামতের দিবসের (সুফলের) আগ্রহ কর, এবং পৃথিবীতে পাপ বিস্তার করিয়া গমনাগমন করিও না। তখন তাহারা তাহাকে (পরকালের কর্ম্মভোগ সম্বন্ধে) অসত্যবাদী বলিল। তখন তাহাদিগকে মহাশব্দকারী (যাহা তাহা) আক্রমণ করিল, তখন প্রাতঃকালে তাহারা তাহাদের গৃহে (মৃতাবস্থায়) শায়িত থাকিল। ৩৮ এবং (পাপাচারী জাতি) আদ এবং সমূদগণকেও (উৎসন্ন করা হইয়াছে। হে আরববাসিগণ যখন শ্যাম দেশে তোমরা বাণিজ্যার্থে যাতায়াত কর তখন) আমি তাহাদের (ধ্বংসাবশিষ্ট) বাসস্থান সকল তোমাদিগকে দেখাইয়া থাকি ; ফলতঃ (কুপ্রবৃত্তি দাতা) শয়তান তাহাদের জন্য তাহাদের কর্ম্মসকলকে (তাহাদের চক্ষে) সুন্দর করিয়া দিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগকে আল্লাহর পথ হইতে নিবারিত করিয়া রাখিয়া ছিল, অথচ ইহারা বুদ্ধিমান জাতি ছিল। ৩৯ এবং কারূণ, এবং ফের-অ-উন, এবং হামানকে, (আমি পাপের শাস্তি দিয়াছি,) অথচ ইহাদের নিকট মূসা প্রমাণ সহ উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি পৃথিবীতে ইহারা (পয়গম্বর বাক্য অগ্রাহ্য করণরূপ) ঔদ্ধাত্য প্রকাশ করিতেছিল, কিন্তু ইহারা পলায়ন করিতে পারেন নাই। ৪০ ফলতঃ প্রত্যেককে আমি তাহার পাপের জন্য ধৃত করিয়াছিলাম, তদনন্তর তাহাদের কতক জনার উপর প্রস্তর বৃষ্টি প্রেরণ করিয়াছিলাম, এবং তাহাদের কতক জনাকে মহাশব্দ আক্রমণ করিয়াছিল, এবং তাহাদের কতক জনকে আমি ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়াছি, এবং তাহাদের কতক জনকে

জলমগ্ন করিয়াছি। ফলতঃ আল্লাহ্ এমত নহেন যে তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারাই নিজের উপরে অত্যাচার করিয়াছিল। ৪১ যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে সাহায্যকারী অবলম্বন করে, তাহাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, (এই ক্ষুদ্র কীট (তাহার আশ্রয় স্থান স্বরূপ, গৃহ জাল) নির্ম্মান করে, ফলতঃ (ঐ জাল সহজে ছিড়িয়া যায় এমতস্থলে) নিঃসন্দেহই মাকড়সার গৃহ সকল, সকল গৃহ হইতে অধম। যদি তাহারা অর্থাৎ (অপ্রকৃত উপাস্য অবলম্বন কারিগণ) ইহা বুঝিত, (তাহা হইলে মঙ্গল হইত।) ৪২ আল্লাহ্ ব্যতীত যে সকলকে তাহারা আহ্বান করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদের বিষয় অবগত, (তাহারা মাকড়সার জাল সূত্র,) এবং আল্লাহ্ সর্ব্বোপরি ক্ষমতাবান এবং মহাকৌশলজ্ঞ। ৪৩ ফলতঃ এই সকল দৃষ্টান্ত আমি মনুষ্যগণের জন্য রূপকস্বরূপ ব্যবহার করিলাম, কিন্তু জ্ঞানিগণ ব্যতীত অপরে তাহাতে বুদ্ধি চালনা করে না। ৪৪ আল্লাহ্ স্বর্গ এবং মর্ত্ত উদ্দেশ্য সাধন জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন; যাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী তাহাদের জন্য ইহা (বহু বিষয়ের) প্রমাণ ৪।১৪—৪৪

একবিংশতি পারা।

৪৫। হে (পয়গম্বর) গ্রন্থ (অর্থাৎ কোর্-আন) হইতে যাহা তোমার অভিমুখে ওহি করা হইয়াছে, তাহা তুমি পাঠ কর, এবং নমাজ স্থির রাখ, নিঃসন্দেহই নমাজ অপকর্ম্ম এবং দূষনীয় কার্য্য হইতে নিবারিত রাখে। ফলতঃ আল্লাকে স্মরণ করা অতি মহৎ কার্য্য, ফলতঃ তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা অবগত হন। ৪৬ এবং যাহা উত্তম তেমন ধরণ ব্যতীত গ্রন্থ প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের

সহিত বাক্ বিতণ্ডা করিও না। কিন্তু তাহাদের যাহারা সীমাতিক্রম করে, (তাহাদিগকে তৎপ্রকার উত্তর দিতে ক্ষতি নাই,) এবং তাহাদিগকে বল, যাহা আমাদের অভিমুখে অবতারিত হইয়াছে আমরা তাহাতে, এবং যাহা তোমাদের অভিমুখে অবতারিত হইয়াছে তাহাতে, বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, আমাদের এবং তোমাদের উপাস্য এক, এবং আমরা তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করিয়া দিয়াছি। ৪৭ ফলতঃ (যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গম্বরগণের উপর গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছি,) তদ্রূপ এই গ্রন্থ তোমার উপর অবতীর্ণ করিয়াছি, এই জন্য যাহাদিগকে আমি গ্রন্থ (তওরাত এবং ইঞ্জিল) প্রদান করিয়াছি, তাহারা কোর্-আনে বিশ্বাস্ স্থাপন করে, এবং এই মক্কার (মুশ্‌রেক)গণেরও মধ্যে কতক জন তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে, ফলতঃ যাহারা (স্বভাবমতই) অস্বীকারকারী (কাফের,) তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ আমার আএত সকল সম্বন্ধে বিবাদ করে না। ৪৮ ফলতঃ (হে নবী,) কোর্-আনের পূর্ব্বে তুমি কোনও গ্রন্থ পাঠ কর নাই, এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কখনও কিছু লিখ নাই; (যদি তুমি পড়িতে এবং লিখিতে জানিতা) এমতস্থলে অবিশ্বাসকারিগণ অবশ্যই সন্দেহ করিতে পারিত। ৪৯ বরং যাহাদিগকে জ্ঞান প্রদান করা হইয়াছে, তাহাদের হৃদয়েতে (ইহা) প্রকাশ্য প্রমাণ (যে ইহা আল্লাহর অবতারিত এবং তুমি তাঁহার প্রেরিত।) ফলতঃ সীমাতিক্রমকারিগণ ব্যতীত অন্য কেহ আমার প্রমাণ (সম্বন্ধে) বিবাদ করে না। ৫০ তাহারা বলিতেছে, (আমাদের কথিতমত) প্রমাণ, তাহার উপরে তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে কেন অবতারিত করা হয় না? তুমি বল, তদ্রূপ প্রমাণ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট আছে, কিন্তু আমি প্রকাশ্য সতর্ককারী ব্যতীত নহি। ৫১

তুমি যে গ্রন্থ তাহাদের নিকট পাঠ করিতেছ, যাহা আমি তোমার নিকট অবতীর্ণ করিয়াছি, তাহা কি তাহাদের জন্য (প্রমাণ স্বরূপ) প্রচুর নহে ? যাহারা বিশ্বাস স্থাপনকারী নিশ্চয় তাহাদের জন্য ইহাতে অনুগ্রহ এবং উপদেশ রহিয়াছে। ৫।৭=৫১

৫২। (হে নবী) তুমি বল, আমার এবং তোমাদের মধ্যে (আমার এবং কোর্‌-আনের সম্বন্ধে) আল্‌লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট, তিনি স্বর্গে এবং মর্ত্তে যাহা আছে তাহা জানেন। ফলতঃ যাহারা অসত্যে বিশ্বাস করে, এবং আল্‌লাহর অবাধ্য হয়, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত। ৫৩ এবং শাস্তি শীঘ্রই ঘটুক এই: ইচ্ছা তাহারা তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছে, ফলতঃ (তাহার) যদি এক নির্ণীত কাল না থাকিত, নিঃসন্দেহই শাস্তি তাহাদের নিকট আসিত, ফলতঃ তাহা তাহাদের নিকট হঠাৎ উপস্থিত হইবে, এবং তাহারা তাহা জানিতেও পারিবে না। ৫৪ তাহারা (কেয়ামতের) শাস্তি শীঘ্রই ঘটুক ইহা তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছে, অথচ বাস্তবিকই জহন্নম ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ৫৫ সে দিবস তাহাদের (মস্তকের) উপর হইতে, এবং পদের নিম্ন হইতে, শাস্তি তাহাদিগকে ঢাকিয়া লইবে, এবং তাহাদিগকে বলা হইবে :—তোমরা যাহা করিতে ছিলা তাহার আস্বাদ গ্রহণ কর। ৫৬ হে আমার বিশ্বাসস্থাপনকারী দাসগণ, (কাবা মসজিদে তোমাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতেছে না ;) আমার পৃথিবী সুবিস্তীর্ণ, অতএব (যে স্থানে ইচ্ছা তথায়) আমারই উপাসনা কর। ৫৭ সমস্ত প্রাণী মরণের আস্বাদ গ্রহণ করিবে, তারপর আমারই দিকে তোমরা পুনরানীত হইবা। ৫৮ এবং বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং (তৎসহ) সুকর্ম্মকারিগণকে, আমি নিশ্চয় স্বর্গীয় উদ্যান সকলের উন্নত স্থানে স্থান প্রদান করিব। তাহার নিম্ন দিয়া

প্রণালী সকল প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে তাহারা সতত অবস্থান করিবে, সুকর্ম্মকারিগণের পারিশ্রমিক অতি উত্তম। ৫৯ (অর্থাৎ) যাহারা ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিত, এবং তাহাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করিত তাহারাই (উত্তম বিনিময় প্রাপ্ত হইবে।)

৬০। এবং বহু প্রাণী এমত যে তাহারা তাহাদের জীবিকা বহন করে না, (অর্থাৎ কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখে না,) আল্লাহ তাহাদিগকে এবং তোমাদিগকে জীবিকা প্রদান করেন, এবং অভাব-গ্রস্তের প্রার্থনা শ্রবণ করেন, এবং তাহার অবস্থাও তিনি জানেন (যেহেতু) তিনি শ্রোতা এবং সর্ব্বজ্ঞ। (এমতস্থলে তাঁহারই উপর নির্ভর কর।) ৬১ এবং (তিনি আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র সূর্য্য দ্বারা তোমাদের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন তাহা সকলে বুঝিতে পারে এমত স্থলে,) যদি তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কে যিনি স্বর্গ এবং মর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন ? এবং সূর্য্য এবং চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন করিয়াছেন ? নিশ্চয় তাহারা (বাধ্য হইয়া) বলিবে, আল্লাহ, (এমত স্থলে) কোন দিকে তাহারা (জীবিকাদাতার অনুসন্ধানে) চলিয়া যাইতেছে ? ৬২ তাঁহার দাসগণের মধ্যে (কি পাপী, কিপুণ্যবান, কি নির্ব্বোধ কি কি বুদ্ধিমান,) যাহার ইচ্ছা তাহার (ধনাগম) তিনি প্রশস্ত করেন, এবং (তদ্রূপ) যাহার ইচ্ছা তাহার (ধনাগম) সংকীর্ণ করেন ; নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয় অবগত। ৬২ এবং যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তিনি কে যিনি আকাশ হইতে জল অবতীর্ণ করিলেন, এবং উহার মৃত্যুর পর পৃথিবীকে তদ্দ্বারা সঞ্জীবিত করিলেন ? (অথবা কোর-আন রূপ মৃত সঞ্জীবনী অবতীর্ণ করিয়া মৃত প্রায় একত্ববাদকে সঞ্জীবিত করিলেন ?) নিশ্চয়ই তাহারা বাধ্য (হইয়া) বলিবে তিনি

আল্লাহ। (হে নবী) তুমি ঘোষণা কর, আল্লাহরই সমস্ত প্রশংসা-বাদ, কিন্তু তাহাদের অনেকে অনুধাবন করে না। ৬।১২=৬৩

৬৪। এবং এই পার্থিব জীবন আমোদ প্রমোদ এবং ক্রীড়া ব্যতীত নহে, এবং পরকালের বাসস্থানের (জীবন প্রকৃত) জীবন, যদি (মনুষ্যগণ) বুঝিত (সত্যজ্ঞান লাভ করিত।) ৬৫ (পার্থিব জীবনে আসক্ত ব্যক্তিগণ সুখে আল্লাহকে বিস্মৃত হয়,) কিন্তু যখন নৌকায় আরোহণ করে, (এবং প্রচণ্ড বাত্যায় তাহা নিমগ্নপ্রায় হয়,) তখন তাঁহারই উপাসনা জন্য পবিত্র ভাবাপন্ন হইয়া তাঁহাকেই আহ্বান করিতে থাকে। ৬৬ তদনন্তর যখন আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া স্থলে অবতীর্ণ করি, তখন তাহারা আল্লার সহ উপাসনা ভাগকারীর বিদ্যমানতা প্রকাশক কার্য্য শিরক করে, (যে অমুক ফেরেশ্তার, বা দেবীর, বা নিজ বুদ্ধির বলে, ত্রাণ প্রাপ্ত হইলাম।) (এইরূপ কার্য্য করিয়া, আমি তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছি তৎসম্বন্ধে) আমার অনুগ্রহ অস্বীকার কারী হয়, এবং (কতক কাল,) সুখ ভোগ করে, তদন্তর শীঘ্রই (মরণান্তেই ইহার পরিণাম) জানিতে পারিবে। ৬৭ তাহারা দেখেন না কেন যে আমি মক্কা নগরকে শান্তির নিকেতন করিয়াছি, (সাধারণতঃ তাহার চতুঃসীমায় কেহ যুদ্ধ করে না,) অথচ তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে মনুষ্যগণকে (শত্রুগণ) বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইতেছে? অহো এমত স্থলেও যাহা অপ্রকৃত (যথা দেব দেবী,) তাহাতে তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে, এবং আল্লাহের অনুগ্রহ অস্বীকার করিতেছে। ৬৮ ফলতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরে অসত্য স্থাপন করে, তাহা হইতে অধিক অত্যাচারী আর কে হইতে পারে? (অথবা যখন সত্য, অর্থাৎ কোর-আন) তাহাদের নিকট আসিল, তখন তাহাতে

অসত্যারোপ করিল, (তাহাদের হইতে অধিক অত্যাচারী কে হইতে পারে ?) জিজ্ঞাসা করি অস্বীকারকারী (অর্থাৎ কাফের) দেব জন্য কি জহন্নমে অবস্থানের স্থান নাই ? ৬৯ ফলতঃ যে ব্যক্তি আমার জন্য চেষ্টান্বিত হয়, তাহাকে আমি আমার পথ প্রদর্শন করি, এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ সুকর্ম্মকারিগণের সঙ্গে অবস্থান করেন ; (তাহাদিগকে কখনও পরিত্যাগ করেন না।) ৭। ৬=৬৯

কোর্-আন দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

বহু ব্যাখ্যাসহ—কোর-আন—
সবিস্তার সরলানুবাদ।

খান বাহাদুর মৌলবী তসলিমুদ্দিন আহ্মদ বি, এল, সাহেব কর্ত্তৃক তফ্সীর হক্কানী, তফ্সীর কাদেরী, আজ্জামুত তফাসীর, মৌলানা নজীর আহমদের অনুবাদ, শাহ আব্দুল কাদের এবং শাহ ওলিওল্লাহ সাহেবদ্বয়ের উর্দ্দু, পারস্য এবং অন্যান্য অনুবাদ অবলম্বনে মূল আরবী হইতে অনুবাদিত। বেড়ের মধ্যে ব্যাখ্যা এবং বিস্তার, বেড়ের বাহিরে যাহা তাহা শব্দে শব্দে অনুবাদ।

দশ দশ পারার তিন খণ্ডে সমাপ্ত।

প্রত্যেক সূরার প্রথমে ঐ সূরার মর্ম্ম লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং বর্ণমালাক্রমে সুবৃহৎ সূচি 'বা নজমূল্ ফুরকান' অর্থাৎ কোর্-আনের নক্ষত্ররূপ শব্দমালা সংযুক্ত করা হইয়াছে। এই সূচিতে পবিত্র কোর্-আনের প্রায় সমস্ত বিষয় বর্ণমালাক্রমে সজ্জিত, যথা—আল্লাহ শব্দের নিম্নে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা আছে প্রায় তাহা সমস্ত সন্নিবেশিত, তদ্রূপ পয়গম্বর, জন্ম, মরণ, মনুষ্যজাতি, স্ত্রীজাতি, জন্নৎ, জহীম, বৈকুণ্ঠ, নরক, শরীর, আত্মা, মরণান্তর ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় উক্ত শব্দ সকলের নিম্নে লিখিত হইয়াছে, এই সূচি ডঃ ক্রাঃ ১৬ পেজী ৩৫০-৪০০ পৃষ্ঠা হওয়া সম্ভব। সমস্ত অনুবাদ অন্যূন ১৮০০ পৃষ্ঠা।

প্রথম খণ্ড ডঃ ক্রাঃ ১৬ পেজী ৪৫৮ পৃঃ এবং ভূমিকা ৮২ পৃষ্ঠা মোট ৫৪০ পৃষ্ঠা, এবং দ্বিতীয় খণ্ড ৪৫৮ পৃষ্ঠা, উত্তম কাগজ, রেশমী বাইনডিং

বাহির হইয়াছে, মূল্য প্রত্যেক খণ্ড ২॥৹ টাকা মাত্র; ডাকমাশুল, রেজেষ্টরী, ভিঃ পিঃ খরচ স্বতন্ত্র।

ভূমিকায় ইস্‌লাম ভূমি জজিরাতুল আরব, খেলাফত, কোর্-আন, অগ্নিপূজক পারসিকগণের ধর্ম্মগ্রন্থ দর্শাতিরে, হিন্দুগণের ধর্ম্মগ্রন্থ বেদে, উপনিষদে, পুরাণে ইস্‌লামের ভবিষ্যদ্বাণী এবং পাপহারী পয়গম্বরের, ইউরোপীয় মহাযোদ্ধা জাতিগণের আবির্ভাবের তিরোভাবের, বিজ্ঞানের উন্নতির ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদি সন্নিবেশিত, এবং জগৎব্যাপী ভ্রাতৃত্বে আহ্বান।

প্রথম খণ্ডের দশ পারার প্রথম সুদীর্ঘ নয় সুরা, তন্মধ্যে ছয়টি মদিনাতে অবতীর্ণ আর তিনটি মক্কায়। যখন মদিনায় ইস্‌লামের, বল এবং আলোক প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি হইতেছিল তখন মদিনীসুরা অবতীর্ণ, তাহাতে অসির ঝঞ্জনা, যোদ্ধার কষ্ট সহিষ্ণুতা, ধর্ম্মভাবের সাধনা, আত্মবিসর্জ্জন, পাপদগ্ধকারী কথা। মক্কাবতীর্ণ সুরা যেন চন্দ্রের স্নিগ্ধরশ্মি এবং মদিনাবতীর্ণ সুরা যেন আলোক এবং উত্তাপ। মদিনী সুরার রত্নসংগ্রহ করিতে হইলে সমুদ্রে ডুব দিতে হয় কিছু কষ্ট সহ্য করিলে মনে চিরপ্রস্ফুট গোলাপ ফোটে। ভাষায় এবং ভাবে মদিনাবতীর্ণ সুরা সকল মক্কাবতীর্ণ সুরা হইতে কঠিন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের ১০৫ সুরা মধ্যে ৮৩ সুরাই মক্কাবতীর্ণ, সহজ, যেন হাত ডুবাইয়া দিলেই একটি রত্ন বাহির করা যায়। ইহা নভেল বা কাব্য নয়, কিন্তু এই দুই খণ্ড অতি বিস্ময়কর সত্য আখ্যান শোভিত। ইহা মহাদর্শন, মহা ফিলসফী, জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার। আদ্যান্ত বহু ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, তসওফ বা তত্ত্বকথা পূর্ণ অনুবাদ।

অনুবাদ সম্বন্ধে মত।

কোর্‌-আন, ফেকা, হাদিস, তফসীরে সুপণ্ডিত সাহেবগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে নিম্নে আবশ্যক পরিমাণ উদ্ধৃত হইল :—

হাফেজ আমজাদ হোসেন এম, এ (আলিগড়) মুন্সী ফাজেল, প্রোফিসেয়েন্‌সী ইন্ আরেবিক, আরবিক এবং পারসিয়ান প্রোফেসার, কারমাইকেল কলেজ, রঙ্গপুর। রঙ্গপুর ডিষ্ট্রীক্‌ট্ বোর্ডের পত্রোত্তরে :—

ইংরাজী মন্তব্যের বাঙ্গালা—"আমি খান বাহাদুর মৌলবী তসলিমুদ্দিন আহমদ বি, এল, সাহেবের কোর্‌-আনের অনুবাদের কতক অংশ পাঠ করিয়াছি, এবং তাহা যেমন হওয়া উচিত তেমন পাইয়াছি, * * * আমি বিশেষ করিয়া সেই সকল অংশ দেখিয়াছি যাহার বিবিধ প্রকার অর্থ হয়, ঐ সকল অংশের যে অর্থ সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে প্রামাণ্য অনুবাদক সেই অর্থই দিয়াছেন। দেখা যাইতেছে অনুবাদক সাহেব বিশেষ সাবধানতার সহিত কোর্‌-আনের আলোচনা করিয়াছেন, এবং অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্য যত্নের ত্রুটী করেন নাই। * * * সমস্ত অনুবাদ প্রকাশ হওয়া একান্ত আবশ্যক।"

খান বাহাদুর মৌলানা মোহাম্মদ মূসা এম, এ, চট্টগ্রাম মাদ্রাসার প্রিন্‌সিপাল সাহেব, রঙ্গপুর ডিসট্রিক্ট বোর্ডের পত্রোত্তরে :—

ইংরাজি পত্রের বাঙ্গালা—"খান বাহাদুর মৌলবী তসলিমুদ্দিন আহমদ সাহেবের বঙ্গানুবাদ, কোর্‌-আনের আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। আমি সানন্দে প্রকাশ করিতেছি যে অনুবাদক সাহেব বিশেষ যত্নের সহিত সহজ এবং সুপাঠ্য বাঙ্গালায় কোর্‌-আনের অর্থ

প্রকাশ করিয়াছেন। অনুবাদে যে ধরণ রক্ষা করিয়াছেন তাহা সুন্দর হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ বিবেচনারও পরিচয় দিয়াছেন। প্রথমতঃ প্রত্যেক সুরার মর্ম্ম লিখিত হইয়াছে, তৎপর প্রামাণিক তফসীর গ্রন্থের মতানুযায়ী অনুবাদ এবং তৎপর আবশ্যকীয় টীকা এবং ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আমার মতে বঙ্গভাষাজ্ঞ ব্যক্তিগণের জন্য ইহা মূল্যবান অনুবাদ। ৫।৯।৩৩

মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন. হাদিস, তফ্সীর, ফেকাতে মেডেল প্রাপ্ত সিনিয়ার এক্জামিনেশন পাশ, আরবী-পারসী প্রোফেসার, কারমাইকেল কলেজ, রঙ্গপুর।

মন্তব্য :—"কোর্-আন শরিফের প্রথম দশ পারার বঙ্গানুবাদ মূলের সহিত ঐক্য করিয়া মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, অনুবাদ শুদ্ধ এবং ভাষা প্রাঞ্জল হইয়াছে, অনুবাদ এবং ব্যাখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য এবং সংলগ্নতা রক্ষা করিয়া কোর্-আনের ললিত মধুর ভাব বঙ্গভাষায় প্রকাশের যে চেষ্টা অনুবাদক সাহেব করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছেন। আরবী ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি কোর্-আন পাঠ করিয়া যে স্বর্গীয় ভাবে আপ্লুত হন, বঙ্গভাষাজ্ঞ ব্যক্তিও কোর্-আনের ব্যাখ্যাসহ এই অনুবাদ পাঠ করিয়া তদ্রূপ অসীম এবং অতুলনীয় স্বর্গীয় ভাবে বিমুগ্ধ হইবেন। * * * ভূমিকা অতীব প্রশংসনীয়।"

ফেকা, হাদিস, তফসীর, কোর্-আনে সুপণ্ডিত মৌলবী আবদুল ওদুদ বি, এ, (নোয়াখালী) সাহেবের ইংরেজী পত্র হইতে * * * * "অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে, * * নূতন এবং প্রয়োজনীয় প্রণালীতে অনুবাদিত, * * * সুন্নিসম্প্রদায় মতে অনুবাদ, * * * কোর্-আনের অনুবাদ-সাহিত্যে যুগান্তর।" * *

মৌলবী ওজিহউদ্দীন, সিনিয়ার পাশ, সুশিক্ষিত, রিসার্চে নিযুক্ত, রঙ্গপুর খেলাফত সেক্রেটারীর পত্র হইতে :—

* * * * "প্রথম দশ পারার অনুবাদ পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। কেতাবখানি যেমন টুক্‌টুকে, ঝক্‌ঝকে, দেখিলেই চিত্তাকর্ষণ করে, পাঠ করিলে মন তাহা হইতেও প্রফুল্লিত হয়, ভাষা সুন্দর, প্রাঞ্জল, দেশ, কাল, পাত্রোপযোগী হইয়াছে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, আরবী তফসীর জালালয়নের ন্যায়, মতলবসহ অনুবাদ কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছে; ইহাতে বুঝিবার পক্ষে সহজ হইয়াছে। প্রত্যেক সুরার মর্ম্ম (summary) তাহার প্রথমেই দেওয়াতে সুরার মর্ম্ম উদঘাটন করা সহজ হইয়াছে। ভূমিকায় অনেক নূতন এবং জ্ঞাতব্য কথা আছে। * * * এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ এ পর্য্যন্ত কেহই বাহির করেন নাই। অপর খণ্ডদ্বয় শীঘ্রই প্রকাশ করা আবশ্যক। * * * ভাই-ভগিনীগণকে এই অনুবাদ পাঠের জন্য অনুরোধ করি।" * * *

ভারতখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের পত্র হইতে * * * "পবিত্র কোর্-আন শরিফের আপনার কৃত অনুবাদ পাইয়াছি। * * * পবিত্র কোরাণ শরিফ সকলেরই পাঠ্য আমার বিশ্বাস। হিন্দুর পক্ষেও ইহা পাঠ্য ও পূজ্য এবং অর্ঘ্য দানের উপযুক্ত * * * অনুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছ। হজরত মোহাম্মদ কল্কি অবতার হওয়ার যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও সুন্দর। অল্লোপনিষদ আধুনিক গ্রন্থ নহে, তৎসম্বন্ধে যে প্রমাণ দিয়াছেন তাহা খণ্ডন করাও অসাধ্য বা দুঃসাধ্য মনে করি। অল্ল শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে আছে, প্রাচীন ব্যাকরণে তাহার পদ সাধন প্রণালী আছে, সুতরাং আকবরের সময়ে অল্লোপনিষদের সৃষ্টি হইয়াছে কিরূপে বলা যায়?"

সংবাদ পত্রের সমালোচনা হইতে :—

মোস্‌লেম জগৎ :—* * * "গ্রন্থের প্রথমে অনুবাদক সাহেব ৮২ পৃষ্ঠায় যে ভূমিকা সংযোজিত করিয়াছেন, তাহাতে কোর্-আন সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কোর্-আন-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তির তাহা অবশ্যপাঠ্য। কোর্-আনের এমন প্রাঞ্জল অনুবাদ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও বাহির হয় নাই। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই অতি সুন্দর। মূল্য তদনুসারে কম হইয়াছে বলিতে হইবে। আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে বিশেষতঃ প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমানকে এই অনুবাদ পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

নবযুগ * * "রঙ্গপুরের ভূতপূর্ব্ব উকীল এবং প্রবীণ সাহিত্যিক খান বাহাদুর মৌলবী তস্‌লিমুদ্দীন আহমদ বি, এল, অনুবাদিত। এই বিরাট গ্রন্থে সুরে ফাতেহা হইতে সুরে বকরাদি ১টি বৃহৎ সুরার অনুবাদ আছে, অনুবাদ অতি সুন্দর প্রণালিতে সুন্দরভাবে সম্পাদিত হইয়াছে; ইহার বিস্তৃত ভূমিকায় বহু প্রয়োজনীয় এবং জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পবিত্র ইসলাম সম্বন্ধে মোটামোটি অনেক কথা উহা পাঠে জানা যাইতে পারে। আএত রুকু, সুরা, পারার নম্বর, (প্রত্যেক পৃষ্ঠায়) থাকাতে আরবী কোর্-আনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখার বেশ সুবিধা হইয়াছে,* সরল বঙ্গানুবাদ ব্যতীত তফসীরও দেওয়া হইয়াছে। খান বাহাদুর

---

* উক্ত কারণে মূল আরবী কোর্-আন অনুবাদের সহিত দেওয়া হয় নাই। কোর্-আন সকল মুসলমানের বাড়ীতেই আছে। ইহার সহিত মূল কোর্-আন হইলে মূল্য ৪০৲ হইয়া যাইত, এবং এই অনুবাদ সকল অবস্থায় স্পর্শ করা যাইত না। ওজুহীন অবস্থায় কোর্-আন স্পর্শ পাপ।

পরিণত বয়সে এক মহা সাধুকার্য্যে, কষ্টসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে সাফল্য লাভ করিয়াছেন।"

রায়ত-বন্ধু :—"পবিত্র স্বর্গীয় মহাগ্রন্থ কোর্-আনের বঙ্গানুবাদ প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া আমরা অতীব আনন্দ লাভ করিলাম। * * ইহার বিশাল ভূমিকাও অতি অপূর্ব্ব জিনিষ। পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বেদ, বাইবেল এবং জেন্দা ভেস্তা হইতে প্রমাণিত করা হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থে যে আমাদের পয়গম্বর শেষ নবী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আছে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। একটী বিস্তৃত তালিকায় সুরা, কোর্-আনের লিখিত সংখ্যা, তরতিবে নজুল অর্থাৎ অবতীর্ণের ক্রম সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে; অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে।

প্রবাসী :—" * * বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ হইয়াছে, অ-মুসলমান বাঙ্গালীরা তাহাদের প্রতিবাসী এত বড় এক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের শাস্ত্র সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ থাকায় অনেক কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। এই অনুবাদ প্রকাশ হওয়াতে মুসলমান অমুসলমান সকলেরই নিজে কোর্-আন্ পড়িয়া তার অন্তরনিহিত ধর্ম্মতত্ত্ব, নীতি, উপদেশ, আচার ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া উপকৃত হওয়ার পরম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যথার্থ ধর্ম্মপিপাসু অমুসলমান বাঙ্গালী এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্বধর্ম্ম ও পর ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ ও তত্ত্ব উপলব্ধি এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আলোচ্যমান কোর্-আনে অনুবাদক খান বাহাদুর সুদীর্ঘ ভূমিকায় হিন্দু শাস্ত্রে মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উল্লেখের বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন। অনুবাদ সহজ বোধগম্য করিবার জন্য বন্ধনীর মধ্যে ব্যাখ্যা ও টিকাও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা প্রত্যেক বাঙ্গালী, মুসলমান অমুসলমানের

নিকট সমাদৃত হইবে। আমরা ইহা উপহার প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি। আমারা এই গ্রন্থ এবং গ্রন্থকর্ত্তাকে অভিনন্দন করিতেছি। ইহার বাকী দুই খণ্ডের জন্য উদ্‌গ্রীব, আগ্রহান্বিত থাকিলাম।"

নারী শক্তি :—"মৌলবী তসলিমুদ্দীন আহমদ বি, এল, কর্ত্তৃক অনুবাদিত একখানি সুদৃশ্য কোর্-আন আমরা উপহার পাইয়াছি। আত্মার উন্নতি, খোদার সহিত যোগ স্থাপন, তাঁহার বাণী প্রাণে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলার জন্য কোর্-আন পাঠের আবশ্যকতা। না বুঝিয়া কোর্-আন পাঠে কোনও উদ্দেশ্যই সফল হয় না। কোর্-আন অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যই এতদিন ব্যর্থ হইয়া যাইতেছিল। আমরা প্রত্যেক শিক্ষিত ভদ্র মহিলাকেই তসলিমুদ্দীন সাহেবের অনুবাদিত কোর্-আন পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কোর্-আন্ পাঠ করিয়া নিজের জীবনের উন্নতি করুন; * * মৌলবী তসলিমুদ্দীন সাহেবের অনুবাদ দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।"

The Servant :—ইংরাজী পত্রিকা হইতে

"আমরা বহুকাল হইতে যে অভাব বোধ করিতেছিলাম, খান বাহাদুর মৌলবী তসলিমুদ্দীন আহমদ বি, এল, সাহেবের মূল আরবী হইতে, মরুবাসিগণের পবিত্র গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, সেই অভাব দূর করিল। হিন্দু শাস্ত্র হইতে স্থানে স্থানে একই ভাবের উদ্ধৃত কথা এই অনুবাদের এক বিশেষত্ব এবং অল্লোপনিষদের পাণ্ডিত্য পূর্ণ আলোচনা যাহা এই গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ লিখিত, তাহা উহাকে আরও আগ্রহউদ্দীপক করিয়াছে। * * * অপর দুই খণ্ডের জন্য আনন্দ এবং আগ্রহসহ অপেক্ষা করিয়া থাকিলাম।"

কাঙ্গাল হইতে। * * *

"অনুবাদের প্রথমেই গ্রন্থকার কাবা, মস্‌জিদ, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ইস্‌লাম, খেলাফত, জজিরাতল আরব, বেদে, পুরাণে ইসলামের ভবিষ্যৎবাণী, কোর্‌-আনে, হাদিসে, বেদে, পুরাণে ইউরোপীয় সকল জাতি সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী প্রভৃতি বিষয় যে সমস্ত আলোচনা করিয়াছেন, প্রত্যেক মুসলমানের সেগুলি পাঠ করা কর্ত্তব্য। তারপর এমন সরল, এমন প্রাঞ্জল, এমন ভাবপূর্ণ অনুবাদ এপর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে মনে হয় না। টিকা, টিপ্পনী যথেষ্ট আছে। যাঁহারা আরবী না জানার জন্য পবিত্র কোর্‌-আনের পবিত্র বাণীসমূহের মর্ম্মাবগত হইতে অক্ষম, যাঁহারা আল্‌লাহর কথা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ইহার এক এক খানি ক্রয় করিয়া ধন্য হউন।"

ছোলতান পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা মনীরুজ্জমান ইস্‌লামাবাদী সাহেব :—

"কোর্‌-আন শরিফের এই বঙ্গানুবাদ পড়িয়া আমরা সুখী হইলাম। অনুবাদের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। গ্রন্থকার এই অনুবাদের জন্য যে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অনুবাদ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। মুসলমান জাতি যদি ইহ এবং পরলোকের উন্নতিকামী হয়, তাহা হইলে উন্নতির মূল ভিত্তি কোর্‌-আন তাহাদিগকে অবলম্বন করা উচিত। কোর্‌-আনের শিক্ষা ভুলিয়া আজ মুসলমান অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। আমাদের অবনতি এবং চরম দুর্গতির একমাত্র মহৌষধ ও চিকিৎসা পবিত্র কোর্‌-আন পাঠ এবং তাঁহার মর্ম্ম গ্রহণ। আরবী, ফারসী, উর্দ্দু ভাষায় অনভিজ্ঞ মুসলমানদিগকে যাঁহারা মাতৃভাষা বাঙ্গালার সাহায্যে কোর্‌-আনে কি আছে তাহা জ্ঞাত হওয়ার সুযোগ করিয়া দিতেছেন,

তাঁহারা সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র। আমরা মুসলমানদিগকে আল্লাহ্ তাআলার আদেশ, উপদেশ জানিবার এবং বুঝিবার জন্য বিশেষরূপে আহ্বান করিতেছি। আরবী উর্দ্দু অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের জন্য কোর্-আনের বঙ্গানুবাদ পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। * * *

এই অনুবাদের ভূমিকা পাঠ করিয়া আমরা অধিকতর আনন্দিত হইয়াছি। ভূমিকাটী অনেক সারগর্ভ তত্ত্বে পূর্ণ। * * * এই ভূমিকায় অনেক মূল্যবান শিক্ষার বিষয় আছে। * * * ২০।৭।২৩

সকল জাতিতে সকল ভাষায় পয়গম্বর।

এই মহাগ্রন্থ শিক্ষা দিতেছে, সকল জাতির মধ্যে সকল ভাষায় দয়াময় পয়গম্বর অর্থাৎ তাঁহার বাণীবাহক প্রেরণ করিয়াছেন, এজন্যেই আমরা সকল ধর্ম্মের মূলে একই সত্য দেখিতে পাই, একজন উপাস্য ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই, তিনি এক অদ্বিতীয়, অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র বিরাজিত, সমস্তেরই স্রষ্টা, বিধাতা ইত্যাদি, ইহাই আপন আপন ভাষায় সকল ধর্ম্মের মূল। কোনও ভাষায় সেই বাণীবাহককে পয়গম্বর বলা হইয়াছে, কাহারও ভাষায় তিনি ঋষি, অবতার। বাইবেলে এবং কোর্-আনে, আমরা দেখিতে পাইতেছি, জগদ্ব্যাপী মহাপ্লাবনকালে এক মহাপুরুষকে এক বিরাট জলযান নির্ম্মাণের আদেশ হইল, তাহাতে সমস্ত প্রাণীর যুগল, সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিদ্ সংগ্রহের আদেশ হইল, যখন মহাপ্লাবনে ধরা জলমগ্ন হইল, তখন এই জলযান ভাসিয়া চলিল; এই মহাপুরুষ বাইবেলে নোহা, কোর্-আনে নূহ। আবার পুরাণ শাস্ত্রে দেখা যায় মনু নামে এক ঋষি দেব নির্ম্মিত জলযানে স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিদ, জরায়ুজ, যাবতীয় জীব সংগ্রহ করিতে আদিষ্ট হইলেন।

এইরূপে জীব প্রবাহের বীজ রক্ষা হইল। যখন প্রলয় বায়ু কোপে ঐ নৌকা আহত হইতে লাগিল তিনি তাহা মৎস্যশৃঙ্গে বন্ধন করিলেন। সুতরাং নোহা, নূহ, এবং মনু ঋষি ও মৎস্য অবতার একই ব্যক্তি। কিন্তু বহু শতাব্দির আবর্জ্জনা সরাইয়া সত্য বাহির করা অতি কঠিন কাজ হইলেও অসম্ভব কার্য্য নহে। এই মহাগ্রন্থ আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে আদৌ ধর্ম্ম এক ছিল, মাত্র এক অদ্বিতীয়ের উপাসনা, তৎপর ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা দিল, তখন সত্য ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য ক্রমশঃ পয়গম্বরের আবির্ভাব হইতে লাগিল। হজরত নূহর সময় আর্য্যগণ ককেসস্ ও বেবিলোনিয়া অঞ্চলে বাস করিত।

সকল জাতি, সকল দেশবাসিগণ
কোর-আনের সমাদর করিয়াছেন।

ইংরেজ, জার্ম্মাণ, ভারতীয় মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ একমত হইয়াছেন যে কোর্-আন পাঠোপযোগী এক অপূর্ব্ব জ্ঞান-প্রবাহ। যাঁহার মুখ হইতে ইহা বিনিঃসৃত হইয়াছে, সেই মহামনুষ্য বলিয়াছেন, "জ্ঞানের কথা চৈনগণের নিকট হইতেও সংগ্রহ করিও।"

The Popular Encyclopedia বলিতেছে :—"কোর্-আনের রচনা প্রণালী এমত মনমুগ্ধকর এবং ছন্দময়ী রচনার ন্যায় লালিত্য-পূর্ণ যে এখনও কেহ তাহার অনুকরণ করিতে পারে নাই। ইহার নৈতিক শিক্ষা নির্দ্দোষ, যাহারা তাহা পালন করে তাহারা অনিন্দনীয় জীবন অতিবাহিত করে।" ইংরাজ সেল বলিয়াছেন, "ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত যে কোর-আনের ভাষা সুললিত, নির্দ্দোষ, রচনাপ্রণালী সৌন্দর্য্যপূর্ণ, সুশ্রাব্য ও আড়ম্বরসূচক পদাবলিতে অলঙ্কৃত। অনেক স্থলের, বিশেষতঃ যথায় আল্লাহর মহিমার এবং ক্ষমতার বর্ণনা

হইয়াছে, সে স্থলের ভাষা মহৎ ভাব সঞ্চারক, মহাড়ম্বর বিকাশক। বহু চেষ্টাতেও অনুবাদ মূলের অনুরূপ হইতে পারে না। * * * যে আল্লাহকে ইহার রচয়িতা বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, ইহার ভাষার উচ্চতা এবং মহত্ত্ব তাঁহার অনুপযুক্ত নহে।"

জার্ম্মাণ দার্শনিক (Geothe) গেটে মুগ্ধ হইয়া আত্মার উচ্ছ্বাস এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, "আমরা যতই কোর্-আনের নিকটবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করি, ততই উহা দূরবর্ত্তী হইতে থাকে ; আমরা যতই ইহার গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করি, ততই ইহার গভীরতা গভীরতর হইতে থাকে ; ইহা ক্রমশঃ আমাদিগকে লুব্ধ করে, তারপর আমাদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে ; অবশেষে ইহা আমাদিগকে অতি অপ্রীতিকর অনুরাগে নিমগ্ন করিয়া দেয়।"

বঙ্গবিখ্যাত বাঙ্গালী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী, এম, এ ; ডি, এস, সি, মহোদয় কোর্-আন সম্বন্ধে বলিতেছেন, "ইহা পড়িবার, পড়াইবার, শিখিবার, শিখাইবার, গ্রন্থ বটে। কোর্-আন এক মহামূল্য রত্ন। আমি নিজে হিন্দু ; কিন্তু হিন্দু হইয়াও এ গ্রন্থের শতমুখে প্রশংসা করিতেছি। এই রত্ন যে না দেখিয়াছে, ধর্ম্ম জগতে এখনও তাহার প্রবেশাধিকার জন্মে নাই ; * * * সমুদয় কোর্-আনে (একদিকে) এক অপূর্ব্ব বীরত্বব্যঞ্জক তেজের লহরী ছুটিয়াছে। * * * অন্যদিকে ধর্ম্মের শান্তিময় ভাবও ধীরে ধীরে (অর্দ্ধ লুক্কায়িত হইয়া) দেখা দিতেছে, এই দৃশ্য বড় মনোরম। ইহা বেদে বা বাইবেলে নাই।"

কোর্-আনে কোর-আনের স্বরূপ :—

৬।১০৪ "চক্ষুর দৃষ্টি সকল তাঁহাকে দর্শন করিতে অক্ষম, কিন্তু তিনি চক্ষুর দৃষ্টি সকল দর্শন করিতে সক্ষম, তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সকল বিষয় অবগত। ১০৫ (হে মানবজাতি, সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান,

সর্ব্বস্রষ্টা) তোমাদের বিদ্যমানতার কারণ (আল্‌লাহর) নিকট হইতে (যে চক্ষু তাঁহাকে দর্শন করিতে সক্ষম সেই) চক্ষু (কোর-আন) নিঃসন্দেহই তোমাদের নিকট আসিয়াছে, এমতস্থলে যে ব্যক্তি (তদ্দারা) দৃষ্টি করে তাহা আত্মমঙ্গলের জন্যই করে; এবং যে ব্যক্তি অন্ধ হইয়া থাকে, সে তদ্রূপ কার্য্য আত্ম (অমঙ্গল) জন্যই করে * *।"